কাব্য-গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধরী

প্রমথনাথের

কাব্য-গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীজলধর সেন-সম্পাদিত

মূল্য ১৲ এক টাকা

৩২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট প্যারাগণ প্রেসে
শ্রীসূর্য্যকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩২২

সম্পাদকের নিবেদন।

কবিবর প্রমথনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডকে গল্প খণ্ড বলা যাইতে পারে। Lyric এর কবিদের একটা বদ্‌নাম আছে, তাঁহারা Sustained কিছু লিখিতে গেলে তেমন 'যুত' করিয়া উঠিতে পারেন না। অনেকের পক্ষে এ কথা খাটে, অনেকের পক্ষে নয়। প্রমথনাথ 'গৌরাঙ্গ' লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তিনি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক রচনায়ও বিশেষ পটু। এই খণ্ডের প্রথমেই গৌরাঙ্গের স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে। 'গৌরাঙ্গ' গল্প নয়, সত্য কাহিনী। কিন্তু এই মহাপুরুষের জীবনকথা কপোল-কল্পিত গল্পের ন্যায়ই অপূর্ব্ব ও কৌতূহলোদ্দীপক। এ মহা আখ্যায়িকার রচক গৌরাঙ্গ নিজে। কবি আদর্শকে দাগিয়া দেন, সাধক বুকের রক্ত দিয়া তাহা জীবনে প্রতিফলিত করেন। বঙ্গসাহিত্যে প্রমথনাথের 'গৌরাঙ্গের' তুলনা শুধু 'গৌরাঙ্গ'। কবি যদি শুদ্ধ এই কাব্যখানিই লিখিতেন, তিনি চিরদিন বঙ্গসাহিত্যের একটি বিশেষ জায়গা দখল করিয়া থাকিতেন। আমরা অবগত আছি, 'গৌরাঙ্গ' প্রকাশিত হইলে কবিবর নবীনচন্দ্র নিমাই চরিত রচনার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। প্রমথনাথের অকৃত্রিম সুহৃৎ কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 'নবপ্রভা' নামক মাসিকে গৌরাঙ্গের অতি বিস্তৃত সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

চারি সংখ্যাব্যাপী সুদীর্ঘ সমালোচনার পর হঠাৎ 'নবপ্রভা'র অপঘাত মৃত্যু হয়; সমালোচনাও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। গুণ-গ্রাহী দ্বিজেন্দ্রলাল 'গৌরাঙ্গের' একজন গোঁড়া ছিলেন; তিনি মুক্তকণ্ঠে যেখানে সেখানে এই কাব্যের গুণগান করিতেন।

'গৌরাঙ্গ' সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণগুলি মিলাইয়া রচিত হয় নাই। কবি যে তাঁহার কাব্যটিকে এই 'মহা'র কবল হইতে বাঁচাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সাহিত্য-সংযম সূচিত হইয়াছে। অনর্থক সর্গ বাড়াইয়া কতকগুলি বাজে কথা দ্বারা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিলে আলঙ্কারিকের ভাষায় গৌরাঙ্গকে মহাকাব্য বলা গেলেও তাহাকে খাঁটি-কাব্য বলা চলিত কিনা সন্দেহ। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, যদি 'মহা' কথাটির আভিধানিক ব্যাখ্যা ধরিয়া লওয়া যায়, এবং উহাকে প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের নাগপাশ হইতে মুক্ত করা হয়, তবে ঐ 'মহা' শব্দটি 'গৌরাঙ্গ' কাব্য সম্বন্ধে অবাধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 'গৌরাঙ্গের' key-note 'ভক্তি যার ভরভিত্তি প্রেম যার প্রাণ'; গৌরাঙ্গের সাধন মন্ত্র 'জীবে দয়া বিশ্বে প্রেম পতিতে করুণা'। মানব পূজার কবি তাঁহার মনের মানুষটির দেখা পাইলেন; অমনি কাব্যের নায়ক করিয়া তাঁহার পদতলে কাব্য-পুষ্পাঞ্জলী ঢালিয়া দিলেন; কিন্তু কুত্রাপি তিনি অন্ধভক্তি চালিত হইয়া সেই বাস্তব কাব্যের নায়ককে অতিমানুষ করেন নাই। প্রমথনাথের গৌরাঙ্গ অসামান্য মানুষী মহিমায় সমুজ্জ্বল। এই 'মানুষী মহিমা' জীবনের ধাপগুলি না ডিঙ্গাইয়াই একেবারে মহত্ত্বের উত্তুঙ্গ শিখরে চড়িয়া বসে নাই।

কবি তাঁহার অপূর্ব্ব নায়ককে নানারূপ অবস্থা, সুখ দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত, মায়া-প্রলোভনের বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলিয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিবার অবকাশ দিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে অনেক ঘটনা বানাইয়া দিতে হইয়াছে। কবি ইহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—'সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা বৃহৎ ভাবে অনুধাবনে, খুঁটিনাটির অনুসরণে নয়'। অন্যত্র—'চরিত্রনিচয়ের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি সংসাধন, ঘটনাবলীর যথাবিন্যাস ও সুসঙ্গতি সম্পাদন সর্ব্বপ্রধান কবি-কর্ত্তব্য।' গৌরাঙ্গের জীবনকে কবি ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—সেবক, সন্ন্যাসী, সাধক, শিক্ষক, সংস্কারক ও সিদ্ধ। 'সেবকে' মহাপুরুষের অসামান্য 'মানুষী মহিমার' উন্মেষ; 'সন্ন্যাসী' স্তরে স্বর্গ-আহ্বানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিবার ব্যাকুলতা; 'সাধক' অধ্যায়ে সেই নদে'র ভাবে মাতোয়ারা প্রেম বিলাইতেছেন, আর পতিতের কর্ণে অভয়বাণী ঘোষণা করিতেছেন। 'শিক্ষক' সর্গে তাঁহাকে উপদেষ্টার আসনে দেখিতে পাই। সেখানে তিনি শুধু ভাবোন্মাদ বা শুষ্ক দার্শনিক নহেন, এ দু'য়ের একটী চমৎকার রাসায়নিক মিশ্রণ। তাঁহার উপদেশ—ভাবাবেগ যেন যুক্তির দ্বারা সংযত হয়, হৃদয়ের সহিত যেন মস্তিষ্কের বিরোধ না ঘটে। এই সর্গে অনেক দুরূহ দার্শনিক সমস্যার সমাধান হইয়াছে, অথচ কোথাও অনাবিল কবিত্ব বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। 'সংস্কারকে' তিনি পতিতপাবন; শুদ্ধ উপদেষ্টা নন, কর্ম্মী; মোহন্ধকার হইতে অজ্ঞানদিগকে কেশে ধরিয়া টানিয়া তুলিতেছেন। 'সিদ্ধ' সর্গে তিনি মৃত্যুর যবনিকা তুলিয়া তাহাতে অমৃত দেখিতে-

ছেন। একদিন প্রচণ্ড প্রকৃতির কোলে তাঁহার ভক্তিপ্রমত্ত জীবন বিশ্রাম লাভ করিল। কবি গৌরাঙ্গের সলিল-সমাধির চিত্র অতি সুন্দর অঙ্কিত করিয়াছেন, যেন অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃ-প্রকৃতি মিলিয়া সেই সিদ্ধের তিরোধানে সহায়তা করিল। গৌরাঙ্গের দেহত্যাগ অপেক্ষা গৃহত্যাগ কবি অধিকতর সকরুণ করিয়াছেন। প্রেমে কর্ত্তব্যে সংগ্রাম, ভোগে ত্যাগে দ্বন্দ্ব, কবি তাঁহার নিপুণ তুলিকায় পাকা ওস্তাদের মত আঁকিয়া দেখাইয়া-ছেন। সে দৃশ্যে পাষাণ গলে। গৃহত্যাগী গৌরাঙ্গ নিশীথে নদী পার হইয়া—

'নদীয়ার স্তব্ধ শোভা দেখিলেন চাহি
ছায়া-ছায়া দেখাইছে সুপ্ত নবদ্বীপ ;
উহারই একটি গৃহে, ভাবিলেন গোরা,
নিভে গেল চিরতরে দীপ একখানি।' (২য় সর্গ)

শুধু একটি গৃহে নয়, সমস্ত নবদ্বীপ নবদ্বীপচন্দ্র বিহনে আঁধার হইল। কবিবর্ণিত শচীমার আর্ত্তনাদ সদ্য কাণে আসে, সধবা-বিধবা বিষ্ণুপ্রিয়ার শোক-প্রতিমা চোখে চোখে ভাসে। কবি যে স্থানটিতে বুদ্ধ ও গৌরাঙ্গের ত্যাগ-মহিমার তুলনা করিয়াছেন, তাহাতে মানব-চরিত্রের একটি গূঢ় রহস্য অতি সুন্দর উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কবি বলেন, অতি ভোগের একটা বিতৃষ্ণা আছে, তাই বুদ্ধের রাজ-ভোগ ত্যাগ অপেক্ষা গৌরাঙ্গের মধ্যবিত্তের সুমধুর গৃহস্থালীর মায়া কাটান অধিকতর creditable. ভেক লইয়া গৌরাঙ্গ শচীমাকে দেখা দিলেন, অভিমানী মাতার স্নেহ-তিরস্কার

তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। এইরূপ বর্ণনায় কবির মানব-চরিত্র সম্বন্ধে সূচীসূক্ষ্ম জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে। এমন যে দয়ার ঠাকুর, তিনি স্নেহ-পাগলিনী মাতার দুঃখে গলিয়া যাইবেন না, ইহা অস্বাভাবিক। কবি এইরূপ ঘটনার মধ্যে ফেলিয়া একদিকে গৌরাঙ্গের প্রেম-কোমল হৃদয়, ও অন্যদিকে তাঁহার পাষাণ-কঠিন দৃঢ় সংকল্প দেখাইলেন, গৌরাঙ্গকে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইলেন। কবি তাহার একটি সুন্দর কবিত্ব-পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

'করুণা রাখিল তাঁরে নিকরুণ করি,
বিশ্বাস করিল তাঁরে বিশ্বাস-ঘাতক।' (৩য় সর্গ)

Rhetoric হিসাবে কি চমৎকার বর্ণনা!

সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গ কিন্তু স্ত্রীর সহিত দেখা করিলেন না। মহাপুরুষের মহীয়সী পত্নী ইহার মধ্যেও তাঁহার আদর্শদেবের এক নূতন মহিমা দেখিলেন। পতির উদ্দেশে বলিলেন—

'জানি আমি ভালবাস তুমি মোরে, কিন্তু
সত্য আজ প্রিয়তর তোমার নিকটে,

* * * *

থাক তুমি আপনার উত্তুঙ্গ শিখরে
শত শত হৃদিপদ্মে সিংহাসন পাতি,
কে আমি তোমার পদে কুশাঙ্কুর সম
বিঁধিয়া রহিব সাথে, করিব পীড়ন।

* * * *

আজ সেই বিষ্ণুপ্রিয়া পতিগরবিনী,
নহে পতি-সোহাগিনী সামান্যা রমণী।' (৩য় সর্গ)

'গৌরাঙ্গ' কাব্যের শচী-মা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে পাঠক কখনও ভুলিতে পারিবেন না। 'গৌরাঙ্গ' সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না, পাঠক মূলকাব্য হইতে রস গ্রহণ করিবেন। আমি মোটামুটি একটা পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম মাত্র।

এই খণ্ডের 'গল্প', 'গাথা', 'আখ্যায়িকা'—কবিতায় গল্প। এই শ্রেণীর রচনায় প্রমথনাথ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। টেনিসনের কাব্যগল্পাবলি ইংরাজি সাহিত্যের গৌরব। প্রমথনাথের কবিতায় গল্পগুলি বঙ্গসাহিত্যের বৈভব। 'আখ্যায়িকা' সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। উৎসর্গ পত্রে দেখিতে পাই, প্রভাতকুমার 'মিসেস্ মুখার্জ্জি' নামক গল্পটির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। করিবারই কথা; জহুরীই জহর চেনে। আমরা অবগত আছি, প্রমথনাথ ও প্রভাতকুমারের মধ্যে অল্পদিনের পরিচয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। প্রভাত-প্রমথের সৌহার্দ্দ কি সুন্দর! উভয়েই উভয়ের গুণে আকৃষ্ট। কাব্যের সাথে সাথেই কবির কথা আসিয়া পড়ে। হয় ত এটী মুদ্রাদোষ! যাক্, প্রমথনাথ চরিত্র-চিত্রে যেমন দক্ষ, plot গড়িতেও তেমনি নিপুণ। তাঁহার গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে, গীতিকাব্যের ভাবাতিশয্য কুত্রাপি তাহার plot কি চরিত্র-বিকাশে বাধা দেয় নাই। প্রমথনাথের গল্পে পুরুষ, স্ত্রী, শিশু তিনই সমান ফুটিয়াছে।

তাঁহার 'চিত্র ও চরিত্র' Ballad জাতীয় কবিতা। 'চিত্র ও চরিত্র' কাব্যের 'অনাথ পরিবার' কবির পল্লী-ভবনের সন্নিকট কোন অনাথ পরিবারের চিত্র। কবি এই পরিবারকে মাসিক সাহায্য করিতেন। কয়েক মাসের সাহায্য প্রেরিত না হওয়ায় কবিপত্নী একদিন স্বামীর নিকট এই পরিবারের হৃদয়বিদারক কাহিনী বর্ণনা করেন! কবি অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার দেয় পাঠাইয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কবিতাটীও লিখিত হয়। এই ধরণের কবিতাগুলি কবির নিজস্ব; যেমন রসে টস্ টস্, তেমনি তেজে জ্বল্ জ্বল্, বাঙ্গালীর আপন ঘরের কথা; নির্ভীক স্পষ্টবাদ, সজীব আলেখ্য। এক একটী ছোট খাট tragedy! এইরূপ জ্বালাময় সাহিত্য যুগে যুগে সমাজের শুভ পরিবর্ত্তনকে অগ্রসর করিয়াছে। নিম্নে এই শ্রেণীর আর একটি কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

'খাও ধনি, খাও, খুব খাও
পুলি, পোলাও, পায়স অন্ন,
আমি চল্লেম পুলি পোলাও
তোমার কি দায় আমার জন্য।'

(পোলাও পুলি ও পুলি পোলাও)

এই চারিটী শ্লোকে কবির হোমড়া চোমড়াদের প্রতি কি তীব্র বিরাগ ও পতিত দুর্ভাগ্যদের জন্য কি গাঢ় সহানুভূতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! 'চিত্র ও চরিত্রের' কবিতা-গুলি সত্যই এক একটী নিখুঁৎ ছবি। ভারতসমাজের বিভিন্ন স্তরের

লুক্কায়িত জীবনীশক্তিকে উপাদান করিয়া কবি জাতীয় জীবনের আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছেন ;—জীর্ণসংস্কারের আবশ্যকতা দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে সর্ব্বত্র যেন একটা উদার সার্ব্বজনীন ভাব বিদ্যমান ; সঙ্কীর্ণতার ছায়াও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। উহা যেন সকল দেশের ও সকল কালের। প্রমথনাথের কবিতায় একটা activity ও energy দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমথনাথ Intensity of feeling প্রকাশে অতি দক্ষ ; তাঁহার কবিতা একই কালে suggestive, অথচ স্বচ্ছ। তিনি তাঁহার কবিতাসুন্দরীর গায়ে যতখানি আভরণ মানায়, তাহাই দেন, খামকা অলঙ্কারভারাক্রান্ত করেন না। তাঁহার কবিতা কেবল কর্ণসুখদায়ক নহে, মর্ম্মের স্থায়ী আনন্দকারী। তাঁহার সুদীর্ঘ কবিতার মধ্যে ভাবের তরঙ্গই আছে, ফেনা নাই ; টানিয়া বুনিবার কষ্টচেষ্টা নাই ; একটা অবলীলা গতি তর্ তর্ করিয়া ছুটিয়াছে। তাহা artistic, কিন্তু artificial নহে। প্রমথনাথের আর একটি বিশেষত্ব, তিনি স্বল্পপরিসরে বেশ একখানি বড় ছবির জায়গা করিতে পারেন ; তাঁহার 'বিচারক', 'ঘরে আগুন' প্রভৃতি কবিতা ইহার উদাহরণ।

আমার ভূমিকা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু প্রমথনাথের পরিচয় ভাল করিয়া দিতে পারিলাম না বলিয়া আক্ষেপও মিটিতেছে না। সুতরাং তৃতীয় খণ্ডে আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।

শ্রীজলধর সেন।

সূচীপত্র



গৌরাঙ্গ

গৌরাঙ্গ

প্রথম সর্গ

সেবক

ভক্তি যার ভর-ভিত্তি, প্রেম যার প্রাণ !—
সেই তত্ত্ব কোথাকার ? কেমনে প্রথম,
নামিয়া মরতে কারে করেছিল কৃপা ?
লভি' সেই স্বর্গবিত্ত কে সে চিত্তহারা,
আত্মমদবাসে অন্ধ গন্ধমৃগপ্রায়
আপনি মাতাল হয়ে, মাতাইল সবে !

নবদ্বীপ, নিয়ে তব ন্যায় শ্রুতি স্মৃতি,
রুক্ষ তর্ক, সূক্ষ্ম জ্ঞান, বিচারাভিমান,
আজি কি হইতে ধন্য অবনীমণ্ডলে,
যদি না তোমার বক্ষে,—ভাগ্যবান্ তুমি !—
তবধূলিধূসরিত পাণ্ডিত্যের 'পরে
কারও পূত পদচিহ্ন না আঁকিত রেখা !

পেয়েছিলে তব গৃহে কোন দেবোপম
আদর্শ-মানবে ! যুগে যুগে এইরূপে
উত্থানের ক্রমগতি রাখিতে সচল,
বিশ্বপতি নির্ব্বাচিত ভৃত্যগণে তাঁর,
অলৌকিক প্রতিভায়, অপার্থিব প্রেমে
বিচিত্র চরিত্রে আর অপূর্ব্ব গৌরবে
মণ্ডিয়া, রঞ্জিয়া ভাল, দেন পাঠাইয়া
ধরার দুষ্কৃতিভার করিতে লাঘব,
পতিতেরে পঙ্ক হ'তে করিতে উদ্ধার !
বিস্মিত স্তম্ভিত বিশ্ব, অবতার ভাবি'
লুটাইয়া পড়ে সেই মহত্ত্বের পা'য়,
পূজা দেয় সেই সব পুরুষপ্রধানে !
কে জানিত, নবদ্বীপে আসিবে এমনি
ভক্তচূড়ামণি কেহ ;—সেই দেবদূত,
সঙ্গে ল'য়ে ত্রিদিবের শুভ সমাচার,
ল'য়ে গদগদ ভাষ, অশ্রুজল-বল
নিখিল করিবে বশ আপনার প্রেমে ;
হরিনামে মাতাইবে সমস্ত ভারত !

সেই দিন স্মরণীয় সমগ্র বিশ্বের,
যেদিন নদীয়া মাঝে মিশ্রের ভবনে,
পিতা জগন্নাথে আর জননী শচীরে

ভাসায়ে আনন্দনীরে, শুভ লগ্ন জানি'
দীনের স্থতিকাগৃহে সমারোহ বহি'
জন্মিল সে মহাপ্রাণ বিধির বিধানে।

অঙ্গনের কোণে এক ক্ষুদ্র চালা-ঘর,
অনাদরে বিরচিত, আলো-বায়ুহীন,
দুষ্টবাষ্পসমাকুল, অপদেবতার
কুদৃষ্টিনাশক নানা উপচারে ঘেরা,—
সুরক্ষিত সে কারায় সুখ-বন্দী হ'য়ে
রহিল অদ্ভুত শিশু একাদশ দিন।
সতর্ক সশঙ্ক সবে 'ছয় ষষ্ঠি'-দিনে
বসিয়া রহিল স্থির, শিশুর শিয়রে,
করিল রজনী ভোর রূপকথা ল'য়ে!
উদ্দেশ্য,—চতুর বিধি কোন ছিদ্র পেয়ে
ছল করি' শিশুভালে মন্দ কিছু লিখি'
যান যদি স্বজনের দৃষ্টি এড়াইয়া!

বাড়িতে লাগিল শিশু স্নেহের ফুৎকারে।
ছোট চারা রোপি' মালী আপন উদ্যানে,
যেমন সতর্কে ত্রাসে আবেগে উল্লাসে
সংশয়ে চাহিয়া থাকে, যোগায় তাহারে
নিত্য নব নব সেবা নূতন যতনে,
শচীদেবী শিশুপুত্রে তেমনি আগ্রহে

করিতে লাগিলা সিক্ত লালনের রসে!
সেই নবদ্বীপ-শশী লাগিল বাড়িতে
ধীরে ধীরে সুবিমল স্নেহের আকাশে,
মেঘাচ্ছন্ন জগতের পূর্ণিমার লাগি' !

তার হাসি, তার কান্না, আধ-আধ কথা,
হামাগুড়ি, উঠি'-পড়ি' টলি'-টলি' চলা,
অঙ্গভঙ্গী নানারূপ,—তার বিশ্লেষণে
কাল্পনিক বিজ্ঞতার কত পরিচয়
পাইতেন সে শিশুর, বাৎসল্যবিমূঢ়া !
এ সব কাহিনী শেষে পড়শীমহলে
নানা অলঙ্কার সনে করিতা রটনা ;
সে কল্পনা-জল্পনায় ভুলিতা সংসার।
সংসারে কাহারও যেন হয় নি সন্তান ;
তারা যেন হাসে নাই, কাঁদে নাই কেহ ;
কহে নাই আধ-কথা এমন ভঙ্গীতে !
—শচীমার ভঙ্গী-ভাবে হ'ত তা প্রকাশ।

শুভ অন্নপ্রাশনের দিন এল যবে,
যথাবিধি শিশুমুখে করি' অন্নদান,
কহিলেন জগন্নাথ,—অগ্রজ ইহার,
নাম তার রাখিয়াছি বিশ্বরূপ যবে,

কনিষ্ঠের নাম তবে হোক্ বিশ্বম্ভর।
শচী কহিলেন,—ও কি সৃষ্টিছাড়া নাম !
অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী ছিলা একজন
অদূরে দাঁড়ায়ে ; উৎসাহে কহিলা ডাকি',-
আমি ত বাছার নাম রাখিনু নিমাই।
'নিমাই' রটিল নাম সারা নবদ্বীপে ;
'নিমাই' রটিল নাম দেশ দেশান্তরে !

বাড়িছে ক্রমশ শিশু সুকৃতির প্রায়
আনন্দ বর্দ্ধন করি' মিশ্রদম্পতির।
পাঁচটি বৎসর যবে একে একে আসি'
দিয়ে গেল অপোগণ্ডে আপন প্রসাদ,
অপরূপ রূপ তার ধরা পড়ে' গেল।
উজ্জ্বল প্রশস্ত ভাল, আয়ত লোচন,
দীর্ঘ বাহু, তীক্ষ্ণ নাসা, সুগঠিত তনু,
কাঞ্চনে চম্পকে মেশা অঙ্গের বরণ,
কাড়িল সবার মন ! শুনিতেন মাতা
পুত্রের রূপের খ্যাতি লুব্ধ কর্ণ পাতি'।
—নেত্রে উছলিত ধারা ; অমঙ্গল-ত্রাসে
কখনও উঠিত কাঁপি' মায়ের হৃদয়।

এর মাঝে, একদিন সবার অজ্ঞাতে
উদাসীন বিশ্বরূপ নবীন বয়সে

করিলেন গৃহত্যাগ ; হইলা সন্ন্যাসী।
নদীয়ায় আর কেহ দেখিল না তাঁরে।
পিতা মাতা আর যত পরিজন সনে
দুধের বালক নিমু কেঁদে গড়াগড়ি ;
বড় বাসিতেন ভাল অগ্রজ অনুজে !
যোগ দিল এই শোকে সমস্ত নদীয়া,
সে প্রিয়দর্শন ছিলা প্রিয় সবাকার ;
পণ্ডিত, বিনয়ী, সাধু, সুধীর কিশোর !
শচীর এখন ধ্যান শয়নে স্বপনে,—
কেবল নিমাই ! তিলেক নিমাই হ'লে
চক্ষের আড়াল, তাঁর আঁধার ভুবন !
উন্মথিত মাতৃস্নেহ এক খাতে বহি'
উঠিল প্রচণ্ড হ'য়ে, ছাপাইল কূল !

আদরে-আব্দারে শিশু লাগিল বাড়িতে
ছড়ায়ে তৈজস-পাতি, উচ্ছিষ্ট ছিটায়ে,
ভাঙ্গিয়া কলসী-হাঁড়ী, পুঁথি-পত্র ছিঁড়ি',
বিছানায় কালী ফেলি', মুখে মাখি' মসী,
মায়েরে দেখা'ত ডাকি' রঙ্গে দূরে রহি' !
বকিতে বকিতে মাতা ধাইতা ধরিতে ;
নিমেষে অদৃশ্য হ'ত হাসিয়া নিমাই !
গৃহদেবতার আগে সুসজ্জিত ভোগ

না হইতে নিবেদিত, কখনও আসিয়া
চকিতে নৈবেদ্য লয়ে পূরি' দিত গালে!
কি করিলি, কি করিলি!—বলি' ক্ষোভে রোষে
নিমায়েরে শাজা দিতে ছুটিতেন মাতা।
হেথা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাইত চোর!
ফাটায়ে ললাট কভু আসিত কাঁদিয়া
মার কাছে, ক্রোড়ে মাতা লইতেন টানি';
সেইক্ষণে যদি কোন ক্রীড়া-সহচর
আসিত সেখানে, তারে ডাকিত ইঙ্গিতে,
অতর্কিতে উঠি নিমু হ'ত নিরুদ্দেশ!
রহিতেন কিছুক্ষণ জননী, অবাক্!
মৃদুহাস্য দেখা দিত সস্নেহ কৌতুকে।

ক্রমশ দুরন্তপনা বয়সের সনে
বাড়িতেছে নিমায়ের; অবশেষে তাহা
গৃহের প্রাচীর ছাড়ি'—স্নেহের সীমানা,
ছড়ায়ে পড়িল ভরা-নদীয়ার মাঝে!
—স্নান সারি' দ্বিজ এক ঘাটে বসি' ধ্যানে—
নিমাই দেখিত যদি, শিখাটী তাঁহার
বৃন্তচ্যুত হয়ে যেত নিমেষের মাঝে!
প্রৌঢ়া এক শিব গড়ি' করিছেন পূজা,
নিমাই সহসা গিয়ে মৃণ্ময়মূর্ত্তিরে

করি' দিত ধূলিসাৎ। যুবতীর গায়ে
জল সেঁচি' সেঁচি' তারে দিত রাগাইয়া।
'নষ্টচন্দ্র'-দিনে চৌর্য্যকার্য্য ছিল বাঁধা
গৃহে গৃহে! দোকানীর দোকানে পড়িয়া
দিবা-দ্বিপ্রহরে হ'ত দারুণ ডাকাতি!
হোলির উৎসবে, ভরি' রঙে পিচ্‌কারী
অস্থির করিত পাড়া; আবিরে আবিরে
আপনি সাজিয়া ভূত,—সাজাইত সবে!
নিদ্রিতের মুখে কালী রাখিত মাখায়ে,—
নিমায়ের উচ্চহাস্যে উঠিত সে জাগি';
'রাম, রাম!'—বলি' যবে মুছিত আনন
বিরক্তি-বিস্ময়ে,—নিমু করতালি দিয়া
থাকিত নাচিতে!—কিন্তু উপায় কি আছে?
অশান্ত দুর্দ্দান্ত শিশু, নাহি মানে কারে,
পিতার ভ্রূকুটি আর মাতার তর্জ্জন,
পুষ্পবৃষ্টি সম গণে! নিরুপায় মাতা,
অধিক বলিতে, বাজে আপন হৃদয়ে;
ভৎর্সনা করিয়া পুত্রে কাঁদেন আপনি;
দ্বিগুণ আদরে তারে করেন সান্ত্বনা!
ঠাকুর-দেবতা কাছে করেন মানত,—
মা-ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, বাছা রে আমার
তোমরা সুমতি দিও; করিও কল্যাণ!

মাঝে মাঝে এ শঙ্কাও দেখা দেয় প্রাণে,—
জ্যেষ্ঠ, পাছে কনিষ্ঠেরে শোণিতের টানে
ল'য়ে যায় উৎপাটিয়া মাতৃবক্ষ হ'তে !
—শিহরি উঠেন মাতা স্মরিয়া সে কথা।
আবার স্নেহের মোহে ভাবেন জননী,
হেন উন্মাদের শেষে কি হবে উপায় ?
হায় রে মায়ের প্রাণ হতেছে ব্যাকুল
উপায় ভাবিয়া যার, নাহি জানে সে যে
একদা করিবে সারা বিশ্বের উপায় !
এ মাতুনি,—আজ যারে অবহেলাভরে
ভাবিতেছে খেলা,—নাহি জানে, তাই শেষে,
সম্বরিতে নাহি পারি' আপনার তেজ,
ছাড়িয়া ধূলার গণ্ডী ছুটিবে অম্বরে ;
সমস্ত জগত তাহে হবে আলোড়িত !

হাতে-খড়ি দিয়া পুত্রে টোলে ভর্ত্তি করি'
পিতা মাতা ভাবিলেন,—তাঁদের নিমাই
সুনিশ্চিত সভ্যভব্য হবে এইবার !
হায় রে রাশির ফের, শচীর দুলাল
কৈশোরে পড়িল, তবু পাঠে নাহি মন ;
দুরন্তপনাটি কিন্তু শিশুর অধিক,
অধ্যাপক শশব্যস্ত শিষ্যের জ্বালায় !

কিন্তু, এ কি কাণ্ড ? তীক্ষ্ণবুদ্ধি সতীর্থেরা
হটিতেছে ক্রমে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে !
অধীত বিবিধ গ্রন্থ এ নব বয়সে।
তার তত্ত্ব-প্রশ্ন আর তর্ক-সমাধান,
সুগভীর-গবেষণা, সূক্ষ্ম-বিচারণা,
সুধী গুরু গঙ্গাদাস বসিয়া বিরলে
করেন বিচার ; ভাবেন অবাক্ হ'য়ে,
এ নহে সামান্য পাত্র !—শেষে একদিন
জগন্নাথে কহিলেন নিভৃতে সে কথা,—
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব।
কোনদিন স্থির হ'য়ে নাহি লয় পাঠ,
তবু সহাধ্যায়ীদলে সবার অগ্রণী ;
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব !—
জিভ কাটি' কহে মিশ্র,—ছি ছি, হেন কথা
আনিও না মুখে আর, দোষ আছে তা'তে।
সে দীন ব্রাহ্মণবটু, কি আছে তাহার
তোমাদের পদধূলি, আশীর্ব্বাদ ছাড়া ?—
শির নাড়ি' কহে ভট্ট,—নহে, তাহা নহে ;
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব।
সত্য কহিতেছি, ভদ্র, এমন প্রতিভা,
এমন স্থিরধী আর তীক্ষ্ণতম মেধা
দেখি নাই আর কারও, দেখিব না বুঝি

এই বাকী জীবনের অভিজ্ঞতা মাঝে।
রাখিবে অক্ষয় যশ তনয় তোমার ;
সুখী তুমি, পিতা তার ; ধন্য আমি গুরু !

মিশ্র যবে এ সংবাদ দিলা গৃহিণীরে,
শচীদেবী শিহরিলা অকল্যাণ গণি'।
কত দিন কত লোকে বলেছে এ কথা
নানা অলঙ্কার দিয়া ; স্নেহপাগলিনী
আজ বুঝি সব ধৈর্য্য ফেলিলা হারায়ে !
পরদিন ডাকাইয়া বিপ্র কয়জনে
করাইলা ফলাহার তৃপ্তিসহকারে।
পুত্রে দিয়া ধূলিলিপ্ত পা'গুলি ধোয়ায়ে
ব্রহ্মপাদোদক তারে করাইলা পান।
উদরে বুলায়ে হস্ত ছাড়িয়া উদ্গার
পরিতোষে, দ্বিজগণ গেলা নিজস্থান,
আশীষি' আশ্বাসি', — নিমু রবে চিরদিন
মায়ের অঞ্চল-ধরা কোলের দুলাল !

উৎপীড়িত প্রতিবেশী ; কিন্তু মুখে কারও
নাহি কভু তিরস্কার ! ভালবাসে সবে
নিমায়ের স্মিত সৌম্য গৌরমূর্ত্তিখানি।
সেই মুখপানে চেয়ে, উৎপীড়িত,—সেও
আপন লাঞ্ছনা-জ্বালা ভুলিত নিমেষে !

'পাগল-নিমাই' বলে' ডাকিত সবাই।
বয়সের সনে শেষে এ দৌরাত্ম্য-ধূম
নিমায়ের, সবই শুধু পুরুষের প্রতি
চলিত সবেগে। জলাতঙ্ক রোগী যথা
জলের নামটি মাত্রে অজ্ঞান, অস্থির,
নিমায়েরও সেই দশা কামিনীর নামে!
যে পথে রমণী হাঁটে, জানিত কিশোর,
তার চতুঃসীমানায় যাইত না কভু।

বড় ভালবাসে গোরা স্বভাবের শোভা ;-
আবেশ-জড়িত স্বপ্নে চেয়ে থাকে সেই
রূপসী প্রকৃতি পানে! নিদাঘে, নির্জ্জনে,
তৃষা তার, গোধূলির স্বর্ণশোভা দেখা!
অস্তগামী সূর্য্য ধীরে নামিছে পশ্চিমে ;
মেঘের পশ্চাতে মেঘ, তার পরে মেঘ,
তাম্র রক্ত শ্বেত পাংশু নীরদের মেলা!—
স্তবকে স্তবকে তারই কি যেন সন্ধানে
কৌতূহলী আঁখি-পাখী উড়িয়া বেড়ায়!
পাটলে পিঙ্গলে মেশা ধূ ধূ চক্রবালে
স্ফুরে পীত চন্দ্র ;—পারদ-সমুদ্র মাঝে
হিরণ-কিরণ-ঊর্ম্মি উঠে নৃত্য করি'
দলে দলে তরল আহ্লাদে ; সে ইঙ্গিত

আবেগস্তম্ভিত বক্ষে তুলিত কম্পন।
সম্মুখে ধূসর মাঠ দূরবিসর্পিত,
ঠেকেছে নদীতে গিয়া। উজানের পথে
যায় কভু পালে তরী মন্থর সমীরে;
তরী কিম্বা নদীনীর নাহি যায় দেখা;
আধ-দৃষ্ট স্ফীত পাল তবু কি সুন্দর,
শুক্ল মেঘখণ্ড যেন লোহিত অম্বরে,
কিম্বা বলাকার ঝাঁক ফিরিছে কুলায়ে;
ধীরে তা মিলায়, শুধু আঁকি' তার প্রাণে
অশ্রুময় স্বপ্নময় স্মৃতিরেখা এক!
গায়ে লাগে পুষ্পস্পর্শ মেদুর সমীরে;
আম্রমঞ্জরীর ঘ্রাণ পশে গিয়া প্রাণে;
চক্ষে বহে দর ধারা; রোমাঞ্চিত তনু!
হেনকালে, সেই পথে যদি জল তরে
বধূ কেহ কুম্ভ-কাঁখে আসে মৃদুপদে,
চোখে চোখে পড়ে' যায়,—চক্ষের নিমেষে
সেথা হ'তে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায় নিমাই।

পুত্রের উপনয়ন, কর্ণবেধ কাজে,
মিশ্র করিলেন কিছু ঘটা-আয়োজন;
তারই নির্ব্বাহের তরে অতিরিক্ত শ্রমে
গৃহকর্ত্তা পড়িলেন ভয়ঙ্কর জ্বরে;

বার্দ্ধক্যে দাঁড়াল ব্যাধি সুকঠিন হ'য়ে ;
জীবনের আশা শেষে হ'ল ক্ষীণতর।
নিমাই !—বলিয়া বৃদ্ধ ছাড়িলা নিশ্বাস !
পিতার চরণ ধরি' উঠিল কাঁদিয়া
নিমাই অমনি ! কহিল কম্পিতকণ্ঠে,—
কার হাতে দিয়ে যাও সন্তানে তোমার ?—
মুমূর্ষুর আঁখি-প্রান্তে অশ্রু দেখা দিল !
কহিলা সস্নেহে বৃদ্ধ,—বৎস, তাঁর কাছে !
—যিনি অগতির গতি, জীবের আশ্রয়,
একাধারে যিনি পিতা, পিতার জনক ;—
তাঁর কাছে ! জড়ায়ে আসিল কণ্ঠ ; শেষে,
উচ্চারিলা,—প্রাণপণে, অন্তিম-উৎসাহে
সঁপিলাম, বৎস, তোরে হরির চরণে !
আবার ক্ষণেক থামি' উঠিলা ডাকিয়া,—
আলোক ! আলোক ! আগে কেবলই আলোক !
আর চিন্তা নাই, নিমু ; আর চিন্তা নাই !
বলিতে বলিতে,—যেন নিঃশেষিত দীপ,
দীপ্ত চক্ষে পড়ে গেল অন্তিম নিমেষ !
পূর্ণজ্ঞানে জগন্নাথ ত্যজিলেন দেহ।
নিমু কিন্তু অন্ধকার দেখিল ভুবন ;
শুধু অনাথের কর্ণে লাগিল বাজিতে,—
সঁপিলাম তোরে, বৎস, হরির চরণে !—

দৈববাণী সম বৃদ্ধ বলেছিলা যাহা,
দৈববাণী সম তাহা ফলেছিল পরে।
বুঝি মৃত্যু ভবিষ্যত দেখাইল তাঁরে!

পিতার সৎকার করি' জাহ্নবীর তীরে,
পরিধানে শুক্লবাস, গলে উত্তরীয়
রুক্ষকেশে, শুষ্কমুখে, ছলছল-চোখে,
নগ্নপদে ভগ্নোৎসাহে, পাগলের প্রায়,
পুত্র ফিরে এলে ঘরে,—উথলিল শোক
পাড়া-প্রতিবেশী আর অন্তরঙ্গদলে ;
সহৃদয় সুপণ্ডিত মিশ্রের বিয়োগে
নদীয়ার মাতৃবক্ষে বাজিল আঘাত !
অন্তঃপুরে দীনসম পশি' পিতৃহীন
প্রবোধিলা শোকাকুলা জননীরে আগে ;
আপনার প্রাণে কিন্তু ঘুচে নাই দাহ !
পিতৃশ্রাদ্ধ হ'ল শেষ কাঁদিতে কাঁদিতে।
বহুদিন বিদ্যা-চর্চ্চা, বিতর্ক, বিচার
রহিল পড়িয়া ; কিছুতে বসে না মন !
কালাশৌচ-কাল সনে শেষে ধীরে ধীরে
প্রথম শোকের বেগ হ্রাস হ'য়ে এলে,
চিন্তা আসি' বাসা নিল উদাস হৃদয়ে।
কোরক-বয়স ; কিন্তু অতুল জীবনে

পরিণত পরিস্ফুট উচ্চবৃত্তিগুলি।
ভাবিত কিশোর বসি',—কোথা এবে পিতা ?
—বলে সবে, পরলোকে।—কোথা পরলোক ?
সে কি ওই নীলাভ্রের শতস্তর তলে ?
দুর্ভেদ্য এ লোক হ'তে ওই আচ্ছাদন ;
ও লোকের লোকচক্ষে স্বচ্ছ বুঝি উহা !
তিনিও হয় ত তবে দেখিছেন চেয়ে,
পুত্র তাঁর আছে চেয়ে তাঁরই ধ্যানে এবে ?
অথবা মর্ত্ত্যের এই সুখ-দুঃখ-ঘটা
এতই সামান্য, লঘু স্বর্গের নিকটে,
নাহি স্পর্শে প্রেতাত্মারে ; কিম্বা তিনি ছাড়া,
কেহ নহে 'অধিকারী' ! পারে না কি তাই
এখানের কোলাহল করিতে চঞ্চল
স্বর্গবাসী আত্মাদের সমাহিত প্রাণ ?
সেই শান্তিপরিপ্লুত পূত পুণ্যালোকে
মিলেছে পিতার মোর কি স্নিগ্ধ আশ্রয়,
কোটিভানুবিভাসিত, মুনিমনোলোভা
প্রফুল্ল পদারবিন্দে !—সে অভয়পদ
জীবিত ও মৃতের বা সাধনা, সম্বল !
পিতার যে গতি, সেই গতি তনয়ের !
সমস্ত বিশ্বের বুঝি সেই এক পথ,—
পরম চরম গতি চরণ-সরোজে !

সংসারের ঝঞ্ঝা-বজ্রে র'বে তা'ই সাথী ;
নিদানে মিলিবে তা'ই অনন্ত বিরামে ?
সে পদপঙ্কজ ঘিরি' মন-হংস সদা
আহ্লাদে কাকলি করি', ফিরিবে নাচিয়া ?
তবে ধরা নহে শুধু দুঃখের, শোকের ;
জীবজন্ম নহে শুধু অনর্থের হেতু !
ওরে তাপী, ভয় নাই, আছে পরিত্রাণ !
আকস্মিক ঘটনা এ বিশ্বসৃষ্টি নহে,
মঙ্গলে আরম্ভ তার, সত্যে পরিণতি ।
—ভাবিতে ভাবিতে গোরা, গলদশ্রুভরে
ফিরিয়া আসিল ঘরে। কিছু দিন ধরি'
রহিল সে চিন্তাজাল ভারাক্রান্ত করি'
সমস্ত হৃদয় তার ;—অচিরে হারা'ল
বিতণ্ডার কুণ্ডলীতে, গাঢ়-অধ্যয়নে,
রসের তৃষায় আর যশের নেশায়,
সে চিন্তা-বুদ্বুদ !—কিশোরী যেমন ভোলে
প্রথম প্রেমের স্বপ্ন নিদ্রা-অবসানে !
তবু কি হৃদয়ে তার নাহি থাকে জাগি',
কায়াহীন ছায়া-ছায়া মায়ার 'মোহিনী' ?
অজ্ঞাত বেদনা-স্মৃতি, অস্ফুট হৃদয়ে ?
সে বেদনা, মনে হয়, যেন ধরি-ধরি ;
ধরা তারে নাহি যায় ; জ্বলে শুধু প্রাণ !

নিমায়ের চিত্তমাঝে তেমনি অজ্ঞাতে
সে চিন্তা রহিল ছদ্ম ; অগ্নি যথা রহে
গুপ্ত ভস্ম-আচ্ছাদনে !

নিমাই নির্জ্জনে।

একদিন দেখিতেছে ভাগীরথীলীলা ;
লহরী চলেছে বয়ে' লহরীরে ল'য়ে ;
কাণ পাতি' ধ্যানমগ্ন শুনে কলভাষ ;
ভাবে,—ওই কল কল অব্যক্ত নিনাদ
নহে মিথ্যা অর্থহীন জড়ের কাকলি ;
ঊর্ম্মির সংঘাত বুঝি ভাবের জমাট,
রয়েছে কপাট আঁটি' মানবের কাছে !
যেন প্রতি কলোচ্ছ্বাসে হতেছে ধ্বনিত
কোন সনাতন বাণী,—ক্বচিৎ কাহারে
ধরা দেয় তাহা বহু সাধনার ফলে।
সহসা আবেশ এল, ভাবিতে ভাবিতে
কি জানি অপূর্ব্ব ভাবে বিহ্বল নিমাই !

নব-বয়সের গুণ এ কি তবে তার ?
পুরুষের বয়ঃসন্ধি ?—একি তবে তাই !
কৈশোরে যৌবনে দ্বন্দ্ব যবে লেগে উঠে ;
—কৈশোরের কান্ত রূপ শান্ত সুকুমার,

ঋজু লঘু স্বচ্ছন্দতা দেহের, মনের,
অকস্মাৎ সে আহবে চূর্ণ হয়ে যায় ;—
ন্যুব্জ দীর্ঘ দেহযষ্টি, গাঢ়কণ্ঠ সনে,
ভারাক্রান্ত জীবনের কোমল-মহিমা !
জীবনে আসক্তি নাই, কর্ম্মে আকর্ষণ,
অনন্ত বিষাদক্লান্ত চিন্তার প্রবাহে
আশা নাই, লক্ষ্য নাই, নাই কূল, মূল !
—এ নহে সে বন্ধ্যা চিন্তা, রুগ্নহৃদিজাত ;
স্বভাবপ্রেরিত, এ যে ভাবের-স্ফুলিঙ্গ !
জ্বলিলে বারেক, যাহা মহাপ্রাণ মাঝে
আর নাহি নিভে,—যাবৎ না হয় তাহে
শুভ সূত্রপাত কোন ! চন্দ্রিকার মত,
উজ্জ্বল, অপাপবিদ্ধ !—আলো দেয় তাহা ;
দগ্ধ নাহি করে কভু বিকারের প্রায় ।

একদিন, বসি' গোরা জাহ্নবীর তীরে
আপনার ভাবে ভোর ; হেনকালে সেথা
দেখিলা, চকিত ভীত সারমেয় এক
কাতর চীৎকার তুলি' আসিছে ছুটিয়া ;
পিছে উত্তোলিয়া যষ্টি, চণ্ডাল জনেক
আসিছে তাড়ায়ে !—মাঝে পড়িলেন গিয়া,
ব্যাঘ্র যথা পড়ে গিয়া শিকারের 'পরে !

কহিলা পুরুষব্যাঘ্র,—কুক্কুর আমার ;
কেশ তার স্পর্শ যদি করিস্, পামর,
পড়িবি বিষম দায়ে, কহিলাম তোরে !
এত বলি' কোলে তুলি' পথের কুক্কুরে
চলিলা গৃহের পানে। অবাক্ নিষাদ !
তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিপানে রহিল চাহিয়া ;
চলে' গেল ধীরে শেষে আপনার পথে।
ভাবিতে লাগিলা গোরা পথে যেতে যেতে,-
বিধির বিধান কি এ,—সবলে দুর্ব্বলে
এই হানাহানি ? এই জয়পরাজয় ?
দুর্ব্বল হইছে চূর্ণ ; তাহারই শ্মশানে
প্রবল তুলিছে নিজ জয়কীর্ত্তিমঠ ?—
নহে নহে, কভু নহে ! তিনি স্বামী, তাঁর
সমদৃষ্টি সর্ব্বভূতে, সমান যতন।
পীড়িতের মর্ম্মোত্থিত আর্ত্তনাদ 'পরে
উঠে যে বিজয়-দম্ভ—কীর্ত্তি-স্মৃতিস্তম্ভ,
ভঙ্গুর তাহার ভিত্তি। দুর্ব্বলের গ্রাস,
বলী যবে প্রতাপের দুষ্ট-ক্ষুধাবশে
কাড়ি' ল'য়ে পূরে নিজ পূরিত জঠরে,
সে ক্ষুধাই আনে তার নিপাত ঘনা'য়ে।
হেন দ্বন্দ্ব-দ্বেষ নহে অভিপ্রেত তাঁর !—
কুক্কুর লইয়া কোলে বাহ্যজ্ঞানহারা,

একবারে উপস্থিত পূজার মন্দিরে ;
যথা বসি' শচীদেবী পূজিছেন শিবে
সন্তানের শুভ লাগি ফুল বিল্বদলে।
শুচি ! শুচি !—করি' শচী সতত অস্থির !
সর্ব্বত্র গোময়-ছড়া দিতেছেন সদা !
কুকুর দেখিয়া ঘরে,—তনয়ের কোলে,
উঠিলা চীৎকার করি' সহসা সেখানে !
কহিলেন রোষে ক্ষোভে,—বুঝিনু, নিমাই,
তোমা হ'তে ধর্ম্ম-কর্ম্ম হবে সব নাশ !—
যতেক তৈজস-পত্র ছিল সেই ঘরে,
একে একে সব ল'য়ে লাগিলা ফেলিতে
সশব্দে বাহিরে। মা গো,—কহিলা নিমাই—
ক্ষমা কর্ অপরাধ ! এ কুক্কুরে আজি
ঘাতকের হাত হ'তে করিয়াছি ত্রাণ ;
পালিব তাহারে যত্নে, করিয়াছি মন।
শুন, মাতা, সার কহি,—ঘৃণা-দ্বেষ মিছে,
সারমেয়ে সুব্রাহ্মণে মূলে নাহি ভেদ।—
চমকি' উঠিলা শচী, ম্লেচ্ছের মতন
শুনিয়া পুত্রের বাণী ! হাসিয়া নিমাই
কহিলেন,—মা জননী, ভাবিও না কিছু,
পাবনী জাহ্নবীনীরে করে' আসি স্নান !
সন্তুষ্টা হইলা মাতা ; রহিল কুকুর।

আর এক দিন এক যবন-ভিখারী
অঙ্গনে দেখিয়া, শচী করিলেন তারে
নিষ্ঠুর তাড়না !—বসি' ছিলেন নিমাই,
যবনেরে দিলা কোল ত্রস্তে উঠি' গিয়া।
ছুঁইলি যবন ?—মাতা লাগিলা ভৎ'সিতে—
ভিক্ষুকেরে ভিক্ষা দিয়া, সে যাত্রাও গোরা
গঙ্গাস্নান করি' তবে পাইলা নিষ্কৃতি।
—কিন্তু সে অবধি, গৃহ ও সংসারে কিছু
জাগিল বিরাগ প্রাণে ; মনে হ'ল, ওরা
যেন সুপথের বাধা ; ত্যাগী মুক্ত পথ ;
বনের বিহঙ্গ সম মনোরথ-গতি !
তার নাহি পদে পদে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ !
হায়, যদি মোর ভাগ্যে ঘটিত সে সুখ !
সুখী তুমি, দাদা, তব সার্থক জীবন !
—আবার মায়ের কথা মনে পড়ে' যায় ;
আঁখি তুটি ভরে' আসে করুণার জলে।
তনয়-সর্ব্বস্বা হেথা পতিবিরহিণী,
এই সদা ভাবিতেন,—নিমাই তাঁহার
মানিল না সম্পূর্ণ বশ্যতা ; করিল না
অগাধ স্নেহের কাছে আত্ম-সমর্পণ !—
তাই, কখনও বা শুধু অকারণে, কভু
ঈষৎ আঘাতে, মাতা পড়িতেন ভাঙ্গি' !

নিমাই তা বুঝি', যত্নে প্রবোধিত মায়ে ;
কখনও বা রঙ্গভরে রাগাইত তাঁরে !
—স্বহস্তে রন্ধন করি' এনেছেন মাতা
পুত্র লাগি' খাদ্য একদিন ;—কহে গোরা,—
ব্যঞ্জন লবণদগ্ধ, অম্বল বিস্বাদ !—
রোষে ক্ষোভে উত্তরিলা অভিমানী মাতা,—
শপথ আমার, যদি তব লাগি' আর
যাই, বাছা, পাকশালে ! হায় রে মমতা,
পর দিন কোথা হ'ল প্রতিজ্ঞা পালন ?
এত বড় পুত্র, তবু ভাবেন জননী
তাহারে বালক সম। গভীর নিশীথে,
দীপ ল'য়ে, জাগরিতা পুত্রপাশে বসি',
হেরিতেন একদৃষ্টে সুপ্তমুখশশী ;
চেয়ে চেয়ে বয়ে' যেত নয়নে সলিল !
শেষে দীপ নিভাইয়া, নিশ্বাসি' নীরবে
পুত্রস্মৃতি বুকে লয়ে শুইতা শয্যায়।

নব যৌবনের সনে প্রতিভার ভাতি
নিমায়ের, দেখা দিল পরিণত হ'য়ে।
তরুণের যশোগাথা দেশদেশান্তরে
ছড়া'ল প্রবীণদের ঈর্ষা জাগাইয়া।
নিমায়ের নাই দর্প, শক্তির উত্তাপ,

শুধু যুবা রঙ্গপ্রিয় ; দাম্ভিকের কাছে
অবাধ্য উদ্ধত ক্রূর ! বিচার-সময়ে
নিদারুণ ভয়ঙ্কর ! পরাজিত হ'য়ে
পদানত হ'লে অরি, ক্ষমা নাই তবু ;
চোখা চোখা শ্লেষবাণে বিদ্ধ করি' তারে,
আপনি হাসিয়া খুন !

কোবিদ কেশব
দিকে দিকে জয়ধ্বজা করি' উত্তোলন,
নবদ্বীপে দিলা হানা ! নিমায়ের যশ
তাঁহারে ব্যথিতেছিল দুষ্টব্রণ সম !
'যুদ্ধম্ দেহি, যুদ্ধম্ দেহি',—নিমায়ের দ্বারে
ডাকে এসে দিগ্বিজয়ী ;—কি করেন গোরা ?
অগত্যা ভেটিলা তারে হাসিভরা মুখে !
বাধিল বিচার-রণ ; ভরি' দুটি তূণ
ব্যাকরণে, অলঙ্কারে, শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়ে,
আকর্ণ টানিয়া বাণ, পূরিয়া সন্ধান
দোঁহে দোঁহাকার ছিদ্র বেড়াইছে খুঁজি' !
কিছুক্ষণে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতপ্রবর
হইলেন শ্রান্ত, শেষে বিধ্বস্ত বিক্ষত,
অপদস্থ পদে পদে । কহিলা নিমাই,—
মিটিয়াছে যুদ্ধসাধ ?—উত্তরিলা সুধী

রাখি' ক্ষুণ্ণ শাস্ত্র-শস্ত্র অবনত মুখে,—
অতুল পাণ্ডিত্য তব, বুঝিলাম আজ।—
নিমাই কহিলা ধীরে,—মিথ্যা, মিথ্যা সব!
এই বক্র, সূচীসূক্ষ্ম তর্কযুক্তিজাল,
ভাষার এ ইন্দ্রজাল, ভাষ্যের কৌশল,
বিদ্যার কৈতবক্রীড়া কুটিলে কপটে!—
লাগিছে কিসের কাজে? ব্যর্থ বৃদ্ধ-জ্ঞান
ছুটিছে কি কোন সার সত্য অন্বেষণে
কর্ম্মশূন্য ধর্ম্মভাণ,—এদিকে আবার
কর্ম্ম-অনুষ্ঠানছলে, অন্তঃসারহীন
ক্রিয়াকাণ্ডে শোচনীয় ধর্ম্মের দুর্গতি,
—এই শুষ্ক জ্ঞান হ'তে! শুধু দম্ভ ল'য়ে
লক্ষ্যহারা বিতণ্ডার অসার চীৎকার,
পেচকের মত এই গাম্ভীর্য্যের ঘটা,—
বিশ্বেরে কি ঊর্দ্ধ পানে পারে টানিবারে?
কূট মস্তিষ্কের পাকে পড়ে না জড়ায়ে
ঊর্ণনাভ সম, জালে?—স্তাবকের মুখে
দিন ক'য় থাকে জাগি' জয়গান তার;
অনন্ত তিমির গর্ভে চির অবসান।
চেয়ে দেখ একবার ওই ঊর্দ্ধপানে,
কক্ষে কক্ষে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে, লোকলোকান্তরে
কি শান্ত সুন্দর সত্য হতেছে রটিত!

—তার নাম, শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী প্রেম !
'সোঽহং'—যে দৃপ্ত উক্তি, যে মত্ত খেয়াল,
ফুটিয়াছে নিঃসঙ্কোচে সেবকের মুখে,—
তারও মূলে বন্ধ্যা বিদ্যা। মোরা কৃমি কীট,
অমৃত-সাগরে যদি চাহি সন্তরিতে,
বিশ্বাসে বাঁধিয়া প্রাণ, নিশ্বাস রুধিয়া,
বিস্ময়ে, বিনয়ে, ভয়ে যেতে হবে তবে
সংসার-সীমানা ছাড়ি' অনন্তের দেশে।—
নিমায়ের পানে চাহে বিমুগ্ধ কেশব,
পুত্র যথা অনিমেষে পিতৃমুখ পানে,
বিহ্বল, চাহিয়া থাকে, যবে তাঁর মুখে
উপদেশ-সুধাধারা রহে ক্ষরিবারে।
গাঢ়স্বরে দিগ্বিজয়ী কহে,—নরোত্তম,
হেন প্রাণস্নিগ্ধকরী অলৌকিক বাণী
শুনি নাই। কেহ, হেন সাহসে বিশ্বাসে,
অভয়-আশায় স্ফীত অমোঘ-আশ্বাস,
সহজ সরল করি' করে নি ঘোষণা।
জীবনযাত্রার পথ নিষ্কণ্টক করি',
জটিল জীবন-স্বপ্নে প্রহেলিকাময়
সমস্যা, এরূপে কেহ করে নি পূরণ।
শাস্ত্রসিন্ধু মথি' হায়, এতদিন শুধু,
বিফল উপলগুলি করেছি সঞ্চয়!

কহ, দেব, দর্পান্ধের কি হবে উপায় ?—
নিমাই কহিলা হাসি', সুমিষ্ট বচনে,—
বাঞ্ছাকল্পতরু নাথ, অন্তর্য্যামী তিনি,
জেনেছেন তোমার প্রার্থনা ; হইয়াছে
এ সামান্য সভাতলে আবির্ভাব তাঁর।
উঠিলা কেশব যবে,—ঝরিছে নয়ন !
সর্ব্বাঙ্গে পুলকাভাস, উঠিলা নিমাই,—
চক্ষে দরদর ধারা, গরগর প্রাণ !

তার পরদিন প্রাতে, হইছেন গোরা
গঙ্গা পার, সহাধ্যায়ী রঘুনাথ সনে,
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রসঙ্গ লইয়া
চলেছে দোঁহার মাঝে কথোপকথন ;
হেনকালে নিমায়ের কক্ষচ্যুত হ'য়ে
একখণ্ড হস্তলিপি পড়িল বাহিরে ;
রঘু তাহা তুলি' যত্নে করিলেন পাঠ ;
কে যেন রঘুর সেই হাস্যদীপ্ত মুখে
অঞ্জন লেপিয়া দিল ! কহিলেন শেষে
দুরাকাঙ্ক্ষ রঘুনাথ সজলনয়নে,—
ধিক্ এ জীবনে মোর ! ব্যর্থ মনস্কাম !—
আমিও যে ন্যায়ভাষ্য করেছি রচনা,
তোমার সুদক্ষ ব্যাখ্যা কত উচ্চে তার।

অদ্বিতীয় হব আমি,—ছিল এই আশা,
ঘুচিল সে ভ্রম।—ধীরে, কহিলা নিমাই,—
আমি নাহি চাহি যশ; কেন দাঁড়াইব
তোমার যশের পথে কণ্টকের মত?
—এত বলি' খণ্ড খণ্ড করি' অকস্মাৎ
বহু যত্নে লিখিত সে বরগ্রন্থ, আহা,
গঙ্গাজলে দিলা ভাসাইয়া! রঙ্গভরে
জল সেঁচি' সেঁচি' তাহা লাগিলা ডুবা'তে;
সাথে সাথে উচ্চহাস্য উঠিছে মুখরি'।
নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ রঘু!—ভিড়িল তরণী।
দুইজন দুই পথে মৌনে গেলা চলি'।
জীবনের দুই পথে চলিলা দু'জন!

শেষে পরিণয় অন্তে, সাজিয়া সংসারী,
নিমাই যে টোলে পূর্ব্বে করিতেন পাঠ,
সেই টোলে বসিলেন গুরুর গৌরবে!
আপনার গৃহে তুলি' আনিলেন টোল;
সাধ,—সবে জ্ঞানসুধা করিবেন দান!
যুটিল অনেক ছাত্র।—অধ্যাপনা-গুণে,
মিষ্ট শিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ শিষ্যদল।
প্রতিদিন প্রাতঃস্নাত বালকের দল
স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়াতলে কম-তৃণাসনে,

শুভ্রবাসে উত্তরীয়ে সাজিয়া সুন্দর
বসিত মণ্ডলী করি' গুরুরে ঘিরিয়া।
তুষিতা কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়া গোরা
প্রতিজনে প্রতিদিন। শেষে সবে ল'য়ে
গাহি' বিভুস্তব দিতা পাঠনায় মন।
শিশু-ছাত্রগণ পাশে কহিতা সাদরে
কতই কাহিনীকথা পাঠ অবসানে ;
শুনাইতা কত কথা বয়স্ক সকলে
মধুর গম্ভীরে, কত তথ্য তত্ত্ব নব,
বহুবিধ আলোচনা পাঠ্যগ্রন্থ ছাড়া ;
স্থূলবুদ্ধি ছাত্রগণে বার বার করি'
না মানি' বিরক্তি-শ্রান্তি দিতেন বুঝায়ে
স্নেহে যত্নে স্তোকবাক্যে মিষ্ট ভঙ্গী-ভাবে
জটিল দুরূহ যাহা, তাহাদের কাছে।
ক্রীড়ায় রহিতা সঙ্গী ; বয়স্য আমোদে ;
রোগে সেবাদাস আর বিশ্রামে প্রহরী।
ক্ষমাময়,—কিন্তু ছিলা অন্যায়ের যম !
গুরুমাতা, গুরুপত্নী ব্যস্ত অনুক্ষণ
শিষ্যদের সেবাকার্য্যে; আপনার প্রতি
শত ত্রুটী অযতন নাহি ধরে গোরা ;
ছাত্রদের কিছু হ'লে, আর রক্ষা নাই !
একাধারে পিতা মাতা ভাবিত শিষ্যেরা

তাদের আদর্শ-দেব সেই গুরুদেবে।
কি জানি কি আকর্ষণ গুরুগৃহ প্রতি,
নিজ নিজ গৃহ সবে আছিল ভুলিয়া!
এই ভাবে কর্ম্মোৎসাহে কাটিতেছে দিন
গোরা কিন্তু উদাসীন! তৃপ্ত জ্ঞানতৃষা;
অর্থ সমাগত গৃহে, যশ পদানত;
প্রণয়ের সুবাতাস বহিতেছে ঘরে!
চারিধারে সৌভাগ্যের শুধু আনাগোনা!
গোরা তবু উদাসীন!—সে যে হাসে খেলে,-
কলের পুত্তলী যেন! চলে যে সবেগে
সঙ্গে সঙ্গে রস-রঙ্গ, নাই তাতে প্রাণ!
গোরা কেন উদাসীন? ভূতাশ্রিত সম
চমকি' চমকি' উঠে কভু অলখিতে;
কখনও নয়নে আসে অকারণে নীর,
বাহ্যজ্ঞান চলে' যায় সংসার ছাড়িয়া!
এইরূপে পাঠনার ঘটিছে ব্যাঘাত,
একদিন অনুভব করিলেন গুরু,—
কর্ত্তব্যে হতেছি ক্রমে স্খলিত পতিত;
অচিরে করিলা ব্যক্ত আত্মমনোভাব
ক্ষুব্ধ শিষ্যবৃন্দ পাশে,—প্রিয়গণ, শেষ
মোর অধ্যাপনাভার; আর আমি নহি
তোমাদের অধ্যাপক; বিদায়, বিদায়!

করিল বিনয় বহু, ছাত্রগণ মিলে' ;
গোরার সঙ্কল্প কিন্তু, রহিল অটল ।
ভাবিলেন, ভাবিবার হ'ল অবসর ।

শেষে, হ'ল ভাবিবার আরও অবসর,—
গৃহের সে আকর্ষণ, গৃহলক্ষ্মী যবে
ত্যজিলেন ইহলোক কাঁদায়ে পতিরে ।
কাটাইলা বহুদিন অথর্ব্বের মত,
নব-বিপত্নীক । হেথা কালের প্রলেপ
নিঃশব্দে যুড়িতেছিল হৃদয়ের ক্ষত ;
শেষে, শেষ-জ্বালালেশ একান্তে অজ্ঞাতে
অবিচ্ছিন্ন হিমস্পর্শে দিল জুড়াইয়া !
শুধু ক্ষতচিহ্ন-ছলে ভালে আঁকি' রেখা
সুধীরে করিল শোক গভীর গম্ভীর ;
নবীনেরে করে' গেল ঈষৎ প্রবীণ ।

একদিন, কোন এক বিচার-সভায়,
'তৈলাধার পাত্র, কিম্বা পাত্রাধার তৈল ?'
এই ল'য়ে দুই জন কৃতী নৈয়ায়িকে
বেধেছে বিষম দ্বন্দ্ব ; বাদ-প্রতিবাদ !
অনুস্বার-বিসর্গের বহিতেছে ঝড় ;
উত্তরীয় খসিতেছে, নস্য উড়িতেছে,
উর্দ্ধের মস্তিষ্ক সনে দীর্ঘ শিখাগুলি

হইতেছে ঘন ঘন বেগে আন্দোলিত !
বসিয়া মধ্যস্থরূপে নিমাই পণ্ডিত ।
—মন নাই সেথা ; নাই কোথাও সংসারে ;
ঘুরিছে তা মেঘে মেঘে গগনে পবনে !—
ভাবিছেন,—সৃষ্টিতত্ত্ব-রহস্যসাগরে
ছাড়ি' তল-অন্বেষণ লহরীগণনা
বিশ্ব কবে কূল পেয়ে ধরিবে সে মূল ;
দাঁড়াইবে ভক্তিবলে তাঁর মুক্তিদ্বারে !
অনাথ-তরণ সেই পদকোকনদে
ভৃঙ্গ হ'য়ে পড়ে' র'বে ; নীরবে নিভৃতে
শুধু মধুপান ; শুধু তারই স্তবগান
গাহিবে নিখিল !—শেষে, ভাবিতে ভাবিতে,
স্থির হ'ল আঁখিতারা ; বাহ্যজ্ঞানহারা,
পড়িলা মূর্চ্ছিত হ'য়ে সভার মাঝারে ।
পুনরায় এল সংজ্ঞা ঈষৎ যতনে ;
সলজ্জে আসিলা ফিরি' আপনার গৃহে ।
শচীমাতা শুনি' সব হইলা চিন্তিত ;
কঠিন ব্যাধির কোন সূচনা ভাবিয়া,
সাবধান রহিলেন সন্তানের তরে ।

সে দিনের সেই মূর্চ্ছা, সেই দিব্যোন্মাদ ;
সে চিন্ময়-তন্ময়তা ; প্রকাণ্ড প্রেমের

সে মধু-মদির স্মৃতি, সুধার আস্বাদ,
ভুলিলা না আর ; রহিল তা গাঁথা
জীবনের পত্রে পত্রে !—এদিকে অমনি
শেষ-তমোবিন্দু নাশি', হৃদয়-গগনে
প্রজ্ঞার বিমল জ্যোতি উঠিল জ্বলিয়া !

হায় শচী, হায় মাতা পুত্রগরবিণী,
সে দিন অলক্ষ্যে বসি' ঘুরাইল কাল
যে ভাবে নিয়তিচক্র, তাহার ছায়ায়
তোমার স্নেহের শশী হ'ল অস্তমিত ;
জগতের ভাগ্য-রবি উদিল নীরবে !

দ্বিতীয় সর্গ

সন্ন্যাসী

প্রজ্ঞা যবে এল প্রাণে, নামগুণগাথা
ধ্বনিতে লাগিল বুকে ;—বাহিরিল মুখে,
আধ-আধ বাধ'-বাধ' !—শিশু-ভৃঙ্গ যেন
প্রথম গুঞ্জর-স্তব করিছে আলাপ
মধুর আস্বাদ লভি' পেলব জীবনে !
শেষে, তা'ই নিশিদিন হ'ল জপমালা ;
সে নাম স্মরণে আর সে নাম কথনে,
সে নাম শ্রবণে,—গোরা বিভোর, বিহ্বল !
তার পরে তান-লয়ে, ছন্দোবদ্ধ হ'য়ে
একদা বিচিত্র বেশে উদিল সে নাম
ভক্তের হৃদয়ধাম তরঙ্গিত করি' !
আপনার ধ্বনি শুনি' মোহিত আপনি,
করিলেন অনুভব ভাবুকপ্রবর,—
ভাষারে করিছে সুর মুখর মধুর ;
প্রাণের নিগূঢ় কথা ধ্বনিহারা হ'য়ে
এমন সম্পূর্ণভাবে উঠিতে ফুটিতে
পারিতেছিল না যেন ; মানিলেন গোরা,—

ভক্তি দ্রব হ'য়ে ধরে সুধার আকার,
দেব-উপহারযোগ্য,—সঙ্গীত পরশে!
সেই হ'তে কীর্ত্তনের হ'ল সূত্রপাত;
যে শুনিল, সে মজিল, শিষ্য হ'ল তাঁর।
দিন দিন ভক্তসংখ্যা লাগিল বাড়িতে;
মুকুন্দ, মুরারী, শম্ভু, শ্রীবাস, শ্রীধর,
দামোদর, হরিদাস, অদ্বৈতাদি করি',
অজ্ঞ বিজ্ঞ কত শিষ্য মিলিল আসিয়া
সেই হরিনামাঙ্কিত পতাকার নীচে।
—মধুর ভাণ্ডার যবে যায় রে খুলিয়া,
দলে দলে অলি যথা যুটে তার পাশে;
কিম্বা গোষ্পদের মীন নদী পেলে কাছে,
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপে যথা গভীর সলিলে!
শ্রীবাস-অঙ্গনে ল'য়ে অন্তরঙ্গগণ
সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনে কত দীর্ঘ নিশি
অজ্ঞাতে কাটিয়া যেত!—সংক্রামক সম
হরিনাম ঘরে ঘরে পড়িল ছড়ায়ে!
কীর্ত্তনে মাতিয়া গোরা করে অনুভব,—
দেহখানি লঘুপক্ষ পক্ষীসম যেন
উধাও উঠিতে চায়;—যে বিলোল ছন্দে
চলিতেছে বিশ্বনৃত্য নিত্যকাল ধরি',
গ্রহ-উপগ্রহদল ফিরে নাচি' নাচি',

তেমনি আগ্রহে যেন সমস্ত হৃদয়
তালে তালে, ছন্দে ছন্দে উঠে রে নাচিয়া
ঊর্দ্ধমুখী, থর থর চরণের সনে !
—সে অবধি সঙ্কীর্ত্তনে নর্ত্তনের নেশা
করিল প্রবেশ ; শেষে আসিল আবেশ ;
নর্ত্তনে উঠিল জমি' ভক্তের কীর্ত্তন ।

পুত্রের এ মাতামাতি, রাত্রিজাগরণ,
রোদে রোদে পথে পথে নৃত্য সারাদিন,
যদিও মাতার নাহি ছিল মনোমত,
তবু তিনি নামগানে ছিলেন পাগল !
যত্ন করি' গৃহে ডাকি' কীর্ত্তনের দল
ভক্তিভরে শুনিতেন হরিগুণগান ;
ভাবিতেন,—বাছা মোর এনেছে কি নাম !
'তোমার তনয় নহে সামান্য মানব !'
—বহুদিন চলে গেছে, ভুলেন নি শচী ।
সে কথা ভূতের মত মাঝে মাঝে আসি'
দিবাস্বপ্নে, উঁকি মারে নিশার তন্দ্রায় ;
শচী তারে বারবার দেন ত খেদায়ে,
সে তবু ছাড়ে না পিছু, তার সাথে আসে
ছায়ারূপী বিশ্বরূপ মুণ্ডিতমস্তকে !
ল'য়ে দণ্ড কমণ্ডলু, গৈরিক কৌপীন ;

ডাকে তাঁরে,—ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও, মা গো ;
শেষে হাসি' নিমায়েরে ভিক্ষা চাহে যেন !—
বালাই ! বালাই !—বলি' জাগেন জননী ;
কম্পিত সর্ব্বাঙ্গ আর স্তম্ভিত হৃদয় !
ছুটিয়া আসেন মাতা নিমায়ের কাছে ;
শির চুম্বি' দেহে কর বুলান আদরে।
নিমাই এ কাণ্ড দেখি' হেসে হয় সারা !
নিমাই, পণ্ডিত কিন্তু বাহিরে, সমাজে ;
ঘরে আর মা'র কাছে, পাগল নিমাই ;
যদিও নাই সে পূর্ব্ব চপল স্বভাব।

সে অবধি সন্ন্যাসীতে শচীর বিরাগ !
মুণ্ডিত মস্তক আর গৈরিক কৌপীন,
চক্ষুশূল তাঁর ! কেশবভারতী নামে
অবধৌত এক আসি' হইল অতিথি
শচীর দুয়ারে ; সাধু পরম ধার্ম্মিক,
জানিতেন তাঁরে শচী,—মানিতেন তাঁরে ;
আগ্রহে সে অতিথিরে গৃহে দিলা স্থান।
কেটে গেল কয়দিন ; কেশবভারতী
বিদায় চাহিলে,—গোরা নির্ব্বন্ধ করিয়া
রাখে তাঁরে ধরি'। মাতা জানিলেন শেষে,—
গভীর নিশিতে পুত্র শয়ন ত্যজিয়া

সারারাত্রি ভোর করে সন্ন্যাসীর সাথে !—
নিভৃতে কেশবে শচী কহিলা,—সন্ন্যাসী,
মাতৃ-অভিসম্পাতের রাখ না কি ভয় ?
বাছারে দিতেছ মন্ত্র, ষড়যন্ত্র করি'
মায়া-পাশ হ'তে তারে চাহিছ কাড়িতে !
হাসি' উত্তরিলা সাধু,—বৃথা গঞ্জ মোরে ;
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব !
—অনলে পড়িল যেন ঘৃতের আহুতি !
শুনিছেন বহুদিন সেই এক কথা,
কেহ ভুলিল না তাহা, ছাড়িল না আজও ?
—জ্বলিয়া উঠিলা শচী, কহিলেন রোষে,—
তিলমাত্র ব্যাজ নহে, যাও হেথা হ'তে !—
নিঃশব্দে বিদায় হ'ল সন্ন্যাসী ঠাকুর !
গোরা পরে জানিলেন সকল বারতা।

আর একদিন মাতা লুকায়ে লুকায়ে
হাতে-লেখা গ্রন্থ এক দীপের শিখায়
করিছেন ভস্মসার ; হেনকালে সেথা,
পুত্র আসি' ত্রস্তে তাঁরে ফেলিল ধরিয়া ;
হেন মর্ম্মভেদী দৃষ্টি হানিল মাতারে,
শচী তাহে অপ্রস্তুত, অপ্রতিভ হ'য়ে
কহিলেন ভগ্নকণ্ঠে,—ক্ষমা কর, বাছা,

বিশ্বরূপবিরচিত প্রব্রজ্যামহিমা
করিয়াছি তোরই ভয়ে অনলেরে দান !-
গোরা উত্তরিলা হাসি',—ক্ষমা নাই এর,
মোর লাগি' যদি আজ না কর পায়েস !-
নিশ্বাস ফেলিয়া মাতা, উঠিলেন হাসি',
ভাবিলেন,—নিমু মোর এখনও বালক !

ভগিনীরে একদিন কহিছেন শচী
আপনার সুখ-দুঃখ ঘর-কন্না কথা ;
নিমায়ের কথা এলে, কহিলেন শচী,—
এত বড় ছেলে, তবু এখনও পাগল ;
জ্ঞান নাই, টান নাই তিলেক সংসারে ;
কি উপায় হবে এর, নাহি পাই ভেবে !—
ভগিনী কহিলা হাসি,—ওগো, সে কি কথা ?
একটি রূপসী বউ আন দেখি ঘরে,
দেখি ত নিমুর থাকে ভণ্ডামি কোথায় !
অঞ্চলের কেনা হয়ে থাকে কি না, দেখো !
তখন তুমিই, দিদি, যুড়িবে ক্রন্দন,—
পুত্র মোর পত্নী ছাড়া কিছু নাহি বুঝে !
সেবারেও পেয়েছিলে তার পরিচয় !
যদিও নামেই মাত্র ছিল সে বিবাহ ;
না পাকিতে দম্পতির মিলন-বন্ধন,

নববধূ না হইতে জীবনসঙ্গিনী,
সংসারীর শ্রেষ্ঠ সুখ উন্মেষের মুখে,
কোমল বয়সে, আহা, বাছা বিপত্নীক!

শচীর মনের মত হ'ল যুক্তি এই;
বধূ আনা হ'ল স্থির!—দেখিতেন শচী,
গঙ্গাস্নানে আসে এক সুন্দরী কিশোরী,
ভক্তিভরে করে তাঁরে প্রত্যহ প্রণাম।
যেমন উজ্জ্বল তার রূপের মাধুরী,
তেমনই ব্রীড়ায় নম্র মধুর স্বভাব;
মোহিত হইলা শচী কন্যারে দেখিয়া;
বধূ করিবারে তারে উপজিল সাধ।
ভাবিলেন,—নারীরূপে মুগ্ধা যদি নারী,
এ রূপের ক্রীতদাস হবে না পুরুষ?
গৃহধর্ম্মে মতি হবে বাছার এবার!
সোণার শৃঙ্খল, বেড়ী নির্ম্মাইলা শচী
কল্পনায়,—গড়াইলা মায়ার পিঞ্জর,
ধরিতে নিমাই-পাখী সংসার-বন্ধনে!

বিষ্ণুপ্রিয়া নামে কন্যা,—পিতা সনাতন;—
ঘটকের মুখে শচী পাইয়া বারতা
হরষিত,—নিমায়ের যোগ্য বধূ বটে!
সে অবধি গঙ্গাস্নান নাহি যেত বাদ;

দেখিতেন,—প্রতিদিন অখণ্ড নিয়মে
বিষ্ণুপ্রিয়া আসে ঘাটে ; দূর হ'তে তাঁরে
গলবস্ত্রে প্রণমিয়া যায় ফিরে ঘরে !
বুঝিতে নারেন শচী,—এ অপরিচিতা
কেন তাঁরে এতদিন গুরুজন সম
করিতেছে সম্ভাষণ !—নাহি জান, মাতা,
তোমার পুত্রের পদে সঁপেছে সে প্রাণ ;
শঙ্করের পাদপদ্মে পার্ব্বতী যেমন
সঁপেছিলা মন ; গুণমুগ্ধা বিষ্ণুপ্রিয়া
মনে মনে নিমায়েরে বরিয়াছে পতি ।
কুমারীহৃদয়ে যত্নে লুকায়ে সে প্রেম
বাড়াইছে আশাবারি সিঞ্চি' তার মূলে ;
নিমাই-দেবতা গড়ি হৃদয়-মন্দিরে
কল্পনায় তাঁর গলে দোলায় মালিকা ;
খেলা করে আনমনে দেবতার সনে ;
শুনায় তাঁহারে গেয়ে সেই সব গান
তিনি যা বাসেন ভাল—নামসঙ্কীর্ত্তন ।

সনাতন গৌরভক্ত, শুনিলেন যবে
নিমাই হবেন তাঁর নিকট-আত্মীয়,
হ'ল না প্রতীতি চিত্তে, স্বপ্নসম ভাবি' ;
বিষ্ণুপ্রিয়া পেল হাতে আকাশের চাঁদ !

দুই পক্ষে কথা শেষে হ'ল পাকাপাকি ;
দিন-ক্ষণ স্থির হ'ল পাঁজী-পুথি খুলি' ।
এদিকে বিবাহ যার, সে-ই নাহি জানে !
বহু যত্ন করি' মাতা ভাবী সমারোহ
রেখেছেন সঙ্গোপন পুত্রের নিকটে ;
পাছে, সে এ পরিণয়ে করে অন্য মত !
সব ঠিক করি', শেষে একদিন, শচী
পাড়িলা পুত্রের কাছে নানা কথাছলে
বিবাহ-প্রস্তাব ;—পাত্রী আর দিন স্থির,
জানাইলা তারে। গোরা উঠিলা চমকি ;
উচ্চারিলা আন মনে,—আবার বিবাহ ?—
মাতারে, না আপনারে করিলা জিজ্ঞাসা ?
সুগম্ভীরে কহিলেন,—বৃথা আয়োজন ;
পরিণয়ে ইচ্ছা নাই, জানাই তোমায় !
হার্ মানিলা না মাতা ; সে হ'তে নিয়ত,
অব্যর্থ কৌশলবলে লাগিলা ছাড়িতে
নারীজনোচিত সিদ্ধ তন্ত্র-মন্ত্রগুলি
বিদ্রোহী তনয়'পরে ।—জিনিলেন মাতা !
একদা সম্মতি পেয়ে, আনন্দ-আবেগে
সেই দণ্ডে রটাইলা শুভ-সমাচার ।
যথাকালে মন্ত্রবন্দী তনয়ের কর
একটী কুসুম-করে দিলেন সঁপিয়া !

ফলিল মাতার সাধ,—দু'দিন না যেতে,
গোরা ধরা দিল দুটি ভুজবল্লী-পাশে ;
দুর্জ্জয় সৈনিক যেন শেষ তক যুঝি'
করিল সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ !
দিনরাত মধুমুখ হ'ল শুধু ধ্যান।
কিশোরী প্রত্যহ সুধাপাত্র ভরি' ভরি'
কিশোরে যোগায় !—আহা, সে সরলা বালা
জানে শুধু ভালবাসা, এনেছে সে বহি'
পিতৃগৃহ হ'তে সেই সুচির সম্বল !
যে দেবতা ছিলা তার কল্পনা-নন্দনে,
যদি তিনি মুখ তুলে' চেয়েছেন আজ ;
একান্ত শরণাগত চরণে তাহার,
সে কেন না দৃঢ় পাশে বাঁধিবে তাঁহারে ?
আশার আতীত ভাগ্য আয়ত্তে পাইয়া
চরিতার্থ কৃতার্থ যে মরমে মরমে,
সে কি পারে স্বেচ্ছায় তা ঠেলিতে চরণে ?
তার এবে এই ধ্যান, এই শুধু ত্রাস,—
এ স্বপ্ন যদি রে টুটে, দেবতা পলায় !

গৃহলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া ;—তাহার যতনে
অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা শোভা আসিয়াছে ঘরে।
শ্বশ্রূগতপ্রাণ বধূ,—সহায় তাঁহার

শত কাজে সেবাময়ী দুহিতার মত।
হরিভক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া ;—শুনিলে কীর্ত্তন
ভাবে গদগদ হিয়া, পুলকিত তনু।
আনন্দের সীমা নাই শচীর অন্তরে,
পুত্র হ'তে পুত্রবধূ যেন প্রিয় তাঁর !
হর্ষবিগলিতা শচী কভু টানি' আনি'
কুণ্ঠিত পুত্রের বামে লজ্জিতা বধূরে,
বসাইয়া পাশাপাশি—দূরে সরি' গিয়া,
সকৌতুকে হেরিতেন দোঁহে অনিমেষে ;
ছুটি' আসি', ভাবাবেগে করিতেন দোঁহে
সোহাগে চুম্বন ! কভু সাজায়ে দু'জনে,
প্রতিবেশীগণে ডাকি' উৎসাহে উল্লাসে,
দেখাইতা সগৌরবে যুগল মূরতি !

সুখে কাটিতেছে দিন, হেনকালে এক
ঘটিল ঘটনা, যাহে মাতার ভরসা,
প্রিয়ার অতৃপ্ত আশা হ'য়ে এল ক্ষীণ ;
প্রেমের নিগড়. বন্দী জানিল শিথিল ;
পিঞ্জরের লৌহদ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া
পোষাপাখী নেহারিল আকাশ অসীম !
—আপনি জননী তার করিলা উপায় !
একদিন নিমায়েরে কহিলেন ডাকি',—

গয়াধামে পাদপদ্মে পিতৃপিণ্ডদান,
পুত্রের কর্ত্তব্য কাজ ; আছে আজও বাকী
তোমার সে পিতৃকৃত্য ; এইবেলা গিয়ে
পিণ্ডদান করে' এস, বৎস, গয়াধামে।—
মাতৃআজ্ঞা শিরে ধরি' পিতৃকৃত্য স্মরি'
করিলেন গয়াযাত্রা গোরা শুভক্ষণে ;
যাত্রাকালে বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে
নিভৃতে প্রাণেশে ডাকি', ছল ছল চোখে
কহিল,—আসিও ত্বরা ; রহিল পরাণ,
জানিও, তোমারই ধ্যানে ! কহিলা হাসিয়া
রসিকসাগর গোরা,—পড়ি যদি সেথা
নবপ্রেমপাশে ?—রঙ্গপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া
করিলা উত্তর,—তা'তে ভাবিও না, আমি
আছাড়ি' পড়িব ভূমে, 'হা হতোঽস্মি' করি'
মূর্চ্ছা যাব এই দণ্ডে !—কে চাহে তোমারে ?—
ছলভরে কহে গোরা,—তবে হোক্ তাই !
—বলি উঠিলা চমকি' ! গেল ব্যঙ্গভাব ;
কাঁপিতে লাগিল বক্ষ অকারণ ত্রাসে।
বিষ্ণুপ্রিয়া সেইক্ষণে মর্ম্মে মর্ম্মে দহি'
অসংযত রসনারে করিলা দংশন।
বিদায় !—বলিতে, গোরা উঠিলা কাঁদিয়া !
বিষ্ণুপ্রিয়া মুছিলেন নয়ন যখন,

সবেগে লাগিল গিয়া কঙ্কণ কপালে !
—এইরূপে দম্পতির হ'ল ছাড়াছাড়ি ।

অবশেষে যথাকালে সঙ্গীগণ সনে
গতি-তীর্থ গয়াধামে উতরিলা গোরা ।
কি যেন অভূতপূর্ব্ব হরষের রসে
ডগমগ প্রাণ ! এ কি দৃশ্য-দর্শ-সুখ ?
—গয়ার প্রকৃতি নহে নদীয়ার মত
তেমন কোমলকান্ত ; বহে ফল্গুধারা,
জাহ্নবীর মত সে কি আনন্দবাহিনী ?
এমন ফলিত ক্ষেত্র, মালঞ্চ পুষ্পিত,
মসৃণ তৃণের মাঠ, হেন পদ্মদীঘি ;
লবঙ্গ ও মাধবীর লীলায়িত ছটা,
হেন তাল-তমালের শ্যামল সুষমা,
কামরাঙা-পেয়ারার হরিৎ-সম্ভার,
গয়া কোথা পাবে ?—তবু প্রফুল্ল নিমাই ।

গদাধর দরশনে চলিলেন সবে ।
তখনই মন্দিরদ্বার খুলেছে কেবল,
পাদপদ্ম দেখা দিল সবার সম্মুখে ;
পাদপদ্ম দেখা দিল নিমায়ের কাছে !
নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ গোরা ; অনিমেষ আঁখি
নিশ্চল, নিমগ্ন আছে পাদপদ্ম মাঝে !

বহুক্ষণ কেটে গেল এমনি নীরবে।
ভাবিছে গয়ালী,—কত দর্শক প্রত্যহ
আসিছে যাইছে, হেন সৃষ্টিছাড়া লোক
দেখি নি ত কভু!—দেরি দেখি', রুক্ষস্বরে
কহিল সে,—মন্ত্র পড় আচমন সারি';
আরও বহু যজমান আজে পড়ি' মোর!
পটের মূর্ত্তিরে সে কি চাহিল জাগা'তে!
—বাহ্যজ্ঞানহারা গোরা, নিস্পন্দ নীরব,
ধ্যানমগ্ন, ভাবিতেছে,—এই পাদপদ্ম
রহিয়াছে সর্ব্বকাল চরাচর ব্যাপি',
কোটি কোটি সাধকেরে করিছে আহ্বান।
এই সেই পাদপদ্ম,—পিতার যা গতি,
পুত্রের যা গতি,—গতি যাহা নিখিলের।
এই পাদপদ্ম মোর হৃদিপদ্ম মাঝে
ধরা দিতে-দিতে গিয়ে, গেছে শেষে সরি'।
মূঢ় আমি, রতনের করি নি যতন!
তুই মোরে, রে সংসার, ছাইভস্ম দিয়া
এই পাদপদ্ম হ'তে রেখেছিস্ দূরে;
তুই মোরে, রে মায়াবী, প্রলোভন পাতি'
ধরেছিস্, মায়া-ফাঁদে; করেছিস্ বশ;
অবশেষে নিতেছিস্ অন্ধকূপে টানি'!
ভেবেছিস্, এমনই দ্বিধাহীন মনে

তোর সুধা-বিষে পৃক্ত রিক্ত-আশীর্ব্বাদ
নিব মানি' শির পাতি' সারাটী জীবন ?—
হে মৃণ্ময়ী, তুমি যে মা, নিখিল-জননী ;
তুমি ত বুঝিতে তব সন্তানের মন !
কত দিন তোমার ও মুক্ত ক্রোড়ে বসি'
শুনিয়াছি শূন্যগর্ভ কলরোল তব।
ভাবিয়াছি, এ কি ছার কুহকের খেলা ?
কত বার, মায়াময়ী, ওই মুখ পানে
চেয়ে চেয়ে ভাবিয়াছি, তব শ্যাম-ছবি
স্বপ্ন-তুলিকায় আঁকা !—শেষে মনে হ'ত,
ছায়া-ছায়া মায়াপট যেতেছে মুছিয়া,
ক্রমে সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতম মসীবিন্দুরূপে
পুঞ্জীভূত শূন্য-ধূমে, ধু ধু বাষ্পস্তরে !
মনে নাই, সকাতরে বলিয়াছি ডাকি',—
মুক্তি দাও, জননী গো, মুক্তি দাও মোরে ;
রাখিও না মিথ্যা দিয়া ধাঁধিয়া বাঁধিয়া !
শুনি', আলিঙ্গন আরও করিতে সুদৃঢ় !
আজ পুন সেই ব্যথা উঠেছে জাগিয়া,
মুক্তি দাও, জননী গো, মুক্তি দাও মোরে !
এবার আমারে আর পার না রাখিতে !
—ভাবিতে ভাবিতে, চক্ষে নিভে গেল ধরা,
পড়িলা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পাদপদ্ম 'পরে।

চীৎকারি' উঠিল সবে ; ধরাধরি করি'
বাহিরে আনিয়া দেখে,—রক্তাক্ত ললাট,
সংজ্ঞা আসিতেছে ফিরে ধীরে, অতি ধীরে।
চেতন পাইয়া গোরা দাঁড়াল অমনি ;
শেষে, মুখে 'হরিবোল্',—লাগিল নাচিতে !
আহত হয়েছে ভাল, নাহি তাহা জ্ঞান ;
শোণিতের সনে মিশি' অশ্রুর লহরী
তিতি' অঙ্গ ঝর্ ঝর্ লাগিল ঝরিতে !—

ফিরে এল সঙ্গীগণ গয়াধাম হ'তে
বিকল গোরারে ল'য়ে নদীয়ায় যবে,
বিষ্ণুপ্রিয়া শিহরিলা !—জাগিল স্মরণে
পূর্ব্ব কথা,—যাত্রাকালে অশুভ ঘটনা !
শচীমার প্রাণ ত্রাসে উড়িল নিঃশেষে !
করাইলা স্বস্ত্যয়ন, প্রায়শ্চিত্ত-আদি
পুত্রের লাগিয়া ; দিলা দান কাঙ্গালীরে,
জ্ঞাতিপঞ্চে ভূরিভোজ, ঋত্বিকে দক্ষিণা ;
জোর করি তনয়েরে দিলেন গছা'য়ে
মন্ত্রপূত রক্ষাসূত্র করিতে ধারণ !
প্রকৃতিস্থ হ'ল গোরা মাতার যতনে,
প্রেয়সীর শুশ্রূষায়, বন্ধুর সেবায়।
পূর্ব্ব ভাব কিন্তু আর আসিল না ফিরে।

শত ছলে সুকৌশলে জানান সবারে,—
যেমন ছিলাম আমি, রয়েছি তেমনি !
—জননী বুঝিয়া তাহা, ফেলেন নিঃশ্বাস ;
প্রিয়া তাহা বুঝি', মুছে নিভৃতে নয়ন ;
বন্ধুবর্গ জানি', দেয় অদৃষ্টের দোষ।—
শ্বশ্রূ প্রতিদিন যত্নে শিখান বধূরে
সরমের মাথা খেয়ে প্রেমের 'মোহিনী' !
ছলাকলা নাহি জানে সে সরলা বালা,
যাহা শিখে, সেই দণ্ডে সব ভুলে' যায় ;
অসজ্জিতা হয়ে যায় পতিসম্ভাষণে,
কিন্তু সে জিগীষাহীন নম্র অনুগত
অযত্নসম্ভূত শান্ত কান্ত রূপরাশি,
—গোরা ডরে তারে !—তার কি মিষ্ট উত্তাপ ;
কি মদিরা সেই স্বচ্ছ বিশাল লোচনে,
সেই মুখে, বাধ'-বাধ' সলজ্জ বাণীতে !
সে কি ফেলিবার কিছু ? পড়িয়া বন্ধনে
ছট্‌ফট্‌ করে গোরা বিহগের মত,
ছুটিতে শকতি নাই, ছাড়াইতে সাধ !
অবশেষে একদিন,—ঝঞ্ঝা যথা আসে
নির্ব্বাত নিষ্কম্প স্তব্ধ আঁধার আলোড়ি'
পলকে, ক্ষণেক লাগি', কিন্তু করে' যায়
সেই দণ্ডে বিপর্য্যস্ত শান্ত ধরণীরে !

—তেমনি গোরার প্রাণে ঘনায়ে ঘনায়ে
চিন্তার জমাট-মেঘ,—ভাঙ্গিয়া গুমট
তুলিল ঝটিকা এক ; ফেলিল উলটি'
একঘেয়ে জীবনের নিয়ন্ত্রিত ধারা,
স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা কুসুমিত পথে !
মৃদুল মন্থর স্রোত বাঁধ অতিক্রমি'
সহসা পাইল কাছে নদীর মোহানা !
হেন মানসিক ঝঞ্ঝা ঘটায় বিপ্লব
কচিৎ কাহারো প্রাণে, কোন শুভক্ষণে ;
নহে তাহা সকলের, সকল কালের ;
নিমেষের তাহা ; কিন্তু করে সে সূচিত
সে প্রাণের, সে যুগের মহা পরিণাম !

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী নিশি উদিল সেদিন
নবদ্বীপে ; উদিল সে শচীর ভবনে !
নিশি দ্বিপ্রহর যবে, হৃদয়ের মাঝে
উঠিল সে ঝঞ্ঝা,—গোরা জাগিলা চমকি' !
ভ্রমিতে লাগিলা কক্ষে চঞ্চল চরণে ;
দেখা যায় নৈশাকাশ বাতায়ন দিয়া ;
উঠিতেছে ঝিল্লীধ্বনি নিস্তব্ধ তিমিরে ;
শূন্যে যেন কারে চাহি' কহিলা সহসা
মৃদুস্বরে, আনমনে,—এই ত সময় !

নিদ্রা যায় নবদ্বীপ, ঘুমায় ভবন.
নিদ্রামগ্ন শচীদেবী, সুপ্ত বিষ্ণুপ্রিয়া ;
এই ত সময় !—যেন শুনিলা স্বপনে,
কে কহিল অন্তরীক্ষে,—এই ত সময় !—
চকিতে আসিলা ফিরি' পালঙ্কের পাশে।
সে পর্য্যঙ্ক, সে প্রকোষ্ঠ, হেরিলা কাতরে,–
রহিয়াছে আমোদিত স্মৃতির সৌরভে !
ঘুম যায় বিষ্ণুপ্রিয়া, ম্লান দীপালোকে
ঘুমন্ত মুখের, মরি, হয়েছে কি শোভা !
মুক্তাসম দন্তপাঁতি দেখাবার ছলে
ঈষৎ রয়েছে ভিন্ন স্মিত ওষ্ঠাধর ;
চুম্বনের স্মৃতি বুঝি হাসে সেথা বসি' !
কাঁপিছে কোমল বক্ষ নিশ্বাসের তালে ;
চঞ্চল কুন্তলরাশি পড়েছে এলায়ে
সুন্দর মুখের 'পরে, শিথানে, বাহুতে !
বহুক্ষণ অনিমেষে আবেগে চাহিয়া,
কহিলেন,—এত রূপ, এত গুণ আহা !
—হায় পতিপ্রাণা, হায় প্রেয়সী আমার !–
হায় হায়, মা আমার, পুত্রপাগলিনী ;
হা আমার জন্মভূমি, বন্ধু ভক্তগণ !
এমন কি হয় আর ? কে পেয়েছে এত,
এমন নির্ম্মল সুখ, শান্তি নিরাময় ?

পরদিন সূর্য্যোদয় সনে কেহ মোর,
কিছু মোর রহিবে না ?—যাব না, যাব না !
কুমতি কহিল কাণে,—যেও না, যেও না ;
সম্মুখে আঁধার বিশ্ব, দেখিছ না চাহি'
অনন্ত অপরিচিত ? কি হবে ঝাঁপিয়া
একাকী অকূল মাঝে অনিশ্চিত আশে ?
কে সুধাবে ডাকি' কা'ল সূর্য্যোদয় সনে
পথের কাঙ্গালে ? চলে' যায় কে এমন
যৌবনে অতৃপ্ত রাখি' ভোগের পিপাসা !
—গম্ভীর অম্বরতল ভিন্ন করি' যেন
হাহা হাহা অট্টহাসি উঠিল অমনি !
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে পলে পলে তাহা
লাগিল ঘুরিতে ; নক্ষত্রে নক্ষত্রে তা'ই
লাগিল কাঁপিতে ; নিশীথ-পবনে ধ্বনি
লাগিল ভ্রমিতে !—গোরা তাহা শুনিলেন,
সমস্ত নদীয়া যবে রহিল বধির !

শিহরি' চাহিয়া ঊর্দ্ধে ছাড়িলা নিঃশ্বাস !
কহিলেন,—আর কেন ? বিদায়, বিদায়,
হে সংসার ! অভাগিনী, হায় মাতা শচী,
বিদায়, বিদায় ! অনাথিনী বিষ্ণুপ্রিয়া,
সুখের ভবন, প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণ,

প্রিয়তম নবদ্বীপ, বিদায়, বিদায় !
তবে এস, হে নির্ম্মম বৈরাগ্য সুন্দর,
এস, এস, নবভাগ্য, বিশাল ভীষণ !
এস, এস, হে তাপিত অনন্ত-জগত !
—আর সরিল না কথা ; নিঃশব্দ চরণে
করিলা সুদীর্ঘযাত্রা ! দ্বারপ্রান্তে গিয়া,
শেষবার নেহারিলা সে সুষুপ্ত মুখ ;
একটী চুম্বন উঠি' নিমেষের মাঝে
মিলাইল চির তরে অব্যক্ত অধরে !—
উদ্দেশে মায়ের পদে করি' প্রণিপাত
বাহিরিলা পথে !

দেখিলেন.—মহাকাশে
গভীর নিশার তলে, নিবিড় তিমিরে
শুভ ষড়যন্ত্র কা'র রহিয়াছে ঢাকা
তাঁর নিষ্ক্রমণ তরে ! ঘোরা তমস্বিনী
আবরি' সংসার-ছবি, মোহিনী ধরার
ভুলায়ে সমস্ত সত্তা, প্রতীক্ষিছে যেন
সেই ঊর্দ্ধ-পলায়ন, উদগ্র প্রয়াণ !
সুদূরে নক্ষত্রসারি নিবিছে, দীপিছে ;
বিধাতার হস্তসম করিছে ইঙ্গিত
অলখ অনঘ লক্ষ্যে, প্রস্থানের পথে !—

কম্পিত স্তম্ভিত হিয়া, চলিলা ছুটিয়া
বন্দী যথা কারা ভাঙ্গি' ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে !
পথে যেতে, শুনিলেন, কে যেন সহসা
ডাকিল পশ্চাতে ;— কোথা যাও, কোথা যাও !
ফুটিল করুণতর মিনতি কাহার,
ফিরে এস, ফিরে এস, নির্ম্মম, নির্দ্দয় !
—ভীত চমকিত হিয়া,—না চাহি' পশ্চাতে
আপন গন্তব্যমুখে চলিলা ছুটিয়া ।

নীরবে হইলা পার জাহ্নবী যখন,
উঠিতেছে ক্ষীণচন্দ্র ; শীর্ণ জ্যোৎস্নালোকে
পারে দাঁড়াইয়া, শেষবার পরপারে
নদীয়ার স্তব্ধ-শোভা দেখিলেন চাহি' ;
ছায়া-ছায়া দেখাইছে সুপ্ত-নবদ্বীপ,
নিভিতেছে দীপগুলি ভবনে ভবনে ;
উহারই একটী গৃহে, ভাবিলেন গোরা,—
চির তরে নিভে গেল তৈলভরা দীপ !
—পড়িল নিশ্বাস ধীরে ; ক্ষিপ্তপ্রায় ফিরে'
ছুটিলেন কেশবের আশ্রম-উদ্দেশে ।

হেথা শচী দেখিছেন স্বপ্ন ঘুমঘোরে,—
যেন দূর— অতি দূর,— দৃষ্টি নাহি চলে—
আলোক-পরিধি সেই যাহি' নামি' এক

আলোর মানুষ তাঁরই অঙ্গনে চকিতে,
পশিল সে চোর সম নিমায়ের ঘরে ;
নিমাই ঘুমায়ে ছিল, জাগায়ে তাহারে,
আকাশে অঙ্গুলি তুলি' করিল ইঙ্গিত !
উঠিল নিমাই ;— শচী ধরিলেন তারে,
মাতৃবক্ষ যত বল ধরে, সেই বলে ;
মাতৃবাহু যত ধরে আকর্ষণ, সেই
আকর্ষণ দিয়া ! কিন্তু, যেন সে মায়াবী
স্নেহ-গর্ব্ব, মায়া-পাশ চুর্ণ, ছিন্ন করি'
নিমায়েরে কোলে করি উঠিল আকাশে !
—এইখানে স্বপ্নসনে ভেঙ্গে গেল ঘুম।
কাঁপিতে লাগিলা মাতা ; আলুথালু বেশে
ছুটিলেন তনয়ের শয়নমন্দিরে,
বৎসহারা গাভী যথা ধায় উভরড়ে
কাতর নিনাদ তুলি' শাবক-সন্ধানে !
—বিষ্ণুপ্রিয়া সেই শব্দে উঠিলেন জাগি' ;
কোথা নাথ ! কোথা নাথ !—বলি' অনাথিনী,
লখিন্দর-শোকে ছন্ন বেহুলার মত,
পড়িলা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পালঙ্কের 'পরে।
চীৎকারি' উঠিলা মাতা,—নিমাই ! নিমাই !
—সে করুণ আর্ত্তনাদ করুণার বুকে
নিরন্ধ, আঁধার চিরি' বাজিল বা গিয়ে !

নিমাই ! নিমাই !—সেই আহ্বান আবার !
—খুঁজিতে লাগিলা মাতা আকুল আগ্রহে
একই স্থান শতবার করি' ; নাহি শ্রম,
নাহি ঘুচে ভ্রম। প্রতি কোণ, অন্তরাল
খুঁজিলেন আঁতি-পাঁতি ; নাই, কেহ নাই !
উঠান, উদ্যান, মাঠ আসিলেন খুঁজি'
অন্ধকার হাতাড়িয়া, উন্মত্তার মত ;
নাই, কেহ নাই ! কোথা যেন কিছু নাই !
আঁধার দেখিলা ধরা,—পড়িলা মূর্চ্ছিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিছেন বিভীষিকা হেথা—
শ্মশানে আছেন যেন বিকলাঙ্গে পড়ি',
উদাস-চৈতন্য তাঁরে ছাড়ে নি তখনও,
মায়ারূপী একজন—পতি-প্রতিচ্ছায়া,
না সে প্রেতছায়া,—শুভ্র সূক্ষ্ম আবরণে
সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ! ভূমি খনিছে দেখিলা,
মৌনে চিতা সজ্জা লাগি'। নিমেষের মাঝে
সজ্জিত হইল চিতা ; জ্বলিল অনল !
তাঁর মৃতবৎ দেহ বহি' অশরীরী
পশিল অনল মাঝে ! অগ্নিকুণ্ডে রহি'
দেখিছেন বিষ্ণুপ্রিয়া, যেন কামরূপী
উঠে এল অগ্নি হ'তে অক্ষত শরীরে ;

ধরিয়া উজ্জ্বল কান্তি—দিব্যকলেবর
উঠিতে লাগিল মূর্ত্তি,—ধূ ধূ শূন্য মাঝে
নিঃশেষে মিলায়ে গেল জ্যোতিবিন্দু-হেন !—
এইখানে মূর্চ্ছাভঙ্গে ছুটে' গেল ঘোর।
—সর্ব্বাঙ্গে অনলজ্বালা, চীৎকারিলা বালা,—
কোথা গেলে, কোথা গেলে, তুমি প্রাণনাথ!

বাহিরে ডাকিছে কাক, জাগিতেছে আলো ;
ভক্তগণ বেড়ি' দুটি শোকের প্রতিমা
বসিয়া রহিল চিত্রপুত্তলীর প্রায় ;
তিন দিন অন্ন কেহ লইল না মুখে ;
হায়-হায়-হাহাকারে পূরিল নদীয়া ;
এদিকে কেশবে ডাকি' কহিছেন গোরা,—
বৈরাগ্যে দীক্ষিত, গুরু, কর আজি মোরে।
বিস্মিত কেশব কহে,—ক্ষেপেছ নিমাই ?
ঘরে যশস্বিনী মাতা, মনস্বিনী প্রিয়া,
গিয়াছ কি ভুলে' সব ?—ক্ষেপেছ, নিমাই !
এখনও রয়েছে নিশি ;—দুঃস্বপন বলি'
আজিকার কথা দোঁহে রাখিব স্মরণ ;
কেহ জানিবে না কিছু,—হে বিশ্বাসঘাতী,
ফিরে যাও অনাহত পুরাতন প্রেমে ;
প্রব্রজ্যা তোমারে নাহি সাজে, হে যুবক !

কি লাগি করিবে মোরে প্রত্যবায়ভাগী ?
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র দৃঢ় কণ্ঠস্বর,—
ভাবিও না, গুরু, মোরে ক্ষুদ্র ভেকধারী ;
আত্মসঙ্কোচনকারী কমঠপ্রকৃতি ?
—এসেছি সাধিতে কৃচ্ছ্র, তুচ্ছ মুক্তিতরে,
স্নেহেরে করিয়া দীন, প্রেমেরে মলিন ?
প্রকাণ্ড আমার লোভ, অনন্ত দুরাশা !
আমি কি জানি না সেই নিরপরাধিনী,
প্রাণাধিকা সরলারে ; আর পুত্রপ্রাণা
সে দেবীরে !—যে ছেড়েছে এত, তারে মিছে
বৈরাগ্যের বিভীষিকা দেখাও, ঠাকুর !
জান না ত, কে আমারে করেছে বাহির ;
নিখিলবাঞ্ছিত ধন, সে যে অতুলন,
নিরঞ্জন পাদপদ্ম ! তা'ই ভিক্ষা মাগি'
পথে পথে বেড়াইব কাঙ্গালের মত।
—বলিতে বলিতে কথা, আসিল আবেশ ;
নেত্রে দর দর ধারা, থর থর তনু !—
লজ্জানত হ'য়ে কহে ভারতী তখন
নিরস্ত পরাস্ত হ'য়ে,—গুরুদেব, আজি
মোরে মোহ-পঙ্ক হ'তে করিলে উদ্ধার ;
দীক্ষা-ভিক্ষা মোর কাছে,—করুণা তোমার !

তার পরে, ধীরে ধীরে মুণ্ডিতমস্তকে,
গৈরিক কৌপীন পরি', অঙ্গে ভস্ম লেপি',
উপবীত সনে ত্যজি' ব্রহ্মণ্য-বড়াই
দাঁড়াইলা গৌরচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র যেন!
কমনীয় নমনীয় কান্ত তনুরুচি
অপার্থিব মহিমায় উঠেছে জ্বলিয়া!

তৃতীয় সর্গ

সাধক

টলমল নবদ্বীপ ভাবের হিল্লোলে ;
শান্তিপুর ডুবু-ডুবু প্রেমের প্লাবনে ;
ডেকেছে হৃদয়-বন্যা, উঠেছে জোয়ার ;
ভজন-অমিয় মাঝে আকণ্ঠমগন ;
সরস মধুররসে হিয়া ভরপূর !
বাজে খোল করতাল মন্দিয়া মাদল ;
উড়িতেছে নামাবলী কাতারে কাতারে ;
পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন, নর্ত্তনের ধুম ;
নাম-সুধা পিয়ে পিয়ে মাতাল সবাই ;
মুকুলিত মুখরিত শত শত প্রাণ !
—কে আনিল সুপ্ত বঙ্গে এ মত্ত উচ্ছ্বাস ;
নদে' বাসী উভরড়ে কোথা ছুটে' যায় !
ফিরে কি আসিল আজ নদীয়ার প্রাণ,
জাগিয়া উঠেছে তাই মৃত নবদ্বীপ ?

ধায় যত নদে'বাসী গৌরসম্ভাষণে ;
হুলুস্থূল পড়ে' গেছে পাড়ায় পাড়ায় ;
গোরা এসেছে গো ফিরে !—সকলের মুখে
এই কথা ; আলোড়িত হৃদয় সবার ;

কি ধন এনেছে—যেন কি অমূল্য নিধি,
তারই লোভে ছুটিছে বা কাঙ্গালীর দল!
কেহ চাঁদমুখখানি সজল নয়নে
হেরিতেছে, রাহুগ্রস্ত; শ্রী-অঙ্গের পানে
তাকাতে পারে না কেহ, ভস্মমাখা দেখি'!
শোকাকুল ভক্তকুল; হাসিছেন গোরা।

যে দিন লইলা দীক্ষা ভারতীর কাছে,
সেই দিন গুরুপদে লইয়া বিদায়
চলিলেন দ্রুতপদে নবীন সন্ন্যাসী;
অন্তর মাঝারে বহি' নিঃশব্দ প্রার্থনা,—
কোথা তুমি, কোথা তুমি, হে সত্য সুন্দর,
দেখা দাও, আকর্ষিয়া অয়স্কান্তসম,
উজলিয়া এই লৌহ-হৃদয় আমার।
তব প্রতীক্ষায় দীন আছে বহুদিন;
আজি উদাসীন হ'য়ে হয়েছে বাহির!
ওহে অতীন্দ্রিয়, চাই ভুঞ্জিতে তোমারে
সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া, পাইতে তোমারে
পতিত-উদ্ধারকার্য্যে! এস, নেমে এস
স্বর্গের সীমানা লঙ্ঘি', হও প্রতিভাত
মর্ত্ত্যের প্রমাদ-পঙ্কে, কমলের মত!

ছাড়ি' লোকালয়-চিহ্ন পশিলা ক্রমশঃ

গ্রামের নিস্তব্ধ প্রান্তে ;—হেরিলা অদূরে,
কলস্বনা ভাগীরথী যাইছে বহিয়া ;
সুরভিত সুশোভিত বিজন পুলিনে
সারিবদ্ধ নানাজাতি বিটপীর মেলা ;
সেই তটতরুরাজি দীর্ঘ শাখা নাড়ি'
ডাকিতেছে যেন নব নর-অভ্যাগতে !
ঝুরু ঝুরু বহিতেছে দক্ষিণা বাতাস ;
গাহিছে একটি পিক বসন্তের গান ;
বন্য শশ নৃত্য করি' ফিরিছে কৌতুকে ;
চলেছে সঞ্চয় তরে গড্ডালিকাশ্রেণী ;
মৌমাছি বাঁধিছে চাক ; বিচিত্রবরণ,
বেড়াইছে প্রজাপতি ; ঝুলিছে বাদুড় ।
মনে হ'ল, শুদ্ধবুদ্ধি জড়প্রকৃতিই
অন্ধকারে চক্ষুষ্মান্ ; নিস্তব্ধতাঘোরে
শ্রবণপ্রবণ !—তারা আভাসে, ইঙ্গিতে
মরনেত্রে নরচিত্তে করিছে প্রকট
সত্যের স্বরূপ ; যেন করিছে অজ্ঞাতে
প্রজ্ঞাবলে বলী যত অন্ধ-বধিরেরে !
তাই গোরা পান নি যা মানুষের কাছে,
লভিতে সে তত্ত্ব, দীক্ষা, করিলা কি গুরু
নদী বন, পশু পক্ষী, কীটপতঙ্গেরে ?
প্রাণ ভরি' পান করি' জাহ্নবী-জীবন,

রহি' তরুচ্ছায়াতলে শ্যামতৃণাসনে
সেদিনের মত গোরা লভিলা বিশ্রাম।

পরদিন শয্যা ত্যজি' ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেই
প্রাতঃ-স্নাত, শুদ্ধ-দেহ, প্রসন্ন-মানস,
বসিলেন ছায়াঙ্কিত অশোকের মূলে,
সাধন-সমাধি মাঝে পদ্মাসন করি';
স্তিমিত মিলিত নেত্র, অন্তঃপ্রসারিত,
শান্ত সমাহিত চিত্ত, নির্লিপ্ত নিষ্কাম,
নিয়মে সংযমে আর নিষ্ঠায় শুচিতে,
ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ল'য়ে, মগ্ন মৌনী হ'য়ে
সপ্তদিবানিশি গোরা রহিলেন ধ্যানে।
মিতাহার ফলমূলে, বীতনিদ্র আঁখি
নাহি হেরে জনপ্রাণী, প্রকৃতির মুখ।
প্রফুল্ল-মানসস্রুত আনন্দের ধারা
আত্মার সহস্র জিহ্বা লাগিল ধরিতে,
রহিল করিতে পান! ফুল্ল বিস্ফারিত
অন্তর্দৃষ্টি মাঝে, র'ল উদ্ভাসিত হ'য়ে
অপূর্ব্ব অভাবনীয় আলোক-ভুবন!
অন্তঃকর্ণ-কুহরেতে লাগিল ধ্বনিতে
লোকাতীত সুধাধ্বনি; লাগিলা শুনিতে
স্থাবরে জঙ্গমে জীবে, গ্রহতারকায়

পরস্পর রটিতেছে, আলাপন ছলে,
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি সহস্র রূপকে!

সপ্তদিন চৈত্র-নভে উদিল না মেঘ,
রহিল অপূর্ব্ব শোভা সমুদিত হ'য়ে।
কভু, মনে হ'ল,—যেন নীলিমা-নন্দনে
সুর-পুষ্পবাটিকার নিকুঞ্জ-মণ্ডপে
ঝুলিছে লতার ঝাড়, পাতার ঝালর!
বিচ্ছিন্ন মেঘের মত স্তবকে স্তবকে
ফুটে' আছে নানাজাতি বিচিত্রবরণ
দেবকুসুমের গুচ্ছ! রঙিন পল্লবে
বসিয়াছে চিত্রিতাঙ্গ স্বর্গ-প্রজাপতি!
কভু মনে হ'ল, যেন নীলসরোবরে
বিকশিত শ্বেত রক্ত কুবলয়রাজি!
সহস্র কিরণ-অলি বসিতেছে উড়ি';
ফিরিয়া যেতেছে পুন মাখিয়া পরাগ!
—ঝল্‌মল্‌ রৌদ্রবিভা খেলিছে এরূপে।
কভু মনে হ'ল, যেন দেবশিল্পীকৃত
রত্নময় ইন্দ্রসভা নিশীথে প্রকাশ!
বর্ণিবার নহে তাহা,—ভুঞ্জিবার শুধু।

বহিল বসন্ত-বায়ু পরিমল মাখি';

জাহ্নবী ধরিল কাছে উচ্চগ্রামে তান ,
গাহিতে গাহিতে প'ল সাধ্বসে ঘুমায়ে !
ঝরিতে লাগিল শিরে স্খলিত অশোক
দেবতার আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্যের মত !
এহেন অশোকমূলে বসি' যোগাসনে
সিদ্ধি লভি' হয়েছিলা বীতশোক আগে
তপস্বিনী গৌরী যথা, তেমনি গোরার
তনু মন অশোকের পুষ্পবৃষ্টি মাঝে
কি যেন অপূর্ব্ব স্পর্শে লাগিল জুড়া'তে !

সুদীর্ঘ দুর্য্যোগ মাঝে কোন দীপ্তক্ষণে,
কৃষ্ণনিকষের বুকে স্বর্ণরেখা-হেন,
কিম্বা রাশীকৃত নীল উপলের মাঝে
বিকীরিত ঠিকরিত মণিরাগ যথা,
—মেঘের ফলকে যবে ঝলকে আলোক,
সানন্দে সবাই বুঝে আসন্ন সুদিন ;
অপার তিমির তরি' একটি নিমেষে
সে সুদিন উদে না কি দৈবমায়া সম ?
—সর্ব্বশেষ দিন গোরা বুঝিলা তেমতি,
কোন অখণ্ডিত সত্য, গুহ্য তত্ত্ববীজ
উপ্ত হ'য়ে গেল মর্ম্মে ; অঙ্কুরিত হ'ল ;
ফলফুলে বিকশিত ; দেখিতে দেখিতে

প্রকট হইল শেষে হৃদয়ের পটে !—
ভক্তি তার ভর-ভিত্তি ; প্রেম তার প্রাণ !

মানসকমলাসনে বসিয়া কে যেন
ঘোষিলা আদেশবাণী,—সাঙ্গ তোর কাজ !—
সেইক্ষণে চক্ষু মেলি', ত্যজি' যোগাসন
অতিমধুপানে অন্ধ, মত্ত ভৃঙ্গসম
গুঞ্জনে অক্ষম, কিন্তু হৃদয় ঝঙ্কৃত,
ঘুরিতে লাগিলা গোরা সমাধির পাশে
বিব্রত, বিহ্বল ; শেষে উৎসাহে অধীর,
উঠিলা ডাকিয়া যেন তৃষিত নিখিলে,—
পাইয়াছি ! পাইয়াছি ! সাধনের ধন
পাইয়াছি ! প্রতিধ্বনি ধ্বনিল সে কথা,—
পাইয়াছি ! মনে হ'ল, নিম্নে সমাহিতা,
জাগি' উঠি' জাহ্নবীর সুপ্ত বীচিমালা
মিলাইল সুরে সুর, করিল ঘোষণা
অস্ফুটে অব্যক্ত সেই বার্ত্তা,—পাইয়াছি !
সমস্ত কানন যেন উঠিল জাগিয়া,
সমগ্র গগন যেন উঠিল জ্বলিয়া,
তারায় তারায় বাজি' উঠিল সঙ্গীত,
পবনে পবনে তান হ'ল তরঙ্গিত !
—গাও গাও, চরাচর,—আজি মহাদিন !

গাও গাও, বসুন্ধরা,—পুনর্জ্জন্ম তব !
গাও গাও, নরনারী,—পূর্ণমনস্কাম !

বাহিরিলা গৌরচন্দ্র ;—প্রদোষ-আকাশে
উঠিতেছে পূর্ণচন্দ্র ; বাসন্তী পূর্ণিমা
তরল লাবণ্যরাশি শ্যামল প্রান্তরে,
তরুশিরে, কাণ্ডে, পত্রে, স্তবকে স্তবকে,
জাহ্নবীর প্রতি ঊর্ম্মি স্তরে স্তরে স্তরে
ঢালিছে নীরবে ! মৃদু মিষ্ট সমীরণ
বেড়ায় কাকলি করি' শিহরি' শিহরি' !
আলোক-পরিধি বেড়ি' সুধার পিয়াসী
ফিরিতেছে রূপমুগ্ধ চকোরনিকর
চক্রাকারে শূন্যে শূন্যে। ভক্তের আহ্বানে
এসেছে নামিয়া যেন আলো ! প্রাবৃটের
মেঘম্লান স্নিগ্ধদিবা ভাবি', তুলিয়াছে
নিকুঞ্জবিতান হ'তে পাপিয়া সুতান,
সুস্বরে দিতেছে প্লাবি' আকাশ বাতাস !

ভাবোন্মত্ত, কহিলেন চাহি' ঊর্দ্ধপানে
করযোড়ে সম্বোধিয়া পূর্ণিমা-ঈশ্বরে,—
ধন্য তুমি সুধাকর, ধন্য ; এত সুধা
পাইয়াছ আপনার পুণ্য-অধিকারে,

কিন্তু তব নাই গর্ব্ব, নাই কৃপণতা,
বিলায়ে দিতেছ তাহা অকুণ্ঠিত মনে
জলে স্থলে, চরাচরে, আঁধারে পাথারে,
পাত্রাপাত্র নাই ভেদ, উদার বিচার !
আপনারে রাখ নাই রুদ্ধ ক্ষুদ্র করি'
আপনারই সুমধুর সম্ভোগের মাঝে !
আজি মোরে বল তুমি, কর আশীর্ব্বাদ,—
আমার নদীতে সদ্য কি বন্যা ডাকিল,
উঠিল এ কি কম্পন, কি মন্ত্র বাজিল,
এ কি বৃদ্ধি, ধরে না যে তার মোহানায় !
এ সুধাতরঙ্গভঙ্গ পারি যেন ধরি'
প্রতি হৃদয়ের খাতে বহাইয়া দিতে
কূলে কূলে টলমল পরিপূর্ণ করি' ;
প্রাণ ভরে' পারি যেন করিবারে দান !—
হাসিতে লাগিল চাঁদ ; ছুটিলেন গোরা
লোকালয়-অন্বেষণে, নষ্টনীড় পাখী
ধায় যথা সন্ধ্যা হেরি' আশ্রয়-উদ্দেশে !

গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে ফিরিছেন গোরা
ভাবতত্ত্ব প্রচারিয়া ঘরে ঘরে ঘুরি'।
—অনুভব করে সবে, পশিয়া কে যেন
মরমের মর্ম্মে, মুছি' নিহিত কালিমা,

নিভৃতে নিগূঢ় ব্যথা দিতেছে জুড়ায়ে ;
হৃদয়ের গুহ্য কথা বলিছে ডাকিয়া ;
দ্রব করিতেছে প্রাণ যেন কোন্ রসে !
—মজিতেছে ভক্তগণ, হতেছে দীক্ষিত
যুগবিবর্ত্তনকারী নবধর্ম্মে আসি' ;—
ভক্তি তার ভর-ভিত্তি ; প্রেম তার প্রাণ !

উঠিতেছে মহাবাণী গম্ভীর নির্ঘোষে,—
ভক্তিছাড়া, প্রেমহারা,—তপস্যা মলিন ;
গৃহীর গার্হস্থ্য পণ্ড ; বীরের বিক্রম,
ধনীর ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব ; গুণীর প্রতিভা,
স্বদেশবাৎসল্য ব্যর্থ ; ভক্তি-ভিত্তিহীন
জ্ঞানমার্গ, উন্মার্গের মত ; প্রেম-প্রাণ
হারা হ'লে, কর্ম্মযোগ, শূন্য কোলাহল !
দেবে ভক্তিহীন অনুশাসন নীতির,
মৃত-শাস্ত্রে পরিণত ; জীবে প্রেমহারা
কবিত্ব, সৌন্দর্য্যচিত্র, বিফল-বিলাস !
—সূক্ষ্ম সত্য প্রচারিয়া ফিরিছেন গোরা,
প্রাণে প্রাণে বিঁধিছে তা অঙ্কুশের মত !
একে একে ফিরিতেছে ভ্রষ্টপথ হ'তে ;
হরিনাম-রসায়ন দিতেছেন সবে !

হেনকালে একদিন,—দৈবের ঘটন,—
নিতাই মিলিল আসি' নিমায়ের সাথে।
মেঘাচ্ছন্ন ছদ্ম দিব্যজ্যোতিঃপুঞ্জ-হেন,
হেরিলেন গৌরচন্দ্রে, বিমুগ্ধ নিতাই!
ভস্মাবৃত বহ্নি যেন চাহিছে ইন্ধন,—
নিত্যানন্দে হেরি' গোরা বিচারিলা মনে!
প্রথমদর্শনে প্রেম জাগিল দোঁহার;
অবিলম্বে দৃঢ়বদ্ধ আলিঙ্গন-পাশে;
আলোকে অনলে যেন হ'ল সম্মিলন!
পুরাতন আত্মীয়তা যেন পরস্পরে;
পলকে পড়িলা দোঁহে চিরপ্রেম-পাশে।

নিমাই নিতা'য়ে শেষে কহিলা একদা,—
গুহ্য কথা কহি তোমা;—সাধনার পথ
পাইয়াছে এ মোহান্ধ বহু ভাগ্যফলে,
হে মোর দক্ষিণ বাহু, হে মোর নিতাই,
সেই ধর্ম্মে দীক্ষা তব নিতে হবে আজি!
সেই ধর্ম্মে দীক্ষা তব দিতে হবে সবে!
এত বলি', বীজমন্ত্র দিলেন নিভৃতে;
যাদুকর যেন তার দণ্ড ঠেকাইল!
—নিতাই দাঁড়া'ল উঠি', মুখে 'হরিবোল্';
অঝোরে ঝরিছে ধারা কপোল বাহিয়া;

কহিল,—দয়াল, মোরে কি সুধা পিয়া'লে ;
সন্ন্যাসীর মরু-প্রাণে কি ধারা বহা'লে ;
ঘুচে' গেল সর্ব্ব গ্লানি, সকল সংশয় ;
এ অমৃত মাঝে, সাধ, মজে' মরে' থাকি !
উত্তরিলা গোরা,—তৃপ্তি নহে এইখানে ;
হে তত্ত্বজ্ঞ, ভেবে দেখ, সমাপ্তি এ নহে ।
জ্ঞানীর ত ধর্ম্ম নহে, তত্ত্বধন ল'য়ে
গুপ্ত হ'য়ে আত্মমাঝে তৃপ্ত-মনোরথে,
আলসে, হরষে, রসে শুধু তারই ধ্যান ।
সে যে ঘোর দৈন্য ; সে যে ঘৃণ্য কৃপণতা !
প্রকৃষ্ট কর্ত্তব্য,—সত্য সর্ব্বত্র প্রচার ;
প্রধান সাধন-অঙ্গ,—পতিত-উদ্ধার ।
ছার রুক্ষ উপদেশ, দূর প্রাণগুলি
আপনার প্রাণ দিয়ে তবে ধরা যায় !
—সেই ব্রত উদ্‌যাপনে হইয়াছে সাধ ;
হে বৈরাগী, তপোবল আছে তব যত,
হে বীর, সংযম-ফল আছে যা সম্বল,
সব ল'য়ে হও মোর সঙ্কল্পে সহায় !
নদীয়ায় নিতে হবে আশু এ উদ্‌যোগ ;
সে যে মোর মাতৃভূমি ! প্রবাসী পুত্রের
ব্রতের প্রথম ফল প্রাপ্য আগে তার ;
নহে শুধু তা'ই,—সেথা পড়ে' আছে মোর

ছিন্ন-ভিন্ন সেনাদল,—অৰ্দ্ধ বাহুবল
এ সাধন-সমরের ; মিলিত উদ্যমে
ভাসাইতে হবে ধরা নামের প্লাবনে !

শেষে একদিন গোরা ভক্তবৃন্দ সনে
উতরিলা, গদগদ, আজন্মমধুর
লীলাগার, শত সুখস্মৃতিভরা, সেই
পরিত্যক্ত নদীয়ায় কতকাল পরে !
সেই দিন লক্ষ্মীপূজা। শোভে ঘরে ঘরে
কলাবধূ রক্তচেলীবৃতা ; ঘটে, পটে
বিরাজিত লক্ষ্মীমূৰ্ত্তি। যত সধবারা
পরিয়া রঙিন শাটী, দেয় আলিপনা
কক্ষে কক্ষে, গৃহাঙ্গনে, অলিন্দে, সোপানে
—হাসিমুখে গুয়া-পাণ ; মিষ্ট রূপরাশি !
গোলায় গোলায় ধান, গোয়ালে গোধন ;
গৃহে গৃহে অতিথির চলিছে সৎকার।
চারিদিকে সুখ স্বস্তি সচ্ছলতা ছবি,
গভীর জ্ঞানের চর্চ্চা, বিদ্যা-আলোচনা।
ধনে মানে জ্ঞানে বঙ্গ করে ঝল্‌মল্ !
কোথাও কোরাণ-পাঠে মগ্ন মোল্লা কেহ ;
গাহিয়া গাজীর গীত ফিরিছে ফকীর ;
তরী বাঁধি' কোন ঘাটে গাহিছে মধুরে

যবন নাবিক কেহ বৃন্দাবনগাথা !
ধনীগৃহে হইতেছে নিত্য চণ্ডীপাঠ ;
এই উৎসবের দিনে, বিষণ্ণ কুটীরে,
একবস্ত্রা রুক্ষকেশী অনাথিনী কেহ
নির্ম্মাণ করিছে সূত্র জীবিকার লাগি',
রুগ্ন শীর্ণ অসহায় শিশুপানে চাহি'
অমঙ্গল-অশ্রু আজ সম্বরিছে ক্লেশে ।
হেন মঙ্গলের দিনে, কোন গৃহ হ'তে
বিয়োগবিধুরকণ্ঠে উঠিছে রোদন ;
কোন গৃহে চলিতেছে নিমন্ত্রণ-ঘটা ।
গ্রামের প্রান্তরে লাঠি খেলে যুবকেরা,
হিন্দু ও যবনে মিশে, যেন ভাই ভাই !
বটতলে বসে নাই পঞ্চায়েত আজ,
ছোট-বড় কলহের নিত্য-মীমাংসক ;
আজ সেথা বালকেরা করিতেছে সেই
বিচারাভিনয় ;—কেহ রাজা, কেহ বন্দী,
চলিতেছে দণ্ডমুণ্ড অদ্ভুত প্রথায় !
কূটবুদ্ধিসঞ্চারক তাম্রকূট সেবি'
দিতেছে দাবার চাল অতি সন্তর্পণে
বৈঠকখানার দল ; চলিতেছে সাথে,
শ্রান্তিহারী পরনিন্দা ! চণ্ডীমণ্ডপের
নিষ্কর্ম্মারা সেদিনও চক্রান্তে মগন,—

কেমনে নিরীহ দীন প্রতিবেশীটিরে
করিবে সমাজচ্যুত ; বকধর্ম্মী কোন,
দীর্ঘ মোটা ফোঁটা কাটি' ছিপ ফেলি' ঘাটে,
ফিরাইতেছেন মালা ইষ্টমন্ত্র জপি' ;
ঘুরিছে নয়ন-মন শিকারের পাছে !
কোন মধ্যবিত্ত-গৃহে গৃহকর্ম্ম রাখি'
হ'তেছে রহস্যালাপ ননদে বধূতে
কর্ম্মব্যস্ত গৃহিণীর তাড়না ভুলিয়া ;
ব্যতিব্যস্ত পরস্পর কবরী-রচনে
সখীতে সখীতে ; রঙ্গে সখায় সখায়
হইছে অঙ্গুলীযুদ্ধ,—পরীক্ষা বলের ।
হানিছেন রসিকতা অকথ্য ভাষায়
অপোগণ্ড পৌত্র'পরে বৃদ্ধ পিতামহ ;
বিভঙ্গ-দশনপংক্তি হাস্যে উদ্ভাসিছে
উভয় শিশুর ! কর্ণবিমর্দ্দন-রণে
কে না জানে পিতামহ জয়ী সর্ব্বকাল ?
কোন যুবা সুর-লয়ে করিছে আবৃত্তি
বৈষ্ণব কবির কান্তপদাবলী ; কোথা
প্রৌঢ় বিপ্র করিছেন মৌনে গীতাপাঠ ।
—হেন বহুরূপী বিশ্ব হেরিলা না গোরা ;
পূর্ব্বপরিচিত উহা,—চির-অনাদৃত !
আজ তার পূর্ণ দৈন্য করিলা প্রত্যক্ষ

দিব্যচক্ষে ; কাণে এল, মিথ্যার তর্জ্জন
শুভের বিকাশ পথ আছে রোধ করি' !
উদ্ধারিতে জন্মভূমি আইলা ছুটিয়া ;
পতিত-স্বদেশে সেবি' নির্ব্বাসিত হ'য়ে,
বীর পুত্র ফিরে যথা কারা-ক্লেশ ভুলি' !

তাই নদীয়ায় ওই হর্ষ-কলরোল !
একে একে, দলে দলে পড়সীরা সবে
বলে,—শচী, নিমু তোর এসেছে ফিরিয়া ;
ওঠ্, অভাগিনী, তোর দুখ-নিশি ভোর !
বয়স্যারা রঙ্গভরে বিষ্ণুপ্রিয়া-পাশে
বহিয়া আনিল এই সুখ-সমাচার ।
শ্বশ্রূ বধূ জাগিলেন পুলকে সে প্রাতে ;
ভাবিলেন, নিশাশেষে ঘুমঘোরে বুঝি
দুঃস্বপন দেখেছেন দোঁহে একসাথে ।
—হায় তেজস্বিনী মাতা, তপস্বিনী বধূ,
আহা বৎসহারা, আহা প্রিয়-বিরহিণী,
এ যদি হইত স্বপ্ন, তাও ছিল ভাল !
স্বপ্ন চিরদিন ভাল বাস্তবের চেয়ে ।
এতই কি হয় উগ্র নিরাশার তাপ,
আশা যদি মাঝে মাঝে না দেয় ইন্ধন ?
নাহি জান, তোমাদের নিমাই, সন্ন্যাসী ;

জীবিতে সে মৃত আজ সংসারের কাছে !
আর কি পারিবে তারে ফিরাতে বন্ধনে ?
সে নিমাই আর কি গো আছে তোমাদের ?
আজি সে যে নদীয়ার ;—সমস্ত বিশ্বের !
নাই স্নেহ-পক্ষপাত, মোহ-দুর্ব্বলতা ;
ঘর পর তার কাছে তুল্য মূল্যহীন !
—শুনিলেন যবে দোঁহে সে দারুণ কথা,
বজ্রাঘাত হ'ল শিরে ; হাসির বিজলী
নিমেষে ঢাকিয়া গেল বিষাদের মেঘে ;
আবার সে ধূলিশয্যা হ'ল শুধু সার !

ব্রহ্মচারী গৌরচন্দ্র ; তাঁর পক্ষে এবে
নারীমুখ দরশন, অতি অবিহিত।
কিন্তু জননীর বেলা নহে সেই বিধি ;
জননী, জননী ; নন সামান্যা রমণী !
মাতারে ভেটিতে গোরা করিলেন মন ;
মাতৃসম্ভাষণে সৌম্য চলিলা একক।
তখন প্রভাতসূর্য্য হয়েছে প্রকাশ ;
বহিছে শীতল বায়ু ; গাহিছে পাপিয়া ;
বাঁশবনে উঠিয়াছে মধুর মর্ম্মর।
অস্থিচর্ম্মসার, যেন প্রেতাত্মা শচীর
একাকী অঙ্গনে বসি', হাতে জপমালা !

সব গেছে ; এইটুকু ঘুচে নাই আজও ;
দুই বেলা হরিনাম, তবে অন্য কাজ।
কোন্ কাজ ?—শুধু চিন্তা,—অপার ভাবনা !
হেনকালে কে শুনা'ল,—প্রতিবেশীগৃহে
এসেছেন গোরাচাঁদ ভেটিতে তোমায় !—
ছুটিলেন সেইক্ষণে, আলুথালু বেশে
পুত্রবিরহিণী মাতা।—নমি, জননীরে
দাঁড়াইলা নতমুখে নবীন সন্ন্যাসী।
দেখিয়া বিদরি' গেল জননীর বুক !
বহু যত্নে অশ্রুজল মানিল বারণ ;
আশীর্ব্বাদ করি' পুত্রে, সবলে সাহসে
টলমল মাতৃহিয়া বাঁধিলেন শচী ;
স্নেহদুর্গ রাখিলেন সুরক্ষিত করি' !

সুধাইলা গাঢ়স্বরে অভিমানী মাতা,—
নিমাই, কি ধন ল'য়ে ফিরিয়াছ দেশে ?—
'ঘরে' বলিবার তাঁর কোন্ অধিকার ?
তাই, 'দেশে' এ কথাটি অনেক আয়াসে
উচ্চারিলা স্থিরস্বরে ! প্রথম সেদিন
মা'র কাছে পরাভূত হইলা নিমাই ;
প্রথম বাধিল কণ্ঠ সেই ; উত্তরিলা
জড়িত স্খলিত স্বরে,—কই, কিছু নহে।—

মায়ের নির্ব্বন্ধে, শেষে করিলা ব্যাখ্যান
ভাবতত্ত্ব। ক্ষণকাল রহিয়া নীরবে
কহিলেন,—বাহিরিব প্রচারে কখন
দূরদেশে ; আর দেখা হয় কি না হয় !
তাই আসিয়াছি ছুটি' চরণদর্শনে।—
ক্ষণেক নীরব দোঁহে সেই দৃঢ়স্বর
শুনি মাতা বুঝিলেন, অটল সে পণ !
রহিলেন মৌন হ'য়ে মাতৃ-অভিমানে।
পুত্র ভাবিলেন,—তুচ্ছ, সান্ত্বনার কথা।
তাই ঢুটি ছল্ ছল্ বিশাল লোচনে
ক্ষুদ্র অপরাধী সম রহিলেন চাহি'
সেই ক্ষেমক্ষমাময় মাতৃমুখ পানে !
তবু টলিলা না মাতা ; মনে এল তাঁর
অতীতের কত কথা !—বহুদিন গত,
তখন নিমাই শিশু ; একান্ত নির্ভরে
কেমনে আঁকড়ি' ছিল মাতৃবক্ষে মোর !
মনে হ'ল,—অনুক্ষণ কেমনে তখন
শাসনে তাড়নে আর সোহাগে লালনে
আচ্ছন্ন নিমগ্ন করি' রেখেছিনু তারে !
—সে গোরা আমার ছিল ; নিতান্ত আমারই !
নিমাই দেবতা আজি, পূজ্য ঘরে ঘরে ;
যুটিয়াছে সহচর, অনুচরবল ;

নবধর্ম্মপ্রচারক, উন্নতমস্তক !
—এ গোরা ত মোর নহে !—সে মমতা-পাশ
যে ছিঁড়িল অনায়াসে ; সেই স্তন্য-ঋণ
যে শোধিল এইরূপে, হেন নিঃসংশয়ে,
সে গোরা ত মোর নহে !—আহুতি পড়িল
অভিমানে ; কহিলেন পুত্র পানে চাহি',—
বৎস মোর, বজ্রমন্দ্রে কি ঘোষিলে তুমি ?
লাগিল পরাণে মাত্র ছন্দটুকু তার ;
সংসার সীমার প্রান্তে যে বারতা আছে,
তারই মত ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত, বিশাল !
মূঢ় নারী বুঝে তাহা, শক্তি কত তার ?
উঠে যবে নীলাম্বরে গম্ভীর নির্ঘোষ,
ধরাবাসী চেয়ে থাকে আড়ষ্ট, অনড়,
শুধু শূন্য পানে ; নাহি বুঝে, কি সে বাণী,
কি অর্থ তাহার ; শুধু সভয়ে সম্ভ্রমে
অভ্রভেদী সে নিনাদে স্তব্ধ হ'য়ে থাকে !
তাই আজ প্রত্যুত্তরে সংসার-সীমার
ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ কথা হইবে শুনিতে !
বলিতে পাব না আর, রবে না সময় !
বহু আশা করেছিল অভাগিনী শচী
আপন সন্তানপাশে ! তুই রে বাছনি,
আমার গর্ব্বের ধন ; তুই ত নহিস্

বন্ধ্যার পালিত পুত্র!—জানে নি যে নারী
দশমাস গর্ভভার, প্রসববেদনা;
হেরি' পুত্রমুখশশী সে যাতনা ভুলি',
যার স্তনে দুগ্ধধারা ক্ষরে নি সোহাগে;
সেইক্ষণে গড়ে নি যে সদ্যোজাতে চাহি'
মনোমত ভবিষ্যৎ!—আমি তোর মাতা!
—বহু আশা করেছিল তাই এ দুখিনী!
এক বাঞ্ছা ছিল তার সিংহাসন পাতি'
আশারাজ্যে; ভেবেছিল,—পুত্রের সন্তানে
পুত্রের অধিক মানি' আপনার হাতে
তুলিবে মানুষ করি'; শিখাবে তাহারে
কত কথা, কত খেলা নিভৃতে বসিয়া
সেই শিশু হবে তার বার্দ্ধক্যের সাথী!
শিশুহাস্য-আমোদিত আনন্দ-ভবনে
তার শেষদিনগুলি দিবে কাটাইয়া!
কিন্তু বিধি পুত্রগর্ব্বে ধন্য করি' তারে,
দুরাশের পৌত্র-ভাগ্য করিলা হরণ!
নিমাই রে, সেই সাধ পূর্ণ হ'ত যদি!
তার মুখে তোরে হেরি এই পুত্রহারা
প্রবোধ পেত না কিছু? থাকিত না বাঁচি',
আঁকড়ি' তাহারে এই রিক্ত বক্ষোমাঝে
জুড়াইতে দীর্ণ দগ্ধ প্রাণ? কিন্তু, বৎস,

চেয়ে ছাখ্, কোথা মোর কিছু নাই আজ ;
অন্ধকার বর্ত্তমান ; শূন্য ভবিষ্যৎ !
তুই ত পুরুষ, তাহে তরুণ-বয়স
সহস্রের মাঝে রহি' কর্ম্মের উৎসাহে
অনায়াসে বিসর্জ্জন দিবি পুরাতনে ;
পারিবি তুলিয়া দিতে নূতনের হাতে
সারাটি জীবন পুন। কি রহিল মোর ?
শুধু স্মৃতি !—অনাথিনী বালিকারে ল'য়ে
অথর্ব্ব জরায় জরি' তারই আলোচনা !
—ভাঙ্গিল ধৈর্য্যের বাঁধ, টুটিল বিশ্বাস ;
ত্রস্তে মাতা গৃহে পশি' রুধি' দিলা দ্বার।
দেবতা-নিমাই পড়ি' রহিল বাহিরে ;
দুলাল-নিমাই চাপি' বসিল অন্তরে !

বারেক কি স্নেহমোহে ভাবেন নি মাতা ?
পুত্র তাঁর কোন ক্ষণে রুদ্ধ দ্বার ঠেলি'
দাঁড়াবে সহসা, তাঁরে সাধিবে কাঁদিয়া,—
মা-জননী, ডেকে লও দুলালে তোমার ;
সন্ন্যাস রহিল পড়ি' এ জন্মের মত ;
নিমাই আবার তোর হইল সংসারী !
—বারেক কি দ্বার পানে চান নি কুহকে,
উৎসুকনয়নে, মাতা উন্মুখশ্রবণে ?
গুরু গুরু বহে শ্বাস, দুরু দুরু বুক ?

উঠিলেন গোরা, বক্ষে বেজেছে আঘাত ,
ঘোর ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেল মাথার উপরে !
কিন্তু যদি একবার নব বনস্পতি
ভূমিতলে করি' বসে শিকড় স্থাপন,
সে যেমন রহে স্থির খর বাত্যাঘাতে,
তেমনি রহিলা গোরা স্থির এ আহবে !
করুণা রাখিল তাঁরে নিকরুণ করি' ;
বিশ্বাস করিল তাঁরে বিশ্বাসঘাতক !
—পতিতের আর্ত্তনাদ লাগিল ধ্বনিতে
বক্ষপুটে ; পাদপদ্ম পড়িল স্মরণে !
বাহিরি' আসিলা বলে মায়াদুর্গ ভেদি' !

ধরিল সকলে,—অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া,
একবার শেষ-দেখা দিয়ে যাও তারে !—
ভাবিও না, বন্ধুগণ, কহিলা নিমাই,—
আপনার প্রতি মোর নাহিক প্রত্যয় ;
সত্যভ্রষ্ট হব তাতে, এই মাত্র ডরি।
বুঝিয়া নীরব হ'ল অন্তরঙ্গগণ।
আর নাহি দেখা হ'ল প্রেয়সীর সনে !

বিষ্ণুপ্রিয়া এই বার্ত্তা পাইলেন যবে,
কহিলা পতিরে চাহি',—আমি ত জানি না,

প্রিয়তম, এত উচ্চে তুমি ! ক্ষুদ্র ওরা,
তোমারে নিন্দিছে তাই !—বন্ধুর মতন,
নিন্দুকেরা বৃহতের সঙ্গী চিরদিন ।
কীর্ত্তিরে করিতে দীপ্ত, কুৎসা জ্বলি' উঠে,
বিষ যথা জরি' জ্বলি' বাড়ায় অজ্ঞাতে
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠশোভা । দূর নিম্নে রহি',
ভাবে সমতলবাসী অবহেলাভরে,—
ওই ত মেরুর চূড়া ; এত কি উন্নত !—
উঠে যে, সেই সে জানে কত উচ্চে তাহা ।
যা বলে বলুক্ ওরা ; জানি আমি বেশ,
ভালবাস তুমি মোরে ; কিন্তু, সত্য আজ
প্রিয়তর তব পাশে ; তাই মহাত্মন্
দেখা দিলে পরীক্ষায় মহত্তর হ'য়ে
তোমার প্রিয়ার কাছে ! এবে বুঝিলাম,
গৃহে গৃহে কেন পূজে তোমারে, দেবতা !
ধূলির অধম আমি, বাসনা-বাতাসে
নির্ব্বাণ করিতে চাই তব পুণ্যশিখা ?
তোমারে পাইতে চাই ক্ষুদ্র তৃপ্তি মাঝে ?
থাক তুমি আপনার উত্তুঙ্গ শিখরে
শত শত হৃদিপদ্মে সিংহাসন পাতি' !
কে আমি, তোমার পদে কুশাঙ্কুর সম
বিঁধিয়া রহিব সাথে ; করিব পীড়ন ?

তুচ্ছ করে' যাও মোরে, নাহি দুঃখ তাহে।
চাহি না তোমারে আর ; এই ভাগ্যবতী,
পতি-ভাবে পাইয়াছে তোমারে, সুন্দর,
জীবনে মরণে! ধন্য আমি, তৃপ্ত আমি
এই ভাবি',—পেয়েছিনু তোমারে একদা,
হে দেবতা, এই দুটি ক্ষীণ বাহুপাশে!
না পাওয়ার চেয়ে ভাল হারানো সুকৃতি।
এই মোর নারী-গর্ব্ব, স্ত্রীর অধিকার,—
দিয়েছিনু মুগ্ধ করি' সর্ব্ব-সমর্পণে
দুর্জ্জয় হৃদয় কারও! খেলিনু হেলায়
দেবতার স্নেহ মোহ দুর্ব্বলতা ল'য়ে!
আজ সেই বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-গরবিণী!
নহে পতি-সোহাগিনী সামান্যা রমণী!
সম্ভাষে সবাই মোরে কাঙ্গালিনী বলি',
কি জানিবে ওরা, তুমি করিয়াছ তারে
কি যে ধনে ধনী! তার রয়েছে ভাণ্ডারে,
বিবাহিতজীবনের সুমঙ্গল-স্মৃতি!
—আর না সরিল কথা ; ধৈর্য্যের প্রতিমা
ভাঙ্গিয়া পড়িল ধীরে ধূলিশয্যামাঝে!
সে অবধি, পতিব্রতা লুকায়ে লুকায়ে
ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভিল নিষ্ঠায় নিয়মে।

চতুর্থ সর্গ

শিক্ষক

দিনকয় গেলে, শচী নিজ দশা ভুলি'
অনাথা বধুর লাগি' হইলা ব্যাকুল।
শিহরিলা শ্বশ্রূ পশি' বধূর মন্দিরে;
চাহি' শীর্ণ মূর্ত্তি পানে কহিলেন শচী,—
অভাগিনী, অনাথিনী, উঠ মা, উঠ মা;
এই ছিল তোর ভালে? দলিত-কুসুম,
মা আমার, আয় কাছে; আয় সাধ্বী, আয়
এই দীর্ণ মাতৃবক্ষে; তোর হারানিধি
পারিবে না দিতে তোরে আজি কাঙ্গালিনী;
হেন কিছু নাই মোর,—জুড়া'ব যা দিয়া
সংসার-আতপদগ্ধা তোর ভাঙ্গা বুক!—
নিঠুর নিমাই, এই ছিল তোর মনে?
দোষী যদি হ'য়ে থাকি, দে শাস্তি আমারে;
কি করেছে তোর এই অবলা অখলা?
ওরে মোর বধূলক্ষ্মী, ওরে উপেক্ষিতা,
মাতার সোহাগী, ওরে পিতার দুলালী,
এরই লাগি' এনেছিনু সাধ করে' তোরে
নন্দনের ফুলরাণী, হাসির প্রতিমা,
সোহাগের স্বর্গ হ'তে বৃন্তচ্যুত করি'?

যা ফিরে আবার সেই প্রিয় পিতৃগৃহে ;
কি লাগিয়া রহিবি এ বিকট শ্মশানে ?—
উত্তরিলা বিষ্ণুপ্রিয়া,—বুঝি না কি তাহা,
ধৈর্য্যের প্রতিমা,—বুক যেতেছে বিদরি',
তবু দেবী, মাতৃহৃদি পাষাণে বাঁধিয়া
আসিয়াছ প্রবোধিতে দুহিতারে তব !
এ মমতা, এ যতন সহিব কেমনে !
কিন্তু মা গো, ওই মুখে তিরস্কার কেন ?
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব !
এই ভিক্ষা পদে, তাঁরে নাহি দিও দোষ !
আরও এক আছে ভিক্ষা,—ঠেলিও না যেন
দুহিতারে ওই তব পাদপদ্ম হ'তে ;
সেবিবে ও পা'দুখানি চিরদিন দাসী।
শৈশব-নন্দন হ'তে, বৃন্তচ্যুত করি'
যত্নে যারে আহরিলে, কেমনে ফিরাবে
সেথা তারে ? ছিন্নগ্রন্থি লাগিবে কি জোড়া ?
যে দলটী ঝরে' গেছে, মুঞ্জরিবে তা কি ?
যে অতীত হ'য়ে আছে সুদূর স্বপন,
প্রত্যক্ষের মাঝে সে কি আর দিবে ধরা ?
বহু শূন্য, ব্যবধান পড়ে' গেছে মাঝে ;
একাল আর কি মেশে সেকালের সাথে ?
ছার, রমণীর মনে চির-মুক্তিনেশা ;

বন্ধনেই মুক্তি তার— সব সার্থকতা !
এ দুর্দ্দিনে, এস মাতা, বড় কাছাকাছি,
এক অন্ধকারতলে থাকি দুটি প্রাণী !

ক্ষণেক নীরব রহি', কহিলেন শচী,—
ভিক্ষা আছে আমারও, মা, তোমার নিকটে ;
অকালে এ তপশ্চর্য্যা ছাড়্ বাছা তুই,
আপনারে এ নিগ্রহ সহিবে না তোর,
কুসুমকোমলা বালা !—প্রার্থনা আমার
হইবে পূরা'তে ! চিহ্ন আয়তির, ও যা
রেখেছিস্ নামে মাত্র, জানি না কি তাহা
ভুলাইতে আপনারে, ভাঁড়াইতে মোরে ?—
বিষাদমলিন মুখে হাসি দেখা দিল,
ঘনমেঘাবৃত নভে রৌদ্ররেখা যেন !
বাষ্পাচ্ছন্ন নেত্র-অভ্রে খেলিল সে হাসি
ইন্দ্রধনু সম ! উত্তরিলা বিষ্ণুপ্রিয়া,—
এরই লাগি' এ নির্ব্বন্ধ ! জান না কি, দেবী,
সুখ, সুষুপ্তের স্বপ্ন ; দুঃখ, জাগরণ ?
দুঃখ নহে দুঃখ শুধু, দুঃখ, বড় সুখ ।
চির-অনূঢ়া কি জানে স্বপ্নেও,—কি সুখ,
আপন সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য স্বস্তি বিনিময়ে
মাতৃত্বের গুরু ভার আনন্দে বহন !

মহত্ত্ব দেয় না ঘন উদাত্ত বেদনা
যে সকল আশুতোষ লঘুপ্রকৃতিতে,
সুখী তারা ; মনুষ্যত্ব, দুঃখের নিদান।
মূঢ় নারী বুঝিয়াছি যাহা,—দুঃখী তিনি,
ধন্য তিনি ! তুলনায় এ কৃচ্ছ্র আমার
তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ ;—সাধে কি যোগিনী আমি ?
—শুন, মাগো, সবই মোর গেছে ফুরাইয়া,
আমারে সুখের স্বপ্ন দেখায়ো না আর !
তখন বিশীর্ণ সূর্য্য অস্তে নামিয়াছে ;
মুদিয়া আসিছে দীপ্ত দিবসের আঁখি ;
নলিনী, মলিনা সরে ; বাজিছে সর্ব্বত্র
বিষাদের ক্লান্ত সুর ; ঝরিছে বিবশা
বকুলসুন্দরী ! হেথা অন্ধকার কোণে
সেই দণ্ডে লুটি' দুটী নিরাশ্রিতা লতা
গলাগলি বাঁধি' ভূমে রহিল পড়িয়া !

কে রোধে সতীর পণ ?—সেবা, হিতে, আর
সুদুশ্চর 'বারমাস্যা'-ব্রত আচরিয়া
হয়েছিলা দিনে দিনে কৃশা তপস্বিনী,
রবির কিরণদগ্ধ সূর্য্যমুখী-হেন,
পতির জ্বলন্ত স্মৃতি অন্তরে জ্বালিয়া।
পতিপ্রেম মিশেছিল বিশ্বপতি-প্রেমে !

শেষ-দেখা দিয়ে মায়ে ফিরিলেন গোরা
আশ্রমে যখন, সব শুনিলা নিতাই ;
কহিলেন গৌরচন্দ্রে পরুষবচনে,—
এই বুঝি দয়া তব, দয়ার ঠাকুর !
তুমি না আর্ত্তের বন্ধু ? কে মানিবে হেন
মাতৃঘাতী পত্নীত্যাগী কঠোর ধার্ম্মিকে !
—নিতাই, রমণী সম করুণ কোমল,
কহিতে কহিতে কণ্ঠ এল জড়াইয়া !
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—ভ্রান্ত তুমি, ভাই,
সংসার-বিরোধী নহি আমি ; গৃহাশ্রম,
ন্যূন নহে কোনমতে, এই শিক্ষা মম,
রাখিও স্মরণে সদা,—সংসার যাহায়
মহৎ আদর্শ হ'তে রাখে অন্ধ করি',
বৃহত্তর সাফল্যের হয় অন্তরায়,
প্রশস্ত কর্ত্তব্য-পথ খর্ব্ব করি' দেয়,
তারই পক্ষে ত্যাগ শ্রেয়, ভেক আবশ্যক।
হে নিতাই, অভিপ্রায় রহিল আমার,
করিও সংসারধর্ম্ম, হবে যবে মতি।—
কহিলেন নিত্যানন্দ,—আশু আজ্ঞা কর,
তব জননীর সনে করিব সাক্ষাৎ।
পুত্র হ'য়ে পুত্রহারা জননীর প্রাণে
আনিব সান্ত্বনা।—গোরা কহিলা গম্ভীরে,—

আমার জননী, তিনি তোমারও জননী।
কহিও মায়েরে, ভাই, অপরাধী আমি,
মার্জ্জনা করেন যেন অকৃতি সন্তানে।—
আরও কারও কাছে আছি গুরুতর দোষী ;
তারে বলিবার যোগ্য আছে কি বচন ?
সান্ত্বনা হারায়ে যায় তার দশা স্মরি' !
—বলিতে বলিতে কথা, করুণার জলে
ভরিয়া আসিল ছুটি কমল-লোচন।

তার পর, একদিন সবার অজ্ঞাতে
চলিলেন নিত্যানন্দ ভেটিতে শচীরে ;
হইলেন উপনীত শ্রীহীন আলয়ে,
একেবারে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া শচীরে
দাঁড়াইলা অবধূত দ্বারপ্রান্তে গিয়া ;
হেরি' সেই রুক্ষ শুষ্ক বিষাদ-প্রতিমা
কাঁদিলা অন্তরে ; দূর হ'তে প্রণমিয়া
কহিলা গদ্গদকণ্ঠে, ওগো পুত্রহারা,
আমিও যে মাতৃহীন শিশুকাল হ'তে,
পুত্র বলি' ডেকে লও পরের সন্তানে !
—এত বলি' আপনার দিলা পরিচয়।
ত্রস্তে বাহিরিলা শচী, কহিলা সাদরে,—
এস বৎস মোর, হও তুমি চিরজীবী !

দয়াল নিতাই, জানি তব গুণগ্রাম ;
এই ত তোমার যোগ্য কাজ ! এস বৎস,
আত্মপর মিছে কথা ; শোণিতবন্ধন
শ্লথ হয় ; তাই গুরু, হৃদয়-সম্বন্ধ ;
প্রাণের মিলনে জীয়ে সব আকর্ষণ !
সেই টানে ঘুরে, ফিরে ভাব-পুত্তলিকা !
তারই অভিষেকে পর হয় আপনার !
নহ তুমি মাতৃহীন, আমি মাতা তব ;
এ বিদীর্ণ বক্ষ, হোক্ তোমার আশ্রয় !
উত্তরিলা নিত্যানন্দ,—ধন্য আজি আমি !
তা'ই হোক্ ; পুত্রহীনা দিব না থাকিতে
ল'য়ে বার্দ্ধক্যের সাথী দুর্ভাবনারাশি,
শূন্যগৃহে ক্ষুণ্ণপ্রাণে তোমারে, কল্যাণী !
অবসাদ করি' দূর, হিয়ারে জাগাও ;
বার্দ্ধক্যের যষ্টি তব গেছে যা হারায়ে,
তেমনটী কোথা পাবে ? তেমন কি হয় ?
ক্ষীণ হোক্, ক্ষুদ্র হোক্, যে নির্ভরটুকু
পেয়েছ বুকের কাছে, ল'ও যত্নে তুলি'
ধূলি ঝাড়ি' আজ তারে ; শোন মাতা, পুত্র
তব নহে পৃথিবীর ; জানি আমি তারে,
মেঘের মতন তার ঊর্দ্ধে শুধু স্থান,
কাজ তার, বরিষণে করিবে শীতল

তৃষিত তাপিত এই বিপুল নিখিল !
পৃথিবীর প্রান্তে তারে নামিতে দেখিয়া,
সংসার পাতিয়া ফাঁদ প্রবল আগ্রহে
ধাইল ধরিতে যবে, অমনি পলকে,
মুক্তির তুমুল হর্ষে উর্দ্ধে সে পালা'ল।
ধরায় নামিয়া, ছিল সেথা যত সুধা ,
নিঃশেষে করিয়া পান, পুলকিতপ্রাণ,
গণ্ডীর সীমান্তে আসি' দাঁড়া'ল ক্ষণেক
তৃপ্তি মানি' ; যবে তৃষা মিটে নি জানিল,
ধূ ধূ অকূলের পানে ধাইল নয়ন ;
দেখিল, দিগন্তব্যাপী স্বতন্ত্র জগৎ
ক্ষীরোদসমুদ্রসম দুলিছে নিকটে ;
তার মাঝে ঝাঁপিল সে অমৃতের লোভে।
চিরদিন বন্ধনের ছিল সে অতীত ;
তাই, দেবী, বুঝ নাই, আজিও তাহার
সুগভীর হৃদয়ের সকল রহস্য !
হৃদিহীন, সে বড়ই সহৃদয় বলি' ;
উদাসীন, সে যে বড় প্রেমিক বলিয়া !
কোমলে কঠিনে তেজে গড়া সে প্রকৃতি।
ভাবপ্রসূনের ঘায়ে যেই মূর্চ্ছা যায়,
সে পুন মেরুর মত কঠিন, অটল ;
সিংহ সম পরাক্রমে, দুষ্কৃতিদলনে

সে নহে পাষাণ, মাগো, সে শুধুই বীর !
সম্ভোগে বিরক্ত শ্রান্ত, সে বটে ছাড়ে নি
ধূলির মতন, পেয়ে প্রমোদ-প্রাসাদ,
ক্রীড়া-শৈল, লীলোদ্যান, কেলী-সরোবর,
উগ্র ব্যসনের সজ্জা, বিলাস-সম্ভার,
অখণ্ড রাজশ্রী সনে দোর্দণ্ড প্রতাপ ;
—কিন্তু সে ছাড়িল পেয়ে, তা হ'তে বিষম,
ততোধিক প্রাণহারী নেশার আস্বাদ,
নাহি যাহে অবসাদ, নিত্যনব সেই
গৃহস্থের গৃহ-সুখ ! সে মিষ্ট আবেশ
কোথা রাজভোগে ?—বন্দীপাশে, বিনাশব্দে
দৃঢ়বদ্ধ সিংহদ্বার মানে পরিহার,
কুটীরের বেড়াজাল দেয় পথে কাঁটা !
সে নহে পাষাণ, দেবী, সে শুধুই বীর !
তোমা দোঁহাকার তরে অশ্রুজলে রচি'
মোরে দিয়া পাঠা'ল সে এই অভিজ্ঞান,—
কহিও মায়েরে, ভাই, অপরাধী আমি,
মার্জ্জনা করেন যেন অকৃতি সন্তানে।—
আরও কারও কাছে আছি গুরুতর দোষী,
তারে বলিবার যোগ্য আছে কি বচন ?
সান্ত্বনা হারায়ে যায় তার দশা স্মরি' !
—নিতাই থামিলা ত্রস্তে, দেখিলা চাহিয়া,

শচীর পড়িছে শ্বাস, কাঁপিছে অধর ;
রহিলা কাতরে চাহি' জননীর পানে
অপরাধী শিশুসম ; সে সরল মুখ
বিচ্ছেদ ভুলায়ে প্রাণে বাৎসল্য জাগা'ল ;
নিঃশব্দ-সোহাগে শচী লাগিলা বুলাতে
কম্পিত অঙ্গুলীগুলি নিতায়ের মাথে।
সে নির্ব্বাক্ আশীর্ব্বাদ লাগিলা ভুঞ্জিতে
সমস্ত হৃদয় দিয়া ধ্যানস্থ নিতাই।
সে অবধি, নিত্যানন্দ সংসারীর মত,
রহিলা স্নেহের কাছে স্বেচ্ছাবন্দী হ'য়ে।

এর মাঝে, নদে'বাসী নবীনযৌবনা,
রূপব্যবসায়ী এক পরমারূপসী
রমণীমোহন রূপ হেরিয়া গোরার,
মজিল অভাগী ; দিন দিন, পলে পলে,
হইতে লাগিল দগ্ধ অন্তরে অন্তরে।
ঘুচাবার নহে তাহা—বুঝাবার নহে।
কত ছল-ছিদ্র খুঁজি' লুকায়ে লুকায়ে
হেরিত সে গৌরচন্দ্রে ! এতদিনে তার
নিজ নীচবৃত্তি প্রতি উপজিল ঘৃণা ;
প্রেমে নিভে গেছে কাম অজ্ঞাতে আপনি !
কিন্তু ক্রমে গুপ্ত তৃষা লাগিল বাড়িতে,

সংযম ভাসিয়া গেল ; দরশনে আর
নাহি মিটে আশা। এক অসম সাহস
করিল নির্লজ্জা !—খুঁজি' একদা সুযোগ
গোরার বিশ্রামকালে একা পেয়ে তাঁরে,
গৃহে গেল ত্বরা ; সেই প্রথম জানিল
প্রণয়সন্তাপকৃশা, তৃষায় বিবশা,
সুগঠিত, এবে ক্ষীণ তনুসন্ধি হ'তে
মঞ্জীর কঙ্কণ কাঞ্চী খসিছে আপনি !
ঝঙ্কৃত সে অলঙ্কার ঘুচায়ে ঝটিতি,
তরুণ তাম্বূলরাগ চারু অধরের
করিল বিলোপ ; ইন্দিবরবিনিন্দিত
রঞ্জন অঞ্জন-চিহ্ন মুছি' লোচনের,
প্রক্ষালিল চরণের অলক্ত-গৌরব ;
যত্ন-অবিন্যস্ত কেশ যত্নে আবরিয়া
বিরূপ উষ্ণীষে, পীনবক্ষ লুকাইল
আপাদলম্বিত নাতিস্থূল নিচোলের
সতর্ক বিন্যাসে ! ফিরি' নিমেষে এ বেশে
প্রেমত্তা, পুরুষ-বেশে ভেটিল গোরারে !

হয়েছিল বড় শোভা সেদিন আকাশে !
যেন নীল নভপটে সুর-চিত্রকর
সফেদ মাখাতেছিল ; সেদিন পটের

রঞ্জি' শুদ্ধ মধ্যদেশ, রেখেছিল ফেলি' ;
ক্ষরি' ক্ষরি' দ্রব-শ্বেত সেই ফলকের
চতুর্দ্দিক হ'তে, ছিন্ন-ভিন্ন, আঁকা-বাঁকা,
দিগন্তের পানে বেয়ে এসেছে নামিয়া ;
না স্পর্শিতে চক্রবাল, থামিয়াছে ধারা
নিঃস্ব হ'য়ে যেন। চাহি' সে আকাশ পানে
ভাবিল মোহিতা,—আজ দেবপূজা-দিন !
অমনি বহিল বায়ু স্ফীতবক্ষে ধরি'
চাঁপার সৌরভ সনে ঘুঘুর সুরব !
সে মাতাল বায়ু কর্ণে কহিল গুঞ্জরি',—
আমরা সহায় তোর, যা চলি', রে ভীরু !—
আশায়-নিরাশে ভক্ত আরাধ্যে ভেটিল।
একদৃষ্টে গৌরচন্দ্র রহিলেন চাহি'
আগত কিশোর পানে ; কহিলা সাদরে,—
কি প্রার্থনা মোর কাছে, কহ নিঃসঙ্কোচে।—
উত্তরিল দুরাকাঙ্ক্ষ,—লহ মোরে ডাকি'
তব প্রেমে, হে প্রেমিক, এই ভিক্ষা পদে !—
উত্তর করিলা গোরা,—এই কান্তরূপ,
কোরকবয়স এই, নহে তপস্যার ;
ভাবিও না, আসিয়াছি স্বর্ণ-নদীয়ায়
গৃহে গৃহে ভাঙ্গাইতে মিলন-স্বপন !—
উত্তরিল ছদ্মবেশী,—প্রভু, সত্য কহি,

আপনা বলিতে বিশ্বে কেহ নাই মোর !
—বলিতে বলিতে কথা, উঠিল কাঁপিয়া
অধরপল্লব ! গোরা কহিলা সাগ্রহে,—
এস তবে, অনাদৃত, দীনের আশ্রয়ে !—
শুনি, মর্ম্মে মর্ম্মে হ'ল কৃতার্থ রঙ্গিণী ;
কহিল কাকুতি করি'—দিবে মোরে প্রেম,
হরির শপথ ল'য়ে কহ, প্রেমময় !—
অন্ধভক্তি-উদ্বোধিত বালকসুলভ
হৃদয়-উচ্ছ্বাস ভাবি' হাসিলেন গোরা ;
কহিলেন সকৌতুকে তুষিতে তাহারে,
করিলাম অঙ্গীকার, হে প্রিয়দর্শন !
কিন্তু ভাবিতেছি, হেন রমণীসুলভ
রমণীয় নমনীয় কান্তি, দিন দিন
শুকাবে না অনভ্যস্ত কৃচ্ছ্রে, অনিয়মে ?—
ভাবিতে লাগিল নারী ; কল্পনা-কুহকে
হেরিল সে, স্বর্গ যেন এসেছে নামিয়া,
একটি সোপান মাত্র আছে ব্যবধান !
—বাঁধিবে না বুক আজ পার হ'তে তাহা ?
সে সাহসটুকু যদি নাই তার প্রাণে,
স্বর্গের দুরাশা সেথা পুষেছে সে বৃথা !
স্বীয় রূপ-যৌবনের মুগ্ধ-গুণগান
শুনিতে লাগিল মুগ্ধা,—সর্ব্বত্র কাঁপিছে

গোরার অমিয়কণ্ঠে সদ্যস্নাত হ'য়ে !
সেইক্ষণে ছদ্মবেশ ত্রস্তে উন্মোচিয়া
দাঁড়া'ল সম্মুখে এক মোহিনী তরুণী !
—অমনি বিনত-স্বর্গ উর্দ্ধে উঠি' গেল !
চমকি' সরিলা গোরা, নৃপ পরীক্ষিৎ
হেরি' আপনার পাশে তক্ষকে সহসা,
চমকি' সরিয়াছিলা বুঝি এইরূপে !

গ্রীবার বঙ্কিম ভঙ্গী ; ভৃঙ্গ যেন বসি
দূরস্থিত শ্বেতপদ্মে—তিল-কলঙ্কিত
গৌর-আননের রাগরঞ্জিত রক্তিমা ;
থর থর অধর-রঙ্গিমা ; লীলায়িত
অবদ্ধ-কেশের ছটা, গন্ধামোদী ঘটা ;
বিলুণ্ঠিত-অঞ্চলের ললিত বিন্যাস ;
টলমল-হৃদয়ের আন্দোলন-লীলা ;
ভাবে ঢুলু ঢুলু লোল-কটাক্ষের ঠাট
—পলকে প্রণয়গর্ব্বে উঠেছিল ফুটি',
পলকে পড়িল লুটি' প্রত্যাখ্যান-লাজে !
—সংজ্ঞা লভি', করপুটে সাধিল শঙ্কিতা
অবিলম্বে নতজানু, উর্দ্ধমুখী হ'য়ে,
দীননেত্রে, সকাতরে !—চাতকিনী যেন
সুদূর নীরদ পাশে মিনতি জানা'ল !

নন্দিত প্রকৃতি মাঝে, সুমন্দ সমীরে,
অসম্বৃত কেশভার, চিকণ কুঞ্চিত,
সর্ব্বাঙ্গে পড়িল ছেয়ে, মধুর নিবিড়
সুখ-বিষাদের মত ! নয়নের প্রান্তে,
কজ্জলের লুপ্ত-রাগ হ'ল প্রতিভাত,
নিরাশ-প্রেমের যেন স্বহস্তরচিত
মোহন কলঙ্কলেখা ! নিস্তব্ধ নির্জ্জনে,
সুন্দরীর মুখপদ্ম হ'ল পরিস্ফুট
ছলছল ঢলঢল পেলব-শোভায় ;
বাজিল করুণতর, নারীর প্রার্থনা !
ললিত কম্পিত কণ্ঠে কহিল যুবতী,—
ক্ষমা কর অপরাধ ! সত্যসন্ধ তুমি,
সত্যবদ্ধ হইয়াছ, রাখিও স্মরণ !
কিন্তু নাহি বলি তাহা ; কিছু নাহি বলি !
শুধু, একবার—বল শুধু একবার,
ভালবাস অভাগিনী স্বৈরিণীরে ! আর,
যে উচ্ছল অনুরাগে ভক্তে দাও কোল,
এই ভক্তে সে সৌভাগ্যে দাও অধিকার !
ও অধরবিম্ব, আমি জানি, কোথাকার !
দেবতার উপভোগ্য নন্দনের যাহা,
এও জানি ভালমতে, পতিতার তাহা
কাম্যের অতীত ! দূর—বহুদূর হ'তে

ধন্য হব পেয়ে তার শুধুই সুঘ্রাণ !
কিম্বা, তাও নাহি চাই ; কহ মোরে এই,
দয়া যদি নাহি হয়, ঘৃণার আক্রোশে,
সুকঠিন পরিহাসে অথবা হেলায়,—
মুখরার ভালবাসা করিলে গ্রহণ !
—সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, জানিতে চাব না
কেহ জানিবে না এই দয়ার কাহিনী,
দয়ার ঠাকুর ! নাহি চাহে কলঙ্কিনী
করিতে তোমারে হীন, জগতের কাছে ;
লোককর্ণ-অন্তরালে এ তৃষিত তরে
শ্রীমুখে ফুটুক্ আজ একটী বচন ;
ঘৃণ্য প্রাণ চিরতরে ধন্য হবে যাহে ।—
গলিল না, নামিল না মেঘ ; শুধু তার
নিহিত নিশিত বীর্য্য উঠিল ঝলসি' ।
সে উদ্দীপ্ত অতর্কিত তেজ, ফেলে বুঝি
ভস্মসার করি' সেই থর-কম্পিতারে !
পলাইল চাপলিনী, কুহকে যেমতি !
নিঃশ্বাসি, চাহিয়া ঊর্দ্ধে উচ্চারিলা গোরা,—
কেন এ পরীক্ষা, প্রভু ? এখনও কি হায়,
ঘুচে নি সংশয় ভৃত্যোপরে ? অভিমানে
দেখা দিল পূতধারা ভক্তের নয়নে ।

পরদিন, নদীতটে বসি' সে গণিকা
একান্তে আপন মনে অলোচিতেছিল
যৌবনের ইতিবৃত্ত।—কি করেছি, আহা;
—এ জীবন আরম্ভিনু কখন প্রমাদে!
চেয়েছিনু স্বাধীনতা, চেয়েছিনু ধন,
সহস্রের চাটুবাণী, নিত্য নব নব
হৃদয়-মৃগয়াজয়!—পেয়েছিনু সব।
তীব্র হ'তে তীব্রতম সুখে উঠিলাম;
কই সুখ?—মরীচিকা ছলিল তৃষিতে!
গেল শেষে জয়ে নেশা উপার্জ্জনে তৃষা;
এত অর্থ, এই রূপ, এমন যৌবন,
ত্যজিতে অক্ষম; কিন্তু বহিতে কাতর!
নিমগ্ন আকণ্ঠ পঙ্কে; কখন সহসা,
ফুটিল প্রেমের পদ্ম সে পঙ্ক উজলি'!
কোথা কাম্য?—ছিল কাছে; হ'ল বহুদুর!
তবে এবে ফিরে যাই পুরাতন পথে?
—তার চেয়ে মৃত্যু ভাল! যাব তাঁর কাছে?
তাও পারিব না; ক্ষিপ্ত হব ভাবিলে তা!
সব ভুল চেয়ে, মোর সেই ভ্রম ভারী।
কি করিতে গিয়াছিনু? কারে চেয়েছিনু
করিবারে কলঙ্কিত?—না, না, থাক্ থাক্
নিদারুণ ঘটনার ব্যর্থ আলোচনা।

প্রতিশোধ !—প্রতিশোধ নিব দুর্ম্মতির:
—এত বলি' স্বীয় কণ্ঠ ধরিল চাপিয়া
সবেগে সবলে ; মনে হ'ল বার বার,
জাহ্নবীর স্নিগ্ধধারা পাপতাপহারী !
—চকিতে দাঁড়াল নারী ; বসিল আবার।
কহিল,—মরিব কেন ? মরণ ত শেষ !
প্রতিশোধ আছে বাকী।—গৃহে গেল ফিরে ;
মুড়াইল চাঁচর চিকুর ; ভেক ল'য়ে
একবস্ত্রে চিরতরে হ'ল দেশান্তরী।
ভাবিল, বেড়া'ব পথে ; দৈবে পাই যদি
বিধাতার কৃপাহস্ত,—আসে তুলিবারে
মোর সম সরীসৃপে অন্ধকূপ হ'তে !—
কতবার মনে হ'ল, ভেটিতে গোরারে
এ যাত্রা বিচিত্র, নব কামসিদ্ধি লাগি' !
পারিল না কালামুখ দেখাইতে আর ;
পরবশ চিত্তেরই বা কি এত বিশ্বাস !
—পাবে কি সে পরিত্রাণ ! অজগর-পাপ,
খর্ব্বকায় জ্ঞাতিকুলে গ্রাসি' কি সমূলে
না পারি' করিতে জীর্ণ, নিজেও মরিবে !

চলচিত্ত হরিদাস, শুনিলেন গোরা,
যায় নিত্য ভিক্ষাছলে মাধবীর দ্বারে !

দেখিলা ললাটে তার সুস্পষ্ট খোদিত
লুক্কায়িত লালসার জারিত-কালিমা ;
করিলা প্রত্যক্ষ তার আকারে-প্রকারে
দোষীর সঙ্কোচ-দৃষ্টি,অস্বচ্ছন্দ-ভাব !
জানিতেন মাধবীরে সুবিধবা বলি',
যুবার চরিত্রে দৃঢ় হ'ল অবিশ্বাস ;
যুবতীর গৃহে যেতে করিলা বারণ
সনির্ব্বন্ধে তারে।—যবে জানিলা, প্রমত্ত
হরিদাস মানিছে না নিষেধ তাঁহার,
অগ্নিমূর্ত্তি গোরা, তারে করিলা বর্জ্জন।
উপরোধ-অনুরোধ মানিলা না কারও।
কহিলেন সবে,—মোরে ভেবো না কঠোর ;
আমি কি জানি না, তাঁরই দান নারীরত্ন,
অপচিত নিখিলের উপচয় তরে ?
আমি কি জানি না, গৃহকোণে বিবাসিনী,
নিষ্ঠাবতী গৃহলক্ষ্মী সেবাপরায়ণা
কল্যাণীরা রাখিছেন সংসার কুলা'য়ে ?
তাঁহাদের পুণ্যে প্রেমে পাপী সাধু হয় !
তাঁদের লাবণ্যপুঞ্জে জ্বলে যে অনল,
সোণার সৌন্দর্য্যস্বপ্ন ফলে তার মাঝে।
আছে বটে বহু ভ্রান্ত, যাদের বিচারে,
নারী শুধু বিলাসের প্রিয় প্রসাধন,

গৃহস্থালী চালনার যন্ত্র অনুপম,
কিম্বা, ক্ষণ-সোহাগের সৌখীন খেলানা !
স্বভাবগরিষ্ঠ নারী,—যারা নাহি মানে,
রমণীচরিত্র যারা সংশয়ে নেহারে,
যারা ভাবে, এ জগতে জননীর জাতি
উচ্চাঙ্গের সাধনায় অনধিকারিণী,
মানবীর গর্ভে তারা লভে নি জনম ;
মানুষী তাদেরে দিয়ে বুকের শোণিত
তোলে নি মানুষ করি' ! দীনহীন তারা।
হাঁ মানি, পুরুষ শ্রেষ্ঠ রমণী হইতে
সুদুর্লভ কর্ম্মে, ধর্ম্মে, প্রতিভা, প্রতাপে।
কি ক্ষতি তাহায় ? নারী ধন্য নিজগুণে !
পরুষ পৌরুষে যেন না করে সে লোভ !
নারী শ্রেষ্ঠ এই গুণে,—সে যে অনায়াসে,
স্বীয় শুভ অধিকারে পায় অধিকার।
পুরুষের গুণপনা করিছে নির্ভর
বাল্যাবধি সাধুসঙ্গ, শিক্ষা ও শাসনে !
অবলেরে পুষ্ট করি' বিশেষ প্রসাদে,
সে দানে বঞ্চিত রাখি' প্রবলেরে, তাঁর
বিচারের তুলাদণ্ড তুলিছে সমান।
কিন্তু অবিমিশ্র শান্তি কোথা এই ভবে ?
সব মঙ্গলের শিরে সূক্ষ্মসূত্রে বাঁধা

ঝুলিতেছে অশুভের সংহার কৃপাণ!
অমূল্য চরিত্র-ধন, কৃপণের প্রায়
তাই রক্ষণীয়; তিলেকের অযতনে,
ধনী দীন হ'য়ে যায় চিরদিন তরে!
মানসিক অধঃপাত, তাও তুচ্ছ নহে।
অসার্থক হীনচিন্তা ক্ষান্ত নাহি থাকে;
বাহিরে সহস্র কাজে চুপে দেয় ছাপ,
অভিশাপ-শ্বাস! শেষে, হ'য়ে যায় তাই
দ্বিতীয় স্বভাবসম, অস্থিমজ্জাগত।
তার পরে, ভেবে দেখ, হরিদাস প্রতি
দণ্ড নয়, হইয়াছে মহিমা অর্পিত;
সহিবে সে ভক্তদের দুঃসহ বিরহ!
সেই আত্মত্যাগতাপে হবে সে উজ্জ্বল
অগ্নিতেজে বিশোধিত কাঞ্চনের প্রায়।
একের উৎসর্গ ভাল দশের কল্যাণে।
এই ভাবি' পরিত্যক্ত দুঃখে হবে সুখী,
তার দ্বারা হয় নাই দল সংক্রামিত;
তার দোষে, সম্প্রদায় হয় নি নিন্দিত।

প্রিয় শিষ্য দামোদর কহিলা তখন
গোরারে চাহিয়া,—করি সাবধান তোমা',
যে ব্রাহ্মণসুতে তুমি করিছ পালন,

দরিদ্রা সুন্দরী এক যুবতী বিধবা
মাতা তার! উঠিবে না কে জানে ইহাতে
উর্ব্বরমস্তিষ্কদলে কোন কাণাকাণি ?—
হাসিয়া কহিলা গোরা,—কি ভয় তাহাতে ?
সত্যের সেবায় কিছু হবে না মানিতে।
নিন্দা যার কর্ত্তব্যেরে, যার প্রকৃতিরে
করিবারে পারে দীন, নিস্তেজ, মলিন,
প্রকৃত নিষ্ফল সে যে—যথার্থ দুর্ব্বল!
তার কর্ম্ম, কষ্ট-চেষ্টা শুধু; নহে তাহা
স্বভাবের দৈববলে স্বতঃপ্রস্ফুরিত।
দূষিতশোণিতপায়ী জলৌকার মত,
নিন্দুকেরা আমাদের ধাতু-সংশোধক।
নিন্দা-পরীক্ষার চাপে যে পড়িবে নামি',
তার স্থিতি, ভগ্নরথে শূন্য ধ্বজা সম!
—পতন বরং ভাল; অবস্থানে আরও
আপনার দীনতারে করে সে বিশদ!
করিবে সত্যের সেবা, শুধু সত্য লাগি';
করে' যাবে শ্রেয়, শুধু শ্রেয়ের উৎসাহে,
পুরস্কার, তিরস্কার স্বর্গে মর্ত্ত্যে কারও
না করি' গণনা। সংসার-সমরাঙ্গনে
জয়-পরাজয় ভুলি' হবে অগ্রসর।
আশ্রিতে করিবে রক্ষা প্রাণপণ করি';

সঙ্গী সারমেয়ে, যথা রাজা যুধিষ্ঠির
করিয়াছিলেন রক্ষা সর্ব্ব-সমর্পণে।

কহিলা শ্রীধর,—ন্যায়পথ অনুসরি'
যদি পাই অবিচার অত্যাচার দ্বেষ,
সহিব কি তাহা মৌনে ? কিম্বা, সে আঘাত
দিব ফিরাইয়া ?—গৌরচন্দ্র উত্তরিলা,—
ক্ষমা বড় সব দিকে ক্ষুদ্র বৈর চেয়ে।
রোষের উদয়, করিবে প্রণয় দিয়া
বিজয় বিলয়। দ্বেষে হয় অপচয়
পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতিসম্বল ; হয় শুধু
দৈবদত্ত স্বভাবেরই ঐশ্বর্য্যের ক্ষয় ;
থামে বৃদ্ধি সিদ্ধি তার। তবু চাই শক্তি,
শক্তির প্রয়োগ শিক্ষা। গুণ বৃদ্ধি পায়,
অনুক্ষণ কর্ম্মক্ষেত্রে চর্চ্চায় নিয়োগে।
এক গুণ গুণান্তরে সংক্রামিত হ'য়ে
অজ্ঞাতে, তাড়িতবেগে করে উদ্বোধিত,
যে সব গুণের মূল চিরদিন তরে
অঙ্কুরে ধ্বংসের হলে হ'ত উৎপাটিত।
অন্যায়, চরণ তোলে ন্যায়ের মস্তকে,
তোমার ঔদাস্যে যবে,—ক্ষমা নহে তাহা।
তোমারই নিকট কেহ হ'লে অপরাধী,

ক্ষমিতে সমর্থ তুমি ; কিন্তু যবে করে
দুরাচার, বিশ্ব কিম্বা বিশ্বপতি প্রতি
অত্যাচার, কাপুরুষ,—ক্ষম যদি তাহা !

সুধাইলা গৌরচন্দ্রে সংশয়ী অদ্বৈত,—
নাহি বুঝি, ভক্তি হ'তে জ্ঞান ন্যূন কিসে !—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—শুন দার্শনিক,
জ্ঞান নহে তুচ্ছ ; কিন্তু, ভক্তি, উচ্চতর ;
ভক্তি, নিত্যসত্য ; জ্ঞান, যুক্তির অধীন ;
ভক্তি, মুখ্য-অনুভাব ; জ্ঞান, গৌণভাব ;
জ্ঞানের উৎপত্তি তর্কে, স্পর্দ্ধা, ব্যুৎপত্তিতে ;
জ্ঞানে কাম্য হয় তল, কামনা প্রবল ;
প্রতি পদে আসে দ্বিধা হুতাশ সংশয় !
তাই, অনুভূতি মাঝে হয় দীপ্যমান
চিরদিন প্রমাণের আছে যা অতীত।
নিত্য-কোলাহলতিক্ত বিক্ষিপ্ত জীবনে
মাঝে মাঝে দেখা দেয় হেন শুভক্ষণ,
যখন প্রবৃত্তিস্রোত শান্ত সিন্ধু সম
সংযম-বেলার সনে দ্বন্দ্বে শ্রান্ত হ'য়ে
নিঃশেষে ঘুমা'য়ে পড়ে, শুভ্র বাষ্প সম
সাত্ত্বিক চেতনা উঠে উর্দ্ধে—বহু দূরে ;
জাগ্রত পবিত্র আত্মা করে ক্ষণতরে

অধ্যাত্ম-বিশ্বের পূর্ণ প্রসাদ আস্বাদ !
এ বিপুল উল্লম্ফন প্রেয় হ'তে শ্রেয়ে,
ভাবের প্রক্রিয়া ইহা, নহে মস্তিষ্কের !
শুষ্ক জ্ঞানী, ধনলিপ্সু, উপার্জ্জনক্ষম
কৃপণের মত ;—অনভ্যস্ত উৎসর্জ্জনে
অর্জ্জনের মদে মোহে, জীবন কাটায়ে
দেয় নিষ্ফল সঞ্চয়ে ; স্বকৃত ধনের
করে না প্রয়োগ কভু, জানে না নিয়োগ ।
তবু ভাবে, সে অজ্ঞেয়, কেবল তাহারই
বিচারের বেড়াজালে পড়েছেন ধরা !
—এ সব জ্ঞানীরা অন্ধ। জ্ঞান শুধু, জেনো,
আদর্শে উত্তীর্ণ হ'তে, প্রথম সোপান ;
চরমে ভক্তিই মাত্র নির্ভরের দণ্ড,
অজ্ঞ-বিজ্ঞ সকলের মুক্ত রাজপথ ।
তাঁর প্রেয় অনুষ্ঠান, শ্রেয়ে শ্রেয়জ্ঞান,
তাঁ'তে চিত্ত সামাধান,—ভক্তির দর্শন ।
ভক্তির স্বভাবও এই, ভক্তিপাত্র প্রতি ।

মুরারি করিলা প্রশ্ন,—ত্যাগীর কি পথ
প্রপঞ্চ-প্রমাদপূর্ণ নশ্বর ভুবনে ?
ধর্ম্মের সুসূক্ষ্ম গতি পারি না বুঝিতে !—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—শ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম-পথ'

কি সংসারী, কি সন্ন্যাসী, সকলের কাছে।
গৃহাশ্রম, নহে শুধু আসক্তির নেশা,
লিপ্সালিপ্ত সম্ভোগের হেতু ; বর্ণাশ্রমও
ইন্দ্রিয়নিগ্রহে নহে ! প্রবল চঞ্চল
প্রবৃত্তিরে দিতে হবে নিবৃত্তির হাতে,
মঙ্গলের সেবা লাগি'। অতি-সাবধান,
আরোহণ-অবরোহসঙ্কটবর্জ্জিত
বীতরাগ-জীবনের সমতলে রহি'
নিগ্রহের সম্মার্জ্জনী যতই ঘুরাও,
মোহ-কুহেলিকা তাহে তিলেক না ঘুচে !
হেন গৃহদ্বন্দ্বে শুধু হয় বলক্ষয়।
কর্ম্ম-গিরিবর্ত্ম দিয়া বারেক উঠিলে
উত্তুঙ্গ নিবৃত্তি-শৃঙ্গে, নিম্নস্তরলীন
নীরন্ধ্র, কুজ্ঝটিকাজাল তলে পড়ি' যায় ?
—পার্থিব বিশ্বই বুঝি কর্ম্মক্ষেত্র শুধু ;
নিদানের কোষাগার ; অর্জ্জনের স্থান।
আত্মার চৌদিকে তাই ইন্দ্রিয়ের বেড়া !
জীবন. পরীক্ষা হোক্,—উত্থানেরও সেতু।
অপার্থিব জগৎ বা জুড়াবার স্থান ;
সঞ্চয়ে শকতি নাই, সেথানে, বা কারও ;
অবসর উদ্‌যাপন সম্বলের বলে।
বিশেষ সংস্থান ল'য়ে পশে যে সেথায়,

তারই ভাগ্যে পরলোক,—অমর আলোক,
অখণ্ডিত আনন্দের, বিশুদ্ধ শান্তির !

কহিলা মুরারি,—কর্ম্ম করিব কেমনে
বিশ্বে নিঃস্ব হ'য়ে ?—গৌরচন্দ্র উত্তরিলা—
ত্যাগীর কি কাজ ধনে, বিফল বিলাসে ?
থাকে যার ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা হিতব্রতে,
তার নাহি হয় কভু কোন অনাটন ;
ইচ্ছা জয়ী, প্রেম জয়ী, ধর্ম্ম জয়ী সদা !
দেখিছ না আশে-পাশে অর্থের দুর্গতি ?
কর্ম্ম হ'তে অকর্ম্মের সে বেশী সহায় !
দান, ত্রাণ, সেবা—মুখ্য কর্ম্মের লক্ষণ ;
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি রাখি', নিখিলের
ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধন।

তখন কহিলা শম্ভু,—আসিলাম শুনি',
নদীয়ার কোষাধ্যক্ষ করি' আত্মসাৎ
সহস্র সুবর্ণমুদ্রা রাজকোষ হ'তে,
কারাগার ভুগিতেছে পক্ষকাল ধরি'।
নবাবের উচ্চতন কর্ম্মচারী এক
রাজকার্য্য-উপলক্ষে এসেছেন হেথা ;
শুনেছি, তাঁহার কাছে হবে এ বিচার।

উচিত কি নহে সেই বন্দীরে উদ্ধার ?
কহিলেন গোরা,—মুক্তি পাবে বিচারে সে
না হইলে দোষী! পক্ষ ল'য়ে অন্যায়ের,
দয়া কিম্বা মায়াবশে প্রশ্রয়ে যে দেয়
দোষীরে আশ্রয়, দণ্ড অমোঘ ন্যায়ের
পড়ে তার শিরে।—প্রভু, কহিলা মুকুন্দ,—
অল্পবুদ্ধি মানবের বিচার কি ঠিক ?
হোক্ অপরাধী, তবু প্রাণদণ্ড হ'তে
কর তারে ত্রাণ!—গোরা গলিলা এবার ;
কহিলা ভাবিয়া,—মোর কি সাধ্য, কে আমি,
বিপন্নে করিব রক্ষা, তিনি না রাখিলে ?
তবু কল্য রাজদ্বারে যাব ভিক্ষা লাগি'।

পরদিন প্রাতঃকালে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
বার দিয়া বসেছেন রাজপ্রতিনিধি।
শোভে নীল চন্দ্রাতপ ঢাকি' নীলাম্বর ;
কোমল গালিচা নীচে গিয়াছে মিশিয়া
শ্যামতৃণাসন সনে ; সসজ্জ প্রহরী
থামাইছে জনস্রোত, বহুযত্ন করি'
আর তার কুল্ কুল্ কল-কোলাহল।
সাজি' রত্ন-বিজড়িত বসনে উষ্ণীষে,
উপবিষ্ট বিচারক উচ্চ মঞ্চোপরি।

নিশ্চল গম্ভীর মূর্ত্তি জাগাইছে ভীতি
নিরীহ দর্শকদেরও! হেনকালে সেথা
অভিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ, প্রহরীবেষ্টিত,
কাতর নয়নে আর কম্পিত চরণে
দাঁড়াইল বন্দীবেশে বন্দি' বিচারকে।
পলকে সহস্র চক্ষু পড়িল সেদিকে,
আবার আসিল ফিরে বিচারক পানে!
উঠে গেল প্রাণে প্রাণে অজ্ঞাত-স্পন্দন!
পলকে উন্মুখ হ'ল সহস্র শ্রবণ!

ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করি' চাহি' বন্দী পানে
কহিলেন বিচারক,—বিশ্বাসঘাতক,
প্রমাণ হইবে, জেনো, অপরাধ তব;
নিজমুখে যদি সব না কর স্বীকার,
বহু অত্যাচার তবে হইবে সহিতে!—
শুষ্কমুখে কহে বন্দী,—আমি অপরাধী;
ধর্ম্ম-অবতার তুমি, দয়া মাগি তব!
বিষম অবজ্ঞাভরে অমনি ফিরিয়া,
অধর কুঞ্চিত করি', বাঁকাইয়া গ্রীবা
আরম্ভিলা বিচারক উচ্চ করি' স্বর,
চাহি' যেন কৌতুহলী জনতার পানে,—
নাহি মোর অধিকার দয়ায় মায়ায়;

প্রভুর বিশ্বাসে যেই করেছে আঘাত,
তার প্রাণদণ্ড বিনা নাহি অন্য বিধি।
—শুনিয়া, উদ্বেল-সভা হইল নিশ্চল!

হেনকালে ভিড় ঠেলি', লঙ্ঘি' প্রহরীরে
কি জানি কি মন্ত্রবলে চমৎকৃত করি'
ভীত ত্রস্ত জনতারে, দাঁড়াইলা গোরা
বিচারক পাশে আসি'! ধাইল প্রহরী।
—সে মোহন আস্য পানে চাহি' বিচারক
ত্যজিয়া বিচারাসন দাঁড়াইলা উঠি'।
তা দেখিয়া অর্দ্ধপথে থামিল প্রহরী।
জিজ্ঞাসিলা বিচারক,—কি চাহ, সন্ন্যাসী?
কহিলা সন্ন্যাসী,—ভিক্ষা তরে আসিয়াছি,
অপরাধী রাজভৃত্যে ভিক্ষা চাহি আমি।
চে'ও না অমন করে' বিরাগে-বিস্ময়ে;
শোন বিচারক, করে কে কার বিচার?
অতুল্য অমূল্য হেন মানব-জীবন,
সর্ব্বশক্তিমান যিনি, তাঁরও শ্রেষ্ঠ দান;
নহে বিচারের বধ্য ক্ষুদ্র মানবের!
ন্যায়ের ছলনা করি' চেও না হরিতে,
নারিবে যা দিতে! ভাল করে' বুঝে' দেখ,
ভাবো সেদিনের কথা, যবে উচ্চনীচ,

রাজাপ্রজা একসাথে মিলিবে সকলে
রাজরাজেশ্বর পাশে, অপরাধী সম!
ন্যায়-বিচারের মাত্র করিবে প্রার্থনা ?
চাহিবে না দয়া, ক্ষমা ? দয়াক্ষমাহীন
তোমার এ বিচারের হবে যে বিচার
পুনর্ব্বার সে চূড়ান্ত ধর্ম্মাধিকরণে!
—কি যেন 'মোহিনী' কণ্ঠে, আননে মহিমা!
—চাহিয়া রহিল স্তব্ধ যবন ক্ষণেক ;
কহিল গদ্‌গদ কণ্ঠে, কে তুমি শিক্ষক,
কি কথা শিখালে!—করে কে কার বিচার ?
বন্দী, মুক্ত তুমি! করে কে কার বিচার!
—উঠিল জনতা মাঝে 'জয় জয়' ধ্বনি।
কহিলা যবনশ্রেষ্ঠ গোরারে চাহিয়া,—
মহাত্মন্, ছাড়িব না আর ত তোমারে ;
কৃপা করে' যেতে হবে ভেটিতে নবাবে ;
হিন্দু প্রতি, বিশেষত সাধুসন্ন্যাসীতে
অতিমাত্র অনুরক্ত নবাবনাজিম।—
হাসি' উত্তরিলা গোরা,—রাজসন্দর্শনে
সন্ন্যাসীর কোন্ কাজ ? দোষ আছে তা'তে।
সুখে থাক, বন্ধু!—এত বলি' আলিঙ্গিলা।
সাধুস্পর্শে ক্ষণমুগ্ধ রহিল যবন!
সে সুযোগে হইলেন গোরা অন্তর্হিত।

বন্দী যবে এল ছুটি' পড়িবারে লুটি'
ভ্রাতার চরণ-প্রান্তে, দেখে, কেহ নাই !
সে কৃতজ্ঞ কোষাধ্যক্ষ জানিল অচিরে,
এ সন্ন্যাসী, গৌরচন্দ্র ! পরদিন গিয়ে
ভেট ল'য়ে 'হত্যা' দিল গোরার দুয়ারে।
বিশ্বাসঘাতীরে গোরা নাহি দিলা দেখা ;
তার হাতে লইলা ন কোন উপহার।

এরূপে, আর্ত্তের হিতে, দানের সেবায়
রত রহিলেন গোরা ভক্তবৃন্দ সনে।
এদিকে, গোরার নাম শতরূপ ধরি'
দূর হ'তে দূরান্তরে লাগিল ছড়া'তে।

পঞ্চম সর্গ

সংস্কারক

ভক্তি যার ভর·ভিত্তি ; প্রেম যার প্রাণ ;
বিশ্বাস, ঐশ্বর্য্য যার—ঘোষণা, অভয় ;
অশ্রু যাহে শুদ্ধিজল ; নামে মোক্ষ যাহে ;
সে সত্য কি রহে ছন্ন ; হয় অনাদৃত ?
সুগম, সাধনমার্গ ; আদর্শ, বিশদ ;
নব নব আনন্দের আবির্ভাব ধ্যানে ;
ধারণায়, শান্তিস্পর্শ ; কর্ম্মে ভরা ক্ষেম ;
জীবে দয়া ; বিশ্বে প্রেম ; পতিতে করুণা ;
যে তত্ত্বে নিহিত,—তা কি ব্যর্থ হইবার ?
ভিখারী নিখিল যাহে মহাপ্রস্থানের
সহজে স্বচ্ছন্দে লভে দুর্লভ পাথেয়,
—প্রভঞ্জনপ্রবাহিত অগ্নি-উল্কা সম
সে ধর্ম্ম ছড়ায়ে গেল দেখিতে দেখিতে !
সংসারের ঝঞ্ঝা-বজ্র তবু শির'পরে
লাগিল ডাকিতে নিত্য , দীপ্ত দাবানল
কর্ত্তব্যের গতিপথ দাঁড়া'ল আগুলি' ;
অজস্র করকাপাত উন্নত মস্তকে
লাগিল হইতে । নিত্য কত প্রলোভন,

আপদ বিপদ বাধা, দ্বেষ অত্যাচার
আসিল, আবার গেল। হরিনাম-মন্ত্রে
সঙ্কটে হইলা পার ; অটলনিষ্ঠায়,
আত্মপ্রত্যয়ের বলে, স্থিরপ্রতিজ্ঞায়,
হইলেন অগ্রসর গোরা দৃঢ়পদে,
এক ধ্রুবচিহ্ন ধরি', আলো অনুসারি'।

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় চলেছে কীর্ত্তন,
দিনরাত বহিতেছে ভাবের জোয়ার ;
এত ঢালে, প্রেম-পাত্র তবু না ফুরায় ;
আরও লও, আরও ঢালো,—এই শুধু বুলি !

গোরা লক্ষ্য করিতেন,—যুবা একজন
প্রতিদিন সসঙ্কোচে বহু দূরে বসি,
বহুক্ষণ একমনে শুনে সংকীর্ত্তন ;
ঝর্ ঝর্ ঝরে ধারা তার দুনয়নে !
চেয়ে থাকে অনিমেষে কভু তাঁরই পানে
ছল্ ছল্ আঁখি তুলি' ঢল্ ঢল্ মুখে !
ভাবিলেন গৌরচন্দ্র, তবে বুঝি এর
বলিবার আছে কোন কথা, কোন ব্যথা
আছে জুড়াবার !—তবে ত এ বন্ধু মোর !
একদিন একেবারে ছুটে' গিয়ে তারে

দিলা কোল !—শিষ্যবর্গ চাহে সবিস্ময়ে !
যুবা কহে,—সাধুস্পর্শে কণ্টকিত তনু,—
কৃপাময়, এত দয়া অধমের প্রতি ?
বলি তবে তব কাছে মোর ইতিহাস ;—
একদিন নামগান কৌতূহলভরে
আসিলাম শুনিবারে ; হইবে সংস্থান
ভাবিলাম কৌতুকের, শেষে দেখি, প্রাণ
কি যেন অপূর্ব্ব রসে ভিজিল তা শুনি' ;
জুড়াল হৃদয় ! গৃহ ত্যজি' সে অবধি,
ফিরি তব পাছে পাছে নেশায় তৃষায় ;
দেখি চেয়ে ওই তব মোহন মূরতি,
চকোর যেমন চেয়ে থাকে চন্দ্র পানে !
কিন্তু মোর কি শকতি, কি সাহসবলে
যাইব নিকটে আরও ;—হ'ব অধিকারী
হরিনামামৃত পানে সকলের সাথে !
আজ যদি অনুকম্পা করিয়াছ দীনে,
করিব না ছলনা তোমারে ; সত্য কহি,
আমি নহি যোগ্য তব অতুল দয়ার ;
ভাগ্যদোষে ম্লেচ্ছ আমি, জানাই চরণে।—
আলিঙ্গন দৃঢ় করি' কহিলেন গোরা,—
ত্যজ শঙ্কা, প্রিয়তম ; যবনে ব্রাহ্মণে
নাহি কোন ভেদ সেই প্রভুর চরণে।

মোরা ত দাসানুদাস ! সে কি কোন কথা,
প্রভু যারে কাছে টানে, ভৃত্য তারে ঠেলে ?
হরি ডাকিছেন তোমা বহুদিন ধরি' ;
তাই ত এসেছ, ভাই, ধরা দিতে এবে ;
আজ হ'তে নাম তব হ'ল হরিদাস !—
হরিদাসে কাছে কাছে রাখিতেন গোরা ;
সবে যারে অবহেলা, উপেক্ষায় হেরে,
তারই প্রতি গৌরচন্দ্র অধিক সদয় !

নদীয়ার কাজী শুনি' এ অপূর্ব্ব কথা,
হইলেন ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ !—প্রহরী পাঠায়ে
আনিলেন হরিদাসে ধর্ম্মাধিকরণে ;
করাইলা বেত্রাঘাত জল্লাদে ডাকায়ে
নিদারুণরূপে ; কহে—ওরে কুলাঙ্গার,
'ইস্‌লাম্' যে অবহেলে, এই শাস্তি তার !
কাফেরের নফরী ছাড়িয়া সেই ধর্ম্ম
নাহি নিস্ যদি, দিব তোরে প্রাণদণ্ড !—
কে আছ ?—কোরাণ আন, ডাক ত মোল্লারে :
—'কেরামৎ' ! 'কেরামৎ' !—কহে পার্শ্বদেরা ।
নির্দ্দয় প্রহার সহি' অম্লানবদনে
কহিলা রক্তাক্ত ভক্ত বিনয়ে নির্ভয়ে,—
যাক্ প্রাণ, হরিনাম ছাড়িব না কভু ।—

জ্বলিয়া উঠিলা কাজী ; হাঁকিলা,—জল্লাদ,
এই দণ্ডে এ কাফেরে লহ বধ্যভূমে ,
দেখি, ওরে হরি আজ রাখে কি প্রকারে !—
হেনকালে, ভক্তদল 'হরি ! হরি !' ডাকি'
পঙ্গপাল সম এসে পড়িল সেথায় ;
করিল না কারও প্রতি কোন অত্যাচার ;
কেবল শ্যেনের মত তুলে' ল'য়ে বেগে
বন্দীকৃত হরিদাসে, হরিধ্বনি করি'
চক্ষের নিমেষে পুন হ'ল অন্তর্হিত !
একমাত্র গৌরচন্দ্র প্রশান্ত, অটল,
হেরিছেন একদৃষ্টে উদ্ধত কাজীরে !
চাহি' সেই ধক্ ধক্ নয়নের পানে
ফেলিল নিমেষ দ্বেষী, যেন মন্ত্রবলে ;
অভিভূত, পরাভূত, অবনত হ'ল ;
শ্রীমুখের বাণী শুনি' বন্দী হ'ল প্রেমে !

গোরার প্রভাব দেখি' প্রাজ্ঞ শাক্ত এক
মাতিল বিদ্বেষে। গিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে
গৌরচন্দ্রে 'ভণ্ড' বলি' দিল লক্ষ গালি ;
অঞ্জলি রচিয়া, করি' সুরাপান-ভাণ
কহিল,—এ বিশ্বে সার কারণসলিল ;
আর সব ফক্কিকার ! কবিরা স্বপনে,

ক্ষ্যাপারা খেয়ালবশে গড়ে পরকাল ;
অস্তিত্ব তাহার করে নাই কেহ এসে
কভু সপ্রমাণ। শূন্য, শুধু শূন্যময়,
মিথ্যার আধার ! নিজে থাকুক্ আঁধারে ;
প্রহেলিকা-কুহেলিকা প্রসারিয়া যেন
আমাদের ধরণীর দীপ্ত দিনগুলি
না করে মলিন ! দিন ফুরাল, ফুরাল,
সুরা খাও, ভুলে' যাও চেতনা, বেদনা ;
রূপসীর তীব্রতর অধর-মদিরা
মিশাও তাহার সাথে !—প্রকৃতি-ভজনে,
পুরুষের পরমার্থ। র'বে না ত সুখ !
'কালী !' বলি' ইহকাল ভুঞ্জ ভাল করি'।
মোদের অতীত নাই, নাই ভবিষ্যৎ।
স্বাধীন-প্রবৃত্তি, জেনো, স্বভাবপ্রেরণা ;
তার নিবৃত্তির তরে, নিজহাতে গড়ি'
সাধন-ভজন, বৃথা কষ্ট পায় নর।
তা'ই সত্য, তা'ই সিদ্ধি, সুখ হয় যাতে ;
নৃমুণ্ডমালিনী নিজে তাই ত মাতাল !
এ দুনিয়া তাঁরই যে রে ঝোঁকের সৃজন ;
এ যে লক্ষ উন্মাদের উৎসব-আলয়,
নেচে খেলে হট্টগোলে জীবন যাপন !
মা মোদের যাদুকরী ; তাঁর খেয়ালের

শিশু মোরা ; কূলে উঠি একটী আবর্ত্তে,
পুন ডুবি মায়াগর্ভে ছায়াবাজীপ্রায় !—
গোরা রহিলেন চাহি' ; হেরেন যেরূপে
দুরন্ত পুত্রেরে মাতা, যবে বাজে ব্যথা
তার অত্যাচারে !—ধীরে ধীরে কহিলেন,-
এই তব শক্তি-ভক্তি ? লক্ষ্য যার শুধু
অবিদ্যার অন্ধকূপে জীবন যাপন
ঘৃণ্য সরীসৃপ সম ?—নাই পরকাল ?
—চাহ উর্দ্ধে. ও বিরাট্ নীলপুঞ্জ পানে,
রবিশশীতারকার অগম্য ভুবনে
কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের জ্যোতি !
দৃষ্টি যদি কিছু থাকে, স্পষ্ট করি' তাহা
দেখ আগে ; শেষে বল, নাই পরকাল !
প্রেরণারে ফুটাইতে চাই না সাধনা !—
'হঠাৎ-বড়র' দল, 'ভূঁইফোড়' যত
শিক্ষারে কটাক্ষ করে, দীনতা ঢাকিতে ;
স্বভাবেরে খর্ব্ব করি' গর্ব্ব করে তারই !—
দুর্লভ মানবজন্ম বিলাসে ব্যসনে
যথা-ইচ্ছা কাটাবার ? নাই তার কোন
এক-কেন্দ্রীভূত লক্ষ্য ?—মোক্ষ উচ্চতর ?
এতই সহজ মিথ্যা—এতই সুলভ ?
সব কথা ভাল করে' বুঝে' দেখ আগে,

শেষে বল, তা'ই সিদ্ধি, সুখ হয় যাতে !
উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির প্ররোচনাবশে
যে সুখ দুর্ম্মূল্য দিয়া করে নর ক্রয়,
ধর্ম্মধন বিনিময়ে, তাই কি রে সুখ ?
হৃদিকুঞ্জদগ্ধকারী উত্তাপে দহিয়া
ব্যগ্র পতঙ্গের মত, উগ্র যে সম্ভোগ ;
তা'ই কি সন্তোষ-শান্তি ? নহে, কভু নহে।
অসন্তোষ-অগ্নিহোত্র প্রজ্জ্বলিত রাখি'
জীবনতপস্যামাঝে, পূর্ণাহুতি দিয়া
সংসারে গরল যাহা, হয় উতরিতে
কণ্টকিত দীর্ঘপথ বাহি', বারম্বার
উদার দুঃখের দ্বারে অতিথি হইয়া,
সুখের অমৃতলোকে। ইন্দ্রিয়ের সুখ
অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞার শান্তিবারি লভি'
বিশুদ্ধ-আনন্দে যদি না হ'ত উন্নীত,
বিশ্বে কি বাঁচিত সুখ ?—সুখ চাও তুমি !
সুখ নহে তুচ্ছ ; সুখ বিশ্বের আরাধ্য।
তাই কহিতেছি, রাখ সুখের প্রসন্ন
সভয়ে সম্ভ্রমে।

মন ভিজিছে শাক্তের ;
বুঝিয়া তা গোরা পুন লাগিলা কহিতে,—

সেই ভাল, ভবিতব্য জানি না যে মোরা ;
কেমনে জানিব তাহা ? ভবিষ্য-গঠন,
আমাদেরই হাত ; তা না হ'লে, ভাগ্যদাস
মানবের কর্ম্মবাহু কবে ছিন্ন হ'ত !—
আড়াল সরিত যদি, মায়া-আদর্শের
গঠন-কঙ্কাল দেখি', দমিত না মন ? —
জাতিস্মর নহি মোরা বড় ভাগ্যবলে ;
তা না হ'লে, ভাল হ'তে মন্দ স্মৃতি বাছি',
তারই আলোচনা করি' পড়িতাম ভাঙ্গি'
জীবনের পথপ্রান্তে ! পূর্ব্বজনমের
বৈরিতার, মিত্রতার পুঞ্জীভূত ঋণ
পরজন্মে জনে জনে শোধিতে শোধিতে,
ভারগ্রস্ত বর্ত্তমান যেত না বহিয়া
নিদানের না করি' সংস্থান ?—কি বলিলে !
চিন্ময়ী মাতাল বুঝি সামান্য মদের ?
এই বুঝিয়াছ তত্ত্ব ? জননীর নামে
যে পুত্র রটায় হেন মিথ্যা অপবাদ,
মাতা তারে বুঝিবেন। আমি শুধু বলি,
দ্বেষ কেন, ভাই মোর ? আমি ত করি নি
কোন অপকার তব ?—ভেদবুদ্ধি মিছে !
অনাদি-অনন্ত এক প্রেম-উৎস হ'তে
নেমেছে সহস্রমুখে মিলনের ধারা ;

যেতেছে জুড়ায়ে বিশ্ব ! শৃঙ্খলার সুরে
মিশিবে কি বিদ্বেষের প্রলাপ-চীৎকার ?
বুঝে দেখ, এ বিদ্রোহ আপনারই সাথে !
জেনো স্থির, এ আঘাত লাগে নি আমারে ;
ভকতবৎসল যিনি, ভক্তদুঃখে আহা,
কাঁদে তাঁর প্রাণ !—সেই করুণানিধানে
দিয়েছ আঘাত আজি ! বলিতে বলিতে
ধরিল অপূর্ব্ব কান্তি স্বর্গীয় বিষাদে
প্রতিভাপ্রদীপ্ত সেই অনিন্দ্য আনন !
—দেখিয়া, শুনিয়া শাক্ত মজিল, হইল
সমুদিত সুমতির তাড়নে জর্জ্জর
মর্ম্মে মর্ম্মে আপনার ! তদবধি তার
এই হ'ল,—দ্বেষ গেল বৈষ্ণবের প্রতি ;
উন্মার্গে বিরাগ এল ; জাগিল জীবনে
প্রকৃত শাক্তের ভাব, ভক্তের স্বভাব ।

জগাই মাধাই দোঁহে নগরকোটাল,
গোঁয়ার, মূর্খের শেষ, লম্পট, মাতাল ;
দু'জনার অত্যাচারে তটস্থ নদীয়া !
ভ্রাতৃদ্বয় খড়্গহস্ত কীর্ত্তনের নামে ;
দেখিলে ভক্তের দল, শুনিলে কীর্ত্তন,
কটু বলি' যষ্টি তুলি' যায় তাড়াইয়া !

৯

একদিন চলেছেন সঙ্কীর্ত্তন করি'
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে ল'য়ে নিমাই নিতাই
জগাই-মাধাইদের গৃহপাশ দিয়া ;
অকস্মাৎ ভ্রাতৃদ্বয় বেগে বাহিরিয়া,
আগুলি' দাঁড়াল পথ, মুষ্টি উঠাইয়া !
একেবারে ছুটে' গিয়ে নিতাই অমনি
জগাইরে বক্ষে টানি' কহিলেন,—ভাই,
পাপে পরিত্রাণ কিসে, ভেবেছিস্ তা কি ?
প্রায়শ্চিত্ত কর্, পাপী, হরিনাম ধর্ !
আমি তোরে দিব ত্রাণ, দিব নব প্রাণ !—
হেন স্থির তারস্বর, সুতীক্ষ্ণ সরস,
শুনে নি পাপিষ্ঠ আগে ; দমিল জগাই,
বংশীরবে বশ যথা মানে অজগর !
হইল শরণাগত সাধুর চরণে।
মাধাই তা দেখি', লক্ষ্য করি' নিত্যানন্দে,
ভগ্ন-কলসীর কানা হানিল সবেগে ;
—ফাটিল ললাট ; নামিল রুধিরধারা !
ভক্তের লাঞ্ছনা দেখি' কাতর নিমাই,
জাগিছে প্রচণ্ড রোষ পাষণ্ডের প্রতি ;
হেনকালে মুগ্ধনেত্রে দেখিলেন চাহি',
মাধায়ের গলা ধরি' নাচিছে নিতাই,
মুখে শুধু 'হরিবোল !' বলিছে সঘনে ;

বহিছে রুধিরে মিশি’ অশ্রুর লহরী !
হেন অক্রোধীরে স্পর্শি’ তীব্র রিষ-বিষ
আরম্ভিল প্রতিক্রিয়া মাধায়ের প্রাণে ;
দ্বেষীর অন্তর চিরি’ বেগে বাহিরিল,
নয়নে তরল সুধা ; কণ্ঠে মধুনাম !
নিত্যানন্দে কোল দিয়া কহিলা নিমাই,—
পদধূলি দেহ মোরে, ওহে ক্ষমাবীর,
তব গুণে আজ দেখ, অনুতাপ-বলে
পুরাতন পাপীদ্বয় পাইল নিস্তার !

অবতার ! অবতার !—নবদ্বীপধামে ;
ভগবান অবতীর্ণ, শচীসুতরূপে !—
পড়ে’ গেছে এই রব দূর দূরান্তরে ।
দলে দলে কত লোক ল’য়ে রোগ শোক
‘হত্যা’ দিত দ্বারে আসি’ , কহিত,—ঠাকুর,
তুমিই সাক্ষাৎ হরি, অধমতারণ ;
কৃপা কর এই সব কাঙ্গালের প্রতি !—
যথোচিত সেবা করি’ রোগী-দুঃখীদলে
কহিতেন গোরা,—বন্ধুগণ, ভ্রান্তগণ,
আমি শুধু তাঁর এক তুচ্ছতম দাস ;
সে রাঙ্গা-চরণ শুধু দীনের শরণ !—
এ প্রবোধে অবোধেরা ক্ষান্ত নাহি হ’ত ;

বিদায়ের কালে, পড়ি' পদান্তে সহসা
অঙ্গুলি চুম্বিয়া, দিত পদধূলি শিরে।
শশব্যস্তে গোরা সবে করি' নিবারণ
উদ্দেশে তাদের পদে করিতা প্রণাম ;
বিনয়ের অবতার, অবতার-গোরা !

একদিন সুবিশ্বস্ত শিষ্য একজন
গোরার চরণে পড়ি' গদগদ ভাবে
'পূর্ণব্রহ্ম' বলি' তাঁর আরম্ভিল স্তুতি ;
চমকি' উঠিলা গোরা ! তীব্র তিরস্কারে
ব্যথি' তারে, কহিলেন,—অজ্ঞানের দল
যাহা বলে, ধৈর্য্য ধরি' হাসিয়া উড়াই ;
তোমার ত ক্ষমা নাই এই অপরাধে ;
ত্যাজ্য তুমি মোর !—সবে করিল মিনতি,
গোরা তার মুখ আর হেরিলা না কভু।

আর একদিন, এক শিষ্য কৌতূহলী
নিকটের কোন এক ধনীর ভবনে,
আশ্বিনের সপ্তমীতে ছদ্মবেশ ধরি'
গিয়াছিল দেখিবারে বলিদানঘটা।
হেনকালে প্রভঞ্জনবেগে গোরা আসি'
উপস্থিত সেথা ! ক্ষিপ্তবৎ ক্ষিপ্রকরে

উৎসৃষ্ট, যূপনিবদ্ধ বেপমান ছাগে
আসন্ন-অকাল-ধৃতমৃত্যু-পাশ হ'তে
মুক্ত করি', যূপকাষ্ঠে রাখি' নিজ শির,
কহিলা,—ঘাতক, বধ কর্ আগে মোরে!-
খাঁড়াতীর হাত হ'তে খড়্গ প'ল খসি';
বিপ্র ফেলি' দিল কোশী পূতোদক সনে;
থামিল বলির বাদ্য; জনতার মাঝে
উঠে' গেল গণ্ডগোল! নিমীলিত-আঁখি,
গলবস্ত্রে করযোড়ে, গৃহকর্ত্তা ছিলা
ভবানীর ধ্যানে মগ্ন; গোলযোগ শুনি'
জাগিয়া, উঠিলা তর্জ্জি'! তখন নিমাই
নির্দ্দয় ভাস্বর আস্য উত্তোলিয়া ধীরে
কহিলেন মেঘমন্দ্রে গৃহস্থে,—নিষ্ঠুর,
এ নিরীহ ছাগশিশু কি করেছে তব?
বলিতে পারে না কথা, ভাবিয়াছ তাই,
বক্ষে তার নাহি বাজে অস্ত্রের আঘাত!
অসহায় নিরুপায় জানি,' ভেবেছ কি,
ঘাতকের হিংস্র-হস্তে প্রাণদান ছাড়া
বিশ্বে ওর নাই মূল্য, নাই মুক্তি-গতি?
প্রতিমার মুখপানে দেখ দেখি চেয়ে,
কি বিষাদে ছেয়ে গেছে মূকমুখশশী!
দেবী কি রাক্ষসী?—তাই লইবেন তুলে'

ছিন্নমুণ্ড-উপহার, নিবেদন বলি' ?
সন্তানের রক্তে আজ করিবেন স্নান
দয়াময়ী বিশ্বমাতা ? ধিক্ !—তুমি ধনী ;
তুমি মানী ; নিজে উঠি' উদ্ধার' সকলে ;
দিও না চলিতে পাপ দেবতার নামে !
সুন্দর সুস্নাত দিনে ধৌত করি' মন
প্রণম' প্রসন্নমূর্ত্তি শরৎ-লক্ষ্মীরে।
মাথার উপরে নভ বিমল মেদুর
প্রীতহাস্যে উদ্ভাসিত ; নিম্নে বসুন্ধরা
শস্যে স্ফীত, রসে গন্ধে উচ্ছলিত, হের।
শুন কাণ পাতি ওই বিহঙ্গ-কাকলি
পাঠাইছে তাঁর দ্বারে শারদ-বন্দনা।
চরাচরে আজি শুধু সুধানিবেদন !
আনন্দের উদ্বোধন হোক্ ঘরে ঘরে !
আজিকার এই শুভ্র স্মিত দিবসেরে
ক'রো না বিষাদতিক্ত, রক্তকলঙ্কিত।—
চাহিয়া রহিলা ধনী জড়মূর্ত্তি যেন !
দুষ্কৃতি খণ্ডিল তাঁর—সংশয় ভঞ্জিল,
বৈরাগ্য জাগিল ধীরে, অবনতশিরে
গোরার চরণে নিলা শরণ তখনই !
সদ্য অনুতপ্তে গোরা ধরিলেন বুকে ;
যত্নে প্রবোধিয়া তাঁরে নাম-স্পর্শমণি

ছোঁয়াইলা লৌহ-প্রাণে ; দিলেন আশ্রয়
হিংসাদ্বেষবিরহিত সৌম্যধর্ম্মছায়ে !
এতক্ষণ সেই শিষ্য হতবুদ্ধি হ'য়ে
দেখিতেছিল এ দৃশ্য ; শেষে পারিল না
বিশ্বাসঘাতক সম আপনারে আর
রাখিবারে লুকাইয়া ; ত্রস্তে বাহিরিয়া
গোরার চরণে পড়ি' করিল প্রকাশ
অকপটে সব কথা ! করিলা গ্রহণ
ব্রতভ্রষ্টে গোরা দীর্ঘপরীক্ষার পরে।

নবীন-বয়সে হেন তপস্যার ক্লেশ
সহিছেন গৌরচন্দ্র,—ভক্তগণে তাহা
বিঁধিতেছে শেলসম। শ্রদ্ধায় যতনে
গুরু লাগি' শিষ্যগণ গোপনে যোগায়
আরামের শত ক্ষুদ্র মিষ্ট উপচার,
এড়া'তে পারে না কিছু গোরার নয়নে ;
কথনও গোপনে, কভু সবার সাক্ষাতে
বিলাইয়া দেন তাহা অনাথ-আতুরে ;
কভু রুষ্ট হ'য়ে সবে করেন ভর্ৎসনা
এই সব সেবাযত্ন-আড়ম্বর দেখি' ;
কখনও বলেন হাসি' পরিহাসবশে,—
তোমরা কি মোরে শেষে বানা'বে নবাব

বুঝিয়া, থামিল সবে। সংসারে মিশিয়া,
ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যে রহিলা অটল!

মহা প্রচারের তরে হইলা ব্যাকুল
গৌরচন্দ্র; নবদ্বীপে নাহি বসে মন!
দীনের ক্রন্দনধ্বনি দিকে দিকে যেন
হতেছে ধ্বনিত সদা! প্রেরিলা নিতায়ে
গৌড়ের বিজয়ে; দিয়ে হরিনামাঙ্কিত
ধ্বজা তাঁর হাতে, কহিলেন,—হে নিতাই,
প্রেমে বন্দী করে' আন পলাতক সবে!—
অদ্বৈতাদি কৃতী শিষ্যে সৈনাপত্যে বরি'
পাঠাইলা দিগ্বিদিকে ধর্ম্ম-অভিযান!
সপার্শ্বদ, গেলা নিজে নীলাচলমুখে;
যাত্রাকালে, দামোদরে নিভৃতে লইয়া
কহিলেন,—নবদ্বীপে থাক তুমি ভাই,
মোর মাতা বনিতারে দেখে, কেহ নাই!
তোমা ছাড়া হেন ভার কে লইতে পারে!—
হরিষে-বিষাদে ভক্ত গরবে-বিনয়ে
তুলি' নিলা গুরুভার অবনতশিরে।

দামোদর ক্ষুণ্নমনে ফিরি' সেইক্ষণে,
জননীরে জানাইলা পুত্রের মানস।

প্রতিবেশী একজন ছিলা বসি' কাছে,
কহিলা আশ্বাসভরে,—তবে চিন্তা নাই,
মায়া-দয়া একেবারে ছাড়ে নি গোরারে!
গৃহিণী গো, উদাসীন পুত্রে পাবে ফিরে।—
ক্ষিপ্তবৎ দৃষ্টি হানি' অকস্মাৎ শচী,
যাতনায় হস্তে হস্ত করি' নিষ্পেষণ
উঠিলা প্রলাপ বকি',—বঞ্চকের দল,
অবশেষে, মোরে সবে করিবে পাগল!
করিতেছ পরিহাস অসহায়া পেয়ে?
করিয়াছে ষড়যন্ত্র সমস্ত নদীয়া,
এদেশে তিষ্ঠিতে আর দিবে না আমারে!
চাহি না কা'কেও আমি; দূর হ' সকলে!—
অশ্রু মুছি' দামোদর আসিলা বাহিরে।
বিষ্ণুপ্রিয়া অভ্যাগত পতিবন্ধু তরে
বাসের ব্যবস্থা মৌনে লাগিলা করিতে।

এদিকে, পথের যত নিদারুণ ক্লেশ
অক্লেশে অগ্রাহ্য করি' আইলেন গোরা
প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরে।—দেখা দিল দূরে
ভুবনমোহন দৃশ্য, মন্দিরের মেলা;
দেবভক্তি, পুরাকীর্ত্তি করায়ে স্মরণ,
ডাকিছে পথিকে মৌনে বিচিত্র ইঙ্গিতে!

স্থাপিত 'ভুবনেশ্বর' সর্ব্বোচ্চ মণ্ডপে,
গঠন-সৌষ্ঠব যার সবার উপর ;
তাহারে ঘিরিয়া, ঘন-বনাকারে ঘেরা
নিভৃত প্রদেশে, ছোট-বড় অভিরাম
দেবগৃহসারি ; যেন তপোবন মাঝে
অবস্থিত, অবহিত গুরুরে বেড়িয়া
ধ্যানস্থ শিষ্যেরা !—তক্ তক্ করিতেছে
মনোহর বিন্দুসরোবর, বক্ষে ধরি'
চারু কারুচিত্রলেখা মন্দির একটি ;
কাঁপিছে তাহার ছায়া স্বচ্ছ জলতলে ;
সলিলবিহারশ্রান্ত বলাকার ঝাঁক
বসিয়াছে থাকে থাকে সে দেউল ছেয়ে ;
কেহ স্থির, রত কেহ গাত্রকণ্ডূয়নে ;
তাহাদেরও বহুরূপী প্রতিবিম্ব পড়ি'
নাচিছে হিল্লোলে ধীরে তালে তালে তালে
শুভ্রতোয়া সরসীরে শুভ্রতর করি' ;
খেলিছে মরালযূথ, ভাসিছে সারস।
হরষে ভাসিলা গোরা হেরিয়া সে সব ;
ভুলিয়া যাত্রীর ভিড় পবিত্র আশ্রমে
রহিল সে ভোলা প্রাণ ভাবে ভোর হ'য়ে !
উত্তরি' পুরুষোত্তমে' রথযাত্রাদিনে,
নামসংকীর্ত্তন করি' করিলা স্তম্ভিত

জল-সমুদ্রের পারে কলকল্লোলিত,
সে জন-সমুদ্র !—সবে ঠাকুর ভুলিয়া
নামগানে মত্ত হ'ল, বিকাইল প্রাণ !
আপনি প্রতাপরুদ্র, পুরী-অধিপতি,
মূর্ত্তিমান পুরুষত্ব প্রতাপে প্রভাবে,
দেশবৈরী-বিতাড়ক, গুণী, সহৃদয়,
উগ্র কর্ম্মনেশা হ'তে জাগি' একদিন,
মাতিলেন সঙ্কীর্ত্তনে ! ভেটিলা গোরারে
বহুমূল্য ভেট ল'য়ে। গৌরচন্দ্র হাসি',
বিলা'য়ে দিলেন সব কাঙ্গালীর দলে ;
হইলেন অপ্রসন্ন প্রতাপের প্রতি।
বিনয়ে দাঁড়া'ল ভূপ ক্ষমাভিক্ষা মাগি'।
দীন-ভাব এল যবে রাজার অন্তরে,
করিলেন ভাবধর্ম্মে দীক্ষিত তাঁহারে।
গদগদ-প্রাণ নৃপ, সরে না বচন,
বিনামূলে বিকাইলা গোরার চরণে।
সমগ্র উৎকলে এল প্রেমের প্লাবন !

গেলা শেষে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে।
রহি' সেথা, কাশীবাসী বহু অজ্ঞানের,
দুষ্ট বিদ্বেষীর আর ধৃষ্ট নাস্তিকের,
অতিকায় ভীমস্কন্ধ বন্যবৃক্ষ-হেন

বিতণ্ডাসর্ব্বস্ব দম্ভী জ্ঞানশৌণ্ডদের
ফুটায়ে নয়ন ; বহু ভক্ত-চাতকের
মিটায়ে পিপাসা ; বহি' বিনম্র-বিজয়
হইলেন অগ্রসর প্রয়াগের পথে।

গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে শোভিছে প্রয়াগ,
দেবহীন তীর্থরাজ !—আপন গৌরবে
চিরদিন আকর্ষিছে অনুরক্তদলে !
তখন মকরযাত্রা, শুভ পুণ্যযোগ ;
মিলেছে প্রকাণ্ড মেলা যমুনার তীরে ;
নীরে ভাসে তরীশ্রেণী উড়ায়ে নিশান ;
যেথা হরি-হর সম, নীলে মিশি' শ্বেত,
যুগল সলিলী-আত্মা গলাগলি ধরি'
(অন্তর্নীরা সরস্বতী বহিছে মিশিয়া
ভক্তের বিশ্বাস-তট অভিষিক্ত করি' !)
চলেছে কাকলি করি'.—তরী আরোহিয়া
যাইতেছে যাত্রীসঙ্ঘ সে সঙ্গম-স্নানে।
ফুলে ফুলে ঢাকা জল ;—মনে হয়, পাতা
সুবিস্তীর্ণ ভাসমান পুষ্প-আস্তরণ !
তার সাথে মিশা নভ-প্রতিবিম্ব ; না, ও
অভ্র-আস্তরণ ? কোথা, পুষ্পাচ্ছাদ ঠেলি'
দীপক নাভের খণ্ড উঠে হাসি' ভাসি' ;

বক্ষে ধরি' ঝক্‌মক্ রজত-তপন
নাচে রে তরল নীলে অচপল নীল !
এদিকে অঘাটে, ঘাটে আসিছে, যাইছে
কত যে স্নানার্থী, তার নাহি লেখা-জোখা !
আবক্ষ নিমজ্জি' নীরে কেহ মগ্ন ধ্যানে ;
কেহ ভাগীরথী-স্তব পড়ে তারস্বরে ;
'ববম্ ববম্ বম্' গালবাদ্য করি'
কেহ আরাধিছে হরে। চলিছে সবেগে
তীরে তীরে যাত্রীদের দানধ্যান-ঘটা ;
কোথাও সন্ন্যাসী সব বসি' ভস্ম মাখি' ;
কোথা' ঊর্দ্ধবাহু কেহ, আছে দাঁড়াইয়া ;
কোথা দণ্ডী, প্রতি অগ্র-গমনের বেলা,
দণ্ডবৎ পড়ি' ভূমে যত্নে চুমি' ধূলি
করিয়াছে দীর্ঘযাত্রা ভূমি মাপি' মাপি' ;
কোথা অন্ধ-আতুরেরা ভিক্ষা মাগিতেছে
করুণ কাহিনী কহি'। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
বসেছে বিপণীশ্রেণী ; ক্রেতার কাতার
হাসিছে, ঘুরিছে সুখে কোলাহল করি'।
'আতসে'-'ফানুসে'-চিত্রে ছেয়ে গেছে মেলা
সঙ্-রঙ্-তামাসার চলিতেছে ধূম ;
নাচিছে নর্ত্তকী ; কোথা গাইছে গায়ক ;
কোথাও বা যাদুকর ভেল্কী দেখাইছে ;

কোথা বা দৈবজ্ঞে ঘিরি' কৌতূহলীদল
গণাইছে ভাগ্যফল ; ছুলিতেছে কেহ
হিন্দোলায়, দোলাইছে কেহ ; দেখিতেছে
কেহ ; কদাচিৎ কেহ বা পড়িছে ছুটি'
দোলা হ'তে—দর্শকের হাস্য জাগাইয়া !
ধাইছে বৃষভ-রথ পট্টবস্ত্রে সাজি',
ঘন ঘণ্টাধ্বনি করি সন্ত্রস্ত দর্শকে
আপনার আগমন ঘোষিয়া গরবে !

নগরের আড়ম্বর, কোলাহল ছাড়ি'
ওপারে ঝুঁসির মঠে উতরিলা গোরা।
পাহাড়ের গা'য়, সারি সারি হেরিলেন;
যতিদের গুহাগৃহ রয়েছে খোদিত ;
মহতের সহবাসে মহৎ-অন্তর,
আশ্রমের দ্বারপাল বিটপীসংহতি
কেহ ফলে, কেহ ফুলে, কেহ বা পল্লবে
সেবা-অর্ঘ্য বিরচিয়া, নীরবে নির্জ্জনে,
দীর্ঘছায়া বাড়াইয়া, নতনম্রশিরে
করিছে সাদরে তাঁরে দ্বারে সম্ভাষণ !
সাধুসঙ্গ লভি' আরও পুলকিত মন,
সদালাপে হইলেন গোরা মাতোয়ারা।
কথাচ্ছলে ভাবধর্ম্ম করিলা ব্যাখ্যান ;

সুলগ্নে সে কথামৃত সবার পরাণে
মৃতসঞ্জীবনী সম করিল প্রবেশ।
বহু সন্ন্যাসীর চক্ষু খুলে' গেল তাহে ;
—উষর ধূসর ক্ষেত্র সহসা ভরিল
সুন্দর সরস স্নিগ্ধ হরিতে হিরণে !
তার পর সেই সব সজ্জনেরে ল'য়ে
ঘরে ঘরে অকাতরে ফিরিলা প্রচারি'
স্বর্গবার্ত্তা ! জুড়াইল শত শত প্রাণ !
কাঁদায়ে প্রয়াগীগণে ছাড়িলা প্রয়াগ।

ব্রজপানে ফুল্লপ্রাণে করিলা প্রয়াণ
গোকুলের নামে গোরা উন্মত্ত, আকুল !
—সেই আদি সনাতন লীলা-নিকেতন ;
প্রেমের জাগ্রত তীর্থ স্বর্গের, মর্ত্ত্যের ;
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রিয় কবি যার ;
অক্রূর, উদ্ধব আদি ভাবুক যাহার ;
'মাধুর্য্য রসের সার !'—ভাব যেখানের ;
সেইখানে চলেছেন,—ভেবে আত্মহারা ;
পুলকসঞ্চার দেহে ! সে চির-ঈপ্সিত
ব্রজপুরে উতরিলা, গদগদ প্রাণ !

মথুরানগরে, পশি' মাধবমন্দিরে
হেরিলেন সান্ধ্যারতি,—শুনিলা ভজন,

মিশিছে মৃদঙ্গনাদে মন্দিরানিক্বণে ;
ঘুরাইয়া পঞ্চদীপ নাচিছে পূজারী
তালে তালে ; নামাবলী ধবল উষ্ণীষ
খসিতেছে ; দোলে গলে তুলসীর মালা !
বালবৃদ্ধযুবানারী দল বাঁধি' বাঁধি'
পাদপদ্মে অর্ঘ্য দিয়া, করি' প্রদক্ষিণ
শ্রীমন্দির, ফিরে ঘরে ; কেহ করিতেছে
ভক্তপদধূলিলিপ্ত মন্দির মার্জ্জনা।
গা জাগা'য়ে তীর পানে, যমুনার নীরে
সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে তুলিয়া বুদ্বুদ
নিশ্চিন্ত আবিষ্ট হৃষ্ট মৎস্য কূর্ম্মসারি ;
জানাইছে ভক্তি যেন আরতিবন্দনে !
পর মাসে, দোলযাত্রা হেরিলেন গোরা ;
বিচিত্র 'শিঙ্গারে' শোভে বিগ্রহ সুন্দর,
মন্দির সেজেছে কিবা, কুসুমে পল্লবে !
ব্রজবাসী নরনারী উৎসবে মাতাল !
হেরিলা,—কঙ্কালসার অনুষ্ঠান'পরে
ধর্ম্মের মুখোস্ ! পুণ্য উৎসবের মাঝে
লালসার বিলাসের আবিল প্রবাহ !
ভণ্ড ভ্রষ্ট বৈষ্ণবের ভাবুকতা-ভাণ !
কাঁদিলা অন্তরে ; বহুজনে ফিরাইলা
বিনাশের মুখ হ'তে বিশ্বাসের বুকে।

প্রিয়ধাম বৃন্দাবনে হেরিলেন আসি',
বহিছে কালিন্দী সেই কুলু কুলু গাহি' ;
মুঞ্জরিছে নীপকুঞ্জ ; ডাকিছে কোকিলা
নিধুবনে !—শুনিলেন লুব্ধকর্ণে গোরা
ব্রজের বালকদল গাহিছে মধুরে,—
'রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন ;
মধুর্-মধুর্ বংশী বাজে এই ত বৃন্দাবন !'
—সত্য সত্য, কাণে যেন এল বংশীধ্বনি ;
ব্রজরাখালের সেই হাস্যকলরব ;
বনমালিকার ঘ্রাণ এল সাথে বহি' !
—সাধ্বসে রভসে হৃষ্ট তনুমনপ্রাণ,
নাচিতে লাগিলা গোরা উন্মত্তের মত,
ঊর্দ্ধমুখে বাহু তুলি', ঘুরি' ঘুরি' ঘুরি' ।
শঙ্কাকুল শিষ্যকুল সে নৃত্য দেখিয়া,
ভাবিছেন, প্রাণপাখী এ মহা উচ্ছ্বাসে
এখনই বা ভূমানন্দে অনন্তে পলায় !
থামিল নর্ত্তন যবে,—শ্রী-অঙ্গ অবশ,
পড়িলা মূর্চ্ছিত হ'য়ে ভক্তবাহুপাশে ।
বহুক্ষণে এল সংজ্ঞা ; যুড়িলা কীর্ত্তন
ভক্তগণ ; যোগ দিলা গোরা নামগানে ;
উন্মার্গ শ্রীধামবাসী ধেয়ে এল শুনি',
সমস্ত মথুরা ভাঙ্গি' আসিল সে হাটে !

বিকায় মধুর রস আনন্দবাজারে,
দলে দলে ক্রেতা আসি লুটে বিনামূলে !
অক্ষয়-ভাণ্ডার হ'তে সুধা উড়িতেছে,
অনাহূত, রবাহূত ফিরিছে না কেহ !
কিছুদিন যাপি' গোরা মধু বৃন্দাবনে,
দাক্ষিণাত্য-অভিমুখে ফিরাইলা গতি ।

দেশ হ'তে দেশান্তরে লাগিলা ফিরিতে ।
মঙ্গল-ভর্ৎসনাভরা, সাবধান-করা
প্রচারিয়া জাগরণী বিধাতৃপ্রেরিত,
ক্ষিপ্তধূর্জ্জটির মত ভাবের তাণ্ডবে
প্রমত্ত প্রচণ্ড হ'য়ে হরিনামে সাধা
যুগান্তর-বিজ্ঞাপক বিষাণ বাজায়ে,
গৈরিকনিঃস্রব সম জ্বলন্ত তরল
উদগ্র উৎসাহধারা ছড়ায়ে ছিটায়ে,
কর্ম্মযোগী গৌরচন্দ্র যেথা যেথা গেলা
যাহাদের সহবাসে বারেকের তরে,
আগুন জ্বলিল সেথা—তরঙ্গ উঠিল,
উঠিল সভয়ে সবে উচ্চতর স্তরে !

ষষ্ঠ সর্গ।

সিদ্ধ

ভ্রমিতে লাগিলা গোরা অতৃপ্তহৃদয়ে
পরমার্থ বিলাইয়া ;—কবি যথা ফিরে,
কভু দিব্যভাবাবেশে আপনাবিস্মৃত,
কভু মহাঘোষকের মহাব্রত স্মরি'
প্রচারি' অপূর্ব্ব সত্য, তত্ত্ব অভিনব
ভক্ত শ্রোতৃবর্গমাঝে !

বারাঙ্গনা হ'তে
বীরাচারী কাপালিক ; ক্রূর কদাচারী
অঘোরপন্থীরা আর বন্য বর্ব্বরেরা ;
ভগবানে উদাসীন, সভ্যতাভিমানী,
কঠোর বিবেকবাদী বৌদ্ধভিক্ষুদল ;
শঙ্করের মায়াবাদী শিষ্যেরা অবধি,—
গোরার কৃপায় পেল ত্রাণ। ঘৃণা ত্যজি'
ছোট-বড় অসাফল্যে না করি' দৃক্‌পাত,
সঙ্কটসঙ্কুল বর্ত্মে করি' বিচরণ,
দস্যু-তস্করের হাতে, হিংস্রজন্তুমুখে
জীবন বিপন্ন করি' বার বার, সেই
করুণা-পাগল সংসারের অভিশপ্ত

ত্যাজ্যগণে, আর তার প্রসাদপোষিত
পূজ্যজনে মোহকূপ হ'তে কেশে ধরি'
তুলিতে লাগিলা টানি'। কুড়া'তে কুড়া'তে
বহুল উপলরাশি পায় যথা কেহ
একটি অমূল্যনিধি,—পাইলা তেমতি
রায় রামানন্দে গোরা ; বাছি' নিলা তারে !
রামানন্দ ধন, মান, পরিজন ছাড়ি'
গোরার প্রণয়ে পড়ি' হইলা ভিখারী।

আরোহিলা রামগিরি একদিন গোরা
শিষ্য রামানন্দে ল'য়ে। নিম্নে প্রবাহিতা
'পয়স্বিনী' স্রোতস্বিনী,—মনে হ'ল, যেন
আনীল বসনখণ্ড রহিয়াছে পাতা !
তখনও উঠে নি রবি ; পূর্ব্বদিগ্বধূর
লজ্জায় রক্তিমগণ্ড পড়িতেছে ফাটি'
পূর্ব্বরাগে শুধু ! বায়ু বহিছে শীতল,
ঝর্ঝর-ঝঙ্কার তুলি' ঝরিছে নির্ঝর ;
শৈল-পক্ষী কলকণ্ঠে করিছে কাকলি ;
সানুদেশে কুসুমিত কর্ণিকারমালা।
মেলিয়া পলাশনিভ অলস নয়ন
অরুণ আসিল উঠে' ; শৃঙ্গে শৃঙ্গে, ক্রমে,
গুপ্ত হীরকের স্তর লাগিল জ্বলিতে

বাহিরিল হেথা হোথা হরিণ হরিণী
শাবকের সনে,—ময়ূর ময়ূরী তুলি'
কেকাকলরব। হেরি' নিসর্গের শোভা,
জাগিল অতীত স্মৃতি,—নির্ব্বাসিত রাম
করেছিলা এইখানে প্রথম প্রবাস!
—মনে এল, সেদিনের লীলাস্মৃতি যত ;
গোরার ভাবুক-প্রাণ হ'ল মুখরিত!
চিত্রকূটে সম্বোধিয়া আরম্ভিলা স্তুতি,—
ধন্য, ধন্য, গিরিবর! কতকাল ধরি'
কি ধ্যানে দাঁড়ায়ে আছ উচ্চ করি' শির?
আসিতেছে যুগে যুগে বিশ্বরঙ্গভূমে
আবর্ত্ত বিবর্ত্ত কত বিগ্রহ বিপ্লব ;
তুমি বসি' চিরদিন শান্তির নেপথ্যে!
তপোধন, তোমার সে নিশ্চল সমাধি
ভাঙ্গাইনু বুঝি মোরা ছার কৌতূহলে!
কিন্তু তুমি মহাভাগ ; না করি' ভ্রূক্ষেপ
ক্ষুদ্রের সে অত্যাচারে, প্রসন্ন হৃদয়ে
উদাসীন অভ্যাগতে ডাকিলে বিরলে!—
যেথা চির-নিরাশ্রয় শ্বাপদনিকরে
পালিতেছ, লতাগুল্মে বিটপীতে দিয়া
খাদ্য, ছায়া; প্রস্রবণে স্বাদুবারি; গুহ্য
গুহায় আরাম-বাস, রম্য নিরাপদ;

—সেই 'সদাব্রত'-দ্বারে ! কে বলে তোমারে
শুধুই পাষাণ ? তুমি বিকট বন্ধুর
উলঙ্গ শিশুর মত, সমাজ-প্রথার
সূক্ষ্ম শ্লীল আবরণ-আভরণহীন।
ক্ষত যেথা, সেথাই ত প্রলেপ-আস্তর !
স্বভাব-সাধুরা ধরি' অন্তরে অমিয়,
তাই নারিকেলসম বাহিরে নীরস !
রুক্ষ আচ্ছাদন এ কি অক্ষয়-কবচ,
রক্ষিতে অন্তর-সুধা বহির্দ্বন্দ্ব মাঝে ?
হে মহর্ষি নিসর্গের, সার সান্দ্রীভূত
মর্ত্ত্যের উত্থিত আত্মা, শিখাও অধমে
কঠিন অটল তব যোগের নিয়ম ;
ওই অভ্রভেদী তৃষা উঠাও এ হৃদে ;
ওই ত্যাগ, ও তিতিক্ষা দাও সঞ্চারিয়া !
—এত বলি' করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখী হ'য়ে
বহুক্ষণ রহিলেন গোরা আত্মহারা।
প্রিয় রামানন্দে ল'য়ে পক্ষকাল ধরি'
বসি' স্বভাবের শিশু স্বভাবের কোলে,
পরমার্থ আলোচনে রহিলা বিভোর।
শেষে, সে দেশের কাছে লইয়া বিদায়
গেলা দেশান্তরে। এইরূপে বহুদিন
ছুটি' ক্ষিপ্র কর্ম্মরথে, বিশ্রাম না জানি',

সহি' বহিঃপ্রকৃতির শত উপদ্রব,
অনশনে অনিদ্রায় সাধন-ভজনে
দিন দিন গৌরচন্দ্র ম্লান, পরিক্ষীণ !

একদিন এল এক পঙ্গু কুষ্ঠরোগী ;
কোল দিতে উঠিলেন গোরা যবে তারে,
শিষ্য এক রোধি' পথ, কহে করযোড়ে,—
যাঁদের বাঁচনে বাঁচে সহস্রের প্রাণ,
লক্ষ লক্ষ জীবনের আদর্শ যাঁহারা,
দূরব্যাপ্ত ভবিষ্যের যাঁরা শিক্ষাগুরু,
তাঁদের জীবনে হেলা,—বিশ্বেরে বঞ্চনা !—
নিবারি' শিষ্যেরে গোরা করিলা উত্তর,—
যাহাদের দয়া-মায়া পাত্রাপাত্র খুঁজি'
সতর্ক সশঙ্ক হ'য়ে বিতর্ক-বিচারে
সতত দোদুল্যমান,—তাহাদের কাছে
নিখিল চায় না কিছু, নাহি পায় কিছু।
সিদ্ধির দুর্গম মার্গ—নহে রাজপথ !
শেষে, সেই রোগতপ্ত রোগীর পরাণে
সেবায় আনিলা শান্তি,—স্বস্তি, সান্ত্বনায়।
আর দিন, দুই দিন রহিয়া সংযমে,
পারণে বসিবা যবে উপবাসী গোরা,
এল অনশনক্লিষ্টা ভিখারিণী এক

রুগ্ন শীর্ণ পুত্রে ল'য়ে মাগিল আহার।
গোরা সেইক্ষণে উঠি নিজ অন্ন দিয়া
তুষিলেন ক্ষুধাতুরে তৃপ্তি সহকারে!
কিন্তু, তার ফলে, নিজে সঞ্চয়-অভাবে
রহিলেন অনাহারী আরও একদিন।
শিষ্যেরা এ সব দেখি' হইলা চিন্তিত;
বুঝাইলা বিধিমতে রহিতে গোরারে
সাবধান। শুনি' গোরা হাসিলেন মৃদু,
উত্তরিলা রঙ্গভরে,—সাবধান? হাঁ, হাঁ,
আছি সাবধান! আছি সজাগচকিত
প্রতিক্ষণে সে বিরাট নীরবতা লাগি'।
যাত্রার তরণী ঘাটে রেখেছি প্রস্তুত;
একটী অশ্রুতপূর্ব্ব বিশদ আহ্বান
রহিয়াছি প্রতীক্ষিয়া উন্মুখ শ্রবণে।
—চেও না অমন করে' বিস্ময়ে সংশয়ে,
মৃত্যু নহে ভয়ঙ্কর; মৃত্যু মনোহর।
উহারই অদৃশ্য এক তর্জ্জনীসঙ্কেতে
ঘননীল যবনিকা হবে অপসৃত;
জীবন-নেপথ্য হ'তে হইবে বাহির
রহস্যের দলবল অভিনেতৃবেশে!
যত গত-জনমের লুপ্ত ইতিহাস
জীবাত্মার, ভাস্ত হবে উহারই আলোকে।

মৃত্যু নহে বিভীষিকা ; মৃত্যু আশাময়।
অমর আত্মার মুখ্য শোধন-আগার
তারই অধিকারে। নিজ হাতে সে সেথায়
দেহ সনে তার শেষ-প্রবৃত্তি-স্ফুলিঙ্গ
নিঃশেষে নির্ব্বাণ করি’ শান্তি স্নিগ্ধনীরে
মুক্তিস্নান করাইয়া, নিয়ে যায় তারে
নব ঐশ্বর্য্যের দ্বারে বীজমন্ত্র জপি’।
কিসের ভাবনা তবে, কিসের শোচনা ?
নূতনজীবনধারা আসে যবে বহি’,
তখনই ত পুরাতন ছাড়ে তারে পথ !
বিকারবেদনাতিক্ত সুদীর্ঘ অস্তিত্বে
হ’ত যে অরুচি,—যদি না থাকিত, সেই
বোঝা রাখি’, লোকান্তরে বিশ্রামের বিধি !—
বাধা দিয়া সবিনয়ে সুধাইলা রূপ,—
কি তাৎপর্য্য বর্ত্তমানে হেন প্রসঙ্গের ?—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—ব্যাখ্যা নিদানের
নহে অসার্থক ; আছে শেষ সকলেরই !
ছেদ ভাল শ্রান্তিজীর্ণ অবিচ্ছেদ চেয়ে।
বৈচিত্র্যের অভিলাষী বিশ্ব কৌতূহলী।
জীবনে যৌবন যদি না হ’ত বিকাশ,
সোণার শৈশব হ’ত শুধু বিড়ম্বনা !
সেই দৃপ্ত যৌবনের উষ্মা শীতলিতে,

চাই হিমহস্তস্পর্শ—শাসন-ইঙ্গিত !
তাই আধি-ব্যাধি তারে বার বার ধরে।
সব শেষে দেখা দেয় শুক্লকেশ জরা,
পক্কহস্তে ল'য়ে পূর্ণশোধনের ভার
পরিশুদ্ধ, প্রকৃতিস্থ করে প্রকৃতিরে।

কহিতে লাগিলা গোরা আবেগে উল্লাসে,—
দ্বিতীয় শৈশব জরা,—নহে অতিবাদ।
জন্মক্ষণে জরা সম অসাড় শরীরে
সবল চেতন আত্মা ল'য়ে মর্ত্ত্যে আসি।
স্বর্গের সংস্কার বুঝি জাগে ছায়া-ছায়া,
সদ্য-কায়াগ্রস্ত মুক্ত-আত্মার স্মৃতিতে,
আধ ঘুম-জাগরণে স্বপ্নাবেশ সম !
দেখে' শুনে' ওপারের তরঙ্গ-উৎসব.
শুয়ে মাতৃধাত্রীক্রোড়ে, তাই কাঁদি হাসি।
শিক্ষায় স্বভাব শেষে পড়ে' যায় ঢাকা ;
অহোরাত্র সুরক্ষিত সূতিকাগৃহের
পূত দীপালোক যথা দিবালোক মাঝে !
তাই আদি সনাতন সার সত্যগুলি
প্রহেলিকা সম লাগে। জ্যোৎস্না যথা জাগে
গৃহে দীপ নিভে গেলে,—সংহত-উত্তাপ
জীবন-সন্ধ্যায় পুন হয় উদ্দীপিত,

সেই নির্ব্বাপিত জ্যোতি জন্ম-প্রভাতের
অচ্ছ স্বচ্ছ অচপল প্রাণের দর্পণে ;
তখন ভাসিয়া উঠে নিখিলের ছায়া !
—এও নহে শেষ ; আছে এরও পরিণতি ;
প্রতীক্ষিয়া আছি সেই পূর্ণ পরিণাম।

কাহিলা, বিষণ্ন হেরি' ভক্তদের মুখ,—
দুঃখ ত্যজি', বন্ধুগণ, ভাব' মোর তরে,
করহ প্রার্থনা ;—এইবার, এই শেষ
হয় যেন এ ক্লান্তের চূড়ান্ত-সমাধা।
—যথা তীর্থযাত্রীদল গমনের মুখে,
কভু পথে পথে ঘুরি' অনন্যগতিক,
কভু ধর্ম্মশালা হ'তে ধর্ম্মশালান্তরে
আশ্রয় বিশ্রাম লভি', হয় অগ্রসর ;
জান না কি, আমরাও সৃষ্টির প্রত্যুষে
জীবজন্মতীর্থযাত্রী হয়েছি বাহির
(নিরাশ্রয় নিরালম্ব—শূন্যে শূন্যে কভু,)
জন্ম হ'তে জন্মান্তরে ঘুরি' ধাইতেছি
যাপিয়া অজ্ঞাতবাস, চিরগৃহপানে ;
ক্রমোন্নতি মধ্য দিয়া পূর্ণোন্নতি তরে।
এমনই চলিতে হবে আশ্বাসে বিশ্বাসে,
শুভ মানি', ধ্রুব জানি' সেই পরিণাম।

হোক্ তাহা শান্তিব্যাপ্ত, সুপ্তি নহে তাহা ;
জন্ম যা'ক্, মৃত্যু যা'ক্, লয় নহে তাহা।
সে মুক্তির ভাব, সংজ্ঞা, স্বরূপ, প্রকৃতি,—
আমিত্বসত্তায় পূর্ণ, স্বতন্ত্র স্বাধীন,
তাঁর দর্শ-স্পর্শ-ধ্যানে আকণ্ঠমগন
প্রাণের সর্ব্বাঙ্গভরা আনন্দ-চেতনা।
পাব কি সে শুভযোগ ? হায় রে দুরাশা !
ওপারে এপারে শুধু পড়ে' গেছে সেতু ;
তাই বুঝিতেছি, যাত্রা এসেছে ফুরায়ে !
অবাধে করিতে দিও মোরে সমাপন।
  হেনকালে ভক্তদের বিয়োগ-হুতাশ
বাড়িয়া উঠিল মৌনে ;—জানিয়া তা গোরা
কহিলা প্রবোধবাক্যে,—যদি এত মোহ
বিদায়ের অনুবন্ধে, সত্য সত্য যবে
হবে আপনার জন আঁখির আড়াল,
কি করিবে ?—তখন কি শোকভারে তারে
আকর্ষি' নামাবে নীচে—নামিবে আপনি !—
কহিলেন সনাতন,—হোক্ সুখময়
মরণের হিমবুক,—প্রাণাধিক জনে
যে পারে স্বচ্ছন্দে দিতে অনন্ত বিদায়,
হয় সে উন্মাদ, মূঢ়,—নয়, নরাধম !—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—কে, স্বার্থান্ধ হ'য়ে

পারে অন্তরঙ্গে, নীচে রাখিতে চাপিয়া ;
প্রেমদেবতার কোলে দিয়ে প্রিয়জনে,
কে না ইচ্ছে, পরিণামে উথাস তাহার ?
যখন পড়িবে ডাক গৃহহারা তরে,
আগ্রহে করা'য়ে দিও যাত্রা প্রবাসীরে।
—তার পর, একদিন কহিলেন সবে,—
আবার পুরুষোত্তম দেখিব, বাসনা !
—ফিরিলেন পুরী-পথে মহাযাত্রা করি'।
চলিতে শকতি নাই, তবু শিষ্যগণে
দেন না যোগা'তে যান। পথে যেতে যেতে,
ক্ষীণবল কোলাহল শুনিয়া অদূরে,
ছুটিলেন গৌরচন্দ্র চঞ্চল চরণে।
দেখিলেন, হইতেছে আয়োজন সেথা
সহমরণের। বসি' মৃতপতি পাশে
অবদ্ধকুন্তলা সতী, উন্মাদিনী যেন !
শ্মশানবান্ধবগণ চারিদিকে ঘিরে'
করিতেছে হরিধ্বনি ; সে অমিয়নাম,
মনে হ'ল, প্রেতকণ্ঠে পরিহাস যেন,
উঠিতেছে শ্মশানের শান্তিভঙ্গ করি'!
সজ্জিত হয়েছে চিতা ; কুলপুরোহিত
মণ্ডিয়া ললাটতল লোহিত চন্দনে,
দোলা'য়ে রুদ্রাক্ষমালা, রক্তাম্বর পরি',

বসিয়াছে তন্ত্র খুলি’ ; বাজিতেছে শাঁখ ;
হইতেছে পুষ্পবৃষ্টি। দেখিলেন গোরা,
পৈশাচিক সমারোহ বিকট শ্মশানে ;
হত্যার উৎসাহ-হর্ষ সবাকার মুখে !
কহিলেন স্তোকবাক্যে শোক-বিহ্বলারে,—
মা আমার, কোথা যাবে ? হায় অবোধিনী,
সত্য সত্য ভাবিয়াছ, মৃত্যু মিলাইবে
পতিরত্নে, সতী ? হেন মৃত্যু, আত্মনাশ,
প্রবল প্রকৃতি সনে বিদ্রোহ ঘোষণা !
মিলন ত হবে না, মা ! এ গমনে আরও,
পতি হ’তে বহুদূরে হ’বে নিপতিত ;
দীর্ঘ বিরহের নিশা হবে দীর্ঘতর।
পতির সদ্গতি করি’ যাও, শুভে, ঘরে ;
বিধবা, পরার্থ-ব্রত সংসারে তোমার ;
সংসারেরে করিও-না সে পুণ্যে বঞ্চিত !
সরায়ে কুন্তলরাশি, তুলি’ অতি ধীরে
বিষাদমলিন মুখ, কহিল মোহিতা,—
কে তুমি দেবতা ?—এলে ছলিতে আমায় ?
এ কি কথা শুনাইলে !—জাগিছে আবার
বিস্বাদ জীবনে মায়া , পড়িতেছে মনে
বিচ্ছিন্ন কর্ত্তব্যভার ; মনে হয় যেন,
যাব তব পথ ধরি’ ! কিন্তু, বল, বল,

জ্ঞানহীনা বিবশারে কর নি ছলনা ?
সত্যই কি মৃত্যু নাহি মিলাবে তাঁহারে ?—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—অয়ি সহৃদয়ে,
অজ্ঞ আমি, সব কথা বুঝাব কি তোমা,
সে সর্ব্বজ্ঞ না বুঝা'লে ! আমি এই বলি,
অকালে জাগায়ে কালে ক'রো না দুর্ব্বল।
একদিন জাগিবে সে সহসা আপনি,
নিয়মের ডঙ্কা যবে করিবে আহ্বান।
সেই সুস্থ সুপ্রসন্ন পরিপক্ক কাল
করিবে সকল দুঃখ সুখে পরিণত ;
পতি সনে সতী তব ঘটাবে মিলন।
তার আগে, চিত্ত শুদ্ধ, মোহমুক্ত করি'
যিনি অগতির গতি, অপতির পতি,
লও আজি পুত্র পাশে তাঁর পরিচয়।
—এত বলি', দিলা মন্ত্র ; নব বলে বলী,
দাঁড়াইল শোকাকুলা কর্ত্তব্যে অটল !

স্বজনেরা কাণাকাণি লাগিল করিতে ;
জিজ্ঞাসিল একজন রোষে অসন্তোষে,—
কে তুমি, হে পান্থ, হেথা কোন্ প্রয়োজন ?—
চিরসম্মোহন কণ্ঠে যাদু করি' সবে,
নয়নে আননে জ্বালি' অলৌকিক বিভা,

কহিলা প্রশান্ত পান্থ,—যেই হই আমি,
হেথা আগমন মম যাঁর প্রয়োজনে,
তাঁর কার্য্যে নাহি দিও বাধা ; করিও না,
ঘটায়ো না পাপ, দিয়ে ধর্ম্মের দোহাই !
—সমীরণসমীরিত শুষ্কপত্রদলে
কে যেন ছোঁয়া'ল অগ্নি !—একে একে সবে
অনুতাপে তাপি' তূর্ণ আলোক লভিল !
কহিল,—কি দুষ্কার্য্যই হ'য়ে যেত আজ,
যদি তুমি, পরিত্রাতা, নাহি দিতে দেখা !—
প্রবোধি' সবারে, গোরা মাগিলা বিদায়।
—এতক্ষণ রুদ্ধরোষে কুলপুরোহিত,
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন,—আছিল কাঁপিতে ;
অকস্মাৎ পৈতা ছিঁড়ি', হানিয়া ভ্রূকুটি,
ঘূর্ণিত আরক্ত নেত্রে, দন্ত কড়মড়ি'
উঠিল গর্জ্জন করি',—রে ভণ্ডতপস্বী,
যাও, যাও ; যাও তুমি উচ্ছন্ন ত্বরায় !—
গোরা কহিলেন হাসি',—তথাস্তু, ব্রাহ্মণ,
শুভমস্তু !—অভিশাপ আশীর্ব্বাদ মোর !

নিষেধ-নির্ব্বন্ধ ঠেলি' গ্রামবাসীদের
'চোরানন্দী'-বনমুখে চলিলেন গোরা।
পেয়েছিলা সমাচার করুণা-পাগল,

সে বনে নিবসে এক দস্যুদলপতি
নিজ দলবল সনে, ক্ষণে ক্ষণে আসি'।
অলক্ষিত গতি-বিধি তার ; জাতি ভীল,
নারোজি তাহার নাম, দুর্বৃত্ত, বড়ই
নিদারুণ !—হইলেন গোরা অগ্রসর
সাঙ্গোপাঙ্গে প্রবোধিয়া একা বন-পথে।
দেখা দিল বহুক্ষণে নিবিড় কান্তার ;
তখন মধ্যাহ্নকাল, শীতের সময় ;
রবিরশ্মি, তাও ভয়ে পশে না কি সেথা ?
ভৈরব, নীরব স্থান সমাধির প্রায় !
পাইলেন বহু ক্লেশে সঘন গহনে
যেথা দস্যুদের গুপ্ত আশ্রয় ; সেথানে,
মনে হ'ল, জটাধর ভীম দিগম্বর
অদ্ভুত-উদ্ভিদ্‌-আত্মা যত, রহস্যের
সূক্ষ্ম-তিমিরাবরণ জড়ায়ে কটীতে,
করিতেছে কোলাহল, প্রমোদ-ইঙ্গিত
সুদীর্ঘ লোমশ ক্ষীণ বাহুগুলি নাড়ি'
উত্তর-বাতাসে—কভু, হাঃ হাঃ হাসিতেছে !
অনন্তেরে রাখিতেছে অন্তরাল করি'।
দুষ্টবাষ্পে সমাচ্ছন্ন অপ্রশস্ত বায়ু
ছিটাইছে পূতিগন্ধ আমোদে মাতিয়া।
মনে হ'ল, সেথানের করালী প্রকৃতি

নিত্য কুমন্ত্রণা দিয়ে রাখিছে উন্মত
হিংসার শাণিত খড়্গ ! দিতেছে প্রশ্রয়
নির্দ্দোষীর রক্তপাতে ; করিছে নির্ব্বাণ,
বিবেক-স্ফুলিঙ্গকণা জ্বলিছে যখন !

হেরিলা আড়ালে রহি', বসি' পিশাচেরা
কৃষ্ণকায়ে লেপি' গাঢ় লোহিত চন্দন।
বিকট দশনচ্ছটা শ্মশ্রু-গুম্ফ মাঝে !
লোল জটাজাল মাঝে জ্বলিছে নয়ন,
আরক্তিম পৈশাচিক তেজে ! শোভে পটে
কপালিনী-মূর্ত্তি ; ইতস্তত নৃকঙ্কাল।
রহিয়াছে ক্ষণস্থায়ী বিশ্রামের তরে
দু'চারিটী ছোট ছোট পাতার আচ্ছাদ।
জ্বলিতেছে অগ্নিকুণ্ড সারি সারি সারি ;
কেহ পোহাইছে অগ্নি, কেহ করিতেছে
অর্দ্ধদগ্ধ, আহরিত ভক্ষ্যদ্রব্যগুলি।
ঝুলিছে শাণিত খড়্গ বর্শা, ধনু-তীর।
কেহ কেহ সুরা পিয়ে বীভৎস উল্লাসে
'জয় কালী !' বলি' ঘন হাঁকিছে, নাচিছে ;
প্রেতবৎ মৃদু তীব্র ভাঙ্গা-ভাঙ্গা সুরে
কেহ কেহ করিতেছে জঘন্য বচসা।
দেখিলা, সবার ভালে লেখা 'নরঘাতী' ;

গিয়েছে অসাড় হ'য়ে হৃদয় সবার !
যে-ই বাহিরিলা গোরা অন্তরাল হ'তে,
সাঙ্কেতিক তূর্য্যনাদ হইল অমনই ;
—সচকিত দলপতি, আগন্তুকে হেরি'
হুঙ্কারি' আসিল ছুটি', উদ্যত-ছুরিকা !
কি যেন কুহকে পুন হটিল পশ্চাতে ;
দেখিতে লাগিল কার অম্লান মূরতি,
আয়ত্তের বহির্ভূত, হিংসার অতীত ;
করুণায় ছল ছল, প্রেমে ঢল ঢল !
কহিল,—কে তুমি ? হেথা কেন আগমন ?
কহ সত্য ; দস্যুপতি সুধায় তোমায় !—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—তুমি দস্যুপতি ?
তুমি সেই নরঘাতী ?—আমি বন্ধু তব !
আসিয়াছি জানাইতে, হয়েছে সময়
তোর ফিরিবার ; নাই এ পথে কল্যাণ !
বন্যপশুসম তুই ঘৃণিত, তাড়িত !
হিংসায় কি সুখ, বল্ ? আসিয়াছি তাই,
নূতন পথের সন্ধি করিবারে দান ;
আপনি করুণাময় পাঠাইলা ভৃত্যে
দিতে এ বারতা তোরে !—টলিল পাষাণ !
কি যেন অভাবনীয় ভাবের তাড়নে
রহিল নিস্পন্দ, স্তব্ধ ;—গলিল পাষাণ !

প্রভুরে নিস্তেজ দেখি দস্যু একজন
সহসা পশ্চাৎ হ'তে দীর্ঘ যষ্টি তুলি'
মারিল গোরার মাথে ; আহত মস্তক
ধরি', সেইক্ষণে বসি' পড়িলেন গোরা।
কি করিলি, কি করিলি ? কাহারে মারিলি ?
—বলি' দলপতি, ছুরী বিঁধা'ল আমূল
আঘাতকারীর বক্ষে চক্ষের নিমেষে।
এতক্ষণ ছিলা গোরা আঘাতে বিহ্বল ;
পদপ্রান্তে দস্যুপতি গদগদ ভাষে
রাখিয়া রক্তাক্ত অস্ত্র কহিল,—দেবতা,
পশু আমি, তবু নহি অন্ধ একেবারে ;
দেবতারে হিংসে যেই, এই গতি তার !
—এত বলি' মৃতদেহ দিল দেখাইয়া।
—গোরার লাগিল মনে, যেন সেইক্ষণে
আমূল বিঁধিল ছুরী তাঁরই নিজ বুকে।
ছাড়া'য়ে চরণ বেগে, দাঁড়াইলা দূরে ;
সভয়ে হেরিল দস্যু,—আয়ত্ত-অতীত,
তুঙ্গ গৌর-অচলের তুষারধবল,
উত্তাপতরল, স্নিগ্ধ করুণা-ঝরণা
মুহূর্ত্তে হইয়া গেছে হিম, সুকঠিন !
উঠিলা গর্জ্জিয়া গোরা,—ধিক্ ধিক্, ক্রূর,
আপনার অনুগতে করিলি বিনাশ ?

উহার কি অপরাধ? তোর কাছে ওরা
যেমন পাইছে শিক্ষা, করিতেছে তা'ই!
আমারে মেরেছে দস্যু, কি হয়েছে তোর?—
সেইক্ষণে ছুটি' গিয়া শব পাশে গোরা
মৃতবন্ধু-চিত্র ল'য়ে বন্ধু যথা রহে
করুণ সতৃষ্ণ মৌন, রহিলা তেমনই!
এদিকে ধূলায় লুটি' কাঁদিছে নারোজি,—
ক্ষমা কর, কৃপাসিন্ধু, এ বন্যপশুরে!
কিছুক্ষণে, কৃপাসিন্ধু তুলিলা পতিতে;
নিলা প্রেমস্বর্গে; হ'ল শান্তিবিনাশক
শান্তি-উপাসক! সঙ্গ লইল গোরার
অপহৃত ধন-রত্ন পায়ে ঠেলি' সব;
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ ধন পাইল কাঙ্গাল!
অন্য দস্যুগণ ত্যজি' পূর্ব্বের স্বভাব
একে একে যূথবদ্ধ মেষপাল সম
হইল পশ্চাদ্‌গামী দলাধিপতির!
সে নিহত দস্যুটির সহোদর শুধু
চলিল বিভিন্ন পথে; কহিল সরোষে
গৌরচন্দ্রে লক্ষ্য করি',—থেকো সাবধান,
অরণ্যচরের ওহে শান্তিবিঘাতক,
বন্ধুবিচ্ছেদের মূল, ভাই দিয়ে ভা'য়ে
করা'লে নিধন!—আছে প্রতিশোধ তার!—

বিদ্রোহীরে ধরিবারে ধাইল দস্যুরা ;
নিবারি' সবারে গোরা কহিলা গম্ভীরে,—
হিংসা দিয়া প্রতিহিংসা যেও না রোধিতে !

হেথা হ'তে পূর্ব্ব পথে চলিলেন গোরা।
একদা সাজিল মেঘ শারদ আকাশে ;
সেই কৃষ্ণ খণ্ড-মেঘ দেখা গেল, যেন
রয়েছে যোজনব্যাপী অভ্রশয্যা যুড়ি'
ঘোরদরশনা এক নিদ্রিতা দানবী !
নভঃপ্রান্ত মুহুর্ম্মুহু লাগিল জ্বলিতে
বিনা শব্দে ; ঘোর রোলে ডাকিল অশনি !
লঘুকৃষ্ণ মেঘমালা গাঢ়তর হ'য়ে
উন্মাদিনী ঝটিকারে দিল উড়াইয়া,
ভাঙ্গাইয়া নিদ্রা তার !—দেখিছেন গোরা,
প্রশস্ত প্রান্তরপথে আসিতেছে ধেয়ে
রুক্ষ, মুক্তকেশী ভীমা শ্বাসিয়া সঘনে,
লক্ষ হস্তে ছিটাইয়া ঘূর্ণ্যমান ধূলি
চ্যুত শুষ্ক পলায়িত পত্রসংহতিতে
করাঘাতে খরশব্দ তুলি', উচ্চ-শির
তরুদের স্কন্ধে ধরি' সবেগে নোঁয়ায়ে,
নদীর তরঙ্গগুলি আছাড়িয়া তটে,
বিজয়-তাণ্ডবে মাতি' !—দেখিতে দেখিতে

আসিল বাড়ন্ত ঝড় মাথার উপরে,
লাগিল দ্বিগুণবেগে ছাড়িতে নিঃশ্বাস !
দ্রুততর চমকিতে লাগিল চপলা ;
আরোহিল শেষগ্রামে বজ্রের নির্ঘোষ ;
হইল করকাপাত খর—খরতর ।
ধরার উৎক্ষিপ্ত ধূলি লুকাইল ত্রাসে
নভধূলিকার কোলে ! ক্রমে ঘনীভূত,
নামিল মুষলধারে অবিশ্রাম ধারা ।
কিছুক্ষণে, পরিশ্রান্ত তুর্দ্দান্ত প্রকৃতি
পড়িল ঘুমায়ে, শিষ্ট শিশুটির মত !
নবধারাস্নাত ধূম্র তরুপংক্তি হ'তে
তখন পাণ্ডুর চন্দ্র মারিতেছে উঁকি ।

শিষ্যদের অনুনয়-নিষেধ না মানি'
ত্যজি' ঘনপত্রে-রচা সহকারমূল
এতক্ষণ ছিলা গোরা দাঁড়ায়ে বাহিরে
সিক্তচীরে, ক্ষিপ্ত সম ; উৎফুল্ল অন্তরে
উল্লাস দেখিতেছিলা চণ্ড প্রকৃতির ;
কহিলেন শিষ্যগণে সম্বোধি' সহসা,—
বুঝিবে না এখনও ? আর কেন মিছে
মজায়ে রাখিতে মোরে করিছ যতন ?
ঘুম আসিতেছে ছেয়ে আত্মার শরীরে ;
তার জাগরণ চাই !—মিছে ধরে' রাখা ;

প্রভু ডাকিছেন দাসে নূতন জগতে,
নূতন আদেশ তাঁর করিতে বহন।
কহিলা শিষ্যেরা,—প্রভু, ব'লো না ও কথা ;
বক্ষ বিদরিয়া যায় ভাবিলেও তাহা।
রাখিতে নারিব প্রাণ তোমার বিহনে,
সর্ব্বনাশ হবে যবে, জানিও নিশ্চিত,
চিরসঙ্গী আমরাও সঙ্গ নিব তব।
শুনিয়া ব্যাকুল হ'য়ে উঠিলেন গোরা ;
জানিতেন ভালমতে, তাঁর প্রতি এই
অনুরক্ত ভক্তদের কি প্রগাঢ় প্রীতি !
হাতে ধরি' প্রতিজনে কহিলা বুঝা'য়ে,—
প্রিয়গণ, সাধুগণ, সর্ব্বস্ব আমার,
মোর অতীতের বল, ভবিষ্যের আশা,
ভুলে' গেলে, তোমরা যে বিশ্বাসী বৈষ্ণব !
মৃত্যুর নিগূঢ় তত্ত্ব কাহাদের লাগি'
বুঝায়েছি এত করি' ?—তোমাদেরই চাহি' !
প্রিয়েরে বিদায় দিতে, মহাযাত্রা তরে,
প্রিয় পাশে অনায়াসে লইতে বিদায়,
তোমাদের শক্তি যা'তে পূর্ণরূপে জাগে !
এবে বুঝিতেছি, যত্ন হয়েছে নিষ্ফল।
স্পর্শ করি' মোরে সবে করহ শপথ,
করিবে না হেন কাজ শোকমোহে ভুলি' ;

নহিলে, মরণ মোর হবে দুঃখময় ;
বুঝিয়া, যা হয়, কর !—আপনাবিস্মৃত,
শ্রী-অঙ্গ পরশি' সবে করিলা শপথ।
সন্তুষ্ট হইয়া গোরা কহিলা তখন,—
প্রিয়বিরহের স্মৃতি পবিত্রবিষাদ
ভুলিতে চেও না তবু ; রক্ষা ক'রো তারে
তপস্যার অগ্নিসম, নীরবে নিভৃতে !
—তাই ভাবি' আরও এক কর অঙ্গীকার,
আমরণ ঐশ কার্য্য প্রাণপণ করি'
রহিবে সাধিতে সবে !—আসিল উত্তর,—
তুমি গেলে, কোন্ কার্য্য হবে তার পর ?
কাণ্ডারীবিহীন তরী ডুবিবে না স্রোতে ?—
কহিলেন গৌরচন্দ্র,—সে কি কোন কথা ?
কে আমি, কি শক্তি মোর ? যাঁর কার্য্য, ভাই,
ছিনু বলী এতকাল তাঁহারই ত বলে !
তাঁর আশীর্ব্বাদে পার হইবে সঙ্কটে।
মোর ক্ষুদ্র শক্তি সাথে রহিবে জাগিয়া ;
তোমাদের সঙ্গ-ছাড়া নহিব কদাপি ;
মরণেও বেঁচে র'ব তোমাদের মাঝে
শোকপূত স্মৃতি-স্বর্গে, তরুণ জীবনে।
নাহি হ'য়ো লক্ষ্যভ্রষ্ট আমার বিহনে ;
এই শেষকথা মোর, রাখিও স্মরণ !

আমা হ'তে হয় নাই ব্রত উদ্যাপন,
এ জনম, এ জীবন গেছে রে বৃথায় ;
তোমরা করিও সেই সূচনার শেষ !—
যন্ত্রের চালিত-প্রায়, পুন একে একে
শ্রী-অঙ্গ পরশি' সবে করিলা শপথ,—
প্রাণপণে ঐশ কার্য্য করিব সাধন !—
দ্বিগুণ আশ্বাসে গোরা উঠিলেন মাতি',
বার বার আশীর্ব্বাদ করিলেন সবে।

নীলাচল সন্নিকটে আসিলা যখন,
দামোদর পণ্ডিতের পাইলা সাক্ষাৎ ;
ছেড়েছেন নবদ্বীপ তাঁহারই সন্ধানে।
তাঁর মুখে শুনিলেন সব সমাচার,—
মাতা আর বনিতার শোচনীয় দশা ;
ম্রিয়মাণ নদে' বাসী তাঁহার বিহনে ;
যশোধন নিত্যানন্দ রোগে শয্যাগত ;
তেজস্বী অদ্বৈত এবে জরায় জর্জ্জর ;
কতিপয় সাধু শিষ্য পরলোকগত !
—ধৈর্য্য গেল ক্ষণতরে ; ঊর্দ্ধপানে চাহি'
কহিলেন,—হে তারণ, কত দেরী আর ?-
শুনিলেন, অন্তরীক্ষে অশরীরীবাণী
অন্যের অশ্রুত স্বরে তাঁর কর্ণমূলে

স্তনিত ধ্বনিত হ'ল,—এস, জয়ী, এস,
সাঙ্গ ভবলীলা তব ; এস এস, শ্রান্ত,
শান্তির অখণ্ডরাজ্যে সিংহাসন'পরে !
—পলকে মিলা'ল বাণী মেঘস্তর দিয়া
তরঙ্গিয়া প্রতিধ্বনি অশরীরীসম,
সূক্ষ্মতম-ধারণার অগোচর লোকে !
শীতের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য উঠিল জ্বলিয়া ;
হাসিল দ্যুলোক মৌনে নিশ্চিন্তের হাসি ;
আলোকিত পুলকিত গোরার হৃদয় !
পুরীতীর্থে, সিন্ধুতীরে আসিলা সদলে।
উল্লাস উচ্ছ্বাস সেই উত্তাল সিন্ধুর
প্রাণের সুড়ঙ্গে পশি' তরঙ্গ তুলিল ;
ফেলিল ভাঙ্গিয়া জীর্ণ মৃণ্ময় আঙ্গাল !
ক্লান্ত ভক্তদের দৃষ্টি এড়ায়ে নিশীথে
বসিলা সৈকতে আসি' জাগরিত গোরা
নিভৃতে নিহিত ধ্যানে যোগাসন করি'।
সেই দিন মাঘী-পৌর্ণমাসী। চন্দ্র যেন
ত্রিদশের তুহিন-অচল, মর্ত্ত্যোপরে
বর্ষিছে হিমানীকণা ! তীরে, ঘরে ঘরে
দ্বার রুদ্ধ ; নরনারী নিদ্রা-অচেতন।
শুধু, আকাশের কোটি অনিমেষ আঁখি
ধীর স্থির দৃষ্টিপাতে মায়া-পাতালের

মণিখনি খুঁজিছে কি আবিল অতলে ?
এদিকে তরঙ্গায়িত, জ্যোৎস্না-ঠিকরিত
ঝল্‌মল্‌-সাগরের সহস্র নয়ন
হানিছে কটাক্ষ তীক্ষ্ণ পলে শতবার
নিথর নভোধি পানে ; সে অতলে লীন
নীহারিকা-মতিমালা চাহে বা লক্ষিতে
ঊর্দ্ধে অধে দুই সিন্ধু, দোঁহাকার মাঝে,
দেখি' নিজ নিজ ছায়া শ্রান্ত হইতেছে !
অম্বর, গম্ভীর তাই প্রশান্ত বিষাদে ;
সাগর, অধীর বুঝি উদ্‌ভ্রান্ত হুতাশে !
হেরিতে লাগিলা গোরা সাগরের লীলা ;
ফিরে' ফিরে' যায়, পুন আস্ফালি' দ্বিগুণ
দূর ওপারের ঊর্ম্মি শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া
ছুটে' এসে বালুতটে পড়িতেছে ভাঙ্গি' ;
এ পারের মায়া-কারা এমনই কঠিন ;
শিথিল সিকতা-গ্রন্থি এতই নিবিড় !
ক্রমে রাত্রি গাঢ় হ'ল ; তখন বিভোরে
উদ্বেল-সমুদ্রতটে ঘুমাইছে ধরা !
শুধু এই নিশাকালে, হেন আলোড়িত
চক্রীর কলুষকৃষ্ণ বিক্ষুব্ধ ভাবনা !
আরতির শুভশঙ্খ উচ্চারি' কখন
বিশ্বের কল্যাণবাণী, ফিরে গেছে ঘরে ;

প্রতিধ্বনি অনন্তের কুহরে জাগিয়া
সে তানের স্মৃতিরেশ বহুক্ষণ ধরি'
আপনি গুঞ্জিল বসি', ভুঞ্জিল আপনি ;
কবে সেও শ্রান্তিভরে পড়েছে ঘুমায়ে ·
ঝঙ্কৃত সে সুর-সূত্র বিচ্ছিন্ন এখন !
গাঢ়তর—গাঢ়তম হ'য়ে নিশীথিনী
নামিল গাহনে ; কাল-নীরে বিছাইল
বিরল শয়ন ধীরে ; যুগ-যুগান্তের
সে দিব্য অনন্তশয্যা হ'ল প্রতিভাত
অন্তশয্যা সম ! আঁধার অকূল হ'তে
আসিল অস্ফুট-স্বরে মৃত্যুর আহ্বান !
শীতের শীতল সৌম্য মহানিশা সনে
এদিকে গোরার প্রাণে একান্তে কখন
বিকারের রৌদ্র সুর নেমেছে নিখাদে।
—গেল বাহিরের ক্ষুদ্র খর কোলাহল ;
নবভাবস্পর্শে স্ফীত উঠিল জোয়ার
স্তম্ভিত অন্তর ছাপি', গম্ভীর আবেগে।
মনে হ'ল, সাগরের দোললীলা সনে
দোলায়িত প্রাণ যেন এক হ'য়ে গেছে !
চাহিয়া চাহিয়া সেই ক্ষিপ্ত সিন্ধু পানে
হৃদয়ের মত্ত সিন্ধু লাগিল ডাকিতে !
অদ্ভুত-মানসসৃষ্ট উল্লসিত-নেত্রে

দেখিলেন গোরা, সলিলে অপূর্ব্ব দৃশ্য,—
মিলি' ব্রজবালাকুল যেন যমুনার
তরল চঞ্চল নীলে মেলি' নীলাঞ্চল,
জলকেলি করিতেছে কলহাস্য সনে।
দেখিলা সেথায়,—তরী'পরে হাসিছেন
আপনি গোকুলচন্দ্র কাণ্ডারীর বেশে!
—ত্রিভঙ্গবঙ্কিম ঠাম, অধরে মুরলী,
শিরে শিখীপুচ্ছশোভা, গলে বনমালা,
কটীতটে পীতধড়া, চরণে নূপুর।
—মোরে লহ! মোরে লহ!—বলি' অকস্মাৎ,
অধীর হইলা গোরা পড়িতে শ্রীপদে।
ঠিক সেইক্ষণে, রচি' প্রলয়-আবর্ত্ত,
লক্ষ বাহু বাড়াইয়া উদ্দাম তাণ্ডবে,
ফুলিয়া উঠিল সিন্ধু বারেকের তরে;
অট্ট হাসি' এল এক ঝঞ্ঝার তাড়না
ক্ষণতরে খরবেগে! বেদনাচপল
প্রবল কম্পন ধরা সম্বরিল বুকে!
আচম্বিতে প্রভাহীন গ্রহণে যেমতি
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হ'ল অন্তরিত!
অন্ধকারে গণ্ডগোলে মরতের কাছে
স্বর্গ মাগি' নিল কোন্ শিরোমণি তার?

দ্যুলোকে উদিবে বলি' দীপ্ততর জ্যোতি,
আলোকিত ভূলোক কি হারা'ল আলোক ?
প্রাতে, কালনিদ্রা হ'তে জাগি' শিষ্যগণ
না পেয়ে গুরুর দেখা, গণিল প্রমাদ ;
ধিক্কারিল অদৃষ্টেরে, আপন বুদ্ধিরে।
—স্মরি' তাঁর সিন্ধুপ্রীতি—উপেক্ষা জীবনে,
নানা অমঙ্গল-ছবি উদিল মানসে !—
দিশাহারা, অনুদ্দেশে লাগিল খুঁজিতে ;
অচিরে জানিল, সবই গেছে ফুরাইয়া।
দারুণ শপথ স্মরি' বাঁধিল ত বুক,
তুষানলে কিন্তু সবে লাগিল দহিতে।
চৈতন্যবিহীন শক্তি পারে না বুঝিতে ;
আপন অস্তিত্বে আর হয় না প্রত্যয় ;
ভাঙ্গা-বুক আর কারও লাগিল না জোড়া।
গুরুর অন্তিমবাণী স্মরি' শিষ্যগণ
তাঁর মহাছায়া মাঝে অবলুপ্ত হ'য়ে,
নিজ নিজ দৈন্য ভাবি' হতাশে উদাস,
সংশয়ে আকুল, আর্ত্ত, কম্পিত শঙ্কায়,
কর্ত্তব্যে ফিরা'ল মন দৃঢ়তর করি'।
সেই অভিরাম মূর্ত্তি লাগিল হেরিতে ;
সেই সঞ্জীবনকণ্ঠ লাগিল শুনিতে ;—
আমা হ'তে হয় নাই ব্রত উদ্যাপন ;

এ জনম, এ জীবন গেছে রে বৃথায় ;
তোমরা করিও সেই সূচনার শেষ !

সত্যই কি হয় নাই ব্রত উদ্‌যাপিত ?
ঐশ কার্য্য হয় নাই পূর্ণ সমাধান ?
কে বুঝে রহস্য তার !—কি প্রকাণ্ড তৃষা
বৃহতের—কর্ত্তব্য কি অখণ্ড কঠিন !
কে করিবে পরিমাণ সেই অতলের ?
চিরদিন মহাজন আপনাবিস্মৃত ;
যত করে, যত ভরে,—ভাবে সবই বাকী !
শেষদিনে নাহি মেটে প্রাণের পিপাসা !
তবে ইহা সুনিশ্চিত ;—কৃতার্থ হ'য়েছে
ধরা পেয়ে গৌরচন্দ্রে, পূর্ণচন্দ্র-হেন ;
আর, তাঁর প্রবর্ত্তিত ভাবধর্ম্ম লভি';—
ভক্তি যার ভর-ভিত্তি, প্রেম যার প্রাণ ।

সমাপ্ত



গল্প

সাগর

গঙ্গাসাগরের কোন সুনির্জ্জন তটে
বালক বালিকা দুটি বালি মাখি গায়
খেলায় মাতিয়া ছিল, সন্তরণপটু
দুজনে সাঁতার দিয়া যেতেছিল দূরে,
কূলে উঠি কখনো বা কুড়াইতেছিল
ঝিনুক শামুক দোঁহে, কভু শ্রান্তিভরে
প্রকৃতিমাতার দুটি দুরন্ত দুলাল
সে মা'র স্বহস্ত-রচা সৈকতশয্যায়
দিতেছিল গড়াগড়ি সাধ মিটাইয়া,
কভু রঙ্গভরা রোষে বালুমুষ্টি লয়ে
ছিটাইতেছিল হেসে এ-উহার গায়।
সমুদ্র গর্জ্জিতেছিল নিম্নে পদতলে,
অযুত তরঙ্গ উঠি যেতেছিল টুটি।
দুটি হৃদয়ের মাঝে বুঝি ওই মত
নীরবে ডাকিতেছিল আনন্দের বান,
নিমেষে নিমেষে কত খুসির লহরী
উঠিতে-টুটিতেছিল। মাথার উপরে
তখন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য। গাঙ্গ-চিলগুলি

ঢেউ-তোলা একদল শ্বেত-মেঘ সম
নীলাকাশে ভাসমান। ছন্দে তালে তালে
কলহাস্যে কালো জল করতালি দিয়া
কিরণে নাচিতেছিল, জেলেডিঙ্গি রত
তরঙ্গ-দোলার রঙ্গে, দূর লোকালয়ে
নারিকেলবাগ হতে পাদপ-ভাষায়
সঙ্গীত আসিতেছিল। সহসা অদূরে
উঠিল কঠোরকণ্ঠে নিঠুর আদেশ,
'এতবেলা দুইজনে কি করিস্ তীরে ?'
বালিকা অধীর হয়ে উঠিল সে ডাকে,
চলিল গৃহের পানে চঞ্চল চরণে,
হাসিয়া বালক বালিকার বস্ত্র-প্রান্ত
ধরিল চাপিয়া কহিল, 'সাগর, বলে,
আর কিছুক্ষণ থাক, তারপরে, চল,
একসাথে ঘরে যাব। কহিল বালিকা,
'মোহন মার্জ্জনা কর, দু'টি পায়ে পড়ি,
না গেলে, জানোত সব, তোমার বাবার
যে বকুনি খেতে হবে ?' সরোষে বালক
কহিল, 'ভাবনা ভয় এতদূর যার,
তার সাথী আমি নই, আমি শুধু জানি,
খোলা আকাশের নীচে বাতাসের দোলা
খেয়ে খেয়ে দুইজনে সব ভোলা যায়।'

অদূরের এক ক্ষুদ্র জেলেডিঙ্গি হতে
উচ্চতর স্বরে এল আবার তাড়না।
এবার বালিকা সবলে ছাড়ায়ে লয়ে
আপন বসনপ্রান্ত গেল গৃহমুখে।
অভিমানী মোহনের বাজিল বিষম
এই ক্ষুদ্র স্বার্থপর দুর্ব্বলতা তরে
স্নেহের এমন হেলা, হেন অপমান!
তিন দিন সাগরকে কাঁদা'ল মোহন
সুকঠিন অভিমানে, সন্ধি তার পর!
হা অবোধ, কি স্পর্দ্ধায় কর অভিমান?
ভেবেছ কি, প্রিয়পাশে এ পাবার নেশা
চিরদিন পাবে পূজা, হবে না লাঞ্ছিত?
প্রত্যক্ষ সংসার এ যে, নহে রঙ্গভূমি
সুরঙ্গিণ কল্পনার, দেখিবে একদা
মোহঘোর ছুটে গেছে, ভুল ভাঙ্গিয়াছে,
অনাদৃত প্রেম-গর্ব্ব দগ্ধ অনুতাপে!
কাঁদিবার সাধিবার কেহ নাই কাছে।

বালক জালিকপুত্র, সুন্দরী বালিকা,
কোন পতিতার কন্যা। লোকলাজভীতা
পাষাণী আসিয়াছিল সাগরে ক্ষালিতে
আপন কলঙ্কচিহ্ন, কখন তাহার

দয়ার্দ্র জালিক সনে হয়েছিল দেখা,
শত মুদ্রা সনে তার প্রাণের পুতুলে
সঁপিয়া পরের করে গেছে অভাগিনী
হৃদিহীন লোকালয়ে কোল শূন্য করি ?
তদবধি স্নেহাদরে জালিকদম্পতি
এ অজ্ঞাতকুলশীল অনাথ শিশুরে
আসিছে পালন করি। ক্রমে ধীরে ধীরে
পূর্ব্ব স্নেহ অকারণে রুক্ষ শুষ্ক হয়ে
দাঁড়া'ল বিদ্বেষে শেষে। একদা দম্পতি
ফুলের অধিক লঘু পেলব সুন্দর
যে শিশুকুসুমে লভি চরিতার্থ হয়ে
প্রসাদী নির্ম্মাল্য সম রেখেছিল শিরে,
বড় গুরু মনে হল তার লঘুভার!
কতই ভাবিয়া যারা বড় সাধ করে
আদরে 'সাগর' নাম রেখেছিল তার,
শেষে সেই নাম লয়ে কত দিন, আহা,
তারাই করিত কত বিদ্রূপ তাহায়!

ক্রমে কুপোষ্যের ঘাড়ে লাগিল পড়িতে
সংসারের যত বোঝা। সে কঠিন চাপে
একান্তে শুকায়েছিল কুমারী-কলিকা!
কারও লক্ষ্য নাই তাতে, ক্ষুদ্র ত্রুটি হলে

রক্ষা নাই কিন্তু আর, পীড়ন-তাড়ন
চলিত দ্বিগুণ বেগে দীনার উপরে।
লুকায়ে লুকায়ে শুধু কাঁদিত সাগর,
মোহন জানিত তাহা, কত দিন আসি
ধরিয়া ফেলিত তারে। অশ্রু মুছাইয়া
সঙ্গিনীর হাত দুটি চাপিয়া দুহাতে
কতই প্রবোধ দিত সস্নেহ সোহাগে।
নিজ পিতামাতা তরে ভাবিত বালক
আপনারে অপরাধী। গোপনে গোপনে
বালিকার গৃহ কাজে হইত সহায়।
কোন অসতর্ক ক্ষণে কিছু ক্ষতি কার
অপরাধী ম্লান মুখে 'মোহন বলিয়া
দুটি বড় কালো চোখ জলে ভরি যবে
দাঁড়াইত হেঁটমুখে, অক্লেশে মোহন
ক্লেশে আহরিত তার ক্ষুদ্র পুঁজিটুকু
খোয়ায়ে করিত সেই ক্ষতির পূরণ।
অজ্ঞাতে একটী ক্ষুদ্র পক্ষপাতী প্রাণ
নিজ পরিবারকৃত হৃদিহীনতার
এরূপে করিতেছিল প্রায়শ্চিত্ত চুপে।

সাত বর্ষ গেছে ঘুরে। বালক-বালিকা
কিশোর-কিশোরী এবে। দুজনের চোখে

লেগেছে নূতন রং, নবতর নেশা।
সে নবীন জীবনের প্রথম আস্বাদে
উঠিল মাতাল হয়ে দুইটী হৃদয়।
অক্ষমেরা পেত যদি প্রকাশের ভাষা,
কহিত কবির ভাষে,—কোন ইন্দ্রজালে,
মৎস্য-নর-নারী হ'য়ে মোরা দুটি প্রাণ
সলিল-স্বপন বুকে, পারি না কি যেতে
অতলের সর্ব্ব শেষ তরঙ্গে গড়ায়ে?
কি পুণ্য করিলে ওইখানে ও—কুহকী
স্ফটিল-ভবনে বাসর রচিত হয়!
যারে ভালবাসি শুধু তারে পাশে লয়ে,
তরঙ্গের দোলা খেয়ে, শীতল শয়নে
স্নানে পানে ঘ্রাণে গানে পাগল হইয়া
সুখে ম'রে থাকা যায় অনন্ত জীবন!

জালিক, জালিকপত্নী শ্যেনের মতন
অলক্ষ্যে করিতেছিল লক্ষ্য ক্ষোভে রোষে
সুখনীড়ান্বেষী এই পক্ষীমিথুনের
সেই বিশ্বজিত ভাব। একদা পুত্রেরে
নিভৃতে ডাকিয়া পিতা কহিল, 'মোহন,
সাবধান করি তোরে, স্বপ্নেও যদি রে,
এই কুমারীর প্রতি গিয়ে থাকে মন,

ফিরা এই দণ্ডে তাহা। এ অপরিচিতা
কুলটার কন্যা। বধূ যদি করি তারে,
হইব পতিত মোরা। স্তম্ভিত মোহন,
সন্তসুখস্বর্গভ্রষ্ট ভাগ্যহারা প্রায়।
নিভৃতে সাগরে সবকহিল মোহন ।
কতই কাঁদিল দোঁহে, কতই ভাবিল।
কহিল সাগর, 'শোন, আজি জানিলাম,
আমি যোগ্য নই তব, হায়, জন্ম যারে
দিয়েছে কাঙ্গাল করি, তারে আর বল
কেমনে করিবে ধনী? তোমাতে আমাতে
হবে না মিলন, এই সুখী পরিবার,
সোনার সংসার, মোর আজন্ম আশ্রয়,
স্বহস্তে লেপিব তাহে কলঙ্ককালিমা?
মোহন, করিও ক্ষমা, পারিব না তাহা।
কেন অভিমান, প্রিয়? ভেবে দেখ সব,
ভালবাসে যারা মোরে অনাথা বলিয়া,
মোর নবভাগ্যোদয়ে ঈর্ষার ঘৃণায়
তারাই জ্বলিবে আগে, আমি তা সহিব,
তুমি কেন সহিবে তা? কে আমি তোমার?'
কহিল মোহন, 'কে তুমি? কে তুমি মোর?—
কতবার এই প্রশ্ন উঠেছে অন্তরে,
পাই নি উত্তর তার, অন্তরের তল

দেখিয়াছি অন্বেষিয়া, আর কিছু নাই,
আর কেহ নাই শুধু আমি তোমাময়!
চিনন্ত না তোমা, যদি মোর মত হতে
অবিচল উচ্ছৃঙ্খল আত্মহারা প্রেমে!
ত্যাগ যদি কর মোরে,—জান ত আমায়,
সাগর রচিয়া দিবে সমাধি আমার!

দুইজনে যুক্তি করি শেষে একদিন
নৈশ নীরধির তীরে একান্তে মিলিল!
সাগরের উষ্ণ হাত সগর্ব্বে সাদরে
তুলে লয়ে নিজ হাতে কহিল মোহন,
'বিবাহ মোদের আজ'—কহিল সাগর,
তবে এস, ঢেউ নিই'। নামিল দুর্জন।
দোঁহার বসনে লাগিল গ্রন্থির ফাঁস,
পূর্ণিমা হাসিতেছিল মাথার উপরে,
পদান্তে গাহিতেছিল সদয় জলধি!
মধুর মিলন দেখি! ত্রস্তে নববধূ
উঠিতে চাহিল কূলে অজ্ঞাত শঙ্কায়!
এমন দিনেও কারও থাকে লাজ ভয়?
বলিয়া মোহন টানি বিহ্বলারে, বুকে
তার হিম শুষ্ক পাংশু শীতল অধরে
মুদ্রিত করিল উষ্ণ একটা চুম্বন

বিবাহ হইয়া গেল। লোকচক্ষু শুধু
ছিল অন্ধ সে মিলনে, সংসারের ঊর্দ্ধে
লক্ষ কোটি নভ আঁখি সাক্ষী হল তার!

এদিকে পুত্রের লাগি ক'নে খোঁজে পিতা!
মোহন এড়ায়ে চলে, শেষে নিরুপায়,
জানাইল মার কাছে সুস্পষ্ট ভাষায়,
দৃঢ় প্রতিজ্ঞার স্বরে, 'কর যদি জোর,
জানিও, করিতে হবে মোর আশা ত্যাগ!'
যখন ছিদাম জেলে এল বাড়ী ফিরে,
গৃহিণী ছেলের কাণ্ড কহিল ভাঙ্গিয়া,
কি বুঝ বুদ্ধির ঢেঁকি! তাড়াও এখনি
সেই ডাকিনীরে! আমার পাগল ছেলে,
দুধের বালক বাছা, জানিত না কিছু,
যাদুরে ওই ত যাদু করেছে এমন!'
সাথে সাথে স্ত্রীজাতির অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র—
নয়নের কোণে যাহা বিদ্যুতের মত
কখনও উগারে জ্বালা, কভু শ্রাবণের
অবিরল 'ঢল' সম নামে দরধারে,
সেই দুটি অভিনয়, মেঘে রৌদ্রে মেশা
প্রখরে মধুর রস, জালিকনন্দনে
গলায়ে টলায়ে দিল! ভাবিল ছিদাম,

এতদিন ওর কথা না শুনেই মোর
অদৃষ্টের বিড়ম্বনা —করিল উদ্যোগ
তাড়াতে গৃহের সেই লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীরে।

হেনকালে এল এক সুন্দর সুযোগ।
তাদের কুটীর-ঘাটে বড় বজরা কার
ভিড়িল একদা আসি। কলিকাতা হতে
অজিতকুমার নামে ভদ্র যুবা এক
এসেছেন জলপথে ভ্রমণের তরে।
যুবকটী ব্রাহ্মধর্ম্মী, বিদ্বান্, ভাবুক।
দেখিলা সলিলী-শোভা, আর সাথে সাথে
সেই সাগরের মত ডাগর ডাগর
গৃহ-সাগরের দুটি ঘনকৃষ্ণ আঁখি,
অতলেরই মত যেন স্বচ্ছ সুগভীর!
জানিলেন পরিচয়ে, কিশোরী কুমারী
জালিকের কেহ নহে। বুঝিলেন ভাবে,
এ অজ্ঞাতকুলশীলা গলগ্রহ সম
রয়েছে পীড়িয়া সবে। করুণ-হৃদয়
গলিল অনাথা তরে। ছিদামে ডাকিয়া
কহিলেন, 'এ মেয়েটী দাও মোরে বাপু,
লেখা-পড়া শিখাইয়া করিব মানুষ,
শেষে যোগ্যপাত্রে তারে করিব অর্পণ।'

মনে মনে ভারি খুসি, বাহিরে ছিদাম
করিল কপট দুঃখ, বিলাপের ভাণ,
যখন রজতখণ্ড সর্ব্বদুঃখহরা
হল প্রতিশ্রুত, আসন্নবিচ্ছেদভীত
দেখিল, নয়ন তার হয়েছে বিদ্রোহী,
যত করে, বিন্দু অশ্রু হয় না বাহির !
কহিল, 'মানুষ হবে তাই মন বেঁধে
বাছারে সঁপিনু, বাবু, যত্ন ক'র ওকে,
আপন বলিতে, আহা, কেহ নাই ওর।'
এদিকে সে ছল করি পাঠাল পুত্রেরে
বহু দূরে মিথ্যা কাজে। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে
সাগরকে বুঝাইল 'বজরার বাবুটী
তোর মার অতি বড় নিকট আত্মীয়।
উনি যেতেছেন কা'ল, ওঁর সঙ্গে গেলে,
পাব মার দেখা। একটী সপ্তাহ পরে
তোরে আমি সাথে করে অসিব লইয়া,
সোনার মানুষ উনি, কোন ভয় নাই!'
সে সংসার-অনভিজ্ঞা ভুলিল আশায়।
তবু তার মনে হল, মোহনের কাছে
বিদায় না নিয়া গেলে, অভিমানী এসে
ঘটাবে বিষম কাণ্ড! জালিকদম্পতি
লাগিয়া রহিল পাছে। ক্রমে অনুরোধ

দাঁড়া'ল বিষম ক্রোধে। সাথে সাথে হেথা
মাতৃস্নেহবঞ্চিতার কল্পনানয়নে
ভাসিতে লাগিল এক অদৃষ্ট মূরতি
করুণা-মমতাভরা। ভাবিল সাগর,
সপ্তাহের ছাড়াছাড়ি, মোহন বুঝিয়া
নিশ্চয় ক্ষমিবে মাতৃ-দর্শন-উৎসুকারে
ভোরে খুলে তরী পান্সী। যাত্রীনীর চোখে
চিরপ্রিয় লীলাগার ধীরে মুছে গেল,
বাসন্তী সাধের মত। মধ্যাহ্নে মোহন
ফিরে এল নিজগৃহে, প্রথম বিরহ,
তাই তীব্র মিলনের আকুলতা লয়ে,
কল্পনায় আঁকি কত অভিনব ছবি
আসিয়াছে গৃহে ফিরে!—সাগর! সাগর!—
ডাকিয়া দাঁড়াল গৃহে। উচ্চ, উচ্চতর
উঠিল আহ্বান ক্রমে,—কেহ আসিল না,
কেহ নাহি দিল সাড়া।—তবে কি সে নাই?
অজ্ঞাত শঙ্কায় মোহন উঠিল কাঁপি!
মাতা পুত্র পাশে আসি কহিল,—সে নাই!—
মোহন আহত-মর্ম্ম শার্দ্দুলের প্রায়,
গরজিল, মিথ্যা কথা—নাই? নাই? নাই?
সেই ক্লিষ্ট কম্প্র স্বর শুনিল যাহারা,
বহুদিন পারিল না ভুলিবারে তাহা।

তেমনই নাচিতেছিল অদূরে সাগর,
একে একে দশে দশে শতে শতে নভে
ফুটিতে লাগিল তারা, আসিতে লাগিল
বাতাসে বহিয়া নৈশ-সলিলকল্লোল!
মুক্ত আঙ্গিনায় পড়ি ধূলায় লুটিয়া
অস্নাত অভুক্ত ছন্ন মোহন একাকী!
বুকের পাজর ভাঙ্গা, গুমরিতেছিল!
হেনকালে পিতা আসি শুনাইল তারে
সে নির্ঘাত দুঃসংবাদ, 'সে ত নাই! নাই!'
শোক জর্জ্জরিত পুত্র আপনার কণ্ঠ
সবেগে ধরিল চাপি! ছাড়ায়ে ছিদাম
মোহনের দৃঢ় মুঠি কহিল, 'হা বেটা,
কার জন্যে এত খেদ? আশা ভালবাসা,
সব ঝুটা! সব ঝুটা! নারী আর ঘুড়ী
যতক্ষণ যার হাতে ততক্ষণ তার!
সূতা ছিঁড়ে গেছে, আর কোথা পাবি তারে?'
সব ঝুটা! সব ঝুটা!—এ হুতাশবাণী
ব্যথিতের ক্ষুব্ধ বক্ষে বাজিল বারেক।
প্রেমান্ধ উঠিল গর্জ্জি, 'মিথ্যা!—মিথ্যা কথা!
সে আমার, আমি তার, এই সত্য শুধু।'
সহসা ছুটিল, যেন পাবে কার দেখা
চিরমিলনের তীর্থে, সিন্ধু উপকূলে।

সাগর! সাগর!—বলি নিমেষের মাঝে
ঝাঁপ দিল নীলপুঞ্জে, আর উঠিল না।

•

নয় বর্ষ চলে গেছে, নবরস সম,
কত রং কত ঢং করি' বহুরূপী
সংসারের ঘরে ঘরে হাসি-কান্না তুলি,
সময়-সাগর তলে গেছে তলাইয়া।
এর মাঝে ঘটিয়াছে কতই ঘটনা,
কত অসম্ভব সব হয়েছে সম্ভব!
কোথায় সাগর আজ? সপ্তাহ পরেই
তার ফিরিবার কথা। আহা মাতৃহারা,
পেল না মায়ের দেখা; কিন্তু ততোধিক
সোহাগে আদরে যত্নে অজিতের মাতা
আপন করিলা তারে একটী দিবসে।
সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ফিরিবার কথা
সাগরের ছিল মনে, কিন্তু পারিল না
লজ্জিতা জানাতে তার নিগূঢ় কাহিনী।
মাতা-পুত্র প্রবোধিয়া রাখিলেন তারে।
পড়িলে পিঞ্জরে যথা বনের বিহগী
ছাড়িয়া মুক্তির আশা হয় ক্রমে ক্রমে
নিরুপায়, পোষমানা, তেমনই সাগর
বহু দিন বুঝি হল শ্রান্ত শান্ত নত

অশ্রান্ত স্নেহের কাছে। মায়ার পিঞ্জর,
মনে হল, গৃহ তার, সোণার শিকলি,
ভাবিল, অচ্ছেদ্য। হেথা অজিতকুমার
তিলে তিলে পলে পলে নূতন জীবনে,
প্রতিভার জ্বল্ জ্বল্ অপূর্ব্ব জগতে
ডাকিয়া নিলেন তারে। বুঝিলা অচিরে,
এ নারী সামান্যা নহে। অতি অল্প দিনে
সাহিত্যে সঙ্গীতে শিল্পে নিজ ক্ষমতার
দিল পরিচয়। ক্রমে বুঝিলেন যুবা,
এ মিতভাষিণী শিষ্টা রূপসী বিদূষী
নহে শুধু প্রাণহীন সজ্জিত পুতলী!
নূতন আলোক তারে লয়ে গেছে ডাকি
সেই বিশ্বে,—অভিনব ভাবের জগতে!
মানস-দেবতা লাগি যেথা হয় গাঁথা
হৃদয়ের বাছা-ফুলে ভক্তের মালিকা।
শুধু দান, শুধু ধ্যান, শুধু আত্মত্যাগে
বাসনার অবসান, কামনার শেষ।
বুঝিলেন, সে উপাস্য আর কেহ নহে,
তিনিই সে কুমারীর আরাধ্য দেবতা!
ধরে না আনন্দ তাঁর, রহিলা বিহ্বল
কিছুদিন সুখ-দুঃখে আশা-নিরাশায়!
ভাবিলা, যে বংশী-রবে বন-কুরঙ্গিনী

ভুলিল, তাহা কি তারে দিবে চিরসুখ ?
শেষে মাতৃ-আজ্ঞা লয়ে বিবাহবন্ধনে
বাঁধিলেন তরুণীরে। দুটী আগন্তুক,
বালক বালিকা, আসি সেই পরিবারে
লইল ক্রমশ স্থান।

কোথায় মোহন ?
সমুদ্র রচেছে তার অকাল-সমাধি,
নহিলে, জানিত সেই প্রেম-অভিমানী
সাগর জীবিতে আজ মৃত তার কাছে !

এক দিন প্রাবৃটের নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে
সাগর ড্রয়িংরুমে সোফায় বসিয়া
বাতায়ন মুক্ত করি নীলাভ আলোকে
নিবিষ্ট নিমগ্ন ছিল গাঢ় অধ্যয়নে।
বসিয়া পাশের কক্ষে বাপ ছেলে মেয়ে
নিমগ্ন আরেক ভাবে। পিতার নিকটে,
ভারত-পিনালকোডে নাই যা উল্লেখ,
হেন অভিযোগ যত এ-উহার নামে
অবাধে করিতেছিল ! অদ্ভুত প্রথায়
হতেছিল দণ্ডদান ! দুই ভাইবোনে
মেনিপুষিটিরে লয়ে ছিল মত্ত হয়ে।
পিতাও খেলায় শেষে দিয়েছিলা যোগ

দিদিরে এড়ায়ে ভাই আদরের চোটে
অস্থির করিতেছিল মার্জ্জার-বালারে!
দুধ পিয়াইতে এসে পিঠময় ঢেলে,
সে পিঠে চাপিয়া, মোটা লেজের উপরে
সবেগে চলিতেছিল দুঃসহ সোহাগ!
বেচারী সহিতেছিল সব চক্ষু মুদি।
দিদি এই কাণ্ড দেখে ব্যথিত বিস্ময়ে
পিতারে দেখাতেছিল। ক্ষুণ্ণ খোকাবাবু
দেখিলেন, অকৃতজ্ঞ জংলী বন্ধুটী
পালাল দিদির কোলে! এত বড় কথা!
রাগে তার কাণ মলি, ছোট দুটি চড়
মারিয়া মাথায়, উল্টো করিলা নালিশ
পিতাপাশে, অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া
আশ্রিত আশ্রয়দাত্রী দুজনার নামে!
কোনমতে এ বিবাদ সালিশে মিটায়ে
বিচারক সে মধুর আদালত হ'তে
গেলেন পত্নীর কাছে, কহিলেন হাসি,
'তব রসগ্রাহিতার বিচার এবার!—
দেখি, কি পড়িছ?—ওহো!—ইনক্-আর্ডেন?
বল দেখি, কোন চিত্র, কাহার চরিত্র
সব চেয়ে প্রাণস্পর্শী?' বাকী অংশ টুকু
সদ্য সাঙ্গ করি, গ্রন্থ হতে মুখ তুলি

কহিল নিঃশ্বাসি নারী, 'চিনি না ইনকে,
সে নহে মাটির, নহে আমাদের কেহ,
আমি বড় ভালবাসি বেচারি অ্যানীরে !
জানি তারে, বুঝি তারে, ভাবি আপনার।
তার ক্ষীণ শক্তি লয়ে অসম সংগ্রাম
বিরূপ অদৃষ্টসনে, নিষ্ফল মহান্ !'
এত বলি ত্রস্ত হস্তে গ্রন্থ বন্ধ করি
কহিল, 'শুনিবে গান ?' কাব্য ফেলে দিয়ে
বেহালায় সুর বাঁধি তুলিল ঝঙ্কার !
বর্ষণ হয় নি ক্ষান্ত তখনও নিঃশেষে,
পথ জনহীন-প্রায়, একটী যুবক,
দেখিলে, বাতিকগ্রস্ত হয় অনুমান,
বংশীরবে মুগ্ধ কাল-ভুজঙ্গের প্রায়
নিস্পন্দ করিতেছিল সুরসুধা পান
আকণ্ঠ তৃষায়। দাঁড়াইয়া পথপ্রান্তে
পথিক দেখিতেছিল,—কুন্দদন্তে চাপি
আরক্ত অধর, কেমনে বাঁকায়ে গ্রীবা,
পেলব চিবুক রাখি যত্নে যন্ত্রোপরে,
মোহিনী সাধিতেছিল করুণ রাগিণী !
কর্ণ-আভরণ দুটি ছন্দে তালে তালে
ঈষৎ দুলিতেছিল, কখন সহসা
বরষার মধ্যাহ্নেরে আর্ত্ত আর্দ্র করি

মিলিল যন্ত্রের সাথে স্ত্রীকণ্ঠ মধুরে,
উঠিল কি প্রাণোন্মাদী প্রেমের সঙ্গীত !

পাঠক, চিনিলে পাছে ?—কেমনে চিনিবে ?
এ মোহনে সে মোহনে কোন মিল নাই !
সাগর ত রচে নাই তাহার শ্মশান,
এ সাগর রচিয়াছে জীবন্ত সমাধি !
মোহন মরেছে, তার প্রেতমূর্ত্তি বুঝি
প্রণয়ের পরিণাম এসেছে দেখিতে !
স্তম্ভিত ভাবিতেছিল,—দশবর্ষ আগে
সাগর কাহার ছিল ? দশ বর্ষ আগে
কে মোর হৃদয়পদ্ম করেছিল আলো,
কোন চিহ্ন আছে তার ? দেবীপ্রতিমারে
রাংতার আচ্ছাদনে কোন্ মূঢ় ভক্ত
করেছে বিরূপ হেন ? মোহনের চোখে
এ সাগর যা-ই হোক্, রসজ্ঞ দর্শক
দেখিলে ভাবিত, এ কি ঋষি-অভিশাপে
জ্যাকেট-লকেট-ব্রোচে মোজা-লেসে সাজি
সরস্বতী এসেছেন মানবের ঘরে
নব্যা বাঙ্গালিনী-বেশে ! দেখিল মোহন—
কোলে মনোহর শিশু, একটী যুবক
গায়িকার পাশে আসি সহাস্য আননে

দাঁড়াইল, রঙ্গভরে বেণী লয়ে তার
করিতে লাগিল ক্রীড়া ! উদ্ভ্রান্ত অমনই
ছুটিল চীৎকারি, 'সব ঝুটা ! সব ঝুটা !'
একেবারে সেই কক্ষে হল উপস্থিত।
সঙ্গীত থামিয়া গেল। বিস্মিত অজিত
কহিলেন আগন্তুকে, 'কাকে প্রয়োজন ?'
উন্মাদ ক্ষণেক থামি কহিল কাতরে,
'বড় তৃষা ! জল খাব !' আসিল তখনই
কয়টা সন্দেশ আর এক পাত্র জল।
না চাহি সে দিকে, তৃষার্ত্ত বাড়ায়ে বাহু
সাগরের অবিকল শৈশবের ছবি—
খুকিরে চাহিল আগে কোলে টেনে নিতে।
সাগর করিল মানা, 'না ! না ! ও যাবে না
পাগলের কাছে !' অজিত ভ্রূভঙ্গি করি
কহিলেন, 'সে কি ? যা লহরী, যা মা কোলে।'
অভিমানী শুনে' দূরে বসিল সরিয়া,
কহিল, 'না, থাক্ থাক্, পাগলের কাছে
কাজ নাই এসে ওর।' অট্টহাস্য করি
কহিল, 'শুনিবে বাবু, কিসের লাগিয়া
এ দশা আমার আজ ?'—অধীর আবেগে
মোহন বলিয়া গেল কাহিনী তাহার
কি বুঝিয়া, মাঝখানে সাগর সহসা

চলে গেল সেথা হ'তে। যখন অভাগা
করিল সমাপ্ত তার করুণ কাহিনী,
পাশের প্রকোষ্ঠ হতে অস্ফুট চীৎকার
উঠিয়া, তখনই গেল অলক্ষ্যে মিলায়ে !
ক্ষিপ্ত দাঁড়াইল তীরবেগে। সে অস্পৃষ্ট
খাদ্য-জল সেইখানে রহিল পড়িয়া !
বেগে চলে গেল উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিয়া,
'সব ঝুটা ! সব ঝুটা ! নারী আর ঘুড়ী
যতক্ষণ যার হাতে ততক্ষণ তার !'
আর কেহ কোনদিন দেখিল না তারে।

কক্ষান্তরে গিয়ে যুবা দেখিলা বিস্ময়ে,
যুবতী মাটিতে পড়ি, হাতে হাত চাপি
যেন কোন মর্ম্মভেদী যাতনা রুধিছে !
স্নেহে যত্নে হাতে ধরি তুলিয়া পত্নীরে
কহিলা অজিত, ধীরে, 'অসুখ হয়েছে ?'
কে দিবে উত্তর ?—সাগর ভাবিতেছিল,—
সেই দিন, সে অতীত সেই বালি মাখা,
সাগরে সাঁতার-খেলা,—তাই কি জীবন ?
—এসেছি ফেলিয়া পাছে জীর্ণবস্ত্র সম !
[illegible], চাঁ'র নিমন্ত্রণে,

সাহিত্যে সঙ্গীতে শিল্পে, শিশুসঙ্গলাভে
যে উল্লাস, যে উচ্ছ্বাস, সে কি অভিনয় ?
ভাবিতে লাগিল নারী,—বস্ত্রে গ্রন্থি বাঁধি
পূর্ণিমারে সাক্ষী করি, প্রণয়ের মন্ত্রে,
মুক্ত আকাশের নীচে, পশি সিন্ধুনীরে,
সাগরের মত্ত গাথা শুনিতে শুনিতে
প্রেম-অভিষেক,—সেই কি বিবাহ ? না, এ
ধর্ম্মমন্দিরের ছায়ে, জনতাসম্মুখে,
আচার্য্যের স্বস্তিবাক্যে, পুণ্য উপদেশে,
দীপের আলোকে আর গর্ব্বের পুলকে,
পিয়ানোর মিষ্টালাপ শুনিতে শুনিতে
হ'ল যে মিলন শুভ,—তাই পরিণয় ?

পাঠিকা বিচার কর। অভাগী কেবলই-
কেবলই ভাবিল তাই কয় দিন ধরি !
ভাবিয়া ভাবিয়া, শেষে জানাল স্বামীরে,
'হেথা ভাল নাহি লাগে, এই দৃশ্য ছেড়ে
সমুদ্রের ধারে গিয়ে করি মোরা বাস !
দুজনে শুনিব বসি সাগরসঙ্গীত,
'লহরী'-'লহর' দুই ভাই বোনে মিলে
আনন্দ-কাকলি করি বালি মাথি গায়

দেখিব, করিছে খেলা সারাদিন তীরে!
কহিলা অজিত হাসি, 'এমন-সাগর
ঘরে যার, তার আর সাগরে কি কাজ?'
পক্ষ কাল পরে কিন্তু রাজধানী হতে
পুরীর সমুদ্রপারে এলেন উঠিয়া।

বিদূষী

সরযূ হৃদয়বতী, সরযূ বিদূষী,
সরযূ ধনীর কন্যা, সরযূ রূপসী,
কালীপদ বসু ভারি এক-রোখা লোক,
তাঁর এ কুমারী কন্যা। মিষ্টার কে বাসু,
বিলাত-ফেরত, কিন্তু বুঝা তাহা ভার!
যৌবনেই বিপত্নীক, তবু তাঁর কাছে
পাড়িতে পারে নি কেহ বিবাহ-প্রস্তাব।
সহৃদয় গুণী জ্ঞানী তনয়াবৎসল
পুঁথি ঘেঁটে মেয়ে নিয়ে স্বচ্ছন্দে তাঁহার
দিন কেটে যায়। একমাত্র কন্যাটীরে
পিতা ও মাতার যত্নে তুলিলেন গড়ি
নারীরত্ন করি। কিন্তু বোস সাহেবের
ভারি দোষ, মধ্যবিত্ত ও গরীব দলে
বন্ধুসংখ্যা বেশী তাঁর। দলের কদর
এরূপে বিনষ্ট দেখি', ধুতি চাদরের
সময়ে কি অসময়ে দেখি, বাড়াবাড়ি,
পুরা-নাম ব্যবহার দেখি', বন্ধুগণ
'ট্রপিক্যাল' বলি তাঁরে ক্ষ্যাপান বৃথা ।!

রূপসী বিদুষী তা'য় ধনীর দুলালী
এমন মেয়েকে কে না গৃহলক্ষ্মী করে!
ফুল্লপদ্মগন্ধে অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ সম
পাণিপ্রার্থী কত কেহ আসিতে লাগিল
গোঁফ-চোখা কত রোখা বিলাত-ফেরত
আসিলা এ রত্নলোভে মোলায়েম সাজি!
ভূলুণ্ঠি চাদর পরি' 'পাঞ্জাবীর' পরে
চিরকেলে পরিত্যক্ত বাঙ্গলা কবিতা
আসিলা মুখস্থ করি!—পাত্রী নিজে কবি
কবি কিংবা কাব্যপ্রিয় একটা অন্তত
এ ক্ষেত্রে না হলে নয়!—সব বৃথা গেল।

একদিন সকলেই পারিল জানিতে
সরযূর প্রকাশিত 'মালা' কাব্যটীর
সমালোচনায় যার বিশেষ যোগ্যতা
সরযূ দেখিতে পেল, সেই অবিনাশ,
বিলেত-ফের্‌তা-গুণে হয়েও বঞ্চিত
হল পাত্র নির্ব্বাচিত। একবাক্যে যত
পরিত্যক্ত উমেদার এই নির্ব্বাচনে
লাগিল ধিক্কার দিতে, সরযূর ভ্রমে
উঠিল ব্যাকুল হয়ে ভবিষ্যত ভাবি!
অবিনাশ ভাগ্যবান্!—যত মনে হল,

তত তার প্রতি সবে লাগিল চটিতে।
নানা ভাবে আলোচনা চলিল সবেগে,
চা-সভায়, বনভোজে, সান্ধ্যসম্মিলনে!

একদিন অবিনাশ গর্ব্বস্ফীত মনে
সরযূর পাঠাগারে দেখা দিল আসি।
চারি চক্ষু মিলে গেল, লজ্জায় অমনই
সুন্দরী নয়ন দুটি করিলেন নত।
অবিনাশ খাতা এক রাখিল টেবিলে।
রমণী তুলিয়া তাঁর কবিতার খাতা
কহিলেন, 'এ কাব্যটী লাগিল কেমন?'
উত্তরিল অবিনাশ, 'অতি চমৎকার!'
খাতার প্রথম পাতা খুলিয়া সরযূ
পড়িলেন বহুবার বিস্ময়ে কৌতুকে!
জানালার কাছে গিয়ে লুকালেন ভাব!
পয়ারের কাটি' প্রতি দ্বিতীয় পংক্তিটি
রঙ্গভরা প্রত্যুত্তর কে দিল মিলায়ে!
রহিলেন বহুক্ষণ খোলা-পাতা'পরে
রাখি লক্ষ্যহীন আঁখি। শেষে ধীরে ধীরে
ভাবান্তর এল মুখে। প্রত্যুত্তর পড়ি
নীরবে হাসিলা মুগ্ধা, প্রশংস নয়নে
চাহিলেন নিরুদ্দেশে!—সে ব্যঙ্গ-লেখক

সম্মুখে দাঁড়ায়ে যেন মৃদু হাসিতেছে,
সেই দুষ্ট মিষ্ট হাসি বড় সাংঘাতিক !

অবিনাশ দূর হ'তে সে পাতাটী দেখি'
উঠিল চীৎকারি ?— এ কি ! লাল কালী দিয়া
মুক্তা সম লেখাগুলি কে করিল মাটি !'
নিমেষেই, সে. কে, তাহা চিনিল হরফে !
কহিল বিরক্তিভরে, 'আর কে ?—প্রভাস !
সব তাতে ঠাট্টা তার, বাচালের শেষ !
শেষে ক্ষুব্ধ অবিনাশ সরযূর কাছে
চাহিল মার্জ্জনা যবে, সরযূ সহসা
উঠিল চমকি, কহিল, 'কি নাম তাঁর ?
প্রভাস ! প্রভাস ! তাঁর বুঝি এই কাজ ?
কিন্তু নামটী ত বেশ ! তিনি আপনার
হন বুঝি কেহ ?' উত্তরিল অবিনাশ,—
'সে আমার ছোট ভাই, নিষ্কর্ম্মার শেষ !'
কহিল সরযূ হাসি, 'তিনি বুঝি খুব
হাসি খুসী, রঙ্গপ্রিয় ?' অবিনাশ তার
কি দিল উত্তর, কিছু নাহি গেল কাণে,
সরযূ রহিল মৌনে চিন্তায় বিভোর !
অবিনাশ কহিল যা, শুনেছি আমরা !—
দুই ভাই একসঙ্গে ক্ষমা চেয়ে যাব

—পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির তরে
মূল কাব্য, প্রতি পদে প্রভাসী টিপ্পনী।
কিয়দংশ করিলাম উদ্ধৃত এখানে!
পাঠক, বিশেষভাবে কুপিতা পাঠিকা,
প্রগল্‌ভ কি দণ্ডযোগ্য, করুন্‌ বিচার!

কুমারীর সাধ।

কত ভালবাসি তা'য় লুকায়ে লুকায়ে,
প্রকাশ্যে কাঁদায়ে তারে বচনের ঘায়ে।
কেমনে প্রমাণ করি মোর ভালবাসা!
ভাবনা কি? পাড়াশুদ্ধ সাক্ষ্য দিবে খাসা।
অজ্ঞাত দেবতা লাগি দিতে পারি প্রাণ,
এ মিথ্যায় বড় জোর দেয়া যায় কাণ।
তার পায়ে বিনি সূতে, সাধ, বাঁধা রই।
সে ভারে সে একেবারে হবে গঙ্গা-সই!
যে ঢেউ উঠিবে প্রাণে কে তাহা গণিবে?
তার সব পুঁজি যবে দোকানী লুটিবে!
কি না পারি তার মুখে হাসি ফুটাইতে!
শূন্য ছেড়ে হবে তবে সংসারে নামিতে
শিরে তুলে নিব তার দুঃখ-দৈন্যভার,
তা হ'লে দেখিতে হবে রোজের বাজার!

প্রাণের অমৃত তারে পিয়াব নীরবে!
উনুনে সঁপিয়া খাতা, হাতা নিও তবে!
যদি কভু পাই আমি প্রকাশের ভাষা,
তবে তার নিতে হবে একা ভিন্ন বাসা।
পাখীর মতন যদি পাই দুটি পাখা!
ভূতের ওঝাটী তবে চাই তার ডাকা!
শোয়াব যতন করি হৃদয়-শয্যায়!
গরমে সে ছোটে যদি খোলা-বারান্দায়?
আমি যদি হইতাম তার হস্তে বাঁশী,
বাঁশীটী বেচিয়া দিব্যি কিনিত সে খাসী!
হতেম পুরুষ যদি, সে হইত নারী!
হওয়ার কি বাকী আছে বুঝিতে না পারি!
বুঝিতে পারিত বুঝি নারীর বেদনা!
ও সৌখীন দুঃখ দেখে হাসি থামিত না!
কোথা গো দেবতা মরি কল্পিত বিরহে,
বাঙ্গলার আঁটালে মাটী মূর্চ্ছা নাহি সহে!
নিশীথের ঘুমে ছেয়ে এল আঁখি-পাতা!
বাঁচা গেল, মিল নিয়ে ঘুরে গেছে মাথা!

দুই মাস চলে গেছে। এসেছে সরযূ
পিতৃ-আশীর্ব্বাদ লয়ে, প্রিয়গৃহ ছাড়ি
অবিনাশ দত্তদের নূতন বাড়ীতে!

নববধূ-বেশে সাজি। কিন্তু সে ত আজ
প্রভাসের পরিণীতা! হায় অবিনাশ,
হা সমালোচক, হায় গম্ভীর ভাবুক,
হায় ভাবী প্রকাশক অমূল্য কাব্যের,
হা ব্যর্থ সমঝ্‌দার, রিক্ত ভক্তবর,
এই শেষে পুরস্কার?—আরাধ্যার মালা
তব কণ্ঠ তরেই না হয়েছিল গাঁথা?
আজ যে শোভিছে তাহা নিন্দুকের গলে!
হা অবোধ, রমণীর হৃদয়রহস্য
দেবতাও নাহি জানে। ওরা কি যে চায়,
নিজেই বুঝে না তাহা। নারী ভালবাসে
কটু তেল; ঝাল ঝোল, ঝাঁঝাল পুরুষ,
রঙিন্ কাপড় আর রঙ্‌দার স্বামী!
—অবিনাশ এমনটী ভাবিল অন্তত।
গেছে যাক্ ভুল ভেঙ্গে, যাও অবিনাশ,
কাব্যের নন্দন হতে কর্ম্মের বন্ধনে,
স্বপ্নের জীবনে যাক্ যবনিকা পড়ি।

তিন বর্ষ চলে গেছে। একদা প্রভাতে
দেড় বৎসরের এক হৃষ্টপুষ্ট ছেলে
পড়িতে পড়িতে আর টলিতে টলিতে
ক্ষুদ্র এক খাতা হাতে, তার এক কোণ

সবলে পূরিয়া গালে,—ভারি বাহাদুর !—
মায়ের নিকটে এসে হইলা হাজির।
সরযূ কপট রোষে তার গ্রাস হতে
কাড়িলা দংশিত খাতা। কহিলা হাসিয়া,
'বাপ্‌কে বেটাই বটে ! ওষ্ঠে লেগে আছে
দিব্যি দুষ্টু হাসিটুকু, চোখ দুটি যেন
মিষ্ট নষ্টামিতে ভরা।' কহিল প্রভাস,
'মার মত ও মুখে কি নাই মধুরিমা ?
কবি সম নাই চোখে ঢুলু ঢুলু ভাব ?'
কহিল সরযূ—প্রমাণ এ খাতা খানি,
কহিল প্রভাস হাসি, 'সে দলিলই বটে !
মালিক দখিলকার যার বলে আমি
একটি অতুলনীয় হৃদয়-রাজ্যের !'
সরযূ কহিলা, 'বেশ ! কিন্তু এ দলিলে
আছে প্রেমদ্রোহিতারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ !
লালে লাল লেখা আজও তেমনই রঙ্গিন !'
ত্রস্তে খাতা কেড়ে নিয়ে বহুখণ্ডে ছিঁড়ে
কহিল প্রভাস, 'ও লাল মুছে কি প্রিয়ে ?
হৃদি-রক্তে লেখা, ও কি মুছিবার কিছু ?
তবু উহা ছদ্মবেশ, তাই ওর শেষ !
সে প্রভাস মরে গেছে, আজের প্রভাস
তার নিজমূর্ত্তি লয়ে পড়িয়াছে ধরা !'

পূর্ণ পত্নীগর্ব্বভরে সরযূর ঠোঁটে
ফুটিল সোহাগ-হাসি ! খোকারে টানিয়া
ঢাকিলেন সে আবেগ চুম্বনে চুম্বনে।
অকস্মাৎ এ উৎকোচে নষ্ট খোকাবাবু
খল খল হাস্য-স্রোতে লাগিলা তুলিতে
খুসির লহরগুলি ! দেখিয়া শুনিয়া
পতি-পত্নী ক্ষণতরে ভুলিলা সংসার।

কহিল প্রভাস, 'ওগো কবি বা কবিনী,
খোকার কি নাম রাখা করেছেন স্থির ?'
সরযূ কহিল, 'দিব ভুলময় নাম।'
অন্তরে হাসিয়া, মুখে বিস্ময় প্রকাশি
কহিল প্রভাস, 'ভুলময় !—বুঝিলাম
আমারে বিবাহ— তব—ভুল নির্ব্বাচন।
'ভুলে আসিয়াছে হেথা এ স্বর্গ-অতিথি'—
স্ত্রীকবি উত্তর দিল।—কহিল প্রভাস,
'এটা প্লেটোনিক-প্রেম ! যদিও সে চিজ্
কাঁটালের আমসত্ত্ব—তত্ত্ব বুঝা ভার !
আমি সোজাসুজি লোক, যাহা ডেকে সুখী—
রাখিনু যাদুর নাম,—সরোজকুমার !'
দেখিল প্রভাস, সদ্য পত্নীর কপোলে
প্রেমদীপ্ত লজ্জারাগ উঠেছে ফুটিয়া।

অবিনাশ সেইক্ষণে দোকানে বসিয়া
হিসাব মিলাতেছিল, বুঝে না বেচারা,
হিসাবে কেবলই কেন ঠিকে হয় ভূল!
সেদিন কিছুতে তাহা মিলিল না আর।

ভুল

আজ মৃজাপুর-মেসে ভারি ধূম-ধাম !
কবির বিদায়-ভোজ ! আমি সেই মেসে
একমাত্র গণ্য কবি। বি-এল্ হইয়া
চলেছি স্বদেশে—গ্রামে, ছাড়ি রাজধানী।
তাই এই 'সেণ্ড-অফ্'। ভক্তসংখ্যা মোর
দলে কম ভারি নহে। ভক্তের প্রধান
অমিয়ের প্রাণে আজ স্ফূর্ত্তি ধরিছে না !
তবু তার আঁখি দুটি যেন ছল ছল !
কর্ম্মের ব্যস্ততা হতে মোর পানে ফিরি
হাসিছে গৌরব মোর করি অনুভব—
অভিনন্দনের হাসি। পলকে আবার
আসন্ন বিরহব্যথা জাগায়ে হৃদয়ে
বেচারী চাহিছে থেদে। কেবল নরেশ
দিঙ্‌নাগের মত এই বঙ্গ-কালিদাসে
দিত না আমল কভু ! ভক্তেরা বলিত—
নরেশও কবিতা লেখে, তাই হিংসা এত,
কবি আর কপি চটে জাত্‌ভাই দেখে !—
নরেশ ঘৃণায় আজ ক্ষুদ্র দল লয়ে
চলে গেছে মেস্ ছেড়ে। তার অবহেলা

ভক্তদের জয়োচ্ছ্বাসে গিয়াছে ডুবিয়া।
পুড়িছে আতসবাজী, আলোকে উজ্জ্বল
চীনালণ্ঠনের সারি দুলিছে বাতাসে,
জাহাজী নিশানমালা পত্ পত্ করি
উড়িছে উৎসব রটি। ন'টা বেজে যেতে—
একটী সাজান ঘরে বড় মেজ ঘিরে
জড় হল ভক্তদল। বকদল মাঝে
হংস সম বসিলাম গৌরব আসনে!
প্রথমত মিষ্টমুখ চা আর সন্দেশে
করা গেল। তার পরে, টক্‌টকে লাল
'রোজেড্' কাচের গ্লাসে পূর্ণ করি সবে,
একত্রে আমার স্বাস্থ্য জয়কলরবে
আগ্রহে করিল পান পাত্র শূন্য করি।—
এই বিজাতীয় কাণ্ডে, তার পরদিন,
নরেশেরে তীব্র শ্লেষে, দেখিনু, আমার
অতি বড় ভক্তদেরও মাথা হ'ল হেঁট।

কিছু পরে চট্-পট্ হাততালি মাঝে
উঠিল অমিয়। মোর গুণ আলোচিয়া
করিল প্রশংসা বহু, করিল বড়াই!
আমি এত শীঘ্রই যে বঙ্গমাতা-মুখ
করেছি উজ্জ্বল, তাহা সকলের মনে

দিল সে মুদ্রিত করি। 'শোন!' 'শোন!' রবে
সায় দিল সবে তারে। দূরে কোণ হ'তে
একজন 'সাধু!' 'সাধু!' গলা ছেড়ে বলি'
রাখিল বিজাতি কাণ্ডে জাতীয় মর্য্যাদা।
তার দিকে সকলের খরদৃষ্টিগুলি
একত্রে পড়িল গিয়া। এদিকে অমিয়
স্বরচিত চৌদ্দপদী কবিতা একটা
বাষ্পরুদ্ধ কম্প্র কণ্ঠে থামিয়া থামিয়া
পড়ে' গেল। শেষে ধীরে ধীরে উঠে এসে,
'নিরঞ্জন'-মুদ্রাযন্ত্রে সুচারু মুদ্রিত
সেই মৈত্রী উপহার সুন্দর সনেট
তুলে দিয়ে মোর হাতে ফিরিল স্বস্থানে।

একটী সনেট।

চলিলে, হে কবিবর, কাঁদায়ে সবায়,
আর আমাদের কথা রবে কি স্মরণ?
তোমার জনমভূমি এ পুত্ররতন
ধরিবেন বুকে যবে, তখন তোমায়
আমরা দেখিতে গিয়ে দেখিব কেবল
তোমার সহস্র স্মৃতি রয়েছে জড়ায়ে!
তুমি চলে' গেছ দলে' রক্তশতদল—
শত শত ভক্তহিয়া! যাবে না গড়ায়ে

এক বিন্দু অশ্রু, বন্ধু ? মনে কি হবে না
কতগুলি ম্লানমুখ, অশ্রুভরা-আঁখি ?
তবে ভাই, ল'য়ে যাও স্মৃতিপটে আঁকি
ব্যথার এ সুখোচ্ছ্বাস উৎসব-বেদনা !
যাবার বেলায় চাই এই অধিকার,
চিরদিন পূজা দিব উদ্দেশে তোমার।

এর পর সে মেসের প্রিয় সুগায়ক
প্রবোধ মধুরকণ্ঠে তার বাঁধা, আর
সুরে গাঁথা, গীতে সবে করিল উদাস।
সেও সে ছাপান গান দিয়ে মোর হাতে
সম্ভ্রমে নোঁয়ায়ে শির ফিরিল স্বস্থানে,
রুমালে মুছিয়া আঁখি বসিল নিশ্বাসি !
সম্পাদকমনোলোভা শ্যাম-শষ্প সম,
সেই টাট্‌কা খেদ-গীত হইল উদ্ধৃত।—

বিদায়-বেদনা।

(গান)

রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালী।

ওহে কবি, যশের রবি
মাথার 'পরে হেরি !
দ্বিগুণ তেজে উঠুক্ বেজে
তোমার জয়-ভেরী !

তোমার দেখা আর পাব না,
রচনসুধা আর খাব না,
ভাব্‌চি এবার বিদায় নেবার
নাই যে বেশী দেরি!

আর দু'চারিটী বক্তা বলিবার পরে
আমি পড়িলাম উঠে। বহুক্ষণ ধরি
শ্রবণবধিরকারী করতালি রব,
তার পরে মেজ'পরে গ্লাস ঠক্ ঠক্
চলিল অশ্রান্তবেগে। বুকের ভিতরে
আনন্দ গৌরব গর্ব্ব, মুখে প্রথামত
করিনু বিনয় বহু, ঘোষিনু বিস্ময়ে,
'এ যে অতিরিক্ত সব মোর তুলনায়!'
'না! না!' শব্দে অসম্মতি উঠিল চৌদিকে।
বসিয়া পড়িনু শ্রান্ত, চিরপ্রথামত
ধন্যবাদ দিয়া তবে সভাভঙ্গ হ'ল।
কোণের নাছোড়বান্দা খাঁটি স্বদেশীটী
তার সে জাতীয়-জেদ রাখিল বজায়,—
ছাড়িল না আগাগোড়া 'সাধু!' 'সাধু!' বুলি!

সাঙ্গ করি মৈসী লীলা যথাকালে শেষে
প্রবাসী ঘরের ছেলে ফিরিলাম ঘরে।

দেখিলাম আমি শুধু 'নীরদ' এখানে,
কবি নই, কর্ম্মী নই, গুরু নই আমি,
নহি কারও আদর্শ বা আরাধ্য দেবতা !
আমি এক পাড়াগেঁয়ে পুরুতের ছেলে,
যদিও বি-এল্, তবু খুঁজিলে আমার
জোড়া মিলে গাঁয়ে ! আমার মানস-ধন
যে বাঁধান খাতাটীরে ধন্য করেছিল,
সেই কবিতার খাতা রাখিতাম খুলে
লোকলোচনের আগে। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব !-
একটী পাঠক তার জুটিল না গ্রামে !
এতদূর বর্ব্বরতা কবির স্বদেশে ?
কিন্তু এ ত ধরা কথা, নাহি ঘটে যশ
জীবিত কবির ভাগ্যে।

একদিন দেখি,
দেশের—দশের সেই অমূল্য রতন,
মোর বড় আদরের কবিতার খাতা
হয়েছে অদৃশ্য কোথা ! খুঁজিনু বৃথায়
আঁতি-পাতি চারিদিকে। পক্ষকাল পরে
অকস্মাৎ ফিরে-পাওয়া সৌভাগ্যের প্রায়
বাঙ্গলার হারানিধি মিলিল আবার
যথাস্থানে যথাভাবে। খুলে দেখি, তাহা

স্ত্রীহস্তের বাঁকা-ছাঁদে সুন্দর হরফে
হয়ে গেছে সমাচ্ছন্ন ! খর কৌতূহলে
সমস্ত কবিতাগুলি পড়ি' দেখিনু তা
পেয়েছে আরেক মূর্ত্তি, আরেক মহিমা !
এ কলাকৌশল মোর সাধ্যের অতীত !
কিবা অবলীলাগতি ! পরের লেখাকে,
অন্যের মনের কথা এমন করিয়া
গড়িয়া যে দিতে পারে, কি ক্ষমতা তার !
ছন্দের কি কারিকরি ! শব্দের চাতুরী !
কেমনে আমার সব শৃঙ্খলাবিহীন
ভাবের সে আঁকি-উঁকি, নিপুণ তুলির
একটী আঁচড়ে, কে সে, তুলেছে ফলায়ে !
টেনেছে কেমন রেখা, কি মধু ভঙ্গিমা
দিয়েছে সে যথাস্থানে ! আনাড়ীর চেষ্টা
কোন্ পাকা হাতে পড়ি হয়েছে সার্থক !
মেসের বিদায়-ভোজ, সে গর্ব্বের দিন,
মনে হল, সব ঝুটা, শুধু মিথ্যা মোহ,
স্তাবকবৃন্দের এক অন্ধ উপাসনা।
হৃদয় দমিয়া গেল। কোথায় অমিয় ?
কোথা ভক্ত বন্ধুদল ? যদি তারা আজ
দেখিত তাদের সেই প্রিয় কবিবর
স্ত্রীহস্তে এমন ভাবে বিজিত, লাঞ্ছিত !

মনে হল, যত প্রিয় হোক্ না এ খাতা,
মোর পরাজয়-সাক্ষী,দীনতা-স্মরণ !
নারী অহমিকা চিহ্ন !—ছিন্ন ভিন্ন করি
বিশ্ব হ'তে মুছে ফেলি অস্তিত্ব ইহার!
আপাতত ধৈর্য্য ধরি রাখিনু লুকায়ে
সেই কলঙ্কিত খাতা অতি সাবধানে।

বহু খোঁজে অবশেষে পেলাম সন্ধান,—
আমার ঈর্ষার লক্ষ্য, আর কেহ নহে,
আমারই সে শৈশবের ক্রীড়া-সহচরী !
পিতা তার যোগ্যপাত্র পান নাই খুঁজি,
আমারে সুপাত্র জানি এসেছেন তাই
বিদূষীরে সমর্পিতে বিদ্বানের করে।
একে পুরাতনপন্থী, তাতে মর্ম্মস্থলে
নব্যার আঘাত মোরে করিছে পীড়ন,
ভাবিলাম, এই সব নব্যা সভ্যাগণ
লজ্জার ধারে না ধার, অশিষ্টের শেষ !
হয় হোক্, শৈলবালা শৈশবসঙ্গিনী,
গৃহিণী করিলে তারে কবিত্বের ভাবে
হবে যত মনোহারী, স্বামীত্ব হিসাবে
হবে না রসাল তত ! এ প্রতিদ্বন্দ্বিনী
বড় কাছাকাছি রহি করিবে পীড়ন

আমার কবিতাকুঞ্জে কণ্টকের মত !
স্বামীগিরি দাঁড়াইবে শিষ্যত্বে অচিরে।
নারীর—পত্নীর হেন ধৃষ্ট অহমিকা।
একদিনই সহ্য দায় ! তা কোন্ পুরুষ
সাধ করে', নিবে বরি চিরদিন তরে !
আমার মানসীমূর্ত্তি—সেই কলাবধূ !
মোর কথা, মোর লেখা সুধাসম জানি
স্বাদ পা'ক্ নাই পা'ক্, শুধু গিলে যাবে !
ঘরে বসে রাতদিন ভার্য্যার সহিত
কাব্য, ইতিহাস লয়ে তর্কযুদ্ধ চেয়ে
ঢের কাজ দেখে, মৌন প্রেমের চর্চ্চায় !
প্রস্তাব ফিরায়ে দিয়ে সগর্ব্বে ভাবিনু,
উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়েছি এবার,
তার দর্পে এইবার দিয়েছি আঘাত !
সত্য সত্য শৈলবালা পাইল আঘাত,
যে কারণে, তাহা কেহ জানিল না কভু !

দুইমাস গেছে চলি গ্রাম্য নহবতে
বাজিছে সাহানা সুর, শৈলদের বাড়ী
দিন রাত কোলাহল, বিবাহভবনে
বহিছে উৎসবস্রোত। শৈল আজ হবে
পরগৃহে গৃহলক্ষ্মী !—পিতার হৃদয়ে

সেই সানায়ের সুরে এ হুতাশবাণী
কেবল বাজিতেছিল। জামাতার হাতে
রাখিয়া কন্যার হাত পিতা ভুলেছেন
মন্ত্র-উচ্চারণ। এ যে জলভরা চোখে,
ঘরের লক্ষ্মীরে লয়ে পরের দুয়ারে
অভাবিত প্রত্যাশায়, অজ্ঞাত শঙ্কায়
পিতার কাতর ভিক্ষা! আজ প্রাণ মাঝে
জাগে শুধু আশীর্ব্বাদ, মঙ্গল কামনা।

সপ্তাহ কাটিয়া গেছে। সস্ত্রীক অমিয়
হঠাৎ আমার গৃহে এসে উপস্থিত
উচ্চ-হাস্য কলরবে! সুধা'ল গম্ভীরে,
'এখন কেমন আছ?' তিন দিন আগে
জ্বর ছেড়ে গেছে, তবু শরীর দুর্ব্বল,
শয্যায় বসিনু উঠি। কহিল অমিয়
ভক্তোচিত আব্দারের চটুল ভাষায়,
'বিবাহে তো গেলেই না, ঠিক দিন বেছে
ফেলিলে অসুখ করে'! তাই দুইজনে
সেধে আসিয়াছি নিতে কবির আশীষ।
তুমি সুখী হবে জেনে, এসেছি জানাতে—
'বড় সুখী, বড় সুখী, মোরা দুইজনে।'
অনবগুণ্ঠিত করি শৈলরে দেখায়ে

কহিল সে রঙ্গপ্রিয়, 'ডবল সম্বন্ধ
এঁর সাথে তোমার যে, কম না কোনটী,
বন্ধুপত্নী, কবিভগ্নী, যেটাই ধর না !'
ম্লানমুখে ভাঙ্গা-হাসি হাসিলাম শুধু,
কি দিব উত্তর আমি ? আমার নয়নে
পৃথিবী ঘুরিতেছিল, দিনের আলোক
নিভিয়া যাইতেছিল, ক্লেশে উপাধানে
ভর দিয়া স্থির হ'য়ে রহিলাম বসে'।
এ কি দেখিলাম ? এ কি রূপের স্বপন,
এসেছে যৌবনফুল্ল নারীমূর্ত্তি ধরি ?
বিদূষীও হয়ে থাকে এমন রূপসী ?
এমন নয়নে আহা এমন চাহনি ?—
পলকে পলকে তাহে হতেছে বিম্বিত
অগাধ অপরিমেয় সরল হৃদয় !
কি মধুর লজ্জা-আভা কপোলে আননে !—
প্রতিমা কহিল কথা। আমারে চাহিয়া
করিল কম্পিত কণ্ঠে কুশল জিজ্ঞাসা।
কি বলিনু, মনে নাই, ভাবিতেছিলাম,
শিক্ষিতাও হতে পারে এমন বিনীতা ?
হয় কি এমন মিষ্ট সভ্যাদের স্বর ?
হয় কি এমন স্পষ্ট বিজ্ঞাদের ভাষা ?
সে দিনের আর কিছু মনে নাই মোর,

শুধু এক আব্ ছায়া, আধ ব্যক্ত স্বর
মানসে ঘুরিতেছিল। সাথে সাথে বুকে
অমিয়ের কথাগুলি লাগিল বাজিতে—
বড় সুখী, বড় সুখী, মোরা দুইজনে!
সেই দিনই খাতাপত্র আগুন জ্বালিয়া
একে একে চিরতরে দিলাম আহুতি।

দুই বর্ষ গেছে চলে। দেশান্তরী আমি!
কাশীতে ব্যবসা করি। কথা বেচে খাই
ইংরাজের আদালতে। মোর মনোভূমে
ফোটে না কুসুম আর, নথি সেই স্থান
করিয়াছে অধিকার। সরস্বতী আজ
মক্কেলের আবির্ভাবে মোর বাসা ছাড়ি
হয়েছেন অন্তর্দ্ধান। অন্তঃপুরে মোর
নাই লক্ষ্মী, গৃহের সে মায়ামূর্ত্তি—নারী!
অন্তরের অন্তঃপুরে কারও ছায়াছবি
রহিয়াছে আলো করি! তার কাছে আমি
দুর্দ্দিনে আহত সম পড়ি লুটাইয়া,
সেবা নিয়ে স্নেহ পেয়ে ফিরে চলে যাই
একঘেয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে, নব বলে বলী।

একদা মোড়ক খুলি দেখিলাম, ডাকে

কে যেন আমার নামে দিয়েছে পাঠায়ে
নবপ্রকাশিত এক কবিতাপুস্তক।
নামটী নূতন—'ভুল'। দেখিলাম তাতে
প্রণেতা কি রচয়িত্রী, কারও নাম নাই।
উলটি প্রথম পাতা, পড়িল নয়নে,
রয়েছে উৎসর্গপত্রে মোর নাম ছাপা!
উঠিলাম চমকিয়া! অপর পৃষ্ঠায়
দেখিলাম, অতি ক্ষুদ্র ছাপার অক্ষরে
লেখা আছে—'প্রকাশক অমিয়কুমার'।
আর কিছু বুঝিবার রহিল না বাকী।
পুঁথিখানি একেবারে নিলাম মাথায়,
সুখে দুখে মোহে বুকে লাগিনু চাপিতে!
অদূরে প্রহর বাজি উঠিল নৌবতে।
সে কাতর অপরাহ্নে করুণ রাগিণী
ক্রমশঃ করুণতর হতেছিল যেন!
দুই বর্ষ আগে এক অপরাহ্নে কোথা
শুনেছিনু সানাইতে যে মধুর সুর,
কবে তা বিধুর হয়ে কি বেদনা বহি
ফিরিতেছে সাথে সাথে, কাঁদাতেছে মোরে!
সেই সুরে মিলে গেল আজিকার সুর।
কি যেন করিতেছিল প্রাণের ভিতরে।
বার বার মনে হল সেই কথাগুলি

প্রেমগর্ব্বে বলেছিল অমিয় যা মোরে—
বড় সুখী, বড় সুখী, মোরা দুইজনে !—
বুক ফাটি বাহিরিল অকস্মাৎ মুখে,
'যে সৌভাগ্য ছেড়েছিনু স্বেচ্ছায় সেদিন,
তার কণাটুকু পেয়ে ধন্য আজ আমি !'
—কখন গ্রন্থটী এসে ছুঁয়েছে অধর !

প্রতিশোধ

ভীমদাস কর্ম্মকার ভীমেরই দোসর।
চল্লিশে পা দিয়ে যেন দেহের মনের
আরও বেড়েছে স্ফূর্ত্তি, সোজা তাজা মন,
পীড়িতের চিরবন্ধু, পীড়কের ত্রাস,
হেন লাঠি-খেলোয়ার, হেন কুস্তিগীর
গ্রামে আর দুটি নাই, তেজস্বী, সাহসী,
এদিকে সে একেবারে মাটির মানুষ।
ছাত্রবৃত্তি পাশ করি প্রশংসার সাথে,
ইংরেজীও কিছুদিন পড়েছিল স্কুলে,
তবুও সে ছাড়ে নাই পৈত্রিক ব্যবসা।
সবাই মানিত তারে, চলিত ডরায়ে,
তার ডাকে গ্রামশুদ্ধ হ'ত তার পাছে,
প্রাণ দিত যেন তার একটী কথায়।
অথচ সে পাড়াগেঁয়ে লোহার কামার,
জুড়িয়া আসে না যার প্রাণপণ শ্রমে,
আগুনের তাতে পুড়ি লোহা পিটাইয়া
ক্লেশে অন্ন ক'রে খায়। তবু বড়-মুখে
চলে সে সবার কাছে, নির্লোভ, নির্দ্দোষ,
ধারে না কাহারও ধার, মানে শুধু দুই—
উপরে পরমেশ্বর, তলায় মুনিব।

বাহিরের ঘরে ভীম হাঁপরের কাছে
হাতুড়ী পিটিতেছিল, একমাত্র মেয়ে
রূপসী ষোড়শী সেই শৈশবে বিধবা
আলো করে' বসেছিল কালো কেশ ছাড়ি
আগুনের কাছে। ভীম বসেছিল যেন
দুইটী জ্বলন্ত কুণ্ড জ্বালিয়া সম্মুখে!
ক্ষণেক হাতুড়ী রাখি মুছিয়া ললাট
ফেলিয়া নিঃশ্বাস পিতা চাহি কন্যা পানে
কহিল অশ্রুত স্বরে, 'হা রে অগ্নিশিখা,
কি জ্বালা, জানিস্, স্নেহে পুষিতেছি গৃহে,
ও জ্বলন্ত কুণ্ড হতে ন্যূন নহে তাহা!
আঁধার জীবনে তবু তাই মোর আলো।'
আবার পড়িল ধীরে একটী নিশ্বাস।

হেনকালে পল্লীপথ সচকিত করি
ঘোড়া চড়ি' সিগারেট টানিতে টানিতে—
স্বেদাক্ত আননে সরু গোঁপের আঁচড়,
যুবা এক পথ দিয়া গেলেন চলিয়া।
যতক্ষণ দেখা গেল, সতৃষ্ণ নয়নে
ব্যথিয়া সে শুদ্ধমতি লজ্জাপ্রতিমারে
পথিক দেখিতেছিল রূপ—সেই রূপ,
যে রূপের পদতলে গর্ব্বোন্নত শির

বিস্ময়ে সম্ভ্রমে চাহে লুটায়ে পড়িতে।
মনে হতেছিল তার,—আহা মরি আঁখি
কিবা ভাবে ঢুলু ঢুলু সরল চাহনি!
এর কাছে কোথা লাগে নগরবাসিনী
বিলাসিনী রূপসীর চপল নয়ন!
কি গোলাপী গৌরবর্ণ! এর কাছে, ফিকে
পাউডার মাখা রঙ্? নাই যার মাঝে
জীবনের রক্তরাগ, যৌবনের জ্যোতি!
রূপেরে করেছে আলো এলো,কালো চুল,
সযত্নগ্রথিত বেণী পা'র যোগ্য নয়!
জমিদার-নিমন্ত্রণে শিকার খেলিতে
তাঁর মহাজন-পুত্র—উত্তরাধিকারী
লক্ষপতি যক্ষটীর—এসেছিলা হেথা,
দেখিয়া গেলেন পথে আরেক শিকার!
জমিদার-গৃহে নামি অধীর আরোহী
হেড্‌মোসাহেবটির পৃষ্ঠ করাঘাতে
পূত পুলকিত করি, মিষ্ট সম্ভাষণে
নিভৃতে আনিয়া তারে বহুক্ষণ ধরি
রহিলেন গুপ্তালাপে, যেন দুইজনে
একান্তে চলিল কোন নিগূঢ় মন্ত্রণা।
সহুরে ইয়ার এই ধনী-দুলালের
মুণ্ডু ঘুরে গেছে পথে পল্লী-রূপ হেরি!

ভাবে চণ্ডী দত্ত,—মুণ্ডু না উড়ে এবার
সেই পল্লীকামারের হাতুড়ীর ঘায়ে!
চিনিত সে ভীমদাসে, সভয়ে বিনয়ে
বুঝায়ে কহিল সব। শুনিয়া যুবক
মুখে করিলেন দম্ভ! ভিতরে ভিতরে
মানিয়া নিলেন যুক্তি! হল শেষে স্থির,
কৌশল চালিতে হবে। খাতক দলনে
আজন্মের শিক্ষা—তুচ্ছ দয়া ধর্ম্ম ন্যায়!

সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ভীমদাস সেই
আগুনের কাছে বসি তেমনই আগ্রহে
হাতুড়ী পিটিতেছিল। শ্বেত পগ্‌গধারী
পেটী-চাপরাস বাঁধা লাল কোর্ত্তা-পরা
চারিটী বাহন সনে পাঁড়েকুলমণি
প্রজাত্রাস জমাদার পল্লী-দেবতার—
দিলেন দর্শন সেথা। শশব্যস্তে ভীম
প্রণাম করিয়া দিল মোড়া বসিবারে!
'কহিল, ঠাকুর, হেথা কি মনে করিয়া?'
ঠাকুর শোনে নি কিছু! সে দেখিতেছিল,
ভাঙ্গা বেড়াটীর ফাঁকে রয়েছে ফুটিয়া
বড় বড় কালো চোখ! সে এমন চোখ
দেখে নাই? মনে হল, উহাই প্রেমের

অনন্ত বিহারতীর্থ! এ আঁখি যাহার,
সে পূর্ণলাবণ্যময় দেহেরও ঈশ্বরী।
ভাবিল, সার্থক এই গরীবের গৃহ,
এ হেন ঐশ্বর্য্য যেথা!—আজ সেই ঘরে
এসেছি চোরের মত ছোট মন লয়ে!
আপনা সম্বরি কহে, 'আসিয়াছি বাপু,
হাজির করিতে তোমা রাজ-কাছারীতে।'
কি দোষে পাঁড়েজী?—ভীম কহিল বিস্ময়ে।
অবতার নিজমূর্ত্তি করিল ধারণ!—
কহিল, 'ইংরেজীপড়া ক'টি গ্রাম্য বাবু,
তাদের পাল্লায় পড়ে গেছিস্ গোল্লায়!
ছাড়ি এই লোহাপেটা উঠেছিস্ মেতে
বিদ্রোহ হুজুগে। তুলি প্রজহিত-ধূয়া
এ মুলুকে মালিক যে, তাঁকে অবহেলা?
যারা চিরকেলে শিষ্ট, সেই হেলে চাষা
আজ উঠিয়াছে ক্ষেপে মিছে অসন্তোষে!'
উত্তরিল ভীমদাস, 'মোর প্রভুভক্তি
উপরের মালিকের জানা আছে সব!'

কহে জমাদার 'গেলে কয়েদ খানায়,
ছোট মুখে বড় কথা আসিবে না আর!'
উত্তরিল ভীম দাস, 'হা পাঁড়ে ঠাকুর,

নাই তব বাল-বাচ্ছা গেরস্তি-সংসার !
ঘরে নাই শস্য হ'তে পোষ্য চতুর্গুণ ?
মুনিব মোদের কাছে সাক্ষাৎ দেবতা !
তার সনে নাহি বাদ। কিন্তু যারা খায়
গরীবের ক্ষুদ-কড়ি, মুনিব ঠকায়ে
হইতেছে লাল, তাদের বিদ্রোহী মোরা !'
পাঁড়েজী কহিলা রুষি,—'দুপাতা পড়িয়া
হয়েছ পণ্ডিত বুঝি, শিখেছ ভণ্ডামি !
চল্ আগে কাছারীতে !' উত্তরিল ভীম,
'রাজার বিচারালয় নহে পণ্যশালা !
মুনিবের সুবিচারে সদর নায়েব
তাই কর্ম্মচ্যুত ! পুন কে উঠায় গোল ?
মুনিব জানে না, সব সেরেস্তার খেল্ !'
হঠাৎ নরম হয়ে কহে জমাদার,
'তোমার নিকটে এক আছে অনুরোধ,
চণ্ডী বাবু নিজে এসে বলিবেন তাহা,
শোন যদি ফেটে যাবে তোমার কপাল,
না শুনিলে, যাবে মারা !—আজ আসি তবে !'

দুসপ্তাহ গেল। সূচি-বুদ্ধি চণ্ডী বাবু
নিরাপদ দূর হতে টিপিলেন কল !

কাণ-পাৎলা মুনিবেরে দিলেন বাঁকায়ে!
ভীমদাস কামারের সোণার মুনিব !
তাঁহার প্রেরিত ক'টি পশ্চিমী পেয়াদা
সত্য সত্য ভীমদাসে করিল হাজির
জমিদারী কাছারীতে। পিতার আসনে
বার দিয়া বসেছেন যুবা জমিদার।
শোভে দুইধারে হিসাব-নিকাশ-বস্তা,
খাজাঞ্চী সুমারী মুন্সী আত্মীয় পার্শ্বদ,
ইন্দ্রে বেড়ি শোভে যেন দেবের সমাজ !
হেনকালে ভীমদাস কৃতাঞ্জলি হয়ে
দাঁড়া'ল নিকটে। কহিলেন জমিদার,
'এতদূর বাড়াবাড়ি ভাল নয়, ভীম,
জলে থেকে কুমীরেরে সাথে বাদ সাধা !'
বিনয়ে কহিল ভীম, 'কেন মহারাজ ?
অপরাধ মোর ?' কহিলেন মহারাজ,
'আমার পেয়াদা তুমি দাও বেদখল !'
উত্তরিল ভীম—'এটা ঘোর মিথ্যা কথা !'
কহিলেন কর্ত্তাবাবু, 'নিজে চণ্ডী দত্ত
বলেছে আমায় ইহা, সে যে গোবেচারী,
তা'য় বড় ঘরে জন্ম তার চেয়ে বুঝি
লোহার কামার, তুই বেশী সত্যবাদী ?'
কহে ভীম, 'ছোট বড় চিনি ব্যবহারে !

ছোটরে দলিয়া তাই বড় আজ কাবু!—
বঞ্চিত—দেশের পূর্ণ হৃদি-অধিকারে!'
কহিলেন জমিদার—'সে বেতন-ভোগী
বিশ্বাস করিব তারে!' কহে ভীমদাস,
'চাকরের যতকাল বেতন সম্বন্ধ!
রাজায় প্রজায় বাঁধ পুরুষানুক্রমে!'
কহিলেন কর্ত্তাবাবু, 'কে পুত্র, কে পিতা?
এই বিংশ শতাব্দীতে সেকেলে আদর্শ
হয়ে গেছে বিসর্জ্জন!' উত্তরিল ভীম,
'আবার আমরা তাহা মাথায় বহিয়া
আনিয়াছি তুলে', যত্নে করেছি স্থাপন
শত শত হৃদয়ের মন্দিরে মন্দিরে।'
গর্জ্জিলেন জমিদার, 'ভাবিস্ কি? আমি
পড়িব কথায় তোর? ও সব বক্তৃতা
করিস্ চাষার দলে! কাণভারী তোরা
করিতে ছাড়িস্ নাই উপরেও গিয়ে!
জীবনে উচ্চাশা ছিল অনেক প্রকার,
সব মাটি! সব মাটি! প'ল সব চাপা!'
বড় কষ্টে ভীমদাস রাগ সামালিয়া
রহিল ক্ষণেক মৌন। কহিল সতেজে,
'মহারাজ, ভেবে দেখ, তুমি আমাদের
পিতা মাতা বন্ধু রাজা শিক্ষক রক্ষক।

পরের মিথ্যায় যদি তুমি দাও কাণ,
তোমার বিচার তবে চাই ওঁর কাছে!
মাথার উপরে, ওই প্রতিমূর্ত্তি পানে
চেয়ে ভাব একবার, কার পুত্র তুমি!
সেই তুমি, আর সেই পিতৃপদে বসি
হবে ঘুসখোরদের হাতের পুতুল?'
কতগুলি পার্শ্বচর উঠিল চীৎকারি,
'ছোট মুখে বড় কথা? দেখা যাবে বেটা
তোর কাঁধে ক'টা মাথা!' উত্তরিল ভীম,
'আগে যার যার মাথা খোঁজ', আছে কি না,
তার পরে নিও মাথা! খাও, পর' সুখে,
পরের উপরে, যত দিন ভাগ্য রাখে,
মজাতে চেও না এই সোণার সংসার!
বনেদি ঘরের যত প্রাচীন গৌরব
লুপ্ত আজ!— বিদ্যালয়, চিকিৎসা-আগার,
অথিতিভবন স্তব্ধ! অস্পৃশ্য দীর্ঘিকা,
আজি পঙ্কোদ্ধার বিনা,—জল! জল!—করি
কাঁদে প্রজা তৃষাতুর! দুর্ভিক্ষ মড়ক
মেলিয়াছে লোলজিহ্বা! তোমরা এ দৈন্য
পারিবে ডুবাতে শুধু রঙ্গ-কোলাহলে।'

এইখানে বেধে গেল বড় গণ্ডগোল।

ক্রুদ্ধ জমিদারবটু সিংহশিশু সম
উঠিলা গর্জ্জন করি, 'কেউ নাই কি রে ?
নিয়ে যা ত এ বেটারে কয়েদখানায় !'—
দুটি হিন্দুস্থানী আসি ধরিল ভীমেরে।

হেনকালে কোথা হতে চমৎকারি সবে
'ভীমদা' 'ভীমদা' বলি নাচিতে নাচিতে
আট বছরের এক আনন্দ-দুলালী,
কোঁকড়ান কেশ গুচ্ছ দুলিতেছে পিঠে,
চরণে বাজিছে মল,—(ঘুঙ্গুর গলায়
পাছে পাছে পোষা এক হরিণ-শাবক !)
—যেন ক্ষুব্ধ করুণার ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি
আসিল ছুটিয়া সেথা। অমনই কুহকে
সেই কাঠখোট্টা দুটি ভীমদাসে ছাড়ি
দাঁড়া'ল পশ্চাতে হটি। জমিদারে চাহি
ক্ষুদ্র মুঠিটীতে তুলি ক্ষুদ্র এক কিল
কহিল বালিকা, 'বাবা, ভারি দুষ্টু তুমি,
'ভীমদা'রে ধরে নিতে বলেছ ওদের !'
এত বলি, ভীমদাসে নিমেষের মাঝে
জননী যেমন ক'রে কোলের শিশুরে
করেন আদর, করিল সোহাগ কত !
আত্মহারা ভীমদাস 'লক্ষ্মীদিদি' ! বলি',

ভাসিতে লাগিল শুধু নয়নের জলে।
বালিকার আদরের হরিণ-শাবক
অভিমানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ রহিল তাকায়ে!
বালিকা কপট রোষে ভুরু বাঁকাইয়া
কহিল. 'কাজ্‌লা ,তুই বড়ই হিংসুটে।
পাগ্‌লা কাজ্‌লা কিন্তু জংলী-ধরণে
রাগিয়া খুঁড়িতেছিল মাটী তীক্ষ্ণ খুরে।

সাক্ষাৎ ভীমের মত এই ভীমদাস
ক্ষুদ্র বালিকার কাছে শিশুর অধিক!
বুড়া আর গুড়া, এ অদ্ভুত ভাই বোনে
যে সংসার পেতেছিল, বাহিরে তাহার
কেহ লয় নাই খোঁজ। লুকায়ে লুকায়ে
কত কুল, কামরাঙ্গা ভগ্নীভক্ত ভাই
যোগাত বোনের তরে, বালকের মত
খুঁজে খুঁজে এনে দিত পাখীর শাবক,
পিঁজরা, ঘুঙ্গুর গড়ে' দিয়ে যেত চুপে,
দাম নাহি নিত তার, হাসিটুকু দেখে
ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবিত তাহাই!
লাটীবাজি কুস্তিখেলা দেখিয়া বালিকা
যখন 'ভীমদা!' বলে' কোলে ছুটে এসে
জড়ায়ে ধরিত তারে, সেই স্পর্শটুকু

বহু গৌরবের দিনে বহু জয় হতে
স্পৃহনীয় জ্ঞান করি নিত বক্ষে ভরি।
সেদিন তাহার হাতে চলিত হাতুড়ী
কি যেন নূতন ছন্দে!
এদিকে বালিকা
'ভীমদা'রে বশ করি আসিল ছুটিয়া
অভিমানী পিতাপাশে। সহসা পশ্চাতে
আঁচলে পড়িল টান, জংলী ছেলেটি
টানিছে বসন দন্তে!—ফিরিয়া বালিকা
একটী চুম্বন দিল। পশুর সৌভাগ্য
দম্ভস্ফীত জমিদার লোলুপদৃষ্টিতে
দেখিতেছিলেন, বুঝে, পিতার, সোহাগী
পিতারে করিল বশ একটী চুম্বনে!
'পাগ্‌লা কাজ্‌লা! মোর জংলী দাদাটী
ডাকিতেই, মাকে ছেড়ে মাতামহ কাছে
আসি তাঁর হাত সুখে লাগিল চাটিতে।
মেয়ে-নাতি-সাথীসঙ্গে ভুলিলা ক্ষণেক
সম্পদের অকারণ উষ্মা অভিমান!
কহিলা সদয়কণ্ঠে, 'ভীম, তোর দোষ
এযাত্রা করিনু মাপ।' উত্তরিল ভীম,
'বাপেই ত সয় ক্ষ্যাপা ছেলের উৎপাত!
তোমরা যে সাতপুরুষে দয়াল মুনিব,

মোরা পেয়ারের প্রজা ! আমাদের আর
এত জোর কোথা ? কিন্তু এ ত কথা নয় !
ভিতরে রহস্য আছে—কি করিব হায়,
নিজ হাতে করিতাম ইহার বিচার !
সুযোগের আশা নাই—তাই পিতৃদ্বারে
সন্তান বিচার-প্রার্থী !' মৃদুস্বরে কহে,
'একান্তে কহিব সব' ! জমিদার সবে
কহিলেন চ'লে যেতে। কাঁপিতে কাঁপিতে
ভীমদাস আরম্ভিল ভ্রুভঙ্গী করিয়া,
'আমার বিধবা কন্যা'—কহিতে কহিতে
রক্তবর্ণ হল মুখ, মুষ্টিবদ্ধ কর,
কথা বেধে গেল কণ্ঠে ঘৃণা রোষে ক্ষোভে !
'—তোমার অতিথি—এক সহুরে বানর,
তব মহাজন নাকি ! মহাজনই বটে !—
সুধাই তোমারে কিন্তু, কোন পণে আজ
বিক্রয় করেছ তারে প্রজার ইজ্জৎ ?
আমার পবিত্র কুলে চায় কালী দিতে !
নিজের সাহস নাই, চণ্ডীরও তাহাই !
জানে কাণে মন্ত্র দিতে !—কোন মতে মোরে
গৃহ হ'তে সরাইয়া লইবে ইজ্জৎ !
কিন্তু বেটা কাপুরুষ চোরের অধম,
তাই মোর হাতুড়ীর হাত এড়ায়েছে !'

কহিলেন জমিদার মুখভঙ্গি করি
ভারি মুরুব্বির মত, 'হয়ই যদি ইহা,
আমি কি করিতে পারি ! যে দিন পড়েছে,
মুকুটের চেয়ে আজ মুদ্রার সম্মান !'
গর্জ্জে ভীমদাস, 'রজতের ক্রীতদাস,
দাশখতে এতখানি পড়িয়াছ বাঁধা,
মনুষ্যত্ব তার চাপে হয়ে গেছ গুঁড়া ?
দেবীর অধিক কন্যা !—তুমি তারই পিতা ?
শুক্লকেশ জনকের মূর্ত্তির সাক্ষাতে,
তুমি প্রভু, ঈশ্বরের মত জানি যারে,
এই উক্তি তার মুখে ? তোমার মেয়েতে,
আমার মেয়েতে কিছু আছে কি প্রভেদ ?
এ অবিচারের প্রতিশোধ নিব আমি !'
'মুখ সাম্‌লে কথা ক, ও কামারের পো !'
উত্তরিলা জমিদার।—কামারের পো-র
হল মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ, দূর হ'তে শুনি'
ভীমদার উচ্চ কণ্ঠ আসিল বালিকা,
'ভীমদা'র হাত ভয়ে ধরিল চাপিয়া
কহিল কাতরকণ্ঠে, 'ভীমদা, ও কি ও ?'
কাজ্‌লারও চোখে সেই ত্রাসটা ফুটিল !
'কিছু না ! কিছু না !' বলি' সে স্নেহদুর্ব্বল
চেয়ে ঊর্দ্ধে একখানি তৈলচিত্র পানে,

একটী প্রণাম থুয়ে কহিল আবেগে,
'ওই সঙ্গে সব গেছে সোণা দিদি মোর !
রক্ষক যোগায় আজ ভক্ষকের গ্রাস !
সুদখোর মহাজন যেথানে মালিক,
সেই মুলুকের পায় কোটি দণ্ডবৎ !
চৌদ্দপুরুষের এই ভিটামাটি ছাড়ি
যেথা দুই চক্ষু যায়, চলে যাব সেথা !'
একদিন পিতাপুত্রী বাস্তু'পরে লুটি
অঙ্গে মাখি পুণ্যধূলি ছেড়ে গেল মাটি।
সেদিন চালের পরে লাউডগাগুলি
বাতাসে কাঁপিতেছিল, বাঁশঝাড় হতে
মর্ম্মর উঠিতেছিল, নিকটে ডোবায়
হেলেঞ্চা-কলমীলতা দেখিতে লাগিল
এই দুঃখীযুগলের বিদায়-উদ্যোগ !
কোন্ ক্ষণে এর মাঝে ভীমদাস গিয়া
তার কচি-দিদিটীরে দিয়েছিল দেখা,
কেমনে ভুলায়ে তারে নিয়ে গিয়েছিল
তার কাছে, আর তার কাজ্‌লার কাছে
অনন্ত-বিদায় কাঁদি, কেহ নাহি জানে !
বিংশ বর্ষ গেছে ঘুরে।

প্রৌঢ় একজন

যুবতী কন্যারে লয়ে চলেছেন রেলে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কক্ষ ভাড়া করি
চলেছেন পিতাপুত্রী, সঙ্গী লোকজন
দূরের গাড়ীতে সব। মোগলসরাই
যখন ছাড়িল গাড়ী, সন্ধ্যা হয়ে এল।
সেইক্ষণে মৃদুমন্দ চলন্ত গাড়ীতে
হ্যাটকোটধারী কোন এন্ড্রু পেন্ড্রু হবে!
তাঁদের কাম্‌রা খুলি পশিল সবেগে,
তৃতীয় শ্রেণীর এক যাত্রীগাড়ী হতে
দেখিতে পাইল তাহা একটী আরোহী।
বিনয়ে কহিলা প্রৌঢ়,—'কাম্‌রাটীশুদ্ধ
নিয়েছি আমরা ভাড়া, অন্যের হেথায়
প্রবেশনিষেধ!' মাতাল মানে না মানা,
যুবতীর কাছে এসে বসে ঘেঁসে-ঘেঁসে।
লজ্জিতা যতই সরে সে ততই বাড়ে!
ভাঙ্গা হিন্দী-বাঙ্গলায় অকথ্য ভাষায়
সুরু হল পরিহাস! বৃথা বঙ্গবীর
মিষ্ট সাধ্য-সাধনায়, কাতর স্তুতিতে
চাহিলেন থামাইতে সেই কুলাঙ্গারে!
ক্রমে সেই নরাধম উঠিল ক্ষেপিয়া,
অসহায় রমণীরে চাহিল ধরিতে!
উঠিল চিৎকার নারীকণ্ঠে। হেনকালে
হঠাৎ ঝড়ের মত চলন্ত গাড়ীতে

সিংহ সম দৃপ্ত এক বৃদ্ধ কোথা হতে
উঠিল একটী লম্ফে, হুয়ার খুলিয়া
প্রবেশিল কাম্‌রাতে, পাগলের মত
কড়া-পড়া কড়া হাতে লাগিল মারিতে!
শেষে অবলীলাক্রমে ধরিয়া মাথাটি
ঠুকিতে লাগিল জোরে জানালার কাঠে।
লম্পট সাধিল কত, করিল মিনতি,
'যানে দেও' 'যানে দেও!'—'কোথা?—জাহান্নমে?'
বলি' বৃদ্ধ, সেই চেষ্টা লাগিল দেখিতে।
নিরুপায় বাঁকা ছাঁদে উঠিল চীৎকারি,
'হামি এই ডিশী আড্‌মী—মৎ মারো আর!'
হাসিতে লাগিল বুড়া। সেই অবসরে
বুদ্ধিমান্‌ গাড়ী হতে পড়িল সরিয়া
টুপি ছেড়ে ভুলে।—আসন্নবিপদমুক্তা
কহিলা গদ্‌গদ কণ্ঠে, তুমি!—তুমি ভাই!—
নয়ন ভাসিয়া গেল! 'লক্ষ্মীদিদি!' বলি'
কাঁদিয়া ফেলিল ভীম!—অনুতপ্ত পিতা
নতজানু হয়ে সেই ভ্রাতার সম্মুখে
কহিলেন, 'ভীমদাস, তুমি—তুমি আজ
এই স্থানে এই ভাবে নিলে প্রতিশোধ!
—ধনী-দীন দুইজনে বাক্যহারা হয়ে
বহুক্ষণ রহিলেন আলিঙ্গনে বাঁধা।

গাথা

পৌত্র লাভ

কহিলেন উমাপদ, 'শোন নিরুপম,
বহুকাল আছি বেঁচে, ঘনাইছে দিন !
তুমি একমাত্র পুত্র !—বড় সাধ মনে,
তোমার সন্তান দেখি দুই চক্ষু মুদি
বুড়া-বুড়ী দোঁহে মোরা, গৃহলক্ষ্মী আনি
সঁপি দিই তাঁর হাতে সংসারের ভার !
নিরুত্তর নিরুপম রহিল দাঁড়ায়ে
অবনতমুখে, শেষে কহিল বিনয়ে,
'বিবাহে প্রবৃত্তি নাই।'—'অনিচ্ছা বিবাহে ?'
বিস্মিত ব্রাহ্মণ ত্রস্তে করিলা উত্তর,
'নব্য যুবকের দল জানি এই মন্ত্রে
হয়েছে দীক্ষিত এবে, যুক্তি তাঁহাদের,—
বিবাহ দারিদ্র্য আনে ! কিন্তু বাপু, তুমি ?—
তুমি ত ধনীর ছেলে, তুমিও কি ভাব
বিবাহেরে বিভীষিকা ? শোন যাহা বলি,
পিতার কামনা,—না, না, আদেশ তাঁহার,
আনন্দে সম্মতি দাও আনন্দ-উৎসবে।
আমি প্রৌঢ়, তুমি যুবা, আমি বুঝি ভাল,
কিসে তব শুভাশুভ, পিতৃভক্ত তুমি,

করিও না অবহেলা পিতার আদেশ।'
নিরুপম মাগি নিল সপ্তাহ সময়।

দুদিন হ'ল না পার, ভোজনের কালে,
গৃহিনী সহাস্যমুখে কহিলা পতিরে,
'নিরু মোরে বলিয়াছে জানাতে তোমায়,
পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য! এক ভিক্ষা তার,
কন্যানির্ব্বাচনভার লইবে সে নিজে।
তাও সে করেছে স্থির, আর কেহ নহে,
সে মোদের কন্যাস্নেহে পালিতা অমলা!
তোমার বন্ধুর মেয়ে, বংশে ভাল তারা,
কন্যাসম আছে গৃহে, বধূ হয়ে রবে।
অমলা পরের হবে!—এই ভাবি দোঁহে
হয়েছি কাতর কত, কি আশ্চর্য্য কথা,
এমন উপায় আছে ভাবি নি তা আগে!
ঝাড়িয়া হাতের অন্ন উঠিলা ব্রাহ্মণ,
'নিরু! নিরু!' উচ্চৈঃস্বরে উঠিলা ডাকিয়া
সে মূর্ত্তি সে ক্লিষ্ট স্বর গৃহিনীর প্রাণে
আনিল অজ্ঞাত কম্প! অদূরে দাঁড়ায়ে
নিরুপম কম্প্রবক্ষে উন্মুখশ্রবণে,
শুনিছে বিচারফল নরঘাতী যেন
বিচারক-মুখে!—দাঁড়াইল হেঁটমুখে

পিতার নিকটে। কহিলেন উমাপদ,
'এ কি সত্য তবে ?' উত্তরিল ধীরে যুবা,
'ভালবাসি, পাইয়াছি ভালবাসা তার।'
কহিলেন প্রৌঢ়, 'ভালবাসা শুধু নেশা,
যৌবনের চপলতা, খেয়ালের ঢেউ,
মুহূর্ত্তে অশান্ত হয়ে গ্রাসে আসি কূল,
শেষে শ্রান্ত শান্ত হয়ে ফিরে সে কাঁদিতে !
শিক্ষিত সুধীর তুমি, ফিরাও হৃদয়।
অমলা কমলা সম রূপগুণান্বিতা,
সে তোমার স্নেহপাত্রী, পিতৃবন্ধুসুতা
পিতৃব্যকন্যার মত, শাস্ত্র ও সমাজ
দিবে গুপ্ত অভিশাপ হেন সম্মিলনে !'
উত্তরিল ক্ষুণ্ণ যুবা সতেজে এবার,
'আমি নাহি মানি শাস্ত্র, জীর্ণ সমাজেরে
করি ঘৃণা !' ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহিলেন পিতা,
'তুমি না মানিতে পার, আমি আজও বেঁচে !
আমি মানি শাস্ত্র আর সমাজবন্ধন !'
উত্তর করিল পুত্র, নিরাশাপ্রেরিত
অশান্ত উদ্ভ্রান্ত ক্ষোভে, 'শিশু নহি মোরা,
আমরা স্বাধীন ! যতক্ষণ গুরুজন
উদার সদয়, সম্মানের যোগ্য তাঁরা,
অনুজ্ঞা তাঁদের যতক্ষণ ন্যায়-গণ্ডি

না করে লঙ্ঘন দর্পে, প্রতিপাল্য তাহা !'
অনুগত পুত্রমুখে হেন প্রত্যুত্তর
করেন নি উমাপদ প্রত্যাশা কখনও !
ক্ষণেক অবাক্ রহি ক্ষুব্ধ রুদ্ধস্বরে
কহিলেন, 'করিও না গৃহ কলঙ্কিত,
আজই—এইদণ্ডে যাও, যথা ইচ্ছা তব !'
তখন মধ্যাহ্নসূর্য্য মাথার উপরে
করিতেছে অগ্নিবৃষ্টি, প্রমত্ত পবন
হাহা হাসি ধূলি মাখি করিতেছে খেলা,
শাখা-অন্তরাল হতে কপোতযুগল
তুলিয়াছে করুণ কাকলি, সেইক্ষণে
অভুক্ত অস্নাত এক উদ্ভ্রান্ত যুবক
পল্লীপথ দিয়া দ্রুত হ'ল নিরুদ্দেশ।
'ব্রাহ্মণী !' ডাকিলা বিপ্র, কহিলা গম্ভীরে,
'হেন কুলাঙ্গার তরে যদি কেহ কর
অপব্যয় বিন্দু অশ্রু, ক্ষমা নাহি তার !'
গৃহিণী সরলা ভীরু পতি-অনুগতা,
জানিতেন ভাল মতে পতির স্বভাব,
চিরদিন পতি-আজ্ঞা ধীর নম্র ভাবে
এসেছেন নিঃশব্দে পালিয়া, বহুক্লেশে
দারুণ দুঃখের বেগ করিলেন রোধ,
তবু শূন্য অন্তঃপুরে ক্ষুণ্ন মাতৃস্নেহ

পলে পলে সংযমের পাষাণপ্রাচীরে
খুঁড়িতে লাগিল শির। কিশোরী অমলা
কীটদষ্ট স্নকুমার বিজনবাসিনী
বনমল্লিকার মত লাগিল শুকাতে,
গভীর বিষাদ সেই হৃষ্টা প্রগল্‌ভারে
করিল গম্ভীর। বাহিরে এখন তার
গৃহকার্য্যে নিপুণতা হ'ল স্ফুটতর,
ক্ষত পিতৃ-অভিমানে দীর্ণ মাতৃস্নেহে
সযত্নে সে দিতেছিল সেবার প্রলেপ!
অন্তর্য্যামী শুধু লইলেন সে নারীর
অন্তরের ভার, প্রতিদিন তাঁর দ্বারে
উঠিতে লাগিল কোন ভগ্নহৃদয়ের
করুণ প্রার্থনা ছন্ন গৃহহারা তরে।

কিছুদিন গেল চলি। কর্ত্তা চুপে চুপে
সম্পদে সম্মানে ধনে সর্ব্বত্র বিখ্যাত
কোন বড় ঘরে করিলেন অমলার
পরিণয় স্থির। অমলা জানিল সব,
বুঝিল সকল, তার তরে মৃত্যুপাশ
হয়েছে রচিত! স্বেচ্ছায় সে দিল ঝাঁপ,
তবু পারিল না কহিবারে কোন কথা
সন্থ অপমানবিদ্ধ আত্ম-অভিমানী

পিতার অধিক সেই পিতৃবান্ধবেরে।
হয়ে গেল শুভকর্ম্ম কখন কেমনে,
জানে না অমলা! শুভদিনে উমাপদ
দাম্ভিক বর্ব্বর শঠ বৈবাহিক-করে
হইলেন অকারণে বিষম লাঞ্ছিত,
হয়ে গেল দুই দলে অনন্ত বিচ্ছেদ!
উদাসীন অশ্রুহীন চলিল অমলা
ছাড়ি চিরপ্রিয় ঘর পরগৃহ পানে।
সেই পাংশু শুষ্ক মুখ দেখিল যাহারা,
ভাবিল, এ সধবা কি শ্মশানযাত্রিণী?
উমাপদ গলদশ্রু সংবরিয়া ক্লেশে
পশিলেন ঘরে, গৃহিণী উঠিলা কাঁদি,
পতি-পত্নী অনাহারে রহিলা সে দিন!

সাত বৎসরের পরে একদা প্রত্যূষে
শয্যা ত্যজি উমাপদ আসিলা বাহিরে,
হেরিলেন সবিস্ময়ে,—ভূষণবিহীনা
এলোকেশী শুক্লাম্বরা অনবগুণ্ঠিতা
মোহিনী রমণীমূর্ত্তি দাঁড়ায়ে অঙ্গনে,
কোলে অভিরাম শিশু, স্বপ্নশিশু কোলে
মূর্ত্তিমতী ঊষা যেন অতিথি দুয়ারে!
চমকি চিনিলা তারে, উঠিলা চীৎকারি,

'অমলা, বিধবা তুই !—পুণ্যবতী প্রিয়া !
তুমি চলে গেছ স্বর্গে, আমি আজও আছি
সহিবারে সংসারের ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত !'
অমলার অবরুদ্ধ শোকের পাথার
উঠিল উচ্ছ্বসি, কোলে চমকিত শিশু
অকস্মাৎ উচ্চরবে উঠিল কাঁদিয়া।

অমলার আগমনে গৃহের শৃঙ্খলা
আবার আসিল ফিরে, বৃদ্ধের জীবনে
শিশু আসি অভিনব আনন্দ আনিল !
সে বিদ্রোহী প্রথমতঃ নাহি দিল ধরা,
শেষে ধীরে ধীরে শিশুসঙ্গলালায়িত
বিরহী বঞ্চিত হিয়া নিল তারে জিনি !
অমিয়মধুরকণ্ঠে 'দাদা !' সম্বোধন,
কচি বাহুযুগে সেই গাঢ় আলিঙ্গন
বৃদ্ধের সকল জ্বালা দিল জুড়াইয়া।
ভাবিতেন উমাপদ, হায় নিরু যদি
পিতারে করিত ক্ষমা, যদি সে ফিরিত !
করেছিলা বহু স্থানে অনুতপ্ত পিতা
নিরুদ্দেশ পুত্র লাগি নিষ্ফল সন্ধান,
ধীরে ধীরে তার আশা করেছিলা ত্যাগ।

একদিন অতর্কিত সৌভাগ্যের প্রায়
নিরুপম নিজ গৃহে বহুদিন পরে
পিতারে প্রণাম করি দাঁড়াইল আসি।
শিরে শিখা, করে গীতা কমণ্ডলু, তার
হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগ করিল প্রচার।
সুখস্বপ্নাবিষ্টসম রহিলেন চাহি
হরষে বিস্ময়ে পিতা, জিজ্ঞাসি কুশল
কহিলা নিশ্বাস ফেলি, 'মাতৃহীন তুমি!
বৎস, সে আজ থাকিত যদি! মৃত্যুকালে
তোমার নামটি তার ছিল জপমালা!'
অশ্রু মুছি নিরুপম জানাল' পিতারে,
মাতৃবিয়োগের বার্ত্তা বহুদিন আগে
পেয়েছে সে লোকমুখে। কহিলা ব্যথিত,
'আমি অপরাধী পিতা, ক্ষমা কর মোরে!'
উত্তর করিল পুত্র 'সব দোষ মোর,
পিতার অবাধ্য পুত্র দিল বহু ক্লেশ!'
শেষে জানাইল ধীরে একান্ত সঙ্কোচে,
'একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, পিতৃ-অভিমতে
দারপরিগ্রহ করি গৃহধর্ম্ম করা,
শাস্ত্রে লেখে, গুরুবাক্য বেদ হতে গুরু
যৌবনে গৃহস্থাশ্রম প্রশস্ত কেবল!'
বৃদ্ধ ভাবিলেন, আজ সুখ-দেবতার

সবটুকু আশীর্ব্বাদ তাঁরই অধিকারে!
হেনকালে বুড়ার সে নয়নের মণি,
চারি বৎসরের ছেলে নাচিতে নাচিতে
'দাদা! দাদা!' বলি কক্ষে আসিল ছুটিয়া,
থমকি দাঁড়াল, শেষে 'বাবা!' বলি বেগে
যেমন আসিবে কাছে, ত্রস্ত নিরুপম
ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়া তারে করিল নিশ্চল।
দাদার স্নেহের কোলে ফিরে এল শিশু,
মুখ লুকাইয়া উঠিল ফুকারি কাঁদি।
আঁধার-রহস্যে ক্ষীণ বিদ্যুতের শিখা
জ্বলিল বারেক!—ডাকিলেন উমাপদ,
'অমলা, বাহিরে এস!' গৃহকর্ম্ম মাঝে
অমলা নিমগ্ন ছিল, উঠিল চমকি
কক্ষে পশি নিরুপমে দেখিল যখন!
কহিলেন উমাপদ, 'কন্যাধিক স্নেহে
পালিয়াছি আশৈশব তোমারে অমলা,
ভাঁড়ায়ো না আজি মোরে, বল সত্য করি,
নিরুপম সনে এই অজ্ঞাত শিশুর
জন্মরহস্য কি আছে কোন সূত্রে বাঁধা?'
ক্ষণেক বিহ্বল রহি সহসা অমলা
নতজানু হয়ে সব করিল প্রকাশ,
বহি সহি গুরুভার, বহুদিন পরে,

শ্রান্ত যথা একে একে রাখে তা নামায়ে !
—কেমনে বিবাহ-অন্তে বর্ষ না ঘুরিতে
হ'ল সে বিধবা, শেষে কেমনে কখন
দেখিল সে নিরুপমে অকূল পাথারে
অনন্তনির্ভর ! বাহিরিল তার সনে
বিমুক্ত বিশাল বিশ্বে চির অনাবৃত !
জন্মিল নির্দ্দোষ শিশু কলঙ্কে মণ্ডিত !—
অমলা থামিল ত্রস্তে, লাজ-বজ্রাহতা
রহিল দাঁড়ায়ে শুধু নিস্পন্দ নীরব !
নিরুপম নতমুখে রহিল বসিয়া,
দেখিল, অমলা কিছু করিল গোপন,—
বিবাহের আশা দিয়ে সে তারে যেমনে
করিল ছলনা পরে, কিছুদিন গেলে,
যেরূপে বিরক্ত শ্রান্ত দিত সে তাহারে
নির্দ্দয় লাঞ্ছনা !—সে ত সেদিনের কথা,
শিশুপুত্র সনে তারে আসিল সে ফেলি
নিশীথে চোরের মত !—এ সব অমলা
করিল গোপন কেন, কার মুখ চাহি !
নিরুপম বুঝি' তবু মনে মনে শুধু
হাসিল বিষের হাসি, পিতার নিকটে
সে এমন আনন্দের গৌরবের দিনে
অতর্কিতে অপদস্থ হয়ে, অমলারে

নীরবে দহিতেছিল তীব্র অভিশাপে !
হায় নারী, ভালবাসা ভোল না তোমরা,
কর্ত্তব্য-আবর্ত্তে তারে রাখ ঊর্দ্ধে ধরি,
পুরুষ দুঃস্বপ্ন বলে' ঝেড়ে ফেলে' তাহা
অনায়াসে মিশে যায় কর্ম্মকোলাহলে !

এতক্ষণ উমাপদ সংজ্ঞাহীনসম,
শুনিতেছিলেন সব, আপনা সংবরি
কহিলেন পুত্রে চাহি, 'শোন নিরুপম,
এ শুদ্ধা নারীরে তুমি আনিয়াছ টানি
পঙ্কের গলিত স্তরে, এ শুভ্র শিশুরে
করিয়াছ দুনিবার কলঙ্কমণ্ডিত !'
সহসা থামিলা, হৃষ্ট অশিষ্ট বালক
জড়ায়ে ধরেছে কণ্ঠ, করি অনুভব
শিশুর সে সুখস্পর্শ কহিলা প্রাচীন,
'ক্ষমিব তোমারে তবু, কিন্তু অমলারে
বিবাহ করিতে হবে ধর্ম্ম সাক্ষী করি !
নহে, ত্যাজ্যপুত্র তুমি ! পুত্র তব,
পৌত্র মোর, হবে মোর জলপিণ্ডদাতা ;
বিষয় ইহারে দিব তোমারে লঙ্ঘিয়া।'
পুত্রে নিরুত্তর হেরি লাগিলা কহিতে,
'মূঢ় আমি, নিয়তিরে চাহিনু খণ্ডিতে,

অদৃশ্য অভাবনীয় গতিসূত্র ধরি
আপনারে করিল সে সবল সফল।
বৃদ্ধ হইয়াছি আমি, আজি দ্বন্দ্ব ছাড়ি
আনন্দে করিনু সন্ধি ক্রুদ্ধ ভাগ্য সনে।'
উত্তরিল দৃপ্ত যুবা, 'অসম্ভব কথা,
পুত্রবতী পতিতা এ বিধবার সনে
বিবাহে সমাজ শাস্ত্র হবে প্রতিকূল!'
কহিলেন বৃদ্ধ, 'তোমার সে চিন্তা নাই,
আমি আছি বেঁচে! যে শাস্ত্র সমাজ হয়
এ বিবাহে প্রতিকূল, কে মানে তাহায়?'
'আমি মানি শাস্ত্র আর সমাজবন্ধন!'
উত্তরিল পুত্র তেজে।—'তবে দূর হও!'
গর্জ্জিয়া উঠিলা পিতা। সে দিন নয়নে
যে তেজ ফুটিয়াছিল, সপ্তবর্ষ পরে
সে নয়নে সেই জ্যোতি!—তখন বাহিরে
উঠিয়া এসেছে ঝড়, মেঘদল মাঝে
নিরুদ্দেশযাত্রা তরে পড়ে গেছে ত্বরা,
উঠে গেছে কোলাহল, উতলা বাতাস
করিতেছে শৃঙ্গনাদ রহস্যের কোণে,
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিতেছে প্রলয়-আলোক!
কালবৈশাখীর সেই বিষম দুর্য্যোগে
নিরুপম হয়ে গেল গৃহের বাহির।

কক্ষ মাঝে তিনজন নিশ্চল নীরব !
গৃহভিত্তি ক্ষণে ক্ষণে লাগিল কাঁপিতে,
পলে পলে অন্ধকার লাগিল ঘনাতে,
ডাকিতে লাগিল বজ্র।   কচি বাহু দিয়া
আলিঙ্গন দৃঢ় করি' ভীত শিশু ধীরে
বারেক ডাকিল 'দাদা !'—গভীর নির্ঘোষে
বাহিরের বজ্রনাদ দিল প্রত্যুত্তর।

ভীখণ

বাঙ্গলার কোন এক অখ্যাত অজ্ঞাত গাঁয়ে
জন্মেছিল মোদের নায়ক,
পিতা তার সে গ্রামের বয়োবৃদ্ধ মাতব্বর
সম্পন্ন কৃষক।
কোন্ সনে কোন্ ক্ষণে জন্মিল ভীখণমিঞা
লেখে না তা কোন ইতিহাসে,
তবু সে সর্ব্বস্বধন একটি আনন্দময়
স্নেহের আবাসে।
শিশুকালে মাতৃহীন, পিতার আদুরে ছেলে,
এইমাত্র জানি তার কথা,
যায় নি সে বিদ্যালয়ে, পড়ে নি সে 'নীতিবোধ,'
শিখে নি সভ্যতা।
তবুও সে বড় হ'ল, অবশেষে প্রেমে প'ল,
নিরেট সে গেঁয়ে চাষা হোক্,
যাহার হৃদয় আছে, সেই পরে দিতে পারে,
আন ভাবে লোক
দীন প্রতিবেশীকন্যা, সোহাগী বালার নাম,
সেই তার মনের মানুষ,

প্রেম ক্রমে বেড়ে গেল, মানিল না আর শেষে
লাজের অঙ্কুশ।
দুইজনে একসাথে যুক্তি করে তলে তলে,
দু'জনাই জানিল তা বেশ,
যদি না মিলন হয়, তবে আর এ জীবনে
সুখ নাই লেশ।

লাজ-শঙ্কা এড়াইয়া জানা'ল পিতার কাছে
সব কথা একদা ভীখণ,
গৃহকর্ত্তা ঘৃণা-রোষে করিলেন নামঞ্জুর
তার আবেদন।
সোহাগীর বংশদোষ, পাকাপনা, দুঃসাহস
বুড়ার আছিল চক্ষুশূল,
যুবা কিন্তু তার মাঝে দেখিত আপন স্বর্গ,
নিস্তারের মূল।
ফিরিবে পিতার মন।—ভাবিয়া ভীখণ ক্লেশে
সংবরিল প্রণয় উচ্ছ্বাস,
সোহাগীর প্রাণে কিন্তু জাগা'ল জিঘাংসা সেই
প্রথম নৈরাশ।

ভীখণের বৃদ্ধ পিতা অচিরে পড়িল সবে
ভয়ঙ্কর সন্নিপাত জ্বরে,

সোহাগী জানিয়া তাহা হাসিল বিষের হাসি
অন্তরে অন্তরে।
কে জানিবে এত কাণ্ড ? চাপা মেয়ে বড় পটু
সংবরিতে হৃদয়-উচ্ছ্বাস,
কিন্তু সে ওস্তাদ নয় বানায়ে বিনায়ে কিছু
করিতে প্রকাশ।
অবশেষে একদিন রোগীর টিপিয়া নাড়ী
বৈদ্য মুখ বাঁকাইল ভারি,
ভীখণে নিভৃতে লয়ে কহে পল্লীধন্বন্তরী
ঘন শির নাড়ি,
'আর বেশী দেরি নাই !' ভীখণ পড়িল বসি,
মন বাঁধি' কোন মতে ক্লেশে
রোগীর শয্যার পাশে দাঁড়াইল অশ্রু মুছি
ম্লানমুখে এসে।
পুত্রেরে ইঙ্গিতে ডাকি হাত তার বুকে রাখি
কাতর নয়নে স্নেহ ভরি
কহিল জড়িতকণ্ঠে, 'রহিল তোমারই সব,
রেখো যত্ন করি'।
আর এক অনুরোধ, ঘরে এনো বধূ, কিন্তু
সোহাগীরে করো না বিবাহ,
বাপের এ শেষকথা মনে যেন থাকে বাপু,
শুভ যদি চাহ !'

আর সরিল না কথা, মুমূর্ষুর সর্ব্ব দেহে
ছেয়ে এল ঘন অবসাদ,
অন্তিম নিমেষ বৃদ্ধ ফলিল শোকার্ত্ত পুত্রে
করি আশীর্ব্বাদ।

শোকের হঠাৎ ঝড়ে প্রণয়ের বাঁধা-তরী
ভেসে গেল বহু—বহু দূরে,
আবার ফিরিল যবে, বসিল সে হৃদয়ের
সারা কূল জুড়ে'!
কিন্তু দুটি মুগ্ধ হিয়া মিলিল একদা যবে
বিবাহের অটুট বন্ধনে,
ভীখণের ফুল্ল প্রাণ অজ্ঞাতে উঠিল কাঁপি
সে মঙ্গলক্ষণে!
প্রত্যক্ষ করিল শূন্যে পিতার ভ্রূকুটী যেন,
শুনিল দারুণ অভিশাপ,
বিবাহ করিল যুবা শুভদিনে হাসিমুখে,
বুকে চাপি তাপ!

বিস্মৃতিতে ডুবে গেল সে স্মৃতি নিঃশেষে শেষে
প্রণয়ের স্নিগ্ধ পরশনে,
চলিত প্রেমের চর্চ্চা অবিরাম কোণে পড়ি
সোহাগী-ভীখণে!

জানা'ল প্রিয়ারে যুবা কথা-ছলে, ঘটিল যা
শুভদিনে অশুভ ব্যাপার,
পড়িতে লাগিল হাসি সোহাগী তা শুনি, হাসি
থামে না তাহার!

কহিল, 'পুরুষ তুমি হয়েছিলে এই লাগি?
বিদ্যা-সাধ্য জানা গেল সব!'
সোহাগী বিষম মেয়ে, ভীথণ জানিত তাহা,
রহিল নীরব।
ভীথণের এই গুণে নাহি ছিল স্বামী-স্ত্রীতে
কোনকালে কলহের ভয়,
নির্ব্বাক্ পতিরে বাক্যে যে পত্নী জ্বালায়, সে ত
পেত্নী সুনিশ্চয়!
ছিল বটে ভারি মিল মনে প্রাণে দুই জনে,
এরূপ ত বহুস্থলে থাকে,
দম্পতিতে ঘটে নাই মতান্তরে মনান্তর,
এক মিলে লাখে!

যাঁরা যুগ যুগ ধরি পল্লীর সংবাদপত্র,
তাঁদেরই বিশেষ করুণায়
ভীথণের স্ত্রৈণ নাম নানা অলঙ্কার সনে
রটিল পাড়ায়!

আপত্তি ছিল না কিছু যুবার তাহাতে, আরও
করিত সে গর্ব্ব-অনুভব,
কি করে নিন্দুকদল ? মাগিল অগত্যা ক্লেশে
শেষে পরাভব !

এইরূপে কাটে দিন, অল্পেই সন্তুষ্ট যুবা,
নাই চেষ্টা, নাহি করে শ্রম,
সংসারে অলক্ষ্মী এল, তবু তার নাহি দৃষ্টি,
নাহি ঘুচে ভ্রম ।
সোহাগীর তাড়া খেয়ে ভীথণ জাগিত কভু,
সে শুধুই ক্ষণিক উৎসাহ,
কাণাকাণি হ'ত কিন্তু,—ভীথণের কাল, এই
রূপসী-বিবাহ !

তবু কেটে যেত দিন, নাহি হ'ত অনাটন
তার ক্ষুদ্র সচ্ছল সংসারে,
সন্ত ভাগ্যবিপর্য্যয় যদি না ফেলিত তারে
অকূল পাথারে !
পৈত্রিক যা জোত-জমী প্রায় সব নিয়ে গেল
অকস্মাৎ নদীর ভাঙ্গন,
এদিকে বাকীর লাগি পাটোয়ারী করে তাড়া,
তর্জ্জে মহাজন ।

বাস্তুভিটা আর কিছু সামান্য নীরস জমি
কেবল রহিল অবশেষ,
খামার উজাড় হ'ল, নগদ অমিত ব্যয়ে
হইল নিঃশেষ।
শেষকালে 'খত্' দিয়ে গ্রামবাসী কোন এক
পরিচিত ব্রাহ্মণের কাছে
গোটা ঋণ লয়ে তবে শোধিল:খুচুরা ধার,
উপায় কি আছে?
এর মধ্যে দুটি কন্যা জন্মিয়াছে ভীখণের,
তারা যেন ভীখণের প্রাণ,
রুগ্ন শীর্ণ মেয়ে দুটি খর্ব্ব করেছিল শুধু
মাতৃ-অভিমান।
তোরা ছেলে ন'স্—বলে' সোহাগী বকিত যবে
ভীখণের হ'ত ভারি রাগ,
মেয়েদের বুকে টানি করিত তখন যেন
দ্বিগুণ সোহাগ!
জুটে না দুধের কড়ি, বৈদ্যের দক্ষিণা আদি
রুগ্ন শীর্ণ কন্যা দুটি তরে,
দরিদ্রের ভগবানে, তাঁরও আশীর্ব্বাদে যেন
কিছু নাহি ভরে!
দেখে নি দৈন্যের মুখ প্রসন্ন প্রফুল্ল যুবা,
দুঃখ তারে করিল প্রাচীন,

হাসি গেল, রঙ্গ গেল, এতদিনে সত্য সত্য
হইল সে দীন।
ঋণদাতা বিপ্র এসে কহিলেন একদিন,
'ভীখণ, কহিতে পাই লাজ,
বহু দিন পড়ে' আছে টাকাটা তোমার কাছে,
দিলে হ'ত কাজ।'
ভীখণ কহিল, 'যদি করিয়াছ উপকার,
ক্ষম' মোরে আরও কিছু দিন,'
এত বলি বহুকষ্টে সংবরিল আঁখিজল
অভিমানে দীন।
বিপ্র ফিরাইলা মুখ, সে কি অশ্রু সংবরিতে ?
হেসে কিন্তু গেলেন চলিয়া,
হেনকালে দাঁড়াইলা গ্রামের হরিশ মৈত্র,
'ভীখণ' বলিয়া।
দাদাঠাকুরেরে দেখি ভীখণ সেলাম করি
আস্তে-ব্যস্তে চৌকি দিল টানি,
ভীখণে আশীষি বিপ্র কহিলেন বহুবিধ
সান্ত্বনার বাণী!
অবশেষে কাছে ঘেঁসে চুপি চুপি কহিলেন,
'যুক্তি মোর রাখিও গোপনে,—
তুমি সে ব্রাহ্মণপাশে কবে ধার করেছিলে,
পড়ে কিছু মনে ?

না পড়ুক্, মনে আছে সব, সাক্ষী ছিনু
'খত্ পত্র' লেখা যবে হয়;
দেখেছি হিসাব করে', সে 'খতের' নাই ম্যাদ,
করিও না ভয়!
অস্বীকার কর ঋণ, দায় হতে বাঁচ যদি,
শেষে মোরে যাহা খুসী দিও,
এ গ্রামে সবাই মোর মন্ত্রণায় উঠে বসে,
মোর কথা নিও!"
ভীখণ উঠিল গর্জ্জি, 'ঠাকুর, এখনই উঠ,
আসিও না আঙ্গিনায় মোর,
দীন বলে' ভাবিয়াছ এত হীন তুমি মোরে?
হ'ব আমি চোর?'
কুটিলকটাক্ষে চাহি সরিয়া পড়িলা দ্বিজ
মানে মানে শেষে কোনমতে,
ভেবেছিলা বুঝি বিজ্ঞ, এত বড় গণ্ডমূর্খ
নাই ভূভারতে!
এদিকে ভীখণসেখ জমি আর হাল-গরু
ধীরে ধীরে করিল বিক্রয়,
জানা'ল না কারে কিছু ঋণের সমস্ত কড়ি
করিল সঞ্চয়।
যেদিন সমস্ত টাকা দেখিল হয়েছে জড়,
হাসিয়া সে মাতাইল বাড়ী,

সোহাগী ভাবিল, বুঝি যা কিছু আছিল বুদ্ধি,
গেল তাও ছাড়ি!
পরদিন অতি প্রাতে উত্তমর্ণ বিপ্রপাশে
ভীখণ দাঁড়া'ল হাসি নিয়া,
মুদ্রাগুলি রাখি কাছে কহিল, 'স্নেহের ঋণ
শুধিব কি দিয়া!'
বিপ্র কহিলেন, 'থাম, দলীলটা দেখি আগে
প্রাপ্য মোর হইয়াছে কত.'
লাগিলা কষিতে অঙ্ক পরিপক্ক সাবধান
হিসাবীর মত!

সহসা চমকি উঠি কহিলেন, 'মিছে শ্রম,
ম্যাদ গেছে দেখিতেছি 'খতে,'
নিতে ত পারি না টাকা, ইহাতে নিষেধ আছে
হিন্দুশাস্ত্রমতে।'
ভীখণ ক্ষণেক তরে অবাক্ রহিল চাহি,
কহিল, 'এ বিধি অভিনব,
তব কাছে ঋণী আমি, এ টাকা লইতে কেন
বাধা হবে তব?

হাসিয়া কহিলা বিপ্র, 'ম্যাদ গেছে,—ছল ইহা,
আমারই চক্রান্ত সে সকল,

জীবনের ম্যাদ মোর এসেছে ঘনায়ে যে রে,
তা ত নহে ছল।
আমিও যে তাঁর কাছে বহু ঋণে ঋণী আছি,
শুধিতে কি সাধ্য হবে মোর?
দয়ায় নির্ভর শুধু, দয়া-মায়া তাঁরই বিধি,
দ্বিধা কেন তোর?
করিস্ না অবহেলা ক্ষুদ্রের এ উপকার।'
—এত বলি ধরিলেন হাত,
ভীখণ রহিল স্তব্ধ, হইতেছে দরধারে
শুধু অশ্রুপাত।
সহসা পড়িল পদে, পারিল না ঠেলিবারে
মহাত্মার অযাচিত দান,
ভাষা কোন পাইল না কৃতজ্ঞতা প্রকাশের
আত্মহারা প্রাণ।
গৃহে ফিরি গৃহিণীরে কহিল সকল কথা
বার বার মুছি অশ্রুবারি,
সোহাগী শুনিল সব, গলিল না, টলিল না
সে অদ্ভুত নারী।
ভীখণ ভাবিল, এই দানগ্রহণের লাগি
ক্ষুণ্ণ হইয়াছে প্রিয়া মম,
তার প্রাণে ছিল কি না সেই অনুকম্প-কৃপা
চাপি ভার সম!

ভাবিল সে, দৈন্যদশা ঘুচাতে হইবে আগে,
ঋণ শোধা তারই শোভা পায়,
যারে দয়া দেখাবার সুযোগ না পায় কেহ,
নাহি কেহ চায়!
প্রথম অর্জ্জন-ফল সমর্পিব মহাত্মারে,
তবে পূর্ণ হবে কৃতজ্ঞতা,
পরে আছে মোর পরিবার পরিজন,
আপনার কথা।
ধার্ম্মিকের পুণ্য-অর্থ করি যদি পরিপাক
ঔদাস্যে আলস্যে এইরূপে,
ধর্ম্মে সহিবে না তাহা, করিবে সে পলে পলে
দগ্ধ মোরে চুপে!
সব জমি ছাড়াইয়া জোটা'ল সে মূলধন
কর্ত্তব্য হইল স্থির শেষে—,
ব্যাপারী নেয়ের দলে ভাগী হয়ে যাবে চলে'
ব্যাপারে বিদেশে।
আসিল যাত্রায় দিন, লইয়া অর্দ্ধেক পুঁজি
বাকী সব সঁপি গৃহিণারে,
বিদায় লইল কাঁদি, কন্যাদের কোল হতে
নামাইয়া ধীরে।
সোহাগী কহিল, 'গিয়ে, পাঠা'য়ো খবর কিন্তু,
বিদেশে রহিও সাবধানে।'

ভীখণ চলিয়া গেল ফিরে ফিরে চেয়ে চেয়ে
প্রিয় গৃহ পানে
শিশুরা উঠিল কাঁদি, সোহাগী ভুলায়ে দোঁহে
রেখে দিল ঘুম পাড়াইয়া।—

বহুদিন গেল চলি, ভীখণ দিল না চিঠি,
এল না ফিরিয়া।
চৈতালী আসিল ঘরে, আম গাছে কুঁড়ি এল,
ফল ফলে' পেকে' গেল ঝরে',
সমস্ত আকাশ শেষে ঢেকে গেল কালো মেঘে,
নদী গেল ভরে'।
গেল রথ, মহরম, পল্লীর উৎসব কত,
শীত গেল, বসন্ত ফুরা'ল,
কত পিক ডেকে র'ল, কত বেলা ঝরে' প'ল,
চামেলী শুকা'ল!
বুধীর বাছুর হ'ল, পরাণের বিয়ে গেল,
আরও কত ঘটিল ঘটনা,
ভীখণ এল না তবু, সোহাগী বৃথায় দিন
করিছে গণনা!
শেষকালে, সেই নৌকা আসিল ফিরিয়া গাঁয়ে,
সে নেয়েরা ফিরে এল দেশে,

সোহাগীর পত্র দিয়ে, 'ভীখণ ভালই আছে'
জানাইল এসে।
ভীখণ লিখেছে লিপি—কত ঘরকন্না-কথা
জানিতে চেয়েছে বারে বারে,
কত বড় হইয়াছে মেয়ে দুটি তার এবে,
খোঁজে কি না তারে!
পাঠায়েছে হৃদয়ের সমস্ত মমতা প্রেম
খালি করে' যেন চিঠি মাঝে,
লিখেছে,—ফিরিবে শীঘ্র, আসিতে পারে নি শুধু
ঠেকে গিয়ে কাজে।
বাবার খবর জানি' মেয়ে দুটি এক দণ্ডে
শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল মাকে,
সোহাগী পড়ায়ে চিঠি জবাব লিখায়ে তার
পাঠাইল ডাকে।
যেমন প্রত্যহ যায়, তেমনই 'ভেঁসেলে' গেল,
কুলাতে পারে না কিন্তু আর,
পুঁজি গেছে, সারা দিন দেহপাত করি
জোটায় আহার!
ধার কেহ নাহি দেয়, ধার দিল যারা
তারা এসে নিত্য দেয় তাড়া।
স্বামীর খবর নাই, সোহাগী এ গেরস্তালী
কিসে রাখে খাড়া!

একদা ভাবিছে ক্ষিপ্তা মেয়ে ছু'টো পার করি
গলা টিপে আপনার হাতে,
—হেনকালে যা ঘটিল, ক্ষুদ্র গ্রামখানি হ'ল
তাতে তোলপাড় !
পল্লীকুবেরের কন্যা স্নান করে' ঘরে গেল
ফেলে গেল ভুলে মুক্তাহার,
সোহাগী আসিয়া ঘাটে দেখিতে পাইল তাহা,
লোভ হ'ল তার !
ভাবিল সে, ভাল-মন্দ কি আছে কপালে কার,
কেহ তাহা বুঝিতে কি পারে ?
ভবিষ্যতে কোনদিন দেখিতে বা পারে কাজ
বহুমূল্য হারে !
হারছড়া লুকাইয়া ঘরে সে রাখিল তুলি
তার পরে নিত্যকার মত
গৃহকাজে দিল মন। এদিকে সে শূন্য ঘাটে
খোঁজ হ'ল কত !
জলে স্থলে তন্ন তন্ন খুঁজি সবে অবশেষে
হারাইল ভরসা পাবার,
সোহাগীর কতবার মনে হ'ল, ফিরে দিই
কৌশলে সে হার।
প্রথম দুষ্কার্য্য তরে বড় অনুতাপ-গ্লানি
সহিল সে অন্তরে অন্তরে,

দারিদ্র্যের বিভীষিকা রাখিল প্রবোধি তারে
প্রলোভন ধরে'।
এ সান্ত্বনা ছিল তার,—দরিদ্র ভীখণ এসে
প্রশংসিবে তাহার চাতুরী,
সে চরিত্রে মোহ শুধু দেখেছিল মূঢ়া, কিন্তু
দেখে নি মাধুরী!

এদিকে করিল যাত্রা ভীখণ আপন দেশে
ব্যাপারে হয়েছে বহু ক্ষতি,
পুঁজি-পাটা খোয়াইয়া দেনাপত্র চুকাইয়া
সহিয়া দুর্গতি
ফিরেছে সে গৃহপানে, তবুও তাহার প্রাণে
আনন্দের খুলেছে ফোয়ারা,
প্রিয়া আর কন্যাদের লভিছে মিলনসুখ
স্বপ্নে মাতোয়ারা!
মূল্য দিয়া পারে নাই ক্রয় করিবারে কিছু,
আসে নাই তবু রিক্ত করে,
এনেছে সুন্দর দুটি উপল সেথান হ'তে
শিশু দুটি তরে।
শুক্লাসপ্তমীর চাঁদ যখন ডুবিয়া গেল,
তখন সে পেল নিজগ্রাম,

পথে নাই জন-প্রাণী, ডাকিছে আঁধার তলে
ঝিল্লী অবিশ্রাম।
সবল সাহসী যুবা সহসা উঠিল কাঁপি
যেন কার ছায়া দেখি কাছে,
চলিল সে ছায়ামূর্ত্তি অন্ধকারে মিশাইয়া
ভীখণের পাছে,
ভীখণ চলিল দ্রুত, ছায়াও দৌড়িল সাথে,
শেষে তার পিতৃ-রূপ ধরি
মিশাইল অন্ধকারে। ভীখণের অন্তরাত্মা
উঠিল শিহরি!
অবিলম্বে উতরিল আপনার গৃহাঙ্গনে
ভীখণ প্রিয়ারে ডাকি ধীরে,
পালিত কুকুর জাগি সেই শব্দে চীৎকারিয়া
ছুটিল বাহিরে।
সোহাগী তখন ছিল জাগিয়া শয্যায় শুয়ে,
ডাক শুনি চকিতহৃদয়ে
আস্তে-ব্যস্তে দ্বার খুলি বাহিরে আসিল উঠে
দীপ হাতে ল'য়ে।
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে কিছু পারিল না সুধাইতে,
হাতের প্রদীপ গেল পড়ি,
তা না হ'লে ভীখণের রুক্ষ শুষ্ক মুখ দেখি
উঠিত শিহরি।

সোহাগী ছুটিয়া গেল গৃহে জ্বালাইতে দীপ,
কাঁপিতেছে তখনও ভীখণ,
মুছিয়া ললাটঘর্ম্ম, নিশ্বাস ফেলিয়া, যত্নে
বাঁধিল সে মন!
পশি গৃহ-মাঝে যবে হেরিল ঘুমায়ে আছে
কন্যা দুটি গলাগলি করি,
চেয়ে চেয়ে, শুধু চেয়ে শান্তি যেন এল ছেয়ে
তার প্রাণ ভরি!
জাগাতে চাহিল ডাকি সোহাগী তাদের যবে,
ভীখণ করিল নিবারণ,
'কালই ত গো হবে দেখা, ভাঙ্গাবে ওদের ঘুম
কেন অকারণ?'
বিরহীযুগলে হ'ল নিমেষে কতই কথা
লেখা-জোখা নাই কিছু তার,
ভীখণ কহিল, 'লাভ ব্যাপারে পুঁজিটী সারা,
এই ত সংসার!
এখনও যদি পাই আর কিছু মূলধন,
সব ক্ষতি কুলায়েও শেষে
বহু লাভ হতে পারে, কিন্তু ঋণ পাব না ত
কারও কাছে দেশে।'
সোহাগী কহিল, 'যদি পারি দিতে হাতে হাতে
মূলধন, কি দিবে দাসীরে?'

'দিব এই !'—বলি সেও হাতে হাতে দিল কিছু
লুব্ধা প্রেয়সীরে !

সোহাগী সিন্দুক খুলি আনিল বাহির করি
ঝল্‌মল্‌ শুক্তি-মুক্তাহার,
জানাইল অকপটে কেমনে সে পেল তাহা
হ'য়ে নির্ব্বিকার !
অকস্মাৎ চমকিয়া ভীখণ সরিল দূরে,
দ্বার খুলি বাহিরিল বেগে,
সোহাগী ছুটিল পাছে, সঘনে কাঁপিছে বুক
শঙ্কার আবেগে।

'কি করিলি ! কি করিলি !' কাঁদিয়া উঠিল যুবা
ঘন ঘন কর হানি শিরে,
সোহাগী কহিছে, 'যদি করে' থাকি অপরাধ,
ক্ষম' অভাগীরে।'
প্রিয়া তার ক্ষুদ্র চোর !—অভিমানী ভীখণেরে
এ স্মৃতিতে করিল পাগল,
ভুলিতে চাহিল যুবা, ভুলিতে নারিল তাহা
করি কোন ছল।
দেখিল, সে ছায়ামূর্ত্তি ইঙ্গিত করিছে তারে,
কাঁপে ওষ্ঠ মৌন অভিশাপে,

যুবকের মুষ্টি বদ্ধ, বাহিরিল অসম্বদ্ধ
বিলাপ প্রলাপে।
ভূতলে সোহাগী পড়ি, করিতেছে অনুনয়
জড়ায়ে চরণ দুই হাতে,
ছুটিল উন্মত্ত যুবা অকস্মাৎ প্রেয়সীরে
ঠেলি পদাঘাতে।
সহসা বালিকা দুটি চীৎকারি উঠিল স্বপ্নে,
আপনি ঘুমাল পুনরায়,
ভীষণ আঁধারে একা মিলায়ে মিশায়ে গেল
কে জানে কোথায়!
পদানত পতিপাশে সোহাগী লাঞ্ছনা ঘৃণা
কোনকালে পায় নাই হেন,
অপমানে অভিমানে ফুলিতে লাগিল বালা
ক্রুদ্ধ ফণী যেন!
কহিল,—'পুরুষ সেই?—পয়সা যে নাহি আনে
তার স্ত্রী হবেই ত চোর,
না খেয়ে স্ত্রীকন্যা মরে, তার ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে'
অত কেন সোর?'
এলোকেশ পাশ সাথে মনটাও বাধিয়া সে
নাক ডেকে দিল দিব্যি ঘুম,
প্রভাতে দ্বিগুণ তেজে গৃহকাজ সারিবার
লেগে গেল ধুম!

হা ভীখণ, তুমি উচ্চ !—এই ভাব, এ গৌরব
সোহাগী কি বহিতে না পারে ?
নারী কি রে নর-দেবে দূর হতে পূজা দেয়,
প্রাণ দিতে নারে ?
সে কি চাহে ধূলা'র মানবে, যার আছে ত্রুটী,
অপূর্ণতা আছে বহু ঠাঁই,
তারে তারা বুঝে, ভজে, তার ভাগ্যে জড়ায়ে কি
দহে ? হয় ছাই ?
বক্ষ ভেদি' কারও কথা উঠিতে চাহিত যবে,
সোহাগী চাপিত মুখ তার,
তবু কারও প্রতীক্ষায় ছিল সে বসিয়া সে ত
ফিরিল না আর !
ভীখণ যে এসেছিল, এ কথা সোহাগী ছাড়া
কোনকালে জানিল না কেহ,
সে যে আর বেঁচে নাই, এ বিষয়ে কারও কোন
ছিল না সন্দেহ।
মেয়ে দুটি ল'য়ে পরে সোহাগী নূতন বরে
হাসিমুখে সঁপিল পরাণ,
ভীখণের আলোচনা গ্রাম হ'তে একেবারে
পাইল নির্ব্বাণ !

মাল্য দান।

সুকুল জহরলাল জীবিকার লাগি
স্বদেশের নিরাময় জল-বায়ু ত্যজি
বঙ্গের অস্বাস্থ্য কোণে, ক্ষুদ্র পল্লীমাঝে
অজ্ঞাত ধনীর গৃহে সভয়ে সঙ্কোচে
যে দিন দর্শন দিল, সেদিন তাহার
লাঠি লোটা বাটলাই কম্বল সম্বল !
কর্ত্তা সেকালের লোক, ব'নেদী ভূস্বামী,
অঙ্গনে ঘুরিতেছিলা, সঙ্গে আগে পাছে
হিন্দুস্থানী রক্ষীবর্গ, এমন সময়
ব্রাহ্মণ জহরলাল সহাস্য আননে
ভাবী প্রভুপাশে আসি উপবীত ছুঁয়ে
আশীর্ব্বাদ জানাইয়া দাঁড়াল নীরবে।
জহরের দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ গঠন
সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব বিনম্র স্বভাব
লাগিল বুড়ার চোখে, সেইদিন হ'তে
জহর ধনীর গৃহে পাইল প্রবেশ।
আজ ত সে জমাদার, দলের প্রধান !
এদিকে সে মহাজন, দশগুণ সুদে
প্রজাদের ধার দেয় আপদে বিপদে,

নিজ প্রাপ্য বুঝে লয় হিসাবীর মত,
বাকী আদায়ের লাগি লাঠি কাঁধে ফেলি
অনাহারে টো টো করে রৌদ্র বৃষ্টি ভুলি !
আপনা নিগ্রহ করি ক্লেশে প্রাণপণে
আসিছে সঞ্চয় করি কৃপণের মত।
রূপসী ষোড়শী কন্যা আজিও অনূঢ়া
রয়েছে দরিদ্র-গৃহে, এ ভাবনা তারে
নিশিদিন করিতেছে পীড়ন তাড়ন !
তদুপরি মাতা, গৃহকর্ত্রী ভ্রাতৃজায়া
দূর হতে প্রবাসীরে বার বার করি'
'সুরজ হয়েছে বড় !' স্মরণ করায়ে
দিতেছে গঞ্জনা। কোথায় পণের কড়ি ?
সে দুর্ম্মূল্য আজিও ত হয় নি সঞ্চিত !
কে বুঝে সে কথা ? অভাবের অভিযোগ
ধৈর্য্যক্ষমাহীন।

পাঠক, পশ্চিমে চল,
ভগ্নতনু রুগ্নমন বাঙ্গালিনী ছাড়ি
দেখে আসি কবিচিত্র মানবের ঘরে,
রূপের সার্থক স্বপ্ন—তরুণীর ছবি,
স্বাস্থ্যে উদ্ভাসিত কান্তি, সজীব হৃদয় !
দেখে আসি, একাকিনী কেমনে সুরজ

গম ভাঙ্গে গুঞ্জরিয়া মধুর 'কজরী' !
সুখস্পর্শে হর্ষভরে কাকলী করিয়া
মর্ম্মে মর্ম্মে চরিতার্থ, ঘুরিতেছে জাঁতা,
কাঁকন বাজিছে তালে, নাচিছে বেশর,
আঁটা-কাঁচলীতে আঁটা বক্ষে দুরু দুরু,
কালো কেশ এলো হ'য়ে খুলেছে রূপেরে !
অড়হরশীর্ষগুলি কাঁপায়ে তখন
ফিরেছে পশ্চিমবায়ু, আহীরবালক
গৃহ-মহিষের পাল চরাইছে গোঠে,
মন ঘুরিতেছে, যেথা শিশু-বৃদ্ধ মিলে
ফাঁদ পাতি বসি আছে ধরিতে বুলবুল্ !
—থামিল কজরী, লুণ্ঠিত নিচোলবাস
সরমে আকুল হ'য়ে এলো কেশপাশে
চাহিল লুকাতে।—প্রতিবেশী বংশীলাল
কখন দাঁড়া'ল আসি নিঃশব্দ চরণে,
বিমুগ্ধ দেখিতেছিল, পাদপদ্মতলে
তুচ্ছ গম শস্য-জন্ম করিছে সার্থক
আপনারে চূর্ণ করি ! চারিচক্ষে হ'ল
চকিতে মিলন দীর্ঘ বিরহের তরে !
উল্লাসতরলকণ্ঠে তৃপ্তিসুখোচ্ছ্বাসে
মধ্যাহ্নেরে বিদ্ধ করি অদূরে মধুরে
গজলে কে মর্ম্ম-ব্যথা জানাল প্রিয়ারে !

কি করুণ আবাহন, কি পাষাণ প্রেম!
যুবতী হাসিয়া পুন ধরিল কজরী
মৃদুস্বরে। ধীরে ধীরে এলোকেশ হ'তে
নিচোল পড়িল খসি, বুঝি সাথে সাথে
কর্ম্ম হ'তে মনটিও পড়েছে খসিয়া!
তপ্তঅশ্রুভারাক্রান্ত সে প্রেম-সঙ্গীত
রসালমৃণাললোভী মরালের মত
বাঞ্ছিতেরে বেড়ি বেড়ি লাগিল কূজিতে!
ক্রমে, ক্ষীণ—ক্ষীণতর সঙ্গীতের রেখা
শূন্যে মিলাইয়া গেল নৈরাশ্যের মত!
যুবতী উঠিয়া গৃহে পশিল নিশ্বাসি।

বংশীলাল একমাত্র যুবা বংশধর
নিরভিভাবক, শূন্য সম্পন্ন-গৃহের।
তাজা কাঁচা শাদা মন নির্দ্দোষ নির্ম্মল।
তিতির লড়া'য়ে আর তোতারে পড়া'য়ে
ধনীর দুলাল এই দোবেনন্দনের
স্বচ্ছন্দে কাটিত দিন। নিদাঘনিশায়
গৃহে গৃহে শয্যা যবে পড়িত বাহিরে,
জ্যোৎস্নাযামিনীর সেই প্রশান্ত নিশীথে
বংশী বাজাইত বাঁশী খোলা আঙ্গিনায়,
আবেশে শয্যায় পড়ি মোহিতা সুরজ

করিত শ্রবণ ভরি স্বরসুধা পান,
স্বপনে স্বপনে দিত নিশি কাটাইয়া !
কত দিন কত স্নিগ্ধ বসন্তপ্রভাতে
যখন আমের বাগে পশি মত্ত বায়ু
সুঘ্রাণ উড়া'য়ে দিত, শাখা-অন্তরালে
যুগ্ম বনকপোতের প্রথম কূজন
আসিত সমীরে ভাসি। বংশী অসময়ে
অকারণে ক্ষেতে এসে তুলিত জনাব।
সেই ভোরে আমবাগে বাজিত ঘুঙ্গুর,
উড়িত কেশের সাথে মিশি নীলাম্বরী !
ঝরা-আম কুড়াইতে এসেছে সুরজ,
যত করে, নাহি ভরে অবাধ্য আঁচল !
এইরূপে দুইজনে মাঠে ঘাটে বাটে
চকিতে মিলন হয়, কভু সে মিলন
শুধু মিষ্ট অনুভূতি বাধ-বাধ প্রাণে,
কভু চোখে চোখে শুধু প্রশ্ন আধ-আধ !
কভু হাস্যবিনিময় ! কিন্তু কোনদিন
এ অপূর্ব্ব যুগলের প্রেমের মন্দিরে
ভাষার মঙ্গল শঙ্খে বাজে নি আরতি !
তবু দোঁহে প্রাণে প্রাণে কত আপনার !
মূক প্রেম ধরা দেয় মৌন প্রকৃতির
নিঃশব্দ ইঙ্গিত সম স্বচ্ছ মহিমায় !

ভাষা সে প্রকাশাতীত রহস্যে পশিয়া
আপনারে করি তোলে জটিল আবিল।

এদিকে পণের মুদ্রা হ'ল যবে জড়,
প্রবাসী জহরলাল চলিল স্বদেশে,
পথে দুএকটি তীর্থে লভিয়া বিশ্রাম
সুকৃতি সঞ্চয় করি হ'ল অগ্রসর,
নিজ পল্লীসন্নিকটে লব্ধ-আশা সম
অধীর বাষ্পীয় রথ থামিল যখন,
জহর নিশ্চিন্ত সুখে ফেলিয়া নিশ্বাস
নামিয়া পড়িল ত্রস্তে। গৃহ-অভিমুখে
চলিল চঞ্চলপদে, আনন্দ-চপল
মন তার কোন্‌কালে চলে' গেছে ঘরে।
স্বদেশের মায়া-মাটী—মায়াকাঠী সম
পরশি জাগাল তার সুপ্ত কল্পনারে।
মনে এল কত কথা, কত প্রিয় মুখ!
সেই মাতৃহীন মেয়ে! বংশের প্রদীপ
একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র—অভিরাম শিশু।
জহর কন্যারে ডাকি প্রবেশিল গৃহে,
সুরজ অপ্রত্যাশিত স্নেহের আহ্বানে
বহুক্ষণ পারিল না কহিবারে কিছু।
বৃদ্ধা মাতা কাছে বসি প্রৌঢ়-শিশু-শিরে

সানন্দে কম্পিত কর লাগিলা বুলাতে,
ভ্রাতৃবধূ মৃদু হাসি' প্রীতিসম্ভাষণে
তুষিলেন প্রবাসীরে। সাত বছরের
সেই বংশের প্রদীপ, সংশয়ে সঙ্কোচে
ভীত কৌতূহলী নেত্রে আগন্তুক হ'তে
সরে' গেল। শেষে হ'ল,—ছাড়ালে না ছাড়ে!
মুহূর্ত্তে বৈচিত্র্যহীন একটি কুটীরে
আড়ম্বরবিরহিত প্রগাঢ় সুখের
প্রশান্ত উৎসবস্রোত লাগিল বহিতে।
সহসা জহরলাল মুমূর্ষুর মত
উঠিল বিবর্ণ হয়ে, দেহ হ'তে স্নেহে
বাঁচায়ে এনেছে যাহা দীর্ঘ পথ বাহি,
সেই বহুশ্রমার্জ্জিত পরিপূর্ণ থলি
কোন্ অসতর্ক ক্ষণে এসেছে হারায়ে।
কিছুক্ষণ নিরুদ্দেশে নিষ্ফল সন্ধানে
ঘুরিয়া জহরলাল ফিরে এল ঘরে।
মিলনকৌতুকদীপ্ত প্রবাসীর গৃহ
একেবারে অন্ধকার একটী নিমেষে।
জ্বলিল না সন্ধ্যাদীপ, পিতা পুত্রী আর
দুটি সমদুঃখে দুঃখী বিলাপিনী নারী
অনাহারে সে রজনী করিল যাপন।
পরদিন অপরাহ্নে বংশীলাল আসি

বয়োবৃদ্ধ জহরের পাদস্পর্শ করি
বসিল নিকটে। রহিল সে মিতভাষী
বহুক্ষণ অন্যমনে চিন্তায় বিভোর!
অবশেষে স্থান কাল পাত্র নাহি গণি
অধীর-উৎকণ্ঠাতপ্ত বিশুষ্ক অধরে
জড়িত স্খলিত কণ্ঠে, পাংশু পাণ্ডু মুখে,
কহিল অ-বাক্‌পটু, 'কর যদি দান
তব কন্যারত্ন দীনে, করিবে উদ্ধার
উদাসীন লক্ষ্যহীন একটি জীবন।'
অমূল্য নিধির তরে পথের কাঙ্গাল
খুলিল যক্ষের কাছে বক্ষের কপাট!
আপনার ভাবে ভোর, সরল উৎসাহে
সে সংসার-অনভিজ্ঞ লাগিল কহিতে,
'ভাবিও না পণ লাগি, আমি ঘৃণা করি
শুল্ক আর শোণিতের আদান প্রদান!'
না বুঝি' জহরলাল উত্তরিল রোষে,
'দুদিনের অর্থবল, হে ধৃষ্ট বালক,
তার এত অহঙ্কার! চাহিছ ঘুচাতে
চিরন্তন কুলদৈন্য? পঙ্গু নহি আমি,
জানি আমি আপনাতে করিতে নির্ভর,
তব অযাচিত কৃপা রাখ তুলে কোন
পরমুখাপেক্ষী তরে, দাম্ভিক যুবক!'

ক্ষোভে রোষে যুবকের ফুটিল না কথা,
হ'ল মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ, অমনই স্মরণে
ভাসিয়া উঠিল কার করুণা-প্রতিমা।
সে কি হ'তে পারে এই পাষাণের মেয়ে!—
ক্রুদ্ধ বালকের মত, বদ্ধ ক্ষিপ্ত সম,
উচ্চারিয়া অসম্বদ্ধ প্রলাপ সহসা
দ্রুতপদে হ'ল যুবা কক্ষের বাহির।
গৃহে ফিরি আদরের পোষা চিড়িয়া সে
দিল উড়াইয়া সব, সেই প্রিয় বাঁশী,
কত উৎসবের দিনে, মিষ্ট অবসরে,
কত মধুযামিনীর জ্যোৎস্নায় মিশিয়া
খুলেছে যে হৃদয়ের নিরুদ্ধ দুয়ার,
কত গজলের তানে, আকুল আহ্বানে
হাসিয়াছে কাঁদিয়াছে ফিরিয়াছে সাথে,
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তারে নির্ম্মমের মত!
দ্বার রুধি' শয্যা'পরে লাগিল লুটিতে!
দুঃখচ্ছায়াস্পর্শহীন একান্ত ভঙ্গুর
পেলবজীবনবৃন্তে প্রথম আঘাত,
এই প্রবল আঘাত! বহুক্ষণ পরে
বাহিরিল দ্বার খুলি অভিমানী যুবা,
বিবর্ণ বিশুষ্ক মুখ, যেন ঘনঘোর
সদ্য ঝঞ্ঝারণক্লান্ত গম্ভীর গগন!

দুই মাস গেল চলি। এই দীর্ঘ দিন
সুরজেরে বংশীলাল দেয় নাই দেখা,
একদা মিলিল। সেদিন নিভৃতে
দুটী রুদ্ধ বাসনার প্রথম প্রকাশ!
যেন তলে তলে তারা যুক্তি করিয়াছে—
এক ব্যথা এক কথা, এক সাধ আশা
ধ্বনিছে দোঁহার মুখে কাঁপিতেছে বুকে!
কহিতে লাগিল যুবা, 'জানিও, জীবনে
পারিব না তব আশা করিবারে ত্যাগ,
দুরাশারে বুকে করি করিব লালন!
শোন, যাহা স্থির করে' আসিয়াছি আজ,-
তোমার পিতার সাথে কাল ঊষাকালে
করিব বিদেশযাত্রা, তোমারই লাগিয়া
দীর্ঘ প্রবাসের মাঝে রহিব বিলীন
তোমাহারা মরু-ঘোরে, ফিরিব যখন,
তোমার পিতার মন করি অধিকার
তোমারেও পাব না কি চির-অধিকারে?
কিন্তু তার আগে, তুমি কর অঙ্গীকার,
যাবৎ না ফিরি আমি, রহিবে আমার?
কায়মনে ততদিন কেবল আমারই?
হারাবে না ফেণশুভ্র কুমারীগৌরব
মিষ্ট ছল কিংবা ধৃষ্ট বলের নিকটে?'

উত্তরিল দৃঢ়স্বরে প্রেমগর্ব্বস্ফীতা,
'করিলাম অঙ্গীকার। তুমিও রহিবে ?
মোর হাতে হাত দিয়ে প্রেমের শপথ—
বল মোরে ছাড়িবে না জীবনে মরণে!'
'ছাড়িব না কভু তোমা' কহিল যুবক।—
সেই প্রথম পরশ! জ্বালাময় সুখে
করপুটে করপুট রহিল মরিয়া
সদ্য আলিঙ্গনবদ্ধ দুটি মেঘ যেন!
যাদুভরা থর থর প্রথম পরশ!
চকোর উড়িতেছিল, বহিয়া আসিল
গ্রামের নেপথ্য হ'তে কোকিলকাকলী।
সতর্ক সমীর-দূত যবে ছুটে এসে
সংজ্ঞাহীন দোঁহে গেল সঙ্কেত জানায়ে,
মৃগমিথুনের মত ত্রস্ত, সচকিত
দুই জনে দুই পথে গেল মিলাইয়া!

তারপরে যথাকালে প্রতিবেশী দুটি
সুদূর প্রবাসে এল। কবে ধীরে ধীরে
বংশী প্রৌঢ়-জহরের অশ্রান্ত সেবায়
আপনারে সঁপি দিল ভক্তভৃত্য সম।
পাকশালে প্রবেশিয়া পাইত জহর
যথাস্থানে রন্ধনের উপচারগুলি,

দেখিত শয়নকালে শয্যা আছে পাতা।
প্রথমে ধনীর হাতে হেন সেবা নিতে
ব্যস্ত সঙ্কুচিত হ'ত দরিদ্র জহর,
সনির্ব্বন্ধে বংশীলালে করিত বারণ।
ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের অজ্ঞাত নেশায়
সঙ্কোচের গুরুভার লঘু হ'য়ে এল,
কৃতজ্ঞতা শুষ্ক হ'য়ে প্রভুত্বে দাঁড়া'ল!
সহিতে লাগিল যুবা অন্যায় নীরবে।
জহর পড়িল রোগে। দিবারাত্র একা
রোগীর নিঃসঙ্গ ক্লিন্ন রোগশয্যাপাশে
অবহিত শুশ্রূষায় নিপুণ সেবায়
লগ্ন মগ্ন একাসনে যুবা বংশীলাল।
জহর নীরোগ হ'য়ে কহিল সস্নেহে,
'শোধিতে নারিব কভু তোমার এ ঋণ!
বংশীর অন্তর হ'তে কি যেন প্রার্থনা
ফোট'-ফোট' হ'য়ে কাঁপি মিলাইল ঠোঁটে।
নববর্ষ এল বঙ্গে। এবার জহর
কন্যাবিবাহের লাগি হইল ব্যাকুল,
আপন সঞ্চিত অর্থ মিলিল যখন
প্রভুর সদয় দানে, ভাবিল জহর,
কোনমতে শুভকর্ম্ম হ'য়ে যাবে শেষ।
কহিল সে বংশীলালে, 'চল, একসাথে

যেমন এসেছি দোঁহে, ফিরি সেইরূপে।'
বংশী নতজানু হ'য়ে কহিল বিনয়ে,
'সকলই তোমার হাত! যদি দাও আশা,
তবেই ফিরিব ঘরে! নহে, এই শেষ!'
অকস্মাৎ জহরের পা দুটি জড়ায়ে
ঝর্ ঝর্ অশ্রুজলে লাগিল ধোয়াতে!
নিস্তব্ধ নির্জ্জন কক্ষে কাতর মিনতি
প্রহত হইতেছিল কঠিন প্রাচীরে!
কহিল জহরলাল, 'ছাড় তার আশা,
ধিক্ যুবা, এই তব বলের বড়াই?
ছিঁড়িতে পার না ক্ষীণ একটি বাঁধন?'
বালকের মত যুবা সাধিল, কাঁদিল।
অটল জহরলাল—সহসা বঞ্চিত
উঠিয়া, ক্ষিপ্তের প্রায় খরদৃষ্টি হানি
চলে' গেল উচ্চারিয়া অস্ফুট ভাষায়
'যাও যাও, এই স্পর্দ্ধা, এ কঠিন পণ
একটি কুসুম-করে চূর্ণ, দেখে এস!'

এদিকে জহরলাল ফিরে এল দেশে,
শুভদিনে শুভক্ষণে শেষে একদিন
জহরের নির্ব্বাচিত সুসজ্জিত বর
আনিল বিশাল আর জ্বলন্ত মশাল

অন্তরে বাহিরে ল'য়ে, ধীরে বাহিরিল
অন্ধকার পল্লীপথে কন্যামৃগয়ায় !
দস্যু যেন প্রবেশিছে গৃহস্থের ঘরে,
পশিল সদলবলে বিবাহপ্রাঙ্গণে !
একটি বিহ্বল আর্ত্ত নারীহৃদয়ের
সমস্ত গৌরবগর্ব্ব আশা শান্তি সুখ
দস্যুরই মতন বলে লইল লুঠিয়া !

যথাকালে কর্ম্মস্থলে ফিরিল জহর।
ললাটের ঘর্ম্ম মুছি ঝোলা-ঝুলি রাখি
বংশীলালে হেরি কাছে কহিল নিশ্বাসি,-
'এতদিনে পরিত্রাণ ! ঘরের লক্ষ্মীরে
দিয়েছি পরের করি জনমের মত !'—
প্রৌঢ় একবিন্দু অশ্রু ফেলিল মুছিয়া।
যুবা দেখিল না তাহা, তখন তাহার
বিমথিত হৃদয়ের প্রচণ্ড বিপ্লবে
একদণ্ডে বিশ্বভূমি হ'য়ে গেছে লয় !
উত্তপ্ত বেদনাক্লিষ্ট মাথার ভিতরে
প্রলয়ের শৃঙ্গনাদ হতেছে সঘনে !
কতবার মনে হ'ল, নিষ্ঠুর জহর
করিতেছে পরিহাস ! দেখিল চাহিয়া,
সে মুখ বিকারহীন, চাতুরীবিহীন।

বৃশ্চিকদষ্টের প্রায় সহসা ছুটিয়া
উপাধানে মুখ ঢাকি কহিতে লাগিল
গুমরি আপন মনে,—ওরে উপাধান,
ওরে মোর চিরসাথী, আজন্ম-আশ্রয়,
তোর কোলে মাথা রাখি সোণার শৈশবে
দেখেছি সোণার স্বপ্ন, কৈশোরে যৌবনে
কত আনন্দের দিনে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া
তোর বুকে লুকায়েছি অধীর উচ্ছ্বাস
প্রগল্‌ভ সুখের! দুর্দ্দিনে আহত সম
কতবার তোর বুকে লুকায়েছি মুখ!
ওগো লজ্জানিবারণ, আজ ঢাক মোরে
বাহিরের কৌতূহলী খরদৃষ্টি হ'তে!
হে দুঃখ, হে প্রিয়, তোমা ব্যর্থ অশ্রু দিয়ে
করিব না অপমান, নিব প্রতিশোধ!
তার পরে এস তুমি অনন্ত অপার
হতাশের চিরসাথী হে মৌন রোদন!—
ভাবিল সে, বিশ্বমাঝে যত নারী আছে
সবাই প্রলয়ঙ্করী, সবাই পাষাণী,
যাদুকরী, সর্ব্বনাশী, বিশ্বাসঘাতিনী!
দেবী বলে' পূজে মূঢ় খেলার পুতুলে!

হা পুরুষ, প্রাণভরা অভিমান ল'য়ে

এস না বুঝিতে তুমি রমণীহৃদয়।
স্বজন সমাজ আর ধর্ম্মেরে লঙ্ঘিয়া
নারী যবে ভালবাসে, আপনার কাছে
থাকে যে সে অপরাধী, শুষ্ক কর্ত্তব্যেরে
দ্বিগুণ আবেগে তাই ধরে সে আঁকড়ি!
প্রাণ দিয়ে প্রাণাধিকে ভাণমাত্র ল'য়ে
শূন্য-দেহ ডালি দেয় সংসারের পায়!

প্রথম ভাবিল যুবা, যোগ্য প্রতিশোধ,
রূপসী বিবাহ করি তারে বিস্মরণ।
পরক্ষণে মনে হ'ল, দু'বার কি কেহ
পারে ভালবাসিবারে? তবে কেন মিছে
একটী নির্ম্মল প্রাণ করিব নিষ্ফল?
শেষে যাহা হ'ল স্থির, ক্ষিপ্ত তার ফলে
হৃদিমহিমার শুভ্র তুঙ্গ শৃঙ্গ হ'তে
প্রবৃত্তির পঙ্ক-কূপে পড়িল স্খলিয়া!
সুতিক্ত ঔষধ যেন রোগীর নিকটে,
চিরপ্রেমপরায়ণ কল্পনাপ্রবণ
হৃদয়ে লিপ্সার স্পর্শ লাগিল তেমন!
শেষে তাতে শক্তি এল, তবুও তা যেন
প্রাণহীন শুধু এক উদাস বিলাস!
ছাড়িতে শকতি নাই, সম্ভোগে অরুচি!

বার বার মোহঘোরে আঁধার কারায়
একটি সুদূরস্মৃত দেবীর প্রতিমা
মুক্তির আলোক ল'য়ে পশিত সম্নেহে,
দানবী বলিয়া বংশী তাড়া'ত তাহারে!

বহুদিন গেল চলি, কিন্তু বংশীলাল
কিছুতেই সুরজেরে নারিল ভুলিতে,
প্রেমের নিকটে কাম হারায়ে গরিমা
ছলে বলে আপনারে রাখিল জাগায়ে!
তাই জীর্ণবস্ত্রসম এক প্রেম ছাড়ি
নিত্য নূতনের পাছে লাগিল ঘুরিতে।
বাঁকে না সরল বাঁশ, বাঁকালে তাহারে,
থামে না সে অর্দ্ধপথে, অচিরে সে করে
আপনারে বিনাশের অতলে নিক্ষেপ!
বারেক সরল যুবা বুঝিল যখন
অকারণে হয়েছে সে বঞ্চিত লাঞ্ছিত,
আপনারে একেবারে দিল ভাসাইয়া
দিশাহারা অন্ধকার নিপাতের স্রোতে।

কত বর্ষ গেছে চলি, এর মাঝে কত
ঘটেছে ঘটনা। মরেছে জহরলাল;
কন্যার বৈধব্য তারে হয় নি সহিতে।

বিবাহান্তে তিন বর্ষ না হইতে গত,
সুরজ বিধবা হ'য়ে তপস্বিনী সাজি
মর্ম্মমাঝে অগ্নি জ্বালি করিছে সাধন,
কোন্ দেবতার লাগি ? সুধায়ো না কেহ !
সে রহস্য থাক্ ঢাকা অদৃশ্য তিমিরে !
গুরু কর্ত্তব্যের ভরা আলোহীন পথে
অবিশ্রান্ত শ্রান্ত পান্থ বহিতে বহিতে
রঙ্গিন অতীত পানে যদি ফিরে দেখে
বারেক, ক্ষণেক তরে,—ক্ষমা নাই তার ?

পঞ্চদশ বর্ষ পরে স্বদেশের পানে
চলিয়াছে বংশীলাল ! এ কি সেই যুবা,
এ যে, রোগে অত্যাচারে ভগ্নজীর্ণতনু,
পাপে তাপে অবসন্ন অকালস্থবির !
সর্ব্বশেষে যে নারীরে বড়ই নির্ভরে
করিল সে শয্যাসথী, সেও কিছুদিনে
দুই দিবসের শিশু দিয়ে উপহার
তারে ছাড়ি মরণেরে করিল বরণ !
স্বহস্তলালিত সেই প্রাণের পুতুলে
অন্ধের যষ্টির মত বক্ষে আঁকড়িয়া
ফিরিছে স্বদেশে—গৃহে। দীর্ঘপথ বাহি
বাষ্পোদ্গারী মায়ারথ থামিল যখন,

মাতৃভূমি হাত পাতি কোলে নিল তুলে!
উদাস উদ্দেশ্যহীন চলিল প্রবাসী
ধীরপদে গৃহমুখে। পথে যেতে তারে
কেহ সুধাল না ডাকি! ক্রূর কৌতূহলে
পথের অপরিচিত খরদৃষ্টিগুলি
বিঁধিতে লাগিল তারে! শুনায়ে শুনায়ে
ক্রীড়ামত্ত একপাল অশিষ্ট বালক
তার পক্ককেশ ল'য়ে ব্যঙ্গ আরম্ভিল!
পরলোকপ্রত্যাগত প্রেতাত্মার মত
অভাগা ভাবিতেছিল, কি না ছিল মোর?
প্রেম হয়েছিল ব্যর্থ, কি ছিল তাহায়?
পবিত্র সমাধি সম তবু যদি আহা,
আমার সে অনাবিল শুভ্র নিরাশারে
শুধু সাজাতাম, শুধু করিতাম পূজা
স্বপ্নময় মানসের কুসুমে কুসুমে,
জীবন কাটিয়া যেত সৌরভে গৌরবে!
আমার অতীতে কই স্মৃতির সুঘ্রাণ?
আজ কিছু নাই মোর, কেহ নহি আমি!
সজীব সরস এই জনতা প্রবাহে
কি বাহুল্য, কি নীরস অস্তিত্ব আমার!
এই কর্ম্মকোলাহলে ঘন লোকালয়ে
কত স্ফূর্ত্তি, কত মূর্ত্তি, কত আয়োজন

নব নব আনন্দের ! কোথা আছি আমি ?
সকলই বিচিত্র এ যে সকলই নূতন !
হায় হায় পুরাতন, হা স্বর্ণ-অতীত
হা আমার জন্মভূমি, তুমি কি গো সেই ?
বল বল কোন্ দোষে, যে মোহিনীবেশে
গিয়াছিনু রাখি তোমা বিদায় প্রভাতে,
হারায়ে ফেলেছ সেই রূপের মহিমা !
কেন দেখিতেছি সন্ধ্য মিলনসন্ধ্যায়
রূপহীনা বর্ষীয়সী তোমারে, রূপসী !
শৈশবের সুখস্বপ্ন, কৈশোরের সাধ,
যৌবনের লীলাগার, প্রৌঢ়ের স্মরণ,
তুই কি সে জন্মভূমি ?—আন্, ফিরে আন্
তোর সাথে সেই দিন ! সেই প্রিয়মুখ,
সেই হাসি সেই বাঁশী, সেই গম-ভাঙ্গা,
মায়ামৃগ ধরাধরি কল্পনা-গহনে !

বালকের হাত ধরে' আবিষ্টের মত
দৌড়িতে লাগিল প্রৌঢ়, যেন কারও সাথে
মুহূর্ত্ত বিলম্বে আর নাহি হবে দেখা !
যখন থামিল পদ, দেখিল চাহিয়া,
জহরের গৃহাঙ্গনে রয়েছে দাঁড়ায়ে।
বুঝিতে নারিল, কোন্ ঝঞ্ঝার আবেগ

দিশাহারা জলমগ্ন নাবিকের মত
আনিয়া ফেলেছে তারে পরিত্যক্ত কূলে !
এসেছিল পিত্রালয়ে দেখিতে সুরজ
পীড়িত পিতৃব্যপুত্রে, আজ ফিরে যাবে
পুন পতিগৃহে। শিবিকা প্রস্তুত দ্বারে।
সুরজ অঙ্গনে ছিল, কারে দেখি যেন
উঠিল সে চমকিয়া,—এ যে সেই মুখ !—
আগন্তুক একদৃষ্টে চাহি কিছুক্ষণ
সহসা উঠিল ডাকি, 'সুরজ ! সুরজ !
হা জ্বলন্ত লাবণ্যের জীবন্ত-সমাধি !'

অশ্রুহীন বিষাদের নিবিড় ছায়ায়
একান্তে মিলিল দুটি প্রবীণ প্রবীণা !
দোঁহে চিরপরিচিত, তবু দুইজনে
কি বিচ্ছেদ-ব্যবধান অন্তরে বাহিরে !
কি স্বতন্ত্র, কি বিচিত্র দুটি নরনারী !
প্রস্ফুট গোলাপটিরে যত্নে তুলে রাখ,
শেষে পঙ্ককাল পরে পূর্ব্বস্মৃতি ল'য়ে
দেখ তারে,—যত দেখ, যত লও ঘ্রাণ,
চিনিতে নারিবে সেই চিরপরিচিতে,
মনে হবে, যেন কোথা—কত দূরে এসে
স্মৃতির সে যোগসূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেছে !

মুখোমুখী দুইজন বসিল নিশ্চল,
বিরহীযুগল আজ কি পরিবর্ত্তিত !
পূর্ব্বের আবেগ ল'য়ে স্মৃতির সেতার
যতই বাজাতে যায় প্রাণপণ বলে,
ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় তার, আসে না ঝঙ্কার !
দোঁহার জীবন-নভে তবু দুইজন,
দুই কেন্দ্রে নির্ব্বাসিত দুটি তারা সম
আছে জাগি, জাগরণ নিদ্রা দিয়া ঢাকা
স্মৃতির আবছায়া দুঃস্বপ্নের মায়া !
মরণের কোলে যেন নিশ্বাসে জীবন।
কহিল সুরজ, 'মোরে করিও বিশ্বাস,
পরুষ বলের কাছে ভীরু অসহায়
আর্ত্ত নারীহৃদি ল'য়ে বহুদিন যুঝি,
তার পরে করিয়াছি আত্মবিসর্জ্জন !
শবের বিবাহ, নহে প্রাণের মিলন !'
আঁধারে জ্বলিল দীপ ! আজ বংশীলাল
বুঝিল, রহস্যময় নারীপ্রকৃতির
স্নিগ্ধশালীনতা, নহে ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা।
নারীর চরম শক্তি, আত্মবিসর্জ্জনে,
পুরুষের স্বার্থে আনে আত্মার বিপ্লব !
অনুতপ্ত বংশীলাল, কহিল কাতরে
'আমি—আমি !—আজ তব করিব বিচার ?

দশের উচ্ছিষ্টভোজী অস্পৃশ্য কুক্কুর
মন্দির-বাহিরে পড়ি দীননেত্রে থাকে
শুধু কৃপাপ্রতীক্ষায়, যা পায় প্রসাদ
দেবতার, ধন্য মানি করে তা গ্রহণ!
তোমার পবিত্র স্মৃতি কলঙ্কিত করি
আমি শুধু আমি দেবী, কৃপার ভিখারী!'
ধীরে ধীরে শোচনীয় আত্ম-ইতিহাস
শিশুসম অকপটে করিল প্রকাশ।
সঙ্গী বালকের পানে চাহি অবশেষে
তর্জ্জনীনির্দ্দেশে তারে দেখায়ে কহিল
পূর্ণপিতৃগর্ব্বভরে, 'এ অমূল্য নিধি
রসাতলজাত এই স্বর্গচিহ্নলেশ,
কলঙ্কমণ্ডিত এই নির্দ্দোষ বালক,
গরলমন্থিত সুধা, আছে শুধু মোর
দৈব আশীর্ব্বাদ সম দীর্ঘ অভিশাপ!'
করুণাকোমল কণ্ঠে কহিল সুরজ
পুলকিত চমকিত করি বংশীলাপে,
'এ নারীর প্রেমস্বর্গে কোমল বয়সে
যে দেবতা কৃপা করি দিয়াছিলা দেখা,
চিরকাল সেই ছবি আঁকা রবে প্রাণে!
পুরুষের প্রেম, কর্ম্মক্লান্ত জীবনের
ক্ষণ মুগ্ধ-অবসর! জান না নারীরে,

ভালবাসা জীবনের জীবনী তাদের।'
কহিল, সতৃষ্ণে চাহি' বালকের পানে
'মা-হারা বাছারে মোরে দাও শেষ দান!
তব অকলঙ্ক ছবি এল শিশু সাজি
স্নেহ নিতে মোর দ্বারে। শিশু মর্ত্ত্যে স্বর্গ,
প্রেম ভগবান। করিব দোঁহার সেবা!'
এত বলি', ক্রোড়ে টানি বিস্মিত বালকে
সোহাগে আবেগে স্নেহে চুম্ব-আলিঙ্গনে
নারীস্নেহলালায়িত মা-হারা-তৃষিতে
করিল নিমেষমাঝে চির আপনার।
বংশীলাল ক্ষিপ্ত সম উঠিল চীৎকারি,
'পাষাণী, পাষাণকন্যা আজ ভিখারীরে
তার শেষকণা হ'তে করিলে বঞ্চিত?
এই শূন্য জীবনের আসন্ন সন্ধ্যায়
কি রহিল মোর! মোর সন্ধ্যাদীপটুকু
থর থর কম্পান্বিত, শত বিঘ্নপাতে
এনেছিনু বাঁচায়ে কি হারা'তে এরূপে!'
আসি বংশীলাল পাশে, সাদরে স্বরজ
ত্রস্তে কণ্ঠ হ'তে খুলি রুদ্রাক্ষের মালা
স্বহস্তে তাহার গলে দিল পরাইয়া!
ঠিক সেইক্ষণে নিকটের শিবালয়ে
বাজিয়া উঠিল শঙ্খ! চমকি বিধবা

বালকের হাত ধরে' শিবিকায় উঠি
রুদ্ধ করি দিল দ্বার, চলিল শিবিকা।
যতক্ষণ দেখা গেল, ক্ষুব্ধ বংশীলাল
রুদ্ধ শিবিকার পানে রহিল চাহিয়া!
শিবিকা অদৃশ্য হ'ল; সেও মৃদুপদে
আপনার গৃহমুখে চলিল ফিরিয়া।

সে করুণ অপরাহ্ণে পাণ্ডুচন্দ্রলেখা
পথিকের সাথে, তার স্তিমিত স্তম্ভিত
মোহময় অশ্রুময় কল্পনা-স্বপনে
উদাস স্মৃতির মত চলিল ভাসিয়া!
পথে যেতে মালাগাছি চুম্বি বার বার
রাখিল মাথায় ধরি, কহিল আবেগে,—
বুকের পাঁজর দিয়ে তার বিনিময়ে
আজ যাহা পাইয়াছি এ বুকের কাছে,
এ মর্ম্মের মাঝে, তাই ল'য়ে জীবনের
অবশিষ্ট দিনগুলি পারিব কাটাতে!
এত বলি, মালাটিরে চুম্বিল আবার।

বিচিত্র নিয়তি

কেরাণী প্রকাশচন্দ্র কলিকাতা ছাড়ি
ছ'মাসের ছুটি নিয়ে আসিলা কটকে
ভগ্ন স্বাস্থ্য জোড়া দিতে। সঙ্গে পরিবার,
পত্নী অমাময়ী, আর তিন বছরের
শ্রীমান্ হরিশচন্দ্র। 'কাঠজুড়ী'-তীরে
বাসা হয়েছিল ঠিক, কলরবহীন
নগরের উপকণ্ঠে। মুক্ত বন্দী-পাখী
কাচ্চা বাচ্ছা ল'য়ে যেন লোকালয় ছাড়ি
একান্তে বাঁধিল এসে সুখময় নীড়।

তিন মাস গেছে চলি। পীড়িত প্রকাশ
হয়েছেন রোগমুক্ত। একদা প্রদোষে
স্বামী-স্ত্রীতে বসি ছাদে দেখিতেছিলেন
তটিনীর জললীলা, শীর্ণা কাঠজুড়ী
উঠেছে লাবণ্যে ভরি, দৃষ্টি দোঁহাকার
ডুবিয়া গিয়াছে নীরে, সুখ স্বপ্ন হ'তে
মাঝে মাঝে হতেছিল জাগি যেন কথা।
কহিলা প্রকাশ, 'সাধ যায়, সব গোল
চুকাইয়া বাঁধি এসে এই দেশে বাসা।"

উত্তর করিল অমা বিস্ময়ে, 'এখানে ?'
কহিলা প্রকাশ,'মিছে এ উড়িয়া-দ্বেষ।
কি বুঝিবে ? ছুঁইলে না, ইতিহাস কভু।
স্ত্রীপাঠ্য হয়েছে এবে উপন্যাস-পাশ।'
বিষাদগম্ভীর মুখে উত্তরিল অমা,
'জানি গো তা জানি, আমি যোগ্য নই তব,
যদি আহা, পেতে তারে, হ'তে কত সুখী।
সমানে সমানে তবে হ'ত যে মিলন!'
রঙ্গে ভঙ্গ দিয়ে শেষে অভিমানিনীরে
আবেগে বুকের কাছে টানিল প্রকাশ,
সোহাগে সোহাগে দিল রাগ ভুলাইয়া!
পরিহাস-হাসি হাসি' কহিলা প্রকাশ,
'ক্রীতদাস কেরাণীর গৃহনাশ শেষে
করিতে কি চাও প্রিয়ে ? তোমার বিহনে,
কভু কেহ নাহি হবে শয্যাসহচরা।'
উত্তর করিল প্রিয়া সতেজে এবার,
'পুরুষের হেন দম্ভ শুনা যায় বটে
পত্নী যতদিন থাকে। আমি ম'লে, তারে
পার যদি, কর না কি জীবনসঙ্গিনী ?
লজ্জাই বা কেন এতে ? সে যে গো শিক্ষিতা!'
কাঁদ' কাঁদ' অমাময়ী, হাসিছে প্রকাশ,
ক্ষণেক নীরব দোঁহে, দেখিতে লাগিলা

আবার লহরীলীলা, শুনিতে লাগিলা
কলকল্লোলিত তান। অদূরে মধুরে
সুরে সুর মিলাইয়া গাহিয়া উঠিল
উৎকলবালিকা কোন—বৃন্দাবনগাথা।
স্থান-কাল নাহি গণি দুষ্টু হরুবাবু
করিতেছিলেন মাঝে রসভঙ্গ এসে,
মায়ের এলান' চুলে পিতার চাদরে
গ্রন্থি বাঁধি চুপে চুপে, সহসা টানিয়া
হো হো হাসি যেতেছিলা দূরে পলাইয়া!
মনে এই জাঁক, মুখে ততোধিক হাঁক—
হেন বাহাদুরী যেন দেখে নাই কেহ
আর্থার-বন্দরে কিংবা সাহোর প্রান্তরে!

ক্রমে ঘনাইয়া এল সন্ধ্যার আঁধার,
চাকর ডাকের চিঠি, কেরোসিন আলো
দোঁহার সম্মুখে রাখি চলে' গেল কাজে।
স্বামীর নামীয় চিঠি খুলি একে একে
কোনটি অর্দ্ধেক পড়ি, কোনটী না পড়ি
জমা দিতেছিলা রাখি। শেষ-চিঠিখানি
ধৈর্য্য ধরি বার বার করিলেন পাঠ,
বাড়ায়ে আলোকশিখা, তার নীচে ধরি
সাবধানে পড়িলেন, কিছুতেই যেন

নাহি হয় অর্থবোধ। দেখিলেন শেষে
ভাল করে' শিরোনামা, বাড়ীর ঠিকানা।
অকস্মাৎ স্ফীতাধরে কম্পমান করে
ছুঁড়িয়া ফেলিলা চিঠি স্বামীর সম্মুখে।
'বুঝিলাম, কেন মোরে এত অবহেলা!
তোমায় বিশ্বাস করি কায়মনোপ্রাণে
তার ফল, তলে তলে পত্রবিনিময়?
তোমায় সে কালামুখী ভালবাসে আজও?'
বিস্মিত প্রকাশ চিঠি কুড়াইয়া পড়ি
উঠিলেন উচ্চ হাসি, কহিলেন, 'এই?
এরই লাগি এত? সন্দেহেই এতদূর?
সত্য হ'লে, বুঝি ঘটিত প্রলয়কাণ্ড!—
এ চিঠি ননীর বটে! এ সে ননী নয়।
এ আমার বাল্যবন্ধু! জান তুমি তারে.
সে-ই এ নষ্টের গোড়া! কালীর ত' ছত্রে
দুইটি প্রাণের মাঝে চিরদিন তরে
দিতেছিল কালি! সহজে হবে না ছাড়া,
শাস্তি পেতে হবে এর! সশরীরে তারে
হাজির করায়ে হেথা তবেই ছাড়িব!
এবার তোমার সাথে হবে পরিচয়।
বন্ধুত্ব না পায় যদি প্রত্যক্ষ সেবাটি
অন্তঃপুর হ'তে থাকে অসম্পূর্ণ তাহা।

স্থরসিক সহৃদয়, বন্ধুটী আমার
কাব্যপ্রিয় স্থগায়ক! খুসী হবে দেখে!'
বুঝিয়া আপন ভ্রান্তি অনুতপ্ত অমা
মরমে মরিতেছিল। ছিল অন্যমনে,
রহিল নীরব। গোপন অন্তর হ'তে
প্রার্থনা উঠিতেছিল,—ক্ষম' অন্তর্য্যামী,
স্বামীরে দিয়েছি ক্লেশ আজি অকারণে!
হরুবাবু আসি চুপে একটী ফুৎকারে
দীপের দহন-জন্ম দিলা ঘুচাইয়া!

প্রকাশ পরের দিন চিঠি দিয়ে ডাকে
কহিল অমারে এসে, 'কর আয়োজন
নব অতিথির লাগি—চিঠি পাবামাত্র,
যেমন থাকুক্ ননী, আসিবে নিশ্চয়।'
কহিল ব্যথিতা ধীরে, 'সত্য সত্য তবে
কর নাই ক্ষমা মোরে? কেন লজ্জা দাও
এ লজ্জাহীনারে আর!' প্রবোধি পত্নীরে
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'বহুদিন হ'তে
লিখিতেছে ননী মোরে, আসিবে হেথায়,
গৃহকোণ হ'তে তারে নড়ান' দুষ্কর,
তাই তারে জোর করে' করিব বাহির।
জান না কি, ননী মোর বড় আপনার!"

কহিল উৎফুল্ল অমা; 'তবে লিখে দাও,
কাজ নাই এসে তাঁর। ছোট বাসাবাড়ী,
তা'য় আমি একা প্রাণী, ভাল করে' তাঁর
হবে না আদর-যত্ন! আসিতে নিষেধ
দাও, দাও; লিখে দাও,—এখনই, এ দণ্ডে!'
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'ভদ্রতার ঘটা,
সে কি আত্মীয়ের তরে? হোক্ তা নিখুঁত,
ত্রুটীভরা আত্মীয়তা কত উচ্চে তার
ননী কি মোদের পর? তাই তারে এবে
ব্যথিয়া তুলিতে হবে আতিথ্যের ভারে?'
পতির দৃঢ়তা দেখি ক্ষুব্ধা ক্ষুণ্নমনে
নীরবে নিশ্বাসি গেল চলে' অন্য কাজে।
কি যেন অজ্ঞাত শঙ্কা সেইক্ষণ হ'তে
চাপিয়া বসিল বুকে, মনে হতেছিল,
তাহাদের শান্তিপূত এই সুখনীড়
কে যেন শ্যেনের মত আসিছে ভাঙ্গিতে!

যথাকালে ননী পেয়ে প্রকাশের লিপি,
উঠিল ব্যাকুল হ'য়ে। 'বাড়িয়াছে পীড়া?'
বার বার এই কথা আপনার মনে
করিল আবৃত্তি। আঁকা-বাঁকা লেখা গুলি
পড়িল সে বহুবার চিন্তাতপ্ত মনে।

সেদিনই গুছায়ে সব, মক্কেলের কাজ
অন্য উকীলের কাছে গছায়ে, প্রস্তুত
কটক যাত্রার তরে! মুহুরী ধরিল,—
'ছেড়ে দিতে হয় মাম্‌লা লক্ষটাকা দাবী!'
—'লক্ষ হোক্‌, কোটি হোক্‌, কে ভাবিছে তাহা?
আমি ভাবি কতক্ষণে ট্রেণ ধরা যায়!'

যথাকালে বাষ্পরথ বহিয়া ননীরে
আসিল কটকে। নামিয়া পড়িল ননী,
সহসা প্রকাশচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে
ধরিলা ননীর হাত। ফিরে চেয়ে ননী
বিস্ময়ে রহিলা স্তব্ধ! দুইবন্ধু শেষে
হাসিলেন প্রাণ ভরি, আলাপে আলাপে
চলিলা গৃহের পানে আনন্দে কৌতুকে।

এক মাস গেছে চলি'। সেদিন পূর্ণিমা,
মেঘমুক্ত নীলাকাশে জ্যোৎস্না হাসিতেছে,
অঙ্গনে বিছায়ে পাটি, বন্ধু দুইজন
চাহিয়া আকাশ পানে। গৃহকর্ম্ম সারি'
অমাও একান্তে আসি বসিল সেথায়।
আর এক পূর্ণিমায় এসেছিল ননী,
দুদিন না যেতে, হয়েছিল উৎকণ্ঠিত

কর্ম্মে ফিরিবার তরে ! কবে, কোথা দিয়ে
চলে' গেছে দুটি পক্ষ অজ্ঞাত নেশায় !
বড় দ্রুত গেছে বুঝি এ কয়টি দিন ?
হায় ননী ! হায় কর্ম্মী ! এই তব কাজ ?
কোথা গৃহ, গৃহপ্রিয় ? ফিরিবার কথা
ভুলে গেছ একেবারে ? অভাগিনী অমা !
অয়ি আগন্তুকভীতা, আজ তব ভয়,
অতিথি কখন যায় ! সুখস্বপ্ন ভাঙ্গে !
এ কি ? এ কি ?—কে গাহিছে ?—ধন্য ননীলাল !
কি নিপুণ সুরভঙ্গী, কি মধুর স্বর !
জানিছ কি, পাশে বসি আত্মহারা অমা
তোমার ও কণ্ঠসুধা করিতেছে পান
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ! পড়িল নিশ্বাস কার ?
চোখে জল গান শুনে' ?—আর তুমি, ননী !
বহুস্থানে বহুবার গাহিয়াছ গান,
এমন ত গাহ নাই ! রাগিণীর সাথে
নাচে নি এমন করে' তোমার ধমনী !
কণ্ঠ কেন কাঁপিতেছে ? ভুলিতেছ লয় ?
থাক্ থাক্ ও সঙ্গীত—প্রেমের কাকুতি !
অন্য গান ধর কোনও ; কিংবা গাহিও না !
লজ্জাহীনা হে পূর্ণিমা, হে মিলনদূতী,
অত হাসি কেন আজ নির্লজ্জা মোহিনী !

এ কি ফাঁদ ওহে চাঁদ ? ত্মাখ ত্মাখ চেয়ে,
হে রূপের উর্ণনাভ, খোকা শ্রান্তিভরে
ঘুমায়ে পড়েছে কিবা শয্যা আলো করি !
এমন সুন্দর শিশু ! এমন সংসার
সুখশান্তিভরা ! মনে রেখো যাত্নকর !
সহসা থামিল গীত, মৌনে উঠি অমা
পশিল শয়নকক্ষে। সুপ্ত শিশু পানে
ক্ষণেক চাহিয়া মুগ্ধা কহিল আবেগে,—
'অশান্ত তুরন্ত মোর, সন্ধ্যাটি না হতে
ঢুলে' এসেছিল আঁখি না জানি কখন,
দেখে নাই মা তোমার, নেয় নাই খোঁজ !
হয় ত সে অভিমানে একা গিয়ে যাতু,
আপনি বিছায়ে শয্যা পড়েছ ঘুমায়ে !
ক্ষমিও এ কুমাতারে। মরি মরি রূপ !
এর কাছে আর কেহ ? এমন নির্ম্মল,
এমন পাগলকরা আছে কিছু আর ?'—
সেইক্ষণে শয্যা'পরে পড়িল লুটিয়া,
টানিয়া কোলের কাছে ঘুমন্ত শিশুরে
চাপিতে লাগিল বুকে পাগলের প্রায় !
আহারের আয়োজন করি ভৃত্য যবে
ডাকিতে আসিল তারে, বলে' দিল অমা—
অসুখ হয়েছে তার।—তু'বন্ধু সে রাতে

ভোজনে বসিলা মৌনে। দেখিল প্রকাশ,
সদানন্দ রঙ্গপ্রিয় ননী যেন আজ
দমিয়া গিয়াছে বড়। কহিল প্রকাশ,
'জানি ওগো জানি তাহা, ফাঁক দিবে ঠিক,
দেখিবার লোক যবে নাই আজ কাছে!'
ননীলাল শুষ্ক হাসি আনিল অধরে,
চমকি প্রকাশচন্দ্র কহিলা সস্নেহে,
'হয়েছে অসুখ বুঝি!' শশব্যস্তে ননী
কহিল বিকৃতকণ্ঠে, 'না না, কিছু নয়,
বহুদিন গৃহ ছাড়া, ছুটি চাই এবে।'
প্রকাশ কহিলা হাসি, 'মোরে বলা বৃথা,
যথাস্থানে আবেদন পাঠাইও কা'ল!

পরদিন ত্রস্ত ব্যস্ত প্রকাশ অমারে
ডাকিল শয়নকক্ষে, কহিল, 'এখনই
পাইলাম এই 'তার' কলিকাতা হ'তে,
গুরুতর কার্য্য তরে যেতে হবে আজই,
এই দণ্ডে করে' দাও যাত্রার উদ্যোগ।'
ধরিয়া স্বামীর কর অকস্মাৎ অমা
রহিল আনতমুখে ক্ষণেক নীরব,
কহিল কাতরকণ্ঠে, 'প্রভু, প্রাণাধিক,
থাক থাক মোর কাছে! বড় একা আমি!

বড় একা! অসহায়! যেও না, যেও না!
যাবে যদি, একসঙ্গে চল ফিরি সবে।'
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'অসম্ভব তাহা,
পক্ষকাল মাঝে আমি ফিরিব নিশ্চিত।
ননী র'য়ে গেল হেথা, ভাবনা কিসের?'
ক্ষুব্ধার হৃদয় হ'তে কি একটি কথা
উঠিয়া মিলায়ে গেল গভীর নিঃশ্বাসে!
এদিকে হরিশচন্দ্র খেলা ছেড়ে এসে
ধরিলা পিতার হাত, কহিলা, 'বাবা লে,
আমিও কোকাতা যাব।' বহু প্রলোভন
খেল্‌না বাজ্‌না বাঁশী, আঙ্গুর-বেদানা
হ'ল যবে প্রতিশ্রুত, সুবুদ্ধি হরিশ
অগত্যা করিলা সন্ধি। ফেলিয়া নিঃশ্বাস
আঁকিয়া রোরুদ্যমানা প্রেয়সীর ছবি
শিশুর মলিনমুখ নিভৃত অন্তরে,
প্রকাশ মুছিয়া অশ্রু লইলা বিদায়।
অধীর বাষ্পীয় রথ দৌড়িল যখন
সৌধ-নগরীর দিকে, ননী শূন্যমনে
চলে' গেল নদীতীরে। ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল,
চাঁদ উঠে এল ধীরে, ক্রমে ক্রমে নিশি
গভীর—গভীরতর। শূন্য স্তব্ধ তীর,
ননী একা বসি মুখে চিন্তার আঁধার।

আপন অধীর বক্ষ দুই হাতে চাপি
যাতনাকাতরকণ্ঠে চাহি ঊর্দ্ধ পানে
কহিল,—'অনাথনাথ, বল দাও মোরে!
এই সুখী পরিবার, সোণার সংসার,
উদার প্রকাশচন্দ্র! এমন লোকের—'
ভাষা ভেঙ্গে ভেসে গেল অশ্রুর প্রবাহে!
সেই শান্ত রজনীতে ব্যাকুল প্রার্থনা
বুঝি ঊর্দ্ধে কারও কাছে পৌঁছিল বারেক!
স্বর্গ আশীর্ব্বাদ সম, স্নিগ্ধ সমীরণ
সর্ব্বাঙ্গে লাগিল এসে সান্ত্বনার মত!
প্রেমোন্মাদ জুড়াইল সংযম-প্রলোপ!
নিঃশব্দে চোরের মত সেই রাতে ননী
বাসায় আসিল ফিরি, জানাল ভৃত্যেরে,
আহারের ইচ্ছা নাই। চুপে শয্যা ল'য়ে
নিমেষে চিন্তার ক্রোড়ে পড়িল ঢলিয়া।

হেথা বিরহিনী অমা তপস্বিনীসমা
কাটাতে লাগিল দিন, রূপের মাঝারে
পড়িল মলিন ছায়া, হাসি-রঙ্গ ছাড়ি
যৌবনের চপলতা কি যেন সংযমে
ধরিল কঠোর মূর্ত্তি! অমা আর ননী
দূরে দূরে থাকে দোঁহে অতি সাবধানে,

কথা নাহি হয় আর, বুঝি প্রতিদিন
দেখাও হয় না দোঁহে, যেন দুইজনে
পরিচয় নাই কভু ! মাতা রোজ রাতে
পুত্রেরে টানিয়া কোলে ঊর্দ্ধপানে চাহি
কহে,— 'প্রভু, কতদিন—আর কত দিন
তাঁর ফিরিবার বাকী ? হয় নাই কাজ ?
এই ক'টি দিন রাখ এই দুর্ব্বলারে
দুই হাতে আগুলিয়া ! হে স্বামীর স্বামী,
যাবৎ না পাই সেই অনন্ত-নির্ভর,
তাবৎ করিও রক্ষা এই অনাথারে !
তাঁর কথা, তাঁর গুণ মোর স্মৃতিপটে
রাখ জাগাইয়া সদা ! দাও মোরে বল
কায়মনে নাহি হই বিশ্বাসঘাতিনী !'

একপক্ষ গেল চলে'। এল না প্রকাশ,
প্রিয়া গণিতেছে দিন। আরেক সপ্তাহ
যেদিন হইবে পার, এল এক চিঠি।
চিনি' সেই হস্তাক্ষর কম্পমান করে
খুলি অমা পড়ে' গেল একটি নিশ্বাসে।
লিখেছেন স্বামী,—কাল পৌঁছিবেন আসি।
বার বার সেই লিপি লাগিল চুমিতে !
পাছে কেহ দেয় বাধা আনন্দ-আবেগে,

অধীরা একান্তে তাই বাহিরের ঘরে
একেবারে ছুটে এসে রুধি দিল দ্বার।
সে ঘরে থাকিত ননী। কিন্তু অমা জানে,
বাহিরে বাহিরে ঘুরি নিত্য ননীলাল
নিশীথে সে ঘরে আসে! —প্রত্যহের মত
সেদিনও থাকিত ননী তখন বাহিরে
যদি না ডাকের চিঠি পাইত সে পথে।
চিনি কারও হস্তাক্ষর, দ্রুতহস্তে খুলি
সে চিঠি পড়িল ননী। উঠিল চীৎকারি,—
'মুক্তি! মুক্তি!—চির মুক্তি! এই কয় দিন
যা সয়েছি, হৃদয়ের কি বিশ্বাস আর?
পলায়ন! পলায়ন! এই কারা ভাঙ্গি
কারেও কিছু না বলি চলে' যাব কাল!'—
ফিরিল বাসায় ননী। আপনার ঘরে
পশি একা, আঁখি মুদি শয্যায় পড়িয়া
আঁধারে ভাবিতেছিল আঁধার ভাবনা!
প্রকাশের লিপি হস্তে অমাও সে ঘরে
সেইক্ষণে পশি, দ্বার সশব্দে রুধিল।
চমকি আসিল ননী, দুয়ারের পাশে
দাঁড়ায়ে কাঁপিতেছিল অন্ধকারে অমা,
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি সরিল পশ্চাতে!
তারপরে—তারপরে—একটা নিমেষ

এক ক্ষুদ্র ক্ষিপ্র ক্ষিপ্ত চপল পলক
ভাঙ্গিয়া দোঁহার এত প্রাণান্ত সংগ্রাম
সে কক্ষের সুনিবিড় অন্ধকার হ'তে
ফেলিল গভীরতর আঁধার গহ্বরে !

এক বর্ষ গেছে ঘুরে। মুঙ্গের সহরে
একটী সুপরিচ্ছন্ন গৃহের অঙ্গনে
হাতে হাত রাখি কোন যুবক যুবতী
নীরবে ঘুরিতেছিলা. ফুলগাছগুলি
সুঘ্রাণ উড়াতেছিল, অদূরে জাহ্নবী
কল্লোল তুলিতেছিল। তরুণীর বেশ,
আড়ম্বরবিবর্জ্জিত, তবু কি সুন্দর !
বাসন্তী রঙের শাটী গুর্জ্জরা ধরণে
পরেছেন কুঁচাইয়া, অনবগুণ্ঠিত কেশ
আধেক ললাট ঢাকি বঙ্কিম রেখায়
জ্যাকেটমণ্ডিত পৃষ্ঠে পড়েছে এলায়ে,
সুমসৃণ চর্ম্মাবৃত করবেষ্টী ঘড়ি
লতার কাঁকন সম পেতেছিল শোভা।
চর্ম্মের পাদুকা দুটি পাদপদ্ম চুমি
দলবদ্ধ ভৃঙ্গ সম রয়েছে মূর্চ্ছিয়া
কালো রূপ মিশাইয়া কনক বরণে !
গাহিতেছিলেন নারী অস্ফুট গুঞ্জনে।
তাম্বুলের রাগহীন স্মিতাধর হ'তে

শুক্তিশুভ্র দন্তপাঁতি দিতেছিল উঁকি!
বাঙ্গলা কাব্যের সদ্য অধীত পাতায়
তর্জ্জনী রাখিয়া, ক্ষুদ্র মুঠিতে চাপিয়া
সে গ্রন্থ, তরুণী স্বচ্ছন্দে ঘুরিতেছিলা!
পড়িল সন্ধ্যার ছায়া, অদূরে বাহিরে
উঠিল সহসা গোল। যুবক তা শুনি
দেখিলা বাহিরে আসি,—একপাল ছেলে
ঐ পাগ্‌লী! ঐ পাগ্‌লী!—এই ধূয়া তুলি
ক্ষেপায়ে চলেছে এক দীনা রমণীরে।
অশিষ্ট বালকদের হস্ত হ'তে যুবা
উদ্ধারিয়া বিব্রতারে সম্ভ্রমে সাদরে
আনিলেন ডাকি তারে আপনার গৃহে।
মুখোমুখী তিনজন সন্ধ্যার আঁধারে
বসিলেন আঙ্গিনায়। কহে ভিখারিণী,
'পাগল?—পাগল হয় কি পুণ্য করিলে?
কে বলে পাগল মোরে? মাঝে মাঝে শুধু
কি এক আবেশ মাঝে সমস্ত চেতনা
ডুবে থাকে ক্ষণকাল, তারপরে সেই
পুরাতন পরিচিত স্মৃতির দংশন!'
এত বলি উন্মাদিনী আপনার হাতে
ছিঁড়িতে লাগিল কেশ! চমকি' প্রকাশ
চাহিলেন ক্ষিপ্তা পানে, মনে হ'ল তাঁর

যেন জীবনের কোন সুদূর অতীতে
বেজেছিল হেন স্বর বাঁশরীর মত।
পুনর্ব্বার ভাবিলেন,—এও কি সম্ভব ?
কহিলেন, 'অভাগিনী, কি দুঃখ তোমার ?'
'কি দুঃখ ?—শুনিবে তুমি ?—তোমা ছাড়া আর
শুনিবে বুঝিবে কে তা! ঘৃণা কর, তবু
বলিতে এসেছি যাব নামায়ে সে বোঝা!
পারি না, পারি না আর রহিতে সহিতে!'
বলে' গেল আত্মকথা একটী নিশ্বাসে।
ব্যাকুল কাতর কণ্ঠে কহিল যুবক,
'বলে কি অ্যাঁ! এ যে সেই! তুমি—তুমি সেই?'
প্রগল্‌ভা না শুনি তাহা কহিতে লাগিল
আত্মভাবে ভোর হ'য়ে।—'কলিকাতা হ'তে
যেদিন ফিরিলা স্বামী, মুমূর্ষুর মত
শয্যায় ছিলাম লীন। কাছে বসি মোর
সযত্নে সোহাগে স্নেহে হাতখানি তুলে,
আপন কোলের কাছে, ছোঁয়াইলা ঠোঁটে!
কহিলা,—'আছ ত ভাল ?'—সে আদরে মোর
সংযম ভাসিয়া গেল, পা দুখানি তাঁর
মাথায় নিলাম তুলে, কহিলাম তাঁরে
খুলিয়া সকল কথা। হ'ল না ভরসা
মার্জ্জনা ভিক্ষার! শুনিলেন স্বামী সব,

সাগরের মত সেই গভীর হৃদয়
ক্ষণেক স্তম্ভিত হ'ল, শেষে ধীরে ধীরে
সেই পুরাতন প্রেমে আশীর্ব্বাদছলে
লাগিলা বুলাতে শিরে কম্পমান কর।
কহিলেন গাঢ়স্বরে,—'অমা, অমা মোর!
তোমারে করেছি ক্ষমা। এই যে ধরণী
প্রকাণ্ড ভুলের স্থান! কে না ভুল করে?'—
তারপরে দুই দিন দুঃখে সুখে মোহে
কোনমতে কেটে গেল। যা ছিল তা যেন
কিছুতে হয় না আর!—বুঝিলাম তাহা,
তিনিও তা বুঝিলেন। তৃতীয় দিবসে
কারেও কিছু না বলি অকস্মাৎ স্বামী
হইলেন নিরুদ্দেশ। সেইদিন হ'তে
খোকার বাড়িল জ্বর; দুদিনের দিন,
সোণার হরিশ মোরে গেল ফাঁকি দিয়ে!
বাবা বাবা করে' আহা, প্রাণ দিল বাছা!
প্রায়শ্চিত্ত হ'ল মোর! হায় প্রাণাধিক,
হৃদয়দুলাল মোর, নিষ্পাপ নির্ম্মল,
সাপিনী পাপিনী আমি দংশিলাম তোরে,
তাই ত ফুলের মত পড়িলি ঝরিয়া
কোরকজীবনে, যাদু!'—থামিল বিবশা।
যুবক ক্ষিপ্তের মত উঠিল চীৎকারি,—

'আমি—আমি পুত্রহন্তা! আকাশের বজ্র,
হও যদি দেবতার ন্যায়দণ্ড তুমি,
ভেঙ্গে পড় মোর শিরে! আমিই প্রকাশ!
আমি সেই শিশুঘাতী নির্ম্মম পাষাণ!'—
কহিল উন্মত্তা, 'তুমি?—তুমি যে দেবতা!'
'আমি সেই কাপুরুষ, নির্ম্মম পাষাণ!
অনুতপ্ত প্রিয়া আর অনাথ শিশুরে
চোরের মতন ফেলি আসিনু পলায়ে!—
হায় অসহায় শিশু, প্রাণের পুতলি
যবে তোর শিরে আসি মৃত্যুর নিশ্বাস
পরশ করিতেছিল, হয় ত বিভ্রমে
খুঁজেছিলি বৃথা কারে! ঘুমাও ঘুমাও
বিশ্বপিতা কোলে বৎস। ঘুম যাও যাদু,
ভাঙ্গে না বিশ্বাস যেথা, ঘুচে না অভয়!—
আর তুমি অভাগিনী, শোক-উন্মাদিনী,
এস পতিপুত্রহারা, এস পরিত্যক্তা,
এস অনুতাপদগ্ধা নিষ্পাপ পতিতা,
চল মোরা তিনজন সংসারের প্রান্তে
অভিনব গৃহস্থালী করি গে রচনা!'—
চাহিয়া যুবতী পানে, ধরি তার হাত
কহিতে লাগিল,—'করিবে কি ক্ষমা, ননী?
বিপত্নীক হইয়াছি শুনি লোকমুখে।

বিধবা, তোমারে আমি বিবাহবন্ধনে
বাঁধিয়াছি, সে যে চির পবিত্র বন্ধন
প্রেমের কুহকে আর ধর্ম্মের আলোকে !'
শুনিয়া উন্মত্তা বেগে দাঁড়াল সহসা,
কহিল কম্পিতকণ্ঠে চাহি দোঁহা পানে,—
'চিরসুখী হও দোঁহে ! আজিকার কথা
ভুলিও দুঃস্বপ্ন সম !'—প্রকাশে চাহিয়া
কহিল গদগদকণ্ঠে,—'স্বামী ! প্রাণাধিক !
ক্ষমা করেছিলে আগে ; কিন্তু আজ দিলে
যাহা মোরে, তা যে মোর আশার অতীত।
যতদিন আছি বেঁচে, সেই স্মৃতি ল'য়ে
জীবন কাটায়ে দিব। তোমা দোঁহা মাঝে
দাঁড়াব না বেড়া হ'য়ে ! বিদায় ! বিদায় !—'
বলিতে বলিতে গেল আঁধারে মিশায়ে।
উঠে এল ধীরে চাঁদ। যুবক-যুবতী
সেইখানে, কারও মুখে নাই কোন কথা !
রজনী গভীর হ'ল, ক্ষীণ কোলাহল
ক্ষীণতর হ'তেছিল, একটী পাপিয়া
অদূরে গাহিতেছিল, শীতল সমীরে
সদ্যস্ফুট ফুলবাস লাগিল উড়িতে,
সেইখানে একাসনে অভুক্ত দম্পতি
কাষ্ঠপুত্তলীর প্রায় রহিল বসিয়া।



আখ্যায়িকা

আখ্যায়িকা।

মিসেস্ মুখাৰ্জ্জী

মিষ্টার মুখাৰ্জ্জী,—ইনি বিলাত ফেরত
সিনিয়ার ব্যারিষ্টার। প্রয়াগে ইঁহার
প্রসার ও প্রতিপত্তি। প্রতিপত্তি বড়,
প্রসার নামেই মাত্র! চরিত্রে ইঁহার
ন্যায়ান্যায় বিবেচনা, দরিদ্রের প্রতি
অকারণ অতিরিক্ত দয়া প্রদর্শন—
এই মত ছিল বহু ব্যবসার ত্রুটী!
এদিকে পণ্ডিত লোক, অধ্যয়নশীল,
ব্যবহারজীবীর এ কর্ম্মনাশা ঝোঁক!
সস্ত্রীক প্রত্যহ চাই ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ,
এন্‌লাইটমেণ্টের এ কি কম বিড়ম্বনা!
জনহিত বলে' এক বাজে নেশা আছে,
গণ-হিত মগ্ন তাতে! এত করে' তবু
সংসার যে আছে খাড়া, তাহার গোড়ায়
গৃহের সে গৃহলক্ষ্মী॥ রূপসী বিদূষী
প্রৌঢ়ের তরুণী ভার্য্যা, কিন্তু চাল তার
এতই সহজ স্বচ্ছ—যা দেখে স্বগত
পত্নীপ্রপীড়িত শূন্য-পকেটের দল

ঈর্ষায় মরিত জ্বলি। হ'ত বলাবলি—
বিলাত ফিরেও এই নব্য সভ্যাটীরে
পাইল না কোনকালে ষ্টাইলের ভূতে!
স্বল্প-ব্রিফ ব্যারিষ্টার ছিলেন ভুগিতে
অনিদ্রা অজীর্ণ রোগে। তথাপি তাঁহারে
ত্রিবেণীর কর্ম্ম-তীর্থ ছাড়ান দুষ্কর,
তাঁর গৃহচিকিৎসক নিরুপায় হ'য়ে
সার্জ্জনের ছুরী সম শাণিত বচনে
দেখায়ে প্রাণের ভয়, দিলেন পাঠায়ে
রোগীরে মুসুরী শৈলে। মুখার্জ্জী-দম্পতি
নিঃসন্তান—ছেলে বল, বন্ধু বল—সব
সদ সঙ্গী 'টাইগার'—পালিত কুকুর,
আদরে সে গলে' যায় মার্জ্জারের মত,
রাগালে, বাঘের মত ভীষণ দুর্জ্জয়।
মুসুরী পাহাড়ে উঠি মুখার্জ্জী-দম্পতি
পাইলেন বড় প্রীতি। মনে হ'ল যেন
সমতল-দাবদগ্ধ পথিকের তরে
সংসারের বহু উর্দ্ধে রয়েছে স্থাপিত
প্রকৃতির ধর্ম্মশালা—আশ্রম শীতল!
একদিন একখানি 'তার' হাতে করে'
মুখার্জ্জী এলেন মৌনে মিসেসের ঘরে,
পত্নী আঁকিছেন বসে, সূর্য্যাস্তের ছবি,

বিশ্রস্ত কুন্তলজাল আলুথালু হ'য়ে
চুমিতেছে রক্ত গণ্ড, লাল পেড়ে মোটা
সাড়ীর অঞ্চল ভাগ লুটিছে ধূলায়
ধূম্র পাহাড়ের পাছে ঊর্দ্ধে চক্রবাল
রঞ্জিত সুবর্ণরাগে, পাহাড়ের পাছে
রবি নেমে গেছে চলে'। কে যেন কোথায়
সেই অস্তগমনের সোণার কাহিনী
ফিরেছে গুঞ্জন করি স্তব্ধ চরাচরে।
কর্ম্ম-কোলাহল ক্রমে শান্ত হ'য়ে হেন
পড়িতেছে ঘুমাইয়া পাহাড়ের কোলে,
পত্নীর সে ছবি আঁকা পতির নয়নে
সোনালী সন্ধ্যায় মিশে করিছে নীরবে
রাঙ্গা, রাঙ্গা স্বপ্নবৃষ্টি স্বর্ণবৃষ্টি সম !
ভাবিছেন স্বামী এ যে তপস্যা—সাধনা,
চিত্রকর ডুবে আছে ছবিতে তাহার,
আর্দ্র-চিত্ত চিত্র হ'য়ে ফলিতেছে পটে,
তুলি-খেলা করিছে যা মোহন অঙ্গুলী
রজনীর ঘনকৃষ্ণ পটের সম্মুখে
একি সন্ধ্যা তোলাইছে ফটোখানি তার ?
গণ্ড হ'তে রক্তরাগ পড়িছে ঠিকরি
গিরি-শৃঙ্গে, তরু-শাখে, ঝরণার জলে,
চারু চিত্রকারিণীর কপোল-যুগলে।

ধীরে ঘনাইয়া এল নিশার আঁধার,
একে একে দশে দশে গগনে ভুবনে
জ্বলিতে লাগিল দীপ। চমকি রমণী
যেন কোন দূর হ'তে আনিলেন ডাক
উধাও চেতনাটিরে সংসার সীমায়,
পশ্চাতে স্তম্ভিত স্বামী 'তার' হাতে করে, ।
কহিলেন, 'দেখিলাম আজ, ছবি আঁকা,
ছবি যেন, তুলি ল'য়ে আঁকিতেছে ছবি !
এমনই ডুবিতে হয় ধ্যানের সাগরে !'
মিসেস্ মুখার্জ্জী স্নেহে টাইগারের গায়ে
বুলাতে বুলাতে হাত কহিলেন ধীরে,
যে রং ফলিয়াছিল গগন-ফলকে,
প্রকৃতির মায়াপটে, দুজন কি আছে
সে রংয়ের কারিকর ? হাতে ও কি ?—'তার' ?
মক্কেলের তাড়া বুঝি !'—'মক্কেল সে বটে,
তাড়া নয়, বাড়ী-ভাড়া ! মাষ্টার নোলেন
পাঠায়েছে এই 'তার' ।'—'মাষ্টার নোলেন ?'—
'নাম শুনিয়াছ এর,—নলিন ব্যানার্জ্জ ।
এরা প্রয়াগের এক বনিয়াদি ধনী,
শিশুকালে পিতৃহীন এই বালকের
ভার পড়ে মোর হাতে। নলিন এখন
একজন গ্রাজুয়েট, চমৎকার ছেলে !

আজিও পিতার মত মান্য করে মোরে।
দেশ দেখিবার বুঝি চেপেছে খেয়াল
আসিবে এখানে একা দিন কয় লাগি,
আমাদেরই কাছাকাছি ছোট বাড়ী নিতে
করেছে সে অনুরোধ। আমি ভাবিতেছি,
আমাদের বাড়ীটী ত যথেষ্টই বড়,
বিশেষ সে একলাটী? দুটি ঘর হ'লে,
যথেষ্ট তাহার।— তবে তারা বড়লোক!'
মিসেস্ মুখার্জ্জী হাসি করিলা উত্তর,
'বড়লোক মানুষ, না, অন্য কোন জীব?
ভদ্রগৃহে ভদ্রেরই ত হয় আগমন!'
মুখার্জ্জীর প্রত্যুত্তর যথাস্থানে গিয়ে
মাষ্টার নোলেনে ত্বরা আনিল ডাকিয়া।
টাইগার তারে দেখি বহুক্ষণ ধরে'
গর্জ্জন করিল রোষে, প্রভুর তাড়না
করিল তাহারে শুধু শান্ত ক্ষণতরে।
নলিনের চিরদিন কুকুরে বিরাগ,
নলিনে ও টাইগারে হ'ল না মিলন।
সদ্য পরিচিত হ'য়ে মিসেস্ মুখার্জ্জী
দেখিলেন, ভাবিলেন,—পুরুষের রূপ।
হয় যদি দেখিবার ভাবিবার কিছু,
সে সৌন্দর্য্য অধিকারী এ তরুণ যুবা!

নলিনের মুগ্ধ আঁখি অশিষ্টের মত
বিহ্বল, চাহিয়াছিল তরুণীর পানে।
এমন সে দেখে নাই, শুনেছে, ভেবেছে!
আজ সেই কল্পনা ও কাহিনীর ছবি
স্বভাবের স্বতঃ স্ফূর্ত্তি এই সত্য নারী!
কলেজের আব্‌হাওয়া যদিও তাহারে
করিয়াছে 'গ্রাজুয়েট', পারে নি ফুটাতে
তার প্রাণে পূর্ণরূপে বিদ্যার মর্য্যাদা,
স্ত্রীশিক্ষার এ যুবক বিষম বিরোধী।
নলিনের মনস্বিতা মুখার্জ্জীর কাছে
লাগিত বিস্ময় সম, আজন্ম বিশ্বাস—
বিদ্যার কাঙ্গাল ধনী, তাই তিনি গোঁড়া!
অমায়িক নলিনের সলাজ বিনয়ে
এ চরিত্রে এ হৃদয়ে ক্ষুদ্রতাটী নাই,
মুখার্জ্জী র'লেন গর্ব্বে। নলিনের চোখে
মিসেস্ মুখার্জ্জী আজ ভীষণ মোহিনী!
মন্দিরের কাছে এসে সংশয়ী নাস্তিক
শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি শুনি' মনের সর্ব্বাঙ্গে
এই কাটে, এই মুছে ভক্তির তিলক—
নলিনের সেই দশা! মিষ্টার মুখার্জ্জী
হাঁফ ছেড়ে বাঁচিলেন নলিনকে পেয়ে।
মাষ্টার নোলেন যবে ইচ্ছা অনিচ্ছায়

ক্রমে ক্রমে গছে' নিল মিসেসের ভার,
মিষ্টার দিলেন ডুব গ্রন্থের সাগরে।
এ বয়সে একঘেয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে
উঠা-নামা-কস্‌রৎ কার ভাল লাগে ?
কাহারও মাথার জোর পা'র চেয়ে বেশী—
মিষ্টার মুখার্জ্জী ঠিক সে ধাতেরই লোক।
মিসেসের সঙ্গীপ্রিয় মধুর প্রকৃতি
নলিনকে একেবারে করেছে নিকট,
বেচারা টাইগার পড়ে' গেছে অন্তরালে !
তাই সে নলিন-দ্বেষী, শৃঙ্খলের ফাঁসি
এ দোষের দণ্ড তার। মাষ্টার নোলেন
অর্দ্ধ মূল্যে বই কিনে', থিয়েটার দেখে'
শিক্ষিতার যত কুৎসা করেছে সে জড়
হৃদয়ের পত্রে পত্রে, হেলায় হাসিতে
করেছে তা পরিপাক। মিসেস্ মুখার্জ্জী
যতটা হৃদয় ঢেলে নলিনের দিকে
হইছেন অগ্রসর, ততই নলিন
আপনার চিরপ্রিয় গ্রন্থকারদের
মানব-প্রকৃতি-জ্ঞান চরিত্র-চিত্রন
প্রশংসিছে মনে মনে। কভু গর্ব্বভরে
এই স্বাধীনার স্বপ্নে ব্রীড়াবিজড়িতা
অবরোধরুদ্ধা কোন তরুণীরে আনি

বসাইয়া পাশাপাশি করিছে তুলনা।
ধরায় আদর্শ দেবী, সতী শিরোমণি,
বাঙ্গালীর গৃহলক্ষ্মী হয় যদি আঁকা
নভোবিহারিণী, না, সে পিঞ্জরশোভিনী
চিত্রের আদর্শ হবে ? এ নহে সমস্যা
সহ্য প্রিয়াসঙ্গ ছাড়া নলিনের কাছে !
মিসেস্ মুখার্জ্জী ছাড়া তবে কেন তার
একদণ্ড এক যুগ ! পাহাড়ে পাহাড়ে
দুই জনে কি অশ্রান্ত মুক্তবিচরণ
স্ফূর্ত্তির পেথম ধরে' ! হেমন্ত সন্ধ্যায়
বসিয়া ড্রয়িং রুমে আগুনের পাশে
কি সুদীর্ঘ কি মধুর কাব্য-চর্চ্চা দোঁহে !
নলিন ভাবিয়াছিল কলেজী বিদ্যায়
অবাক্ করিবে এই গৃহশিক্ষিতারে,
নিজেই অবাক্ হয় শুনে আলোচনা।
ইংরাজ কবিতে—সমালোচিকার মতে
বায়রণ বক্তা-কবি, এক একটি ভাব
জ্বলন্ত উল্কার মত প্রাণে গিয়ে লাগে
উদ্বোধিত করে' তুলে জীবনসংগ্রামে।
যে ভাবের ব্যাকুলতা স্বপ্নের পাখায়
কল্পনারে তুলে নেয় ধ্যানাতীত লোকে
বলে যাহা, তার বেশী অনেক ভাবায়,

সে স্বভাব-সৌন্দর্য্যের—সে মধু ভাবের
কবি কীট্‌স্ উপাসক, শেলী তার কবি!
বিশ্ব-হৃদিমণি ভাষা-চিন্তা-রসায়নে
মসৃণ মার্জ্জিত করি' যতনে সাজায়,
কাব্যচিত্রশালিকায় কবি টেনিসন
সেই কারু প্রতিভার চারু চিত্রকর,
ভাষার সংযম-রশ্মি সবলে ছিঁড়িয়া
গৈরিক নিঃস্রব ধৌত হীরকের খনি
রচে যথা মনোহর ধ্বংস-অবশেষ,
তেমনই গড়িতে পারে অশোভন শোভা,
অপটু পটুতা যার মস্তিষ্ক, হৃদয়
দেখেছি তা ব্রাউনিঙ্গে।' ঈর্ষ্যান্বিত মোহে
নলিন শুনিত সব। ইহা যেন এক
অভিনব অভিজ্ঞতা তাহার জীবনে,
নলিন ভাবিত শুধু, এই মধু রাত্রি,
একদিকে বহ্নি আর অন্য দিকে নারী—
অমর হইত যদি! স্বপনে স্বপনে
সুখের নিমেষগুলি কোথায় পালায়
পাখীর মতন উড়ে'। কাব্য-সভা ভেঙ্গে
নলিন শয্যায় যায়, ঘুমাতে কি? না, না!
স্বপন দেখিতে বুঝি? কিসের স্বপন?
কাব্যের না মানুষের? সে গুপ্ত-কাহিনী

নলিনের অন্তর্য্যামী জানিতেন সুধু।
যুবকের প্রাণে ধরে' উঠেছে যে নেশা
তার কোন নাম নাই! যে নেশায় করে
মানুষেরে পশু আর পশুরে মানুষ,
এ কি সেই মাদকতা?—ভুল করে' বলে
কেহ প্রেম, কেহ মোহ! খাঁটি কথা এই—
জগতের অভিধানে পারে নি আজিও
উদ্ভাবন করিবারে এ ভাবের ভাষা!

খোলা-ভোলা স্বভাবের, গুণে কিম্বা দোষে
মিসেস্ মুখার্জী যত নলিনের কাছে
হইছেন সহজ সুলভ, সে ভাবিছে
মুক্তা মুগ্ধা কুরঙ্গিণী ঘনায়ে আসছে
তাহার অদৃশ্য জালে। মনে হ'ল শেষে
চপল তরল এই নারী-হৃদি জয়ে
একটি ভাষার মাত্র রয়েছে আড়াল,
মুখ ফুটে' শুধু বলা! তবু সূক্ষ্ম স্বচ্ছ
যবনিকা তোলা আর হয় না তাহার!
এই সন্ধিস্থলে এসে যুগ-যুগান্তরে
কত প্রাণ বক্ষে ল'য়ে চির মৌন পূজা
জীবন কাটায়ে দিল দেবতার দ্বারে।
প্রেম-চর্য্যা নলিনের নব অভিজ্ঞতা।

থাকিত ইহার যদি বিশ্ববিদ্যালয়,
টীকা-ভাষ্য শিক্ষকের নোট-বৈতরণী,
কবে সে উত্তীর্ণ হ'ত অগ্নিপরীক্ষায়।
নলিন চলিল ভাসি। যে কেবলই সয়
নাহি কয় মুখ ফুটে', হয় হতভাগ্য,
নয় জীবন-ঘাতক। এদিকে মুখার্জ্জী
গ্রন্থের বন্যায় মগ্ন। মাঝে মাঝে জেগে
স্ত্রীকে মিষ্ট সম্ভাষণ, মাষ্টার নোলেনে
প্রাণ ভরা আলিঙ্গন, সোহাগ টাইগারে।
'মুখার্জ্জি সাহেব হ্যায়?'—কে ডাকে বাহিরে?—
গর্জ্জিল টাইগার!—পুনঃ দ্বারে করাঘাত!
বিঁধিল নলিনে ডাক শুষ্ক গন্ধ যেন,
কাব্য-রস ভঙ্গ করি' আবার আহ্বান!
কে ডাকিছে এত রাত্রে?—মিষ্টার মুখার্জ্জী
দ্বার খুলে' দেখিলেন, তাঁহারই মক্কেল
বাহিরে কাঁপিছে শীতে। সমাদরে তারে
ডাকিয়া বসায়ে কক্ষে শুনিলেন সব।
আগন্তুক পাশে এসে লাঙ্গুল নাড়িয়া
টাইগার সে আদরে মিশাল সোহাগ।
আগন্তুক জানাইল নিশ্বাস ফেলিয়া—
পুত্র তার অভিযুক্ত মিথ্যা অভিযোগে,
হাজতে পচিছে। গরীবের প্রাণ মান—

মূল্য তার কাণাকড়ি! তাই সে এসেছে
কষ্টের সম্বলটুকু খোয়াইয়া আজ
বহু ক্লেশে তাঁর কাছে। বিপন্নের স্বর
মুখার্জ্জীর করুণারে ফেলিল কাঁদায়ে।
কহিলেন, 'চিন্তা নাই, পুত্রে পাবে ফিরে!
প্রয়াগে তোমার সাথে যাব কাল প্রাতে!
অতিথি আজি গো তুমি!' মুখার্জ্জি উঠিয়া,
মিসেস্ মুখার্জ্জী আর মাষ্টার নোলেন
মনস্তত্ত্বে মত্ত যেথা, পাড়িলেন সেথা
অকবির পদ্য সম মক্কেলের কথা!
পত্নী শুনি হইলেন এত বিচলিত,
পারিলে, এখনই যেন পাঠান স্বামীরে
বিপন্নের পরিত্রাণে। নলিনের কাছে
মিসেসের ব্যাকুলতা মনে হ'ল ভাণ!
স্বামী তাড়াবার ফন্দি ইংরেজী কেতায়!
সম্ভাষি পত্নীরে আর মাষ্টার নোলোনে
টাইগার-পৃষ্ঠে করি মৃদু করাঘাত
মুখার্জ্জী গেলেন চলি প্রত্যুষে প্রয়াগে।
সদ্যস্বামীবিরহিণী তরুণীর ছবি
নলিনের চোখে এক অভিনব শোভা!
নলিন চলিল ভাসি!—একদা সন্ধ্যায়
মিসেস মুখার্জ্জী বসে' যত্নে করিছেন

অসমাপ্ত চিত্র 'পরে শেষরেখাপাত।
নলিন পা টিপে এসে পশ্চাতে দাঁড়ায়ে!
শুভ্র বরফের ঢেউ, ঊর্দ্ধে নীলাকাশ,
নিম্নে পাহাড়ের মালা, তার মাঝ দিয়া
শিলা-সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে আসিছে নামিয়া
ফেনশুভ্র নির্ঝরের খর দরধারা!
জল-ছবি পানে চেয়ে শুনিছে নলিন—
কল্ কল্ ছল্ ছল্! কোনদিকে গাঁদা,
হেথা সূর্য্যমুখী, সেথা ডেলিয়ার শোভা,
সন্ত সন্ত নাকে এল কুসুমের বাস,
কোথাও আখ্‌রোট কোথা আপেল ফলিয়া
আলুবোখারার সাথে খোপানির সারি,
উষ্ট্রপৃষ্ঠ গিরিপথে পাহাড়ী-রমণী
কোলে ছেলে, পিঠে বোঝা, চলেছে নুইয়া!
ছবি দেখে আপনারে ভাবিল সে ছবি,
দেওয়ালীর দিনে জলে দীপের সহিত
পল্লী মেয়ে সত্ত্বা তার ভাসায় যেমন!
মিসেস্ মুখাজ্জী ফিরে চাহিলা পশ্চাতে—
'আপনি এখানে? কতক্ষণ?' চমকিয়া
উঠিল নলিন ক্ষুদ্র অপরাধী সম।
কহে ভগ্নকণ্ঠে, 'তপোভঙ্গ করিলাম!'
'এ আমার ছেলেখেলা! প্রাণের যে ছবি

পটে তা কি ফোটে ?'—রঙ্গে কহিল নলিন,
'হৃদয়ের ফটো নাকি হইতেছে তোলা
বিজ্ঞানের মায়া-যন্ত্রে ।'—'মরুক্ বিজ্ঞান
বৃথা মাথা ঘামাইয়া, আমি ভালবাসি
কল্পনার চিত্রলেখা, কল্পনা তরুণী,
বৃদ্ধ জ্ঞান সরে' থাক্ নিরাপদ দূরে !
যৌবনে জরায় কভু হয় কি মিলন ?'
নলিনের মনে হ'ল, মিসেস্ মুখার্জ্জী
রূপকে প্রাণের ব্যথা দিলেন কি খুলি !
'যৌবনে জরায় কভু হয় কি মিলন ?'
এ কি ক্লিষ্ট হৃদয়ের চাপা প্রতিধ্বনি ?
আর এক পদ যুবা হ'ল অগ্রসর ।
দুইজনে বসেছেন চিম্‌নির পাশে
মিষ্ট অগ্নি পোহাইতে, দ্বারে বন্দী রহি'
টাইগার গর্জ্জন করে' উঠিতেছে মাঝে ।
গর্ব্বভরা একঘেয়ে কলেজী বিদ্যার
দীর্ঘ বক্তৃতার স্রোতে রসভঙ্গ করি'
মিসেস্ মুখার্জ্জী ধীরে তুলিলেন তাঁর
বিলাত যাত্রার কথা, সে স্বাধীন দেশে
সবই যেন জ্যান্ত তাজা—রসে টস্ টস্
জাতীয় জীবন-উৎস—জাতির জীবনী
গির্জ্জায় মিলনী-গৃহে সান্ধ্য-সম্মিলনে

বিদ্যাগারে রঙ্গালয়ে উদ্যান-বিহারে
জাতীয় চরিত্র গড়ে—স্বভাবের কোলে
বিচিত্র বিকাশ তাতে অধীর উল্লাস
ঘড়ির কাঁটার মত ব্যষ্টি ও সমষ্টি
নিয়মের তালে বাঁধা—কি শিক্ষা সংযম!
সমস্ত দেশটা যেন শক্তির ডাইনামো!
কল টেপ'—ঘরে ঘরে পড়িবে অমনি
এক লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত তাড়িতের সাড়া।
যাবেন বিলাতে? যান যদি কোন দিন
সব দেখাবার তরে পড়ে যেন ডাক!'
হাসিল নলিন, মনে তার হতেছিল,
মিসেস্ মুখার্জ্জীহীন সোনার বিলেত
যশোরের ম্যালেরিয়া হ'তেও ভীষণ!
নলিন শোনে নি সব, সে দেখিতেছিল,
চিম্‌নীর প্রজ্জ্বলিত রক্তিম আভায়
সুন্দরীর রক্ত গণ্ড জ্বলিছে কেমন!
গোলাপী অধর-ফাঁকে মরি কি লীলায়
ঈষন্মুক্ত দন্তপাঁতি করিতেছে খেলা,
ভাবিল সে—এই ত রে সোনার বিলাত!
সে সুখ প্রবাসে রাতে চিম্‌নীর ধারে
মিসেস্ মুখার্জ্জী যেন বলিছেন তারে
স্বাধীন প্রেমের-গল্প,—এ কি! এ কাহার

উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস এসে লাগিল ললাটে !
স্বপ্নে, না কুহকে ?—মুহূর্ত্তের মাঝে তার
অবাধ্য অধর হ'তে হ'ল নিঃসারিত—
'জীবন-দেবতা মোর, তুমিও কি মোরে
ভাল বাস ?' হাত তার কখন অজ্ঞাতে
তড়িতের মত ছুটে গিয়েছে চলিয়া
রমণীর করতলে ! চমকিয়া নারী
ত্রস্তে হাত টেনে ল'য়ে উঠিলা দাঁড়ায়ে,
শাবক কাড়িতে এলে সিংহিনী যেমন
দাঁড়ায় বাঁকায়ে গ্রীবা, তীব্র দৃষ্টি দিয়া
দগ্ধ করি যথা তার শান্তিবিঘাতকে ।
নলিন দেখিল চেয়ে, সভয়ে বিস্ময়ে,
একটু আগের সেই চটুল তরল
হাস্যে রঙ্গে আমোদিনী রমণী কেমনে
মুহূর্ত্তে হইতে পারে পাষাণ-প্রতিমা !
পাষাণ কহিল কথা—'ধিক্ আপনারে !
একা পেয়ে শূন্য গৃহে পতিবিরহিণী
ভগিনীরে অপমানে হইল প্রবৃত্তি ?
ওই যে পালিত পশু, আপনার চেয়ে
ওরও কাছে বিশ্বাসের মূল্য ঢের বেশী !'
বেগে চ'লে' গেল নারী, পাপের মাথায়
হানিয়া পুণ্যের বজ্র ! কিসের লাগিয়া

টাইগার বড় বেশী উঠিল রুখিয়া,
করিতে লাগিল যুদ্ধ শৃঙ্খলের সাথে !
সেই নিদারুণ হিমে ঘোর অন্ধকারে
নলিন হইয়া গেল গৃহের বাহির।
ঘূর্ণিত মস্তকে বহ্নি দুঃসহ ভাবনা—
অভাগার বোন্ নাই, ভগ্নীর বন্ধনে
এ আদর্শ রমণীরে বাঁধিতাম যদি,
সংসারের সর্ব্ব গ্লানি দিত না জুড়ায়ে !
কি করিনু ! কিসে ঘুচে আজিকার স্মৃ
পরদিন দেরাদুনে ধরিল সে ট্রেণ,
তৃতীয় শ্রেণীর এক বোঝাই গাড়িতে
আপনার বোঝা রাখি ছাড়িল নিঃশ্বাস।
ছুটিল প্রয়াগ-পথে বাষ্পযান যবে,
শুভ ভাইফোঁটা দিনে জ্যেষ্ঠা ভগিনীরে
কনিষ্ঠ ভাইটী যথা সম্ভ্রমে সপ্রেমে
করে নমস্কার, তেমনই পবিত্র প্রাণে
উদ্দেশ্যে নমিল সেই সাধ্বীর চরণে !
প্রয়াগে পৌছিয়া যুবা নাহি গেল গৃহে,
উন্মত্তের মত দ্রুত, স্খলিত চরণে
পড়িল কাঁদিয়া গিয়ে মুখার্জ্জীর পায়ে।
কহিয়া সকলই, চাহিল মুখার্জ্জী পানে
হত্যা-অপরাধী যথা হেরে বিচারকে।

ক্ষমা চাহিবার তার হল না সাহস !
শান্ত আকাশের মত উদার অম্লান,
মুখার্জ্জী রহিলা স্থির ! কণ্ঠে কি করুণা,
কি এক সহানুভূতি ! কহিলেন, 'ভাই,
পড়েছিলে কি হয়েছে ? উঠেছ আবার,
পতনে উত্থান—এ যে দয়ার বিধান,
সংসার-পিচ্ছিল বর্ত্মে অস্খলিত-পদ,
মানবে কোথায় হেন জীবন্ত দেবতা !
প্রবৃত্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে আজ
ব্যথিত প্রকৃতি, তব অনুতপ্ত ভাষা
কলুষেরে করিয়াছে সামান্য সহজ।
উঠ ভাই উঠ, আজ উত্থান তোমার !
আশৈশব হ'তে তোমা কনিষ্ঠের মত
আসিয়াছি রক্ষা করে' সকল আপদে,
জ্যেষ্ঠের সে শুভ-ইচ্ছা, স্নেহ-আশীর্ব্বাদ
রহিয়াছে নির্ব্বিকার আজিও আহবে !
চিত্তের এ বিপর্য্যয়ে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের
ঘাত প্রতিঘাতে, এস ভাই, আরও কাছে !'
বাহুবন্ধে অকস্মাৎ উভয়ে নীরব !
নলিন ভাবিল যেন অমৃত আসিয়া
গরলেরে কোল দিল, আলোক নামিয়া
আঁধারের দীর্ণ বক্ষ দিল জুড়াইয়া !

দ্বীপান্তরিতা

"জল জল ! দিন রাত একঘেয়ে জল
পাগল করিছে মোরে। ঘুরে ফিরে দেখি
সেই এক নীল ছবি তরল চপল !
হাসি, না ও হাহাকার ঘিরে আছে মোরে !
প্রকৃতির এ বিদ্রুপে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠি।
সাগর-প্রাচীরঘেরা বন্দীথানা হ'তে
পালাবার পথ খুঁজি বৃথা ঘুরে ঘুরে।"

আণ্ডামান দ্বীপে কোন যুবতী এরূপে
বিলাপ করিতেছিল। তরুণীর মুখে
লাবণ্যের ধ্বংস-শেষ করায় স্মরণ
অতীত গৌরব আজও। রূপের শ্মশান
সৌন্দর্য্যের দগ্ধ কুঞ্জ দেখাইছে আজ
মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণিমার ম্লান শোভা যেন !
সাগর কাঁদিতেছিল ফুলিয়া ফুলিয়া !
কে বুঝে জড়ের কথা ? কি যে তার ব্যথা
হিংস্র শ্বাপদের মত হানে তারে নব !
প্রকৃতির মাতৃবক্ষে বাজে সে আঘাত,
লাগে তার অভিশাপ মানবেরে এসে।

তাই জড়-জগতের নাড়ীর কম্পন।
অপূর্ব্ব প্রাণের ধ্বনি ব্যাকুল ইঙ্গিত
মানব-কল্পনা-জালে নাহি পড়ে ধরা!
যুবতী দেখিছে চেয়ে – নীলিমার তটে
জ্বলিল রবির চিতা। নীলের বিস্তারে
সন্ধ্যা ভাসাইছে দীপ থরে থরে থরে,
দিনান্তেরে সাজাইছে দেওয়ালীর সাজে!
উজল সাগর-বক্ষে শোভার আকাশ
হইতেছে চূর্ণ চূর্ণ। কারাধ্যক্ষ চুপে
নারীর পশ্চাতে এসে দেখিলা নিশ্বাসি,
সেই সিন্ধু, সেই সন্ধ্যা, সেই বিজনতা,
অন্ধকারে হাহাকারে যেন একাকার!
সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ইনি অতি সহৃদয়,
ডাকিলেন রমণীরে। এল যেন বহি
আর্ত্ত দুহিতার কাছে পিতার আহ্বান।
হেন অসঙ্কোচ প্রশ্ন সদয় জিজ্ঞাসা
শুনে নাই দুর্ভাগিনী। তখন তাহার
শূন্য দৃষ্টি শূন্যে লীন। বকিছে প্রলাপ—
'এত রক্ত মানুষের? দেখিতে দেখিতে
সমস্ত সাগর জল হ'য়ে গেল রাঙ্গা!
এত ঘুম শিশু চক্ষে? এত ডাকিলাম,
তবু যাদু একবার নাহি দিল সাড়া!

বেশ! বেশ! আজ কথা ফুটিয়াছে মুখে!
হেন স্থান নাই কিরে স্বর্গে কি নরকে
অতীত স্মৃতির গ্লানি যেথা গেলে মুছে?
নীচের দুর্ব্বল চিন্তা উর্দ্ধে যেতে চায়,
অভ্র-আবরণে ঠেকি ধূলায় লুটায়!
নাই কি এমন কেহ? ঈশ্বর সে নয়
অথচ মানবও নয়,—গড়া রক্ত মাংসে
জনম মরণগ্রস্ত, শুধু সেই বিষ
জারিতে পারে নি তারে, হয়েছে জারিত,
এমনই তাহার ধাতু। সে বুঝি বুঝিত
উঠেছিল তার ভাগ্যে সেই সে বুঝিতে
রক্ত ও মাংসের জ্বালা। অথচ সে গুরু,
জগৎ তাহার শিষ্য,—ছিল কেহ হেন?
"ছিল।"—দৃঢ় কণ্ঠস্বরে কে দিল উত্তর!
চমকি উঠিল নারী; স্নেহের কাকলি
নীড় মাঝে ক্ষুধাতুর পক্ষীশাবকেরে
ব্যাকুল করিয়া তোলে বুঝি এই মত!
'অভাগীর অশিষ্টতা করিবেন ক্ষমা'
উত্তর করিল নারী পশ্চাৎ ফিরিয়া।
কহিলেন কারাধ্যক্ষ,—'সেই মহাজন
পতিতের পরিত্রাতা, করুণা-পাগল
ডাকিল সংসারতপ্ত হতভাগ্যগণে—

শান্তি দিব, শান্তি দিব এস পথহারা,
দিব স্বর্গরাজ্য ওরে ধরার নারকী!
ধরায় স্বর্গীয় আত্মা, মানবে দেবতা
কোথায় এমন আর? কে দেয় এমন
আপনারে বিসর্জ্জন নিখিলের তরে?
আপাদমস্তক বিদ্ধ লৌহ শলাকায়
হাসিমুখে ক্ষমা করে আততায়ীগণে।
ডাকে আর্ত্ত আর্দ্র স্বরে ঊর্দ্ধ পানে চেয়ে—
ক্ষম দয়াময় পিতা এই মূঢ়গণে,
জানে না কি ঘোর ভ্রমে নিপতিত এরা।'
উত্তারলা নারী, 'বুঝি আরও একজন
ছাড়ি গৃহ পরিবার ব্যাকুল হইয়া
বেড়াইল পথে পথে সত্য প্রচারিয়া,
পায়ে ধরে' গছাইল নাম-মন্ত্র সবে!
সব চেষ্টা বৃথা গেছে। কেননা তাহার
প্রেম ছিল বর্ণমালা জীবন-শিক্ষার!—
প্রেম? হো হো, প্রেম মিথ্যা কবির কল্পনা,
মায়াদেশ হ'তে নেমে কোন্ যাদুকর
বিশ্ব মাঝে ঝেড়ে দিয়ে গেছে ভোজবাজী!
তার নাম প্রেম! বাচালের বাজে কথা,
নির্ব্বোধের স্বপ্ন, মাতালেরে শুনাইল
পাগল প্রলাপ নিজ। তার নাম প্রেম!'

কহিলেন কারাধ্যক্ষ, 'শুধাই তোমায়,
জীবনে কি কোনদিন বেসেছিলে ভাল ?
পাও নাই প্রতিদান, পেলে প্রতারণা ?
সুধার সাগরে ডুবে মিলিল গরল ?'
বিস্ফারি নয়নযুগ উন্নত গ্রীবায়
চাহিয়া ক্ষণেক নারী কহিতে লাগিল—
'কে বুঝিবে এই ক্ষুদ্র রমণীহৃদয়ে
কত ভালবাসা ! আমার প্রেমের নাম
সর্ব্বগ্রাসী তৃষা, তোমাদের শান্ত প্রেম
পায় যবে অবিশ্বাস, প্রতীকার তরে
মনুষ্যের দ্বারে করে বিচার প্রার্থনা,
অথবা সজলনেত্রে উর্দ্ধপানে চেয়ে
মহাবিচারক পাশে করে অভিযোগ,
মোর প্রেম পায় যদি হীন প্রতারণা,
দেখে যদি আদর্শেরে ভ্রষ্ট সত্য হ'তে,
পাঠায় সে প্রেমপাত্রে সংসারের পারে
আরাম করিতে তার কলিজার ব্যাধি !—
এত রক্ত মানুষের ! দেখিতে দেখিতে
সমস্ত সাগর জল হ'য়ে গেল রাঙ্গা,
এত ঘুম শিশু চক্ষে, এত ডাকিলাম
একবার তবু যাদু নাহি দিল সাড়া !'
দেখিলেন কারাধ্যক্ষ— রমণীর আঁখি

চেতনার সীমা লঙ্ঘি খুঁজিছে কাহারে
জীবনের পর প্রান্তে আঁধারের স্তরে।—
সস্নেহে জাগায়ে তারে কহিলেন,—'বালা,
প্রেম ঘৃণা কেন তব পারি কি শুনিতে?'
ক্ষণেক নীরব রহি কহিল রমণী,—
'বেশী দেরি নাই মোর। ঘনাইছে কাছে
ও পারের কলরব। ধনী-কন্যা আমি,
হইলাম উচ্ছৃঙ্খল অন্যায় আদরে!
পিতা মাতা গুরুজন মানা নাই কারে,
চাকরেরা মুখে মুখে শুনিছে উত্তর,
অসম্ভব ইচ্ছা হয় জেদে পরিণত।
স্বভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক—অভাব।
তাহারই অভাবে হ'ল বিদ্রোহী স্বভাব!
প্রতিবাসী একজন অশিষ্ট বালক,
সেই মোর ক্রীড়াসঙ্গী। সে কি খেলা সাথী?
সে মোর নিয়তি যেন ক্ষুদ্র জীবনের!
তাহার জীবন-সূত্রে গাঁথা মোর প্রাণ!
কোন দিন খেলা ফেলে যদি অভিমানে
যেত সে আপন গৃহে, আমি কেঁদে কেঁদে
চুল ছিঁড়ে করিতাম অনর্থ সেদিন,
আগে সে আসুক্ তবে মোর স্নানাহার!
এমন করিয়া দুটি অশান্ত জীবন

একত্রে মিশিতেছিল সবার অজ্ঞাতে !
নেচে নেচে তালে তালে দোয়েলের সাথে
যখন দিতাম শিষ, সেও সেই ক্ষণে
ভেঙ্গাইত কুহু স্বর ঝোপের আড়ালে !
সহসা হৃদয়ে এক নব অনুভূতি !
প্রাণ তারে বলে দুখ, মন বলে সুখ,
এত বড় মেয়ে আজও রয়েছি কুমারী !
পিতাকে বলেন মাতা—'হবে জাতিচ্যুত',
বাবার উত্তর—'গিন্নি, জাত মারে কে হে ?
জাত ত আমার ওই লোহার সিন্দুকে।'
পিতা কিন্তু খুঁজিছেন পাত্র মোর তরে !

একদা আপন কক্ষে ডাকিয়া আমারে
মাতা মোর কহিলেন সস্নেহ সোহাগে
বড় মিঠে রঙ্গভরা হাসিটুকু ঠোঁটে,—
'একালের মেয়ে সব ভারতীর বরে
শিখেছেন বিবাহের নামে মূর্চ্ছা যেতে !'
হাসিতে মিশায়ে হাসি কহিলেন পিতা,
চাহিয়া আমার পানে, 'বিংশ শতাব্দীর
সারস্বতীগণ যদি যন্ত্র গ্রন্থ ল'য়ে
সংসার সীমার কুঞ্জে ল'ন গিয়ে বাসা,
পৃথিবী দাঁড়ায় কোথা ? কে বাঁটিবে আর
গৃহে গৃহে অন্ন পান সেবার অমৃত !'

অকস্মাৎ ব্যঙ্গভাব গেল চলে' তাঁর,
খেলিতে খেলিতে মোর কেশগুচ্ছ ল'য়ে
কহিলেন,—'মোরা দোঁহে করিয়াছি স্থির,
আগামী ফাল্গুনে দিব বিবাহ তোমার,
ঘর বর দুই-ই ভাল।' কহিনু বিস্ময়ে,
'তলে তলে তোমাদের ষড়যন্ত্র এত!'
'তুই কি জানিবি মেয়ে?' কহিলেন পিতা,
'অভিজ্ঞতা তোর চেয়ে আমাদের বেশী,
তোরা যেন নিকুঞ্জের সুন্দর কুসুম
ফুটিতে জানিস্ শুধু পরের লাগিয়া,
আপনারে বিলাইয়া সৌরভের সনে
গৌরব মানিস্, তোরা এমনই অবোধ!'
গুমরিতে ছিনু আমি বিদ্রোহীর মত!
বুঝিয়া, কহিলা পিতা অতি স্নেহে মোর
মৃদু মৃদু পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে,
'পাশের ও বাড়িটিতে হ'স্ যদি বধূ!'—
'পাশের ও বাড়ী? কি শুনিনু একি সত্য!
সেই স্বর্গে, যেথা আছে হৃদয়-দেবতা,
সেই গৃহে গৃহলক্ষ্মী! ধন্য মানি আজ
দাসী হ'তে পেলে যার,'—আনন্দ আবেগে
ভাষা গেল হারাইয়া, তবু আপনারে
যতনে ঢাকিতে গিয়া ফেলিনু খুলিয়া!

পিতা রাখিলেন হাত স্নেহে মোর শিরে !
মোরে আলিঙ্গিয়া মাতা চুম্ব দিলা ভালে !
ছল ছল চোখ ভরা অভিমান ল'য়ে
জীবন-দেবতা দেখা দিলেন একদা !
কহিলা কাতরে মোরে বিস্ময়ে কাঁদায়ে,
'এই শেষ দেখা শোনা তোমায় আমায় !
তোমার বিবাহ দেখা ভাগ্যে নাই মোর,
তবু দূর হ'তে কারও মঙ্গল কামনা
আসিবে বহিয়া, নিবে কি সন্ধান তার
জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ গৌরবের দিনে ?'
হাসি এল কথা শুনে। কহিলাম তারে,
'যার বিয়ে তার বুঝি দেখিবারে মানা ?'
দেবতা ভাঙ্গিয়া দিল সব ভ্রম মোর !
বেপর্দ্দায় বাধা সাধা প্রাণের সেতার
প্রাণপণে ঝঙ্কারিছে তুলিবারে সুর !
'আমার মাতুলপুত্র কলিকাতা হ'তে
এম্ এ পাশ দিয়ে আজ ফিরিছেন গৃহে !
রূপে কার্ত্তিকেয় তিনি গুণে গণপতি !'
'ইন্দুরের পিঠে চড়ে' থাকুন্ গণেশ,
কার্ত্তিক থাকুন্ হ'য়ে আজন্ম কুমার !'
কহিলাম রঙ্গভরা রোষে ও আক্রোশে—
'তোমারে বেসেছি ভাল শুধু তোমা লাগি,

হও না ভিখারী প্রিয়, হও না নিগুণ,
তুমি মোর হৃদয়ের রাজ-রাজেশ্বর !'
এক চোখে অশ্রু তাঁর এক চোখে হাসি
সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রধনু করিল সৃজন !
বিহ্বল, রহিলা চাহি ! অকূল সাগরে
প্রথম হেরিলে ভেলা মজ্জমান যথা
কভু ভাবে ত্রাণ, কভু মৃত্যুর ছলনা !
কহিলেন, 'শুনিয়াছি নারীর প্রণয়,
বিদ্যুতের মত আলো দেয় ক্ষণেকের,
অনন্ত আঁধাররাশি লুকায়ে পশ্চাতে !'
উত্তরিনু তাঁর মত রূপক গড়িয়া,
'আমরা বিজলী বটি, আলো দিতে চাই
তোমাদের অন্ধকারে, দাসী হ'য়ে সেবি
তোমাদের শত কর্ম্মে, কিন্তু না বুঝিয়া
মোদের প্রকৃতি যদি কর ব্যভিচার
প্রাণপণ দাসীত্বের—মৃত্যু দিই মোরা।'
এক ঝাঁক হরিয়াল ঠিক সেই ক্ষণে
মাথার উপর দিয়া হি হি করে উড়ে
পড়িল অদূরে এক অশ্বত্থের গাছে।
চমকি গেলাম দোঁহে গৃহ পথে ফিরি !
তখনই মায়ের কাছে গেলাম ছুটিয়া,
মা'র মত সমদুঃখী কে আর জগতে,

কে এমন ব্যথা সয় সন্তানের তরে,
কে আঘাত ভুলে' যায় স্নেহ হাস্য সনে !
কাঁদিয়া মায়ের বুকে লুকাইয়া মুখ
আমার বিষম ভ্রম দিলাম বুঝায়ে !
টলিলা না, গলিলা না তেজস্বিনী মাতা।
দিলেন সোহাগ ভরে অনেক সান্ত্বনা !
মোর বাড়াবাড়ি দেখি মৃদু ভর্ৎসনায়
দিলেন প্রবোধ ! শেষে কহিলেন রোষে,
'ছি ছি, এই নির্ব্বাচন, এই তব রুচি !
দেবতার মালা দিবে বানরের গলে ?'
এ কি দেবতার নিন্দা ! হারাইনু জ্ঞান,
কলামুখী মুখে মুখে দিলাম উত্তর।
বড় মনে পড়িতেছে সেই কথাগুলি—
এক একটি অগ্নিতপ্ত ত্রিশূল আঘাত,
এক একটা শব্দ আজ বাজিছে এ বুকে !
চিতার আগুনে যদি হয় কোন দিন
এ মুখের প্রায়শ্চিত্ত। সন্তানের কাছে
মর্ম্ম স্থলে বিদ্ধ হয়ে চলি গেলা মাতা !
শুনিলেন পিতা সব, নির্জ্জনে আমায়
ডাকিয়া আপন কক্ষে কহিলেন স্নেহে,
'এখনও ফিরিবার রয়েছে সময়,
এখনও সাবধান !' লাগিনু কাঁদিতে

কণ্ঠ লগ্ন হ'য়ে তাঁর। পাশে বসাইয়া
আমার ললাট হ'তে লাগিলা সরা'তে
বিস্রস্ত কুন্তল, স্রস্ত ভাগ্য-জালসম!
এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু আননে আমার
উষ্ণ চুম্বনের মত পড়িল খসিয়া!
উঠিলাম শিহরিয়া, ডাকিলাম, 'বাবা!'
—শব্দ নাই, যাদুস্তব্ধ স্নেহের পাষাণ!
আজ ভাবি, সেই দিন কেন দিই নাই
সে অমূল্য স্নেহ তরে এ জীবন ডালি!
দেখিনু কল্পনা-নেত্রে উঠিল ভাসিয়া
পাশাপাশি দুইখানি কাতর আনন,
এক দিকে স্নেহ আর অন্য দিকে প্রেম,
কে হইল জয়ী শেষে? হা পবিত্র স্নেহ,
হা সন্তপ্ত সংসারের স্নিগ্ধ গঙ্গাধারা,
তুমি ত যাও না ছাড়ি দুর্যোগে দুর্দ্দিনে
আজ দূরে—কত দূরে সরে' গেছ তুমি!
তৃষ্ণায় ফাটিছে বুক পতিতপাবনী,
কই এলে দয়া করে' সর্ব্বজ্বালাহরা!
হ'ল কাছাকাছি ক্রমে বিবাহের দিন—
কাল পরিণয় সে কি মরণের সাথে?
নৌবত বাজিছে কেন সাহানার সুরে!
উৎসব, না অদৃষ্টের ব্যঙ্গ কলরব!

কল্পনায় ভাবী বর আমার নিকটে
প্রহসন-অলঙ্কৃত উদ্ভট নায়ক!

একদা দুজনে মিলিনু নির্জ্জন স্থানে
আমি, আর আমার সে হৃদয়ের বর!
বহুক্ষণ দুইজনে চলিল মন্ত্রণা।
কহিলেন তিনি, 'বুঝি। বিধাতা সদয়!
তাই ভাগ্য উপচয়—পাইয়াছি আজ
মাতুলের দান,—মুদ্রা দ্বাদশ সহস্র!
দানপত্র এত দিনে হয়েছে প্রকাশ!'
কহিলাম, 'আমি কি গো ধনের কাঙ্গাল?
তুমি যদি থাক, মোর কুটীর—প্রাসাদ।'

একদিন দুইজনে নিশার আঁধারে
করিলাম গৃহ ত্যাগ। সমাজ-দৈত্যের
লৌহ হস্ত হ'তে আজ পেলাম নিস্তার!
দেবতা ভাঙ্গিলা আজ বন্দীখানা মোর!
সেই বন্দীখানা তরে কেঁদে সারা আজ,
খুনী দস্যু কারা আজ আমার আবাস!
পথে যেতে শুনিলাম পরিচিত স্বরে,
'এখনও ফিরিবার রয়েছে সময়!'
আমারে নিস্প্রভ দেখি কহিলা দেবতা,
'এখনও ফিরিবার রয়েছে সময়!'
শুনিনু চৌদিকে কারা বলিছে ডাকিয়া—

'এখনও ফিরিবার রয়েছে সময়!'
পিক আর পিকবধূ দেশান্তরে গিয়ে
বাঁধে যথা নব নীড় নবীন বসন্তে,
পাতিলাম দুই জনে নব গৃহস্থালী!
কিন্তু আমি পত্নী নই—বিবাহের লাগি
হইনু উতলা বড়! কহিলেন তিনি,
'প্রাণের উদ্বাহ সেই প্রকৃত বিবাহ।
শাস্ত্রের বিবাহবিধি বর্ব্বরের প্রথা!
আধ্যাত্মিক পরিণয় হয়েছে মোদের!
প্রেম তার পুরোহিত, এয়ো নেশা ভূষা,
চুম্বন বিশ্বস্ত সাক্ষী।' প্রেম-পাগলিনী
না বুঝেও বুঝিলাম তাঁর ভাব ভাষা!
না মেনেও সায় দিনু তাঁহার ইচ্ছায়!
অদ্ভুত প্রণয়ী মোরা অপূর্ব্ব জগতে!
আনন্দের দিনগুলি যেতেছে কাটিয়া
মধুর কাব্যের মত কল্পনাস্বপনে!
মোদের নূতন ধরা সূর্য্য তিনবার
করে' গেল প্রদক্ষিণ। নূতন অতিথি
আসিয়াছে একজন মোদের সংসারে!
মোর আধা তাঁর আধা করিয়া লুণ্ঠন
দুই ভেঙ্গে এক হ'য়ে, মোদের নিবিড়
প্রেম-আলিঙ্গন সম বেঁধেছে মোদের!

শেষে প্রেম-চন্দ্রে দেখি লেগেছে গ্রহণ !
শীতাগমে হিম-দেশে তরু হ'তে যথা
পাতা ঝরে একে একে, তেমনই ক্রমশ
আমা হ'তে প্রেম তাঁর যেতেছে সরিয়া !
আবার হইত মনে, হয় ত বা তাঁরে
ভুল বুঝিতেছি ! কিন্তু মনের মতন
মন পরীক্ষার কষ্টি কিছু নাই আর !
খোকা হল অংশীদার আমার প্রেমের !
ভুল, ভুল! নাই কেহ শিশুর মতন
প্রেমের সমঝ্‌দার হৃদি পরীক্ষক !
আদরের ছল বুঝে খোকা থাকে সরে' !
কোন তীব্র মনঃপীড়া দহিছে কি তারে,
সুধাইতে হাসিলেন প্রিয়তম মোর—
হাসি নয়, যেন মোর প্রেমের সমাধি !
কবি-প্রাণ কবে হ'ল ঘাতকের হিয়া ?
অন্তর্য্যামী মাঝে মাঝে পড়েন ঘুমায়ে,
নহিলে মিথ্যার হ'ত এত পরমায়ু !
তাদের সকলই সয়, যারা হাসিমুখে
মাতৃত্বের ব্যথা সয়। কেটে যেত দিন,
যদি না অভাব্য এক ঘটনা ঘটিত !
বহু অসম্ভব হয় সম্ভব সংসারে !
ভাবিতে পারি না যাহা, কাজে করি তাহা।

হয় ত কালের চক্রে একটি আবর্ত্তে
ঘুরাইতে পারিত সে বিচিত্র নিয়তি।
অবস্থার দাস মোরা ঘটনার যন্ত্র!
এক দিন দেখি, এক আগন্তুক সনে
প্রিয়তম রয়েছেন নিমগ্ন আলাপে!
ক্রমে বাড়িতেছে বেলা, নাই স্নানাহার,
ভৃত্য জানাইতে গিয়ে ফিরে গালি খেয়ে!
অভ্যাগত গেলে, স্বামী এলেন উঠিয়া
চোখ মুখ হাসিময়! এল কি সুদিন?
সহসা কি ভাবান্তর! স্নেহে মোরে স্বামী
কহিলেন, 'যে লোকটি এসেছিল হেথা,
পুরাতন কর্ম্মচারী মোর মাতুলের।'
কহিলেন, পিতা মাতা—না না, থাক্ থাক্!
পল্লীবাস তুলে তাঁরা আজ কাশীবাসী।
কহিলেন নিঃসঙ্কোচে দেবতা আমায়,—
'আমার মাতুল-পুত্র আজ পরলোকে!
মাতুলের আমি মাত্র উত্তরাধিকারী,
আমি সেথা গেলে হয় বিষয়টী রক্ষা!'
কহিলাম, 'যথা যাও দাসী যাবে সাথে!
হোক্ না নরক, সে যে স্বর্গ মোর কাছে!'
কহিলেন প্রিয়তম স্খলিত বচনে,—
'এও কি সম্ভব? তোমারে লইলে সেথা

সমাজে পতিত হব। ছেলেটি তোমার
বাড়াইবে জটিলতা। জন্মে নাই সে ত
যথাশাস্ত্র বিবাহের পবিত্র বন্ধনে!
যথাশাস্ত্র বিবাহের পবিত্র বন্ধনে!'
ঘুরিয়া পড়িতেছিনু রহিলাম স্থির!
বুঝিনু নিমেষ মাঝে কোথা আছি আমি।
রে সংসার, রে সমাজ, কায়মনপ্রাণে—
পত্নী আমি, সতী আমি, নহি সেবাদাসী
স্বামীর সন্তান আমি গর্ভে ধরিয়াছি!
বাহিরে আসিনু বেগে, জানি না আকাশে
কখন সাজিল মেঘ, অন্তর তখন
ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন। দেখিতে দেখিতে
উঠিয়া আসিল ঝড় অন্তরে বাহিরে!
বজ্র সনে ক্ষিপ্ত প্রাণ লাগিল ডাকিতে!
বহুক্ষণ ঘুরে ঘুরে ভিজিলাম জলে,
ফিরে ফিরে পাছে চাই আসে যদি কেহ
গৃহে ফিরাইতে মোরে,—কে কাঁদিল? ও যে
খোকা! ভয় পেয়ে বুঝি উঠেছে জাগিয়া!
মনে হ'ল মাতা আমি, পত্নী নই শুধু!
ঘরে ঢুকি দেখিলাম, ঘুমাইছে যাদু!
অনাহারে সারাদিন রহিলাম পড়ি!
অসুখ হয়েছে শুনে' দাস দাসীগণ

করিল না আহারের নাম কেহ আর!
বার বার মনে হ'ল, সাধিতে কি এসে,
হেঁট মুখে রহিয়াছে দাঁড়ায়ে পশ্চাতে!
সব স্বপ্ন সব ভ্রান্তি! প্রেম যদি গেছে
দয়াও কি এক বিন্দু নাই আর তা'তে?
সন্ধ্যা এল মোর তরে ল'য়ে অন্ধকার
দাসী দিল দীপ, আজ আলো নাই তা'তে!
শয্যাগৃহে পদশব্দে বুঝিনু কে এল!
অন্ধকার আলো হ'ল! কহিল আলোক—
'ছিলাম বড়ই ব্যস্ত, উষাযাত্রা কাল!—
চিন্তা নাই দাস দাসী সকলই রহিল,
কাশী যদি যেতে চাও, করি সে উদ্যোগ!'
—হৃদ্‌পিণ্ড থেমে গেছে মনে হ'ল মোর!
কহিলাম, 'পিত্রালয়—সে পবিত্র নাম
সে স্বরগে ফিরিবার রেখেছ কি পথ?'
কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইয়া খোকারে সহসা
দিনু তার কোলে ফেলে! শিশুর বাহুটি
এ সংসারে সব চেয়ে কঠিন বাঁধন!
বাবা বলে' হেসে খোকা লাগিল বাকতে!
সে হাসে সে ভাষে বুঝি পশু গলে' যায়!
নারীর ক্রন্দনে আর শিশুর হাসিতে
ভেজে না যে, তার আর কোন আশা নাই!

কহিলেন 'খোকাই ত রহিল এখানে—
মোর ক্ষুদ্র প্রতিনিধি!' হাসিবারে গিয়ে
হাসিরে এমন করে ভেঙ্গালেন তিনি,
মনে হ'ল, স্বর্গ ভেঙ্গে ভাগিল দেবতা,
শ্মশানে পিশাচ যেন হাসে অট্টহাসি!
অল্পে অল্পে হ'তেছিল রজনী গভীর,
কখন শয্যাপ্রান্তে পা টিপে এসে গিয়ে
পাশ ফিরে পড়িলেন নিশ্চিন্তে ঘুমায়ে।
হইয়াছে চন্দ্রোদয়! জ্যোৎস্না রাশি রাশি
খোলা জানালার পথে ঢুকিতেছে ঘরে!
ঘুম যায় সোণা খোকা, সুখসুপ্ত তিনি,
হাসিছে যুগল চাঁদ আমার শয্যায়!
মরি মরি প্রেমাকাশে পূর্ণ চন্দ্র মোর
মৃদু মধু হাসিছেন সুখস্বপ্নভরে!
মুক্তি বুঝি আজ তার, রাহুর মতন
আমার পিপাসা হ'তে। ভাবিতেছিলাম
কাল সূর্য্যোদয় সনে এ কলঙ্কী চাঁদ
শোভা হ'য়ে যাবে কোন জগত মজাতে!
তাঁর ব্যাগ হ'তে খুলি' বোঝাই পিস্তল
বাহির করিনু চুপে, ঘুরায়ে ফিরায়ে
দেখিতে লাগিনু তার জ্যোৎস্নাদীপ্ত রূপ!
চুম্বিয়া বক্ষের কাছে রাখিনু বারেক

নিমেষে সে নিল চুষি জীবনের সুধা !
অন্তরের কানে কানে কহিতে লাগিল
মৃত্যুর সে মায়াদূত—'এই ত সময় !
কাল সূর্য্যোদয় সনে চলে যাবে চোর
তোমার সর্ব্বস্ব ধন করিয়া লুণ্ঠন,
কলঙ্ক পসরা সুধু দিয়ে মাথে তব !'
দন্তে চাপি অধরের সঘন কম্পন
কহিনু, 'পরাণ প্রিয়, ঘুমাও, ঘুমাও !
এ ঘুম ভাঙ্গে না যেন, এ নিশি না ভাগে !'
উঠিলাম শিহরিয়া আপনার স্বরে !
বসিনু শয্যায় উঠি দেখিলাম চেয়ে—
ঘুমাইছে গৃহখানি সুধা স্মৃতি ল'য়ে,
ঘুমায় সুন্দর শিশু সুখস্বপ্ন বুকে,
চাহিনু তাঁহার পানে, জোৎস্না আর ঘুমে
ঢল ঢল করিতেছে হাসিমাখা মুখ !
এই রূপ, এই হাসি, এ ত নহে আলো—
নারী-পতঙ্গের এ যে জ্বালাময় চিতা !
কোন নব পতঙ্গেরে যেতেছে দহিতে !
অবাধ্য অধর ত্রস্তে হ'য়ে অবনত
শেষ প্রেম-স্মৃতিচিহ্ন আঁকিল কখন !
চড়িল মাথায় তপ্ত বক্ষের শোণিত !
টানিলাম অকস্মাৎ পিস্তলের ঘোড়া !

ছুটিল রক্তের উৎস, নিভিল প্রদীপ,
হত্যা করিলাম আজ সুন্দর প্রেমেরে !
পিস্তলের শব্দে শিশু উঠিল চীৎকারি !

একদিন কে শুনালে গারদে আসিয়া
'খোকা নাই,' মনে হ'ল—সুখ, না এ শোক !
একদিন সে নরকে দেখা দিলা পিতা,—
ছায়া না সে কায়া ?—ধীরে কহিলেন মোরে,—
স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ না সে দগ্ধ অভিশাপ !—
'ফাঁসী হ'তে হা অভাগী, কেন বাঁচাইনু !'
অদৃশ্য হইল মূর্ত্তি। সত্য না স্বপন !
হায়, হায়, ফাঁসি কাষ্ঠ, তুমিও ঠেলিলে ?
চাপিয়া ধরিনু কণ্ঠ ! যখন সবলে,
প্রহরীর বেত্রাঘাতে হইল চেতনা !—
এই তুষানল মোর যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত !
তার পরে মনে নাই এলাম কখন
খুনি ডাকাতের সাথে সংসার পাতাতে !'
দেখিলেন কারাধ্যক্ষ—অকস্মাৎ নারী
অট্টহাসি শূন্যে চেয়ে বকিছে প্রলাপ—
'এত রক্ত মানুষের ! দেখিতে দেখিতে
সমস্ত সাগর জল হ'য়ে গেল রাঙ্গা !
এত ঘুম শিশু চক্ষে ! কত ডাকিলাম,

তবু বাছা একবার নাহি দিল সাড়া !’
বলিতে বলিতে যেন আকাশে কাদের
বেড়াইছে খুঁজি তার অধীর নয়ন !
চেয়ে চেয়ে জ্যোৎস্নাদীপ্ত ক্ষিপ্ত সিন্ধু পানে
চীৎকারি উঠিল নারী,—‘ওই তারা ওই !
ওই তারা, ওই তারা ! মুক্তি, মুক্তি আজ !
পিতা পুত্রে তরী বেয়ে নিতে এল মোরে !’
ঘুমায়ে পড়িল নারী।—জাগিল কোথায় ?

ভূতের গল্প

'অ্যান্, তুমি ভূত মান ?' 'কখনও না জোন্স।'
'কেন মানিবে না অ্যান্ ?' 'মিথ্যারে কে মানে ?'
'সত্যে হেলা অপরাধ।' 'এ নিষ্ঠা কি জোন্স ?
সত্য দেবতার প্রতি প্রকাণ্ড বিদ্রূপ !'
'আছে যে মৃত্যুর পরে জীবনের গতি
জানি এটা ধ্রুব সত্য, প্রাণের বিশ্বাস
উড়াতে পারি না অ্যান্ প্রমাণের ছলে ?'
'কয়দিন ধরে' শুধু হ্যাম্‌লেট পড়ে'
চেপেছে কবির ভূত স্কন্ধে বুঝি জোন্স? '
'হ্যামলেট্ বলেছে যা, মনে আছে অ্যান্ ?
এমন অনেক চিজ্ স্বর্গে মর্ত্ত্যে আছে
মানব-দর্শন যার করে নি কল্পনা।'
'কবিদের রসভরা সুন্দর মত্তা !
আকাশ-কুসুম চায় ইথরের দেশে !
স্বপন কল্পনা ল'য়ে, চলে কি সংসার ?'
'স্বপন কল্পনা অ্যান্, চিরদিন ধরে'
জগতের গতিচক্র দিতেছে ঘুরায়ে !
তা না হ'লে, বিশ্বযাত্রা পড়িত থামিয়া !
সত্যেরে আড়াল করি প্রত্যক্ষ দর্শন !

যার নাম তপস্যা বা যুগের সাধনা
মহাস্বপ্ন—মহাসত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত !'
'ভূত বলে' কিছু নাই, জগতে অদ্ভুত
মস্তিষ্কবিকার আছে, মানি তাহা প্রিয় !'
'সংসারে বিশ্বাস, প্রিয়ে, বনিছে পাগল !'
'বিশ্বাসের কি বিশ্বাস—আজ যাহা প্রিয়,
প্রাণের অভ্রান্ত সত্য, কাল অনায়াসে
পদে দলে' যাই তারে মহা মিথ্যা বলে' !
কাল যে আস্তিক আজ দেখি সে নাস্তিক !
অমর আত্মার এটা দেহজাত ব্যাধি !'
'আত্মা যে অমর, প্রিয়ে, কর ত স্বীকার ?'
'তাই বলে' প্রিয়তমে হইবে মানিতে
পরলোকবাসী আত্মা প্রবৃত্তি-চালিত,
ধরণীর শান্তি স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে আসে !
ধুলার এ গণ্ডী হ'তে নীলের অসীমে
এখনও হ্যাঙ্গিং ব্রিজ্ হয় নি গঠিত !
আত্মার জগত হ'তে সিন্ধুবলয়িত
ধরার সীমান্ত হ'তে বিজলী সুন্দরী
বসায়নি মেঘে মেঘে বার্ত্তাবহ তার !'
'অ্যান্ তুমি মনে কর, পরলোক বলে'
রয়েছে স্বতন্ত্র দেশ ?' 'এ বিষয়ে জোন্স
তোমার আমার জ্ঞান একই প্রকার !

অভিজ্ঞতা লাভে নাই কারোই আগ্রহ,
ইহলোক পরলোক ভেদ বেশী নয় !—
একটি জীবন আর অন্যটি মরণ !
'পরিহাস নয় অ্যান্, জীবনে মরণে
ইহলোকে পরলোকে ভেদমাত্র নাই ।
আপন গৃহের খোঁজে তাহার চৌদিকে
ঘুরে থাকে অন্ধকারে পথভ্রান্ত কেহ,
সে বুঝেছে মর্ম্মে মর্ম্মে অন্তত সেদিন—
আঁখির আড়াল শুধু ইন্দ্রিয়ের বেড়া ।
ইন্দ্রিয়-প্রহরী যবে পড়ে ঘুমাইয়া
দেহ-কারাগার হ'তে আত্মা বাহিরিয়া
ধ্যানের সীমান্ত গিয়ে পশে নিজ গৃহে !
আত্মায় আত্মায় হয় ভাব বিনিময়,
গ্রহে গ্রহে রবি চন্দ্রে তারায় তারায়
আলোক সঙ্কেতে যথা হয় আলাপন !'
'যাই বল প্রিয়তম, জীবিত মৃতের
জীবন ও মরণের মায়া সন্ধিস্থলে
রয়েছে যে যবনিকা নেপথ্য আড়াল
সে অদৃষ্ট চিরদিন অদৃষ্টই আছে,
তার উদ্ঘাটন নয় বিধাতৃবাঞ্ছিত !
আমরা মায়ার ডুরী টানি দুঃখ পাই !
প্রহেলিকা তাই শেষে হয় বিভীষিকা !

'আপাতত শোন প্রিয়ে, বিভীষিকা সম,
জানায় গির্জ্জার ঘড়ী রাত্রি দ্বিপ্রহর !
প্রভুভক্তি হীন ধূর্ত্ত ভৃত্যের মতন
আমাদের মত্ততার সুযোগ পাইয়া
বাড়ীখানি চুপে চুপে পড়েছে ঘুমায়ে,
নীরব হইয়া গেছে মুখর পল্লীটি,
বাহিরে ডাকিছে ঝিল্লী চল শুতে যাই !'
পরদিন জেগে অ্যান্ গভীর নিশীথে
দেখে স্বামী গৃহকোণে দাঁড়ায়ে কাঁপিছে !
চীৎকার করিত্ত অ্যান—কিন্তু সেইক্ষণে
কে যেন তাহার কণ্ঠ ধরিল চাপিয়া !
ভয় না বিস্ময় কিম্বা আধ ঘুমঘোর !
জ্বলিতেছে কেরোসিন, সেই ক্ষীণালোকে
বিবর্ণ জোন্সের মুখে পড়েছে যে আলো,
রুক্ষ চুল শুষ্ক মুখ আলু থালু বেশ,
বিড়্ বিড়্ করে, যেন শূন্যের সহিত
জুড়েছে আলাপ না, বকিছে প্রলাপ !
দৃঢ় মুষ্টি বার বার তুলি ঊর্দ্ধ পানে
হাওয়ার সহিত যেন করিছে লড়াই !
আদর্শ কর্ত্তব্যপ্রাণ, গৃহ-টাইম্‌পিস্
প্রহরীর মত জেগে গণিছে প্রহর
মৃদু পদে অ্যান্ গিয়ে জোন্সের হাত

সঘনে নাড়িয়া দিল। তখনও বেচারী
পারে নাই ছাড়াইতে যেন স্বপ্নঘোর!
চীৎকারি ডাকিল অ্যান্, 'ওগো এত রাতে,
এখানে দাঁড়ায়ে একা কি করিছ তুমি!'
আপনারে সামালিয়া উত্তরিল জোন্স,
'এ কে অ্যান্! চুপ, চুপ,—এডা ওই যায়!
ছেড়ে দাও পথ তারে—যাও, সরে' যাও,
এডার প্রেতাত্মা দেখ ভ্রূকুঞ্চিত করি
চাহিতেছে তোমা পানে,—যাও সরে যাও।'
'জোন্স! জোন্স, একেবারে ক্ষেপেছ যে তুমি!
এডা! কে সে। রুদ্ধ কক্ষ! কেউ কোথা নাই!'
'প্রিয়তমে, ওই এডা শূন্যে মিলাইছে!'
'গেছে শূন্যে মিলাইয়া, এখনও তাহারে
ভুলিতে পারি নি জোন্স?' 'অবিশ্বাস প্রিয়ে?
খুলে দেখাই নি মোর অতীত তোমারে?
এই হৃদয়ের সেই গভীর অতলে
যতদূর দৃষ্টি চলে দেখিতেছি চেয়ে,
শুধু তুমি জাগিতেছ দেবীর গৌরবে।
ভুলেছ পুরাণ কথা!' শোন তবে পুন,
মেয়ের দলের মধ্যে, এডারে আমার
বড়ই লাগিত ভাল, প্রথম যৌবনে
নব বয়সের এ যে সুমধুর ভুল।

এ ভুলে যে না পড়েছে, হয় সে সয়্‌তান
না হয় স্বর্গীয় দূত !—আমি আনমনে
দিতাম যে প্রতিদান সে শুধু খেয়াল !
এড়ার প্রণয় যেন একটী ডাইনামো !
একেক উচ্ছ্বাস তীব্র এক একটী জ্বালা !'
অ্যান্‌, হাতে ধরে' তার স্বামীরে সাদরে
শোয়াইল শয্যা'পরে। পরদিন জোন্স
লিখিল ডায়েরী তার, পড়িছে তা অ্যান্‌,—
ঘুম ভেঙ্গে গেলে,—দেখি অ্যানের নিকটে
কে যেন দাঁড়ায়ে আছে ! ত্রস্তব্যস্ত হ'য়ে
উঠিলাম শয্যা হ'তে। আঁখি কচালিয়া
বার বার দেখিলাম—এডা কি জীবিত,
না তাহার স্মৃতি আজ মূর্ত্তি ধরে' এল ?
ডাকিলাম, এডা ! এডা !—বল সত্য তুমি
ছায়া না হে কায়া ? মূরতি কহিল কথা !-
যদি ছায়া হই, কার তরে তাহা প্রিয় ?
নাই আজ একবিন্দু অশ্রু মোর তরে ?
জীবন মরণ, এটা পৃথিবীর কথা,
সংশয়ীর মায়াবাদ, মৃত্যু নাই কারও,
জীবনের সুধা পাত্র শূন্য নাহি হয়।
যে দিন জানিনু, তুমি অ্যানের প্রণয়ে
ভেসে গেছ প্রিয়তম, সেই দিন হ'তে

শয্যা লইলাম আমি, সে শয়ন হ'তে
আর নাহি উঠিলাম। একদিন দেখি
আঁটা পোষাকের মত, দেহটি সহসা
পড়িল খসিয়া, বড় হাল্কা মনে হ'ল
নূতন অস্তিত্ব মোর। হাওয়ার মতন
প্রাণে ল'য়ে লঘু স্ফূর্ত্তি, তরল চেতনা
ভাসিতে লাগিনু আমি ইথরের স্রোতে!
মরে' বাঁচিলাম একি? এ মধুর স্বাদ
যে মরেছে সেই জানে। মৃত্যু বিভীষিকা
যারা ভাবিয়াছে, অনুতপ্ত হবে তারা।
অভিশাপ ভাবিয়াছি কেন মরণেরে,
কেন ভাবি নাই তারে স্বর্গ-আশীর্ব্বাদ!
কত না জীবন-জ্বালা জুড়া'ত তা হ'লে!
শোকাশ্রু সুখাশ্রু হ'ত নয়নে নয়নে!
পাণ্ডু ওষ্ঠে শ্বেত হাসি ফুটিল এডার,
কহিল সে, পশি দেখি পরিত্যক্ত গৃহে
ডাক্তারেরা তাড়িতের যন্ত্র ঘুরাইয়া
চিরাদৃত দেহটীর করিছে দুর্দ্দশা!
ফিরাতে চাহিছে মোরে পরিত্যক্ত দেহে!
ভারি হাসি পেল দেখে। আবার অমনি
দ্রব হ'য়ে গেল প্রাণ দেখিলাম যবে
আত্মীয়েরা মোর লাগি কাঁদিয়া আকুল!

ভাবিনু, কি ভ্রান্তি বশে সহিছে ইহারা
অকারণ মনস্তাপ। ঠিক সেইক্ষণে
তোমাদের পরিণয় দেখে এনু কেঁদে!
কতবার মনে হ'ল, অ্যানেরে সরা'য়ে
বসিলে গৌরবাসনে কোথা তুমি দেহ!
হে মোর রূপের উৎস, যৌবনের খনি!
বিবাহ করিলে তুমি! তাও স'য়ে ছিনু,
এ বাড়ীতে, যে কক্ষটি শ্মশান আমার
বাসর সাজালে এসে তোমরা সকলে!
একটী সপ্তাহ ধরে' রোজ রাতে আসি
চেয়ে দেখি পাশাপাশি শুয়ে আছ দোঁহে,
আপনারে সামালিয়া যাই নিত্য ফিরে।
আজ মোর সব ধৈর্য্য গিয়াছে টুটিয়া!
জোন্স, প্রাণাধিক জোন্স!—আসিবে এ দেশে?
তোমার কি সাজে ওই ধূলার আবাস!
একবার পেতে যদি মৃত্যুর আস্বাদ
জন্ম চাহিতে না আর। আসিবে না জোন্স?
এত সাধিতেছে এডা, এত কাঁদিতেছে!
ধূলা ঝেড়ে উঠে এস বসন্তের দেশে!
অনন্তের মাঝে দিব আনন্দে সাঁতার!
সে প্রেমে বিরহ নাই—তার ছায়াতলে
এস দুইজনে পাতি নূতন সংসার!

উত্তরিনু ভগ্ন কণ্ঠে,—যাও আত্মা যাও,
তোমার আনন্দ দেশে, আমি সুখে আছি
আমার এ ধূলি মাটী মায়া মোহ ল'য়ে,
ভুল নিয়ে ভুলে আছি, ভেঙ্গ না সে ভুল !
সে যে কাঙ্গালের পুঁজি, ওপারের শূন্য
তাতে কি হইবে পূর্ণ ? ছায়ামূর্ত্তি রোষে
কাঁপিতে লাগিল শুধু। কহিল সে ছায়া,—
বুঝেছি কাহারও প্রেমে ডুবে আছ তুমি !
নির্ম্মম পরাণ-চোর ! যাব, কিন্তু প্রিয়,
কি না করিয়াছ মোর ! ছিনু স্মৃতি ল'য়ে
পূজার উৎসাহে মেতে, সে দেবমন্দির
অপবিত্র !—পদাঘাত প্রেমের মস্তকে !
আখ চেয়ে, ও পাষাণ, এই কক্ষ মাঝে
থাকিতাম তব পাশে ঘুমায়ে এমনি !
সুখস্মৃতি বক্ষে ল'য়ে জেগে অর্দ্ধ রাতে
ঘুমভাঙ্গা স্বপ্নরাঙ্গা ঢুলু ঢুলু চোখে
দেখিতে চাহিয়া মোর সুখসুপ্ত মুখ !
আমার বিস্রস্ত কেশ পড়িত ছড়ায়ে
উপাধানে মুখে চোখে, তুমি জানু পাতি
আঘ্রাণ করিতে মোর এলোকেশ রাশি !
চাপিতে আবেগভরে বক্ষে চোখে মুখে।
অধর বিনত করি' তৃষিত অধরে

এঁকে দিতে প্রণয়ের চিহ্ন সুমধুর !
জেগে ধরিলাম চোর, ওই দুটী হাত
আত্মার মাঝারে মোর রাখিতাম ভরি।—
পর দিনই স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করি
বাড়ীটি বদল করে' গেল অন্যখানে।
সেথাও এডার ভূত উঁকি দিত কি না
তাদের সুখের দ্বারে বিভীষিকা সম,
আমরা তাহার কোন রাখি না সংবাদ।
এই মাত্র জানি, তারা জীবনে কখনও
ভোলে নাই সে প্রসঙ্গ, কিন্তু ভোলে নাই!
শুনিলে ভূতের গল্প, উঠে যেত তারা,
অথবা ফিরায়ে দিত কথা অন্য দিকে।
এডার শ্মশান হ'তে উঠে গেল যবে
অ্যানের বাসর, এডা শান্তি পায় নি কি!

পাহাড়ীর প্রেম

'রঙ্গিত! রঙ্গিত!' ডাকে পাহাড়ে কে বসি-
নেপালী বালিকা এক শুভ্র ক্ষুদ্র দন্তে
অর্দ্ধপক্ক পেয়ারার ফল-জন্মটুকু
সার্থক করিতেছিল, পরিধানে তার
মখমলের ঘাঘরা আর রঙ্গীন ওড়না,
কাল কাল আঁখি দুটি কেশরাশি মাঝে
চপল পাখীর মত উড়িয়া বেড়ায়।
সিন্দুরের রক্ত আভা গৌর তনু মাঝে
পাকা আপেলের মত লাল দুটি গাল
হিমানী আপন হাতে তার রক্ত দিয়া
গড়িয়াছে, করিয়াছে লালন পালন
লাবণ্যের এ পুত্তলী স্বাস্থ্যের প্রতিমা।
'রঙ্গিত! রঙ্গিত!'—বালিকার কণ্ঠস্বর
পাহাড়ের বিজনতা বিদীর্ণ করিয়া
ঈষৎ কম্পন তুলি প্রভাত-পবনে,
যেথা পল্লীপথ দিয়া যেতেছিল নীচে
নেপালী বালক এক শিস্ দিতে দিতে
স্ফূর্ত্তি করে' রঙ্গভরে চঞ্চল চরণে,
ব্যাকুল করিল তারে। সহসা চমকি
বালক দাঁড়াল ফিরে। চাহি উর্দ্ধপানে

কার প্রত্যাশায় যেন হইয়া নিরাশ
ফেলিল সে দীর্ঘশ্বাস ! ভাবিল বালক
হৃদয়ের প্রতিধ্বনি ছলিয়াছে তারে,
বালিকা লুকায়ে গেছে কখন পলকে
কমলালেবুর কুঞ্জে ।—চলিল বালক
পূর্ব্ব পথে অন্যমনে আবার নীরবে ।
অমনই পাহাড় হ'তে হাস্য করতালি
ডাকিয়া ফিরাল তারে, ক্ষণেক নিশ্চল
চারিটি চপল পাখী ! বালকের প্রাণে
আনন্দের মত্ত সিন্ধু উঠেছে উথলি,
বালিকার প্রাণ আর কান জুড়াইয়া—
'জুলিয়া ! আমার জুলি !'—লাফায়ে লাফায়ে
গিরি কুরঙ্গের মত পলকের মাঝে
রঙ্গিত দাঁড়াল আসি জুলিয়ার পাশে !
এক অধরের হাসি আরেক অধরে
খুসীর লহরী তুলি রহিল মিশায়ে ।
হাসির সে ভাষা বুঝে ভুক্তভোগী শুধু,
পণ্ডিতের অভিধানে পাবে না তা খুঁজি ।
প্রভাত কিরণ মাখি ঝরণার জল
আনন্দে বহিতেছিল ছল ছল রবে,
এলাচের সারি হ'তে প্রভাত পবনে
তখন উঠিতেছিল মধুর সুঘ্রাণ,

সবুজের সমারোহ পেয়ারা বাগানে,
আনারস কুঞ্জ দিয়া লালের লহরী
ঢেউ খেলি চলিয়াছে, ঝাঁকে ঝাঁকে ফলে
শেউ ন্যাসপাতি। ফুলের সমঝদার
প্রজাপতি বসে' আছে ফুল্ল ডেলিয়ায়!
পাহাড়ীয়া সূর্য্যমুখী—মালঞ্চের রাণী—
ফুলতনু আবরিয়া বাসন্তী দুকূলে
হাসে ফল-কুঞ্জ মাঝে, গাঁদার সারিটি
চলে' গেছে অন্যদিকে। নিম্নে লীলায়িত
ঘনতরুসমাচ্ছন্ন উপত্যকা-শোভা।
শিরীষ শিমূল মাঝে শোভিছে কদম্ব—
সে কালের প্রেম যেন আজও রোমাঞ্চিত!
এমন সুন্দর এত সুদীর্ঘ বিশাল
শৈল বিটপীর ছবি কোথা সমতলে?
শোভাদ্রির উচ্চকূলে জন্ম যে এদের!
বালক ডেলিয়া ক'টী তুলি বালিকার
সাজাল যুগল বেণী, পিছে হটে' গিয়ে
জুলিয়ার ফুলসাজ লাগিল দেখিতে।
দেখিয়া দেখিয়া গেল মগ্ন হ'য়ে তাহে।
শৈশবের রূপ-তৃষ্ণা, প্রেমের স্বপন,
হিমানীর মত এক ধবল বিকাশ!
বালিকা কমলাকুঞ্জে উঠে গিয়ে ত্বরা

পাকা পাকা লেবুগুলি আনিল পাড়িয়া,
রঙ্গিতের কাছে রেখে পাঠাল নীরবে
আঁখির মিনতি ভরা প্রীতি-নিমন্ত্রণ।
'তুমি আগে খাও' বলে' এ উহারে সাধে,
ক্রমে এ সাধের দ্বন্দ্ব হাস্য কলরবে
পাহাড়ের নিস্তব্ধতা দিল ভঙ্গ করি!
চমকি উঠিল দোঁহে—অজ্ঞাতে কখন
শ্মশ্রু-গুম্ফহীন এক নীরস গম্ভীর
প্রৌঢ় মূর্ত্তি দাঁড়ায়েছে তাহাদের মাঝে
আঁধার রাহুর মত! উজল তরল
মিলনের চাঁদে যেন লাগায়ে গ্রহণ!
প্রৌঢ় জুলিয়ার পিতা। জুলিয়া সুন্দরী
এই আঢ্য নেপালীর একমাত্র মেয়ে,
এ পল্লীতে কে না জানে 'সিভিরয়' নাম?
কাঠের ব্যাপার করে' করেছে সে বেশ
দু'পয়সা উপার্জ্জন; বাগান খামার
কম নয় আজ তার। 'গঙ্গা! গঙ্গা!' প্রৌঢ়
উঠিল চীৎকার করি। নিঃশব্দ চরণে
খর্ব্বনাসা ক্ষুদ্রদেহ শ্যামাঙ্গিনী এক
দাঁড়াল স্বামীর কাছে। ক্ষুব্ধ সিভিরয়
কহিতে লাগিল চেয়ে জুলিয়ার পানে,
'তোমাদের উপদ্রবে বাগানের ফল

না পাকিতে হ'য়ে যাবে সমস্ত সাবাড় !
এ হ'লে কি গৃহস্থের লক্ষ্মী থাকে আর !'
গঙ্গার হইল মনে—ভারি ত এ ফল !
যে গৃহস্থ এর মায়া না পারে কাটাতে
সে আদতে লক্ষ্মীছাড়া। মনের কথাটি
আদত লক্ষ্মীরই মত গেল কিন্তু চেপে,
প্রকাশ্যে স্বামীর বাক্যে সায় দিয়ে গেল !
স্বামী যেন স্ত্রীর কাছে কি এক রকম
ভীষণ ভক্তির পাত্র ! স্ত্রী যেন স্বামীর
অবিকল প্রতিধ্বনি, আজ্ঞাবহ ছায়া !
প্রৌঢ়ের এ তীব্র শ্লেষ সমস্তই যেন
বালকের তরে শুধু, অভিমানী ছেলে
ফল রেখে চলে' গেল। জুলিয়া তা বুঝে
অপমানে অভিমানে মর্ম্মে মর্ম্মে যেন
লজ্জায় রহিল মরি'। সে বছর আর
কমলা খাওয়াতে কেহ পারিল না তারে।
ভাবের এ বাড়াবাড়ি, কল্পনার দুখ,
কথায় কথায় এই মান অভিমান,
সিভিরয় নাহি বোঝে কর্ম্মময় প্রাণে,
নিত্যব্যর্থ অন্তরের ঘাত প্রতিঘাত।
তার চোখে কন্যার এ ক্ষুদ্র অভিমান
সম্পূর্ণ এড়ায়ে গেল। বাঁচিল জুলিয়া !

এর পরে একে একে তিনটি বছর
হিমালয়-দ্বারে এসে করেছে আঘাত,
তিন বার শৈল-শৃঙ্গ করেছে চুম্বন
তুষারের শুভ্র শোভা। হিম আলিঙ্গনে
জুড়ায়েছে তপ-শুষ্ক গৈরিক আত্মারে।
হইয়াছে মুঞ্জরিত ক্রমে তিন বার
নব কিশলয়দলে শিখর-কান্তার।
সে দিনের সেই দুটি বালক বালিকা
জুলিয়া রাঙ্গত! সেই কাল-প্রবাহের
অস্থির বুদ্বুদ দুটি—গভীর সাগর!
নাই যার সীমা কূল! কেউ বলে এরে
জীবনের অভিশাপ, কেউ আশার্ব্বাদ!
দুইটি জীবন আজ বয়ঃসন্ধি স্থলে
সে মোহন সমস্যার মধুর সঙ্কট
পার হ'য়ে ভাবে—একি মুক্তি, না বন্ধন!
সে কালের সঙ্গলিপ্সা দাঁড়ায়েছে আজ
মিলনের পিপাসায়, শুধু সে দিনের
সে সাহস নাই বক্ষে, মন চায় এক
প্রাণ করে বিপরীত,—ভোগ না এ ত্যাগ?
পড়ে নাই কালিদাস শেলি বাইরণ,
তবু এরা রীতিমত নায়ক নায়িকা!
গঙ্গা নারী, পত্নী, মাতা; দৃষ্টি হ'তে তার

কন্যার এ ভাবান্তর বুঝিল সকলই।
সিভিরয় এতে কাঁচা! কাঠের ব্যাপারে
ভারি তার সাফ্ মাথা। কবে ছেলেবেলা
বাপ মা'র নির্ব্বাচিত বালিকারে আনি
করেছে সে গৃহলক্ষ্মী, স্ত্রীর সাথে তার
ঘোর বিষয়ীর মত যত কারবার,
পাকা সংসারীর মত আসিছে সে করে'
নিক্তির ওজন করা ঘর গৃহস্থালী।
আপনার অর্দ্ধাঙ্গের অংশীদার হ'তে
পাওনা সে বুঝে নেয় কড়ায় গণ্ডায়,
ষোল আনা দেনাও সে দেয় কিন্তু বুঝে,
খেলে নাই কখন যে প্রণয়ের জুয়া,
সে বেচারা রোমান্সের কি ধারিবে ধার?
ভাল করে' পত্নী তারে বোঝান যখন—
মেয়ে আর ছোট নাই, রঙ্গিতের সাথে
অত মেশামেশি আর দেখায় না ভাল,
সিভিরয় শুনে সব আধা মন দিয়া।
যেমন কাজের লোক বাজে কথা এলে,
কান দিয়া শুনে যায়, প্রাণ দিয়া নহে।
কিন্তু ছিল এ বিষয়ে স্থির মত তার—
উনিশ কি কুড়িতেই ছেলে বা মেয়ের
বিবাহ দিতেই হয়। মেয়ের বিবাহ

চঞ্চল মগজে তার লাগিল ঘুরিতে,
নিষ্কর্ম্মার মত সুধু কল্পনার স্রোতে
ভেসে যেতে এ লোকটী নিতান্ত অপটু,
মাথায় যা আসে তাহা কাজে ফুটাইতে
অভ্যস্ত সে চিরকাল। একদিন এসে
স্ত্রীর কাছে ভারি গর্ব্বে বড়ই আনন্দে
কহিল সে, 'আসিলাম পাত্র স্থির করে',
যেমন সম্পন্ন ঠিক তেমনি সুন্দর,
যেমন চতুর ঠিক তেমনি মধুর,
জোত জমী ঢের আছে, মোটা মূলধন
খাটে নানা ব্যবসায়, এই ঘরে গেলে
জুলিয়া হইবে সুখী।' পত্নী মনে মুখে
পতির এ নির্ব্বাচনে জানাল সম্মতি।
আহা সে জুলিয়া! রঙ্গিতের সে জুলিয়া!
মা'র বুকে মাথা রাখি ক্ষুদ্র হৃদয়ের
শক্তি জড় করি চায় ইঙ্গিতে রঙ্গিতে।
শুনিল এ সব কথা সিভিরয় যবে
একেবারে শূন্য হ'তে পড়িল সে যেন।
ভাবিল, এ সৃষ্টি ছাড়া অদ্ভুত ঘটনা,
এও কি সম্ভব? বিবাহটা তার কাছে
ফাঁসি নয়, হাসি নয়, কবিতাও নয়,—
সে একটি বিধিবদ্ধ নিয়মের মত

ঘোরতর গন্ধময়। 'জুলিয়া! জুলিয়া!'
আসিল জুলিয়া। আরম্ভিল সিভিরয়—
'রঙ্গিত—পল্লীর সেই নিষ্কর্ম্মা যুবক
নাই যার চাল চুলা, সে কি হ'তে পারে
আমার জামাতা? জুলি, এই যে সংসার,
এ বড়ই শক্ত ঠাঁই। দ্যাখ্, এই চুল
তোরই মত ছিল কভু, সংসারে থাকিয়া
পাকায়েছি সবগুলি। দেখেছি অনেক,
ঠেকেছি ঠকেছি বহু শিখেছি খানিক,
তোর এটা ঝোঁক সুধু মনের খেয়াল!
সখ করে' কত লোক ঘোড়া কেনে দেখি
সর্ব্বস্ব বেচিয়া, কিন্তু যবে সখ মেটে
নেশা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়।' কহিল জুলিয়া,
'জীবন মরণ সম অমৃত গরল
উঠিবে কথায় তার।—দিও না হানিয়া
জীবনের সুখ মোর জনমের সাধ।'
সিভিরয় একেবারে স্তম্ভিত এবার!
এত বড় বাজে কথা তাহার জীবনে
শোনে নি সে কোন দিন, উর্ব্বর মাথায়
ব্যর্থ অর্থশূন্য কথা লাগিল ঘুরিতে।
অজ্ঞাতে সে উচ্চারিল ঘন শির নাড়ি—
'জীবনের সুখ আর জনমের সাধ!'

কহিল কন্যারে, 'মেয়ে, আমার জীবনে
কথা দিয়ে ফিরাইতে শিখি নাই কভু,
রসনার প্রতিশ্রুতি পাথরের লেখা !
কন্যা হ'য়ে পিতৃগর্ব্ব খর্ব্ব করে' দিবি ?'
কহিল জুলিয়া—'আমিও তোমারই মেয়ে,
যে কথা সে কাজ মোর ! হিমালয়সুতা
গৌরী করেছিলা তপ শিবের লাগিয়া,
পৃথিবীর ধন-রত্ন খ্যাতি ও ক্ষমতা
তুচ্ছ করে' বয়েছিলা শ্মশান-বিভূতি ।'
উত্তরিলা সিভিরয়, 'এখন বুঝিনু
স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী ! একি কোন কথা !
কোথায় সে হর-গৌরী, কোথায় তোমরা !
কোথায় সে নেপালের রাজ-দরবার,
কোথায় আমার ক্ষুদ্র কাঠের ব্যাপার !
ছোট যদি এক ছাঁচে বড়র সহিত
নিজেরে ঢালাই করে, সে ছাপের চাপ
কুলায় কি তার ধাতে ?'—কহিল জুলিয়া,
'হই তুচ্ছ, জন্ম উচ্চ হিমালয় কূলে !
সামান্য হ'লেও আমি সে উমার জাতি ।'
উত্তেজিত সিভিরয় কাঁ'দাল জুলিরে—
কহে জুলি—'জোর কর, আছে ত পাহাড় !'
শুনিয়া, ভাবিল প্রৌঢ়, হ'ত যদি ঠিক

স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, শাদা ওই বরফের মত !
মনে মনে কহিল সে—জীবন দেওয়াটা
মুখের কথাই বটে, যেই যা বলুক্ !
এ কথাও হ'ল মনে—হয় ত বালিকা
ধরিয়াছে সুধু জেদ। শিশু-হিয়া যথা
ক্রীড়নক তরে হয় ক্ষণিক উন্মাদ,
না পেলে আপনা হ'তে শ্রান্ত শান্ত হয়।
রঙ্গিতের প্রতি তার হ'ল ভারি রাগ,
ভাবিল নষ্টের গোড়া সেই ছোড়া শুধু !
যেই ভাবা—অমনিই কর্ত্তব্যও স্থির—
রঙ্গিতের গৃহে উপস্থিত ! কহিল সে
রঙ্গিতের নমস্কার না করি' গ্রহণ—
'দরিদ্রের ছেলে বলে' তোমার উপর
দয়া বল, মায়া বল, কোন দিন তাতে
দেখেছ কসুর, বাপু ? কেন দুঃখ দাও ?
কন্যারে নিতেছ কাড়ি পিতৃস্নেহ হ'তে
তোমার ও দারিদ্র্যের ঘোর অন্ধকারে !
বুঝিলাম, এ সংসারে অর্থই অনর্থ,
তারে ভুলায়েছ, বাপু, আর কোন্ আশে !'
রঙ্গিতের ভোজালীটা উঠিল তখন
বড়ই চঞ্চল হ'য়ে। কহিল রঙ্গিত—
'শিশুকাল হ'তে নহি অর্থের সহিত

পরিচিত, হই নাই ভাগ্যের গোলাম !
টাকাতে যাদের বাস তারাই অধিক
হয় তার ক্রীতদাস। যত বাড়ে ধন,
উপার্জ্জন-নেশা হয় ততই প্রখর।
রজতের এত দম্ভ ! সে কি মনে ভাবে
কিনিতে বেচিতে পারে মানুষের মন ?'
সিভিরয় মনে মনে করিল উত্তর—
ব্যস্ত কেন চাঁদ ! জীবনের যত উষ্মা
সংসারের ঘানি-চক্রে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে !
'সে যা'হোক্, সার কথা কহি যাহা শোন,-
ছাড়' জুলিয়ার আশা—সে রত্ন কখনও
নহে কুটীরের যোগ্য।' কহিল রঞ্জিত
শাণিত ভোজালী খুলি নতজানু হ'য়ে,
'লও এই তীক্ষ্ণ ছুরী, হান বক্ষে মোর !
তুমি কি জানিবে, তুমি ধনের ব্যাপারী,
মনের বসন্তোৎসব ! এতদিন ধরে'
সাধের মালঞ্চ মোর তু'লছি সাজায়ে,
আজ তারে আসিয়াছ করিতে শ্মশান !
সংসার কি হইয়াছে এতই সংসারী !
এ বিচ্ছিন্ন পরাণের মেরুদণ্ড—প্রেম,
আজ তাই ভেঙ্গে দিতে এসেছ নিষ্ঠুর !
প্রাণ লও, প্রেম ভিক্ষা দিয়ে যাও মোরে !"

উত্তরিল সিভিরয়—'কথায় কথায়
এই যে তোমরা বাপু প্রাণ দিতে যাও,
সেটা বড় সোজা কিনা! আমি এই বুঝি,
প্রেম হোক্ হেম হোক্—জীবনটা বাপু
কোনমতে কারও জন্যে নাহি যায় ছাড়া।
দেখ, শুধু অশ্রুজলে জেতা নাহি যায়
সংসারে জীবনযুদ্ধ। জীবনে কখনও
ধারি নি প্রেমের ধার। শোনা ছিল এই,
পবিত্র প্রণয়ে নাকি থাকে না লালসা,
তুমি কি পার না দিতে আত্ম-বলিদান
তব প্রেমপাত্র লাগি' যদি শুভ তার?'
কহিল যুবক—'বড় শক্ত অনুরোধ!
ইহা হ'তে লঘুতর দণ্ড দাও মোরে
নিব শির পাতি।' গলিল না সিভিরয়,
কহিল ব্যঙ্গের সুরে—'এরই নাম প্রেম?
প্রণয় পাত্রের হয় হোক্ সর্ব্বনাশ,
স্বার্থপর লিপ্সা মত্ত আপনারে ল'য়ে!'
রহিল রঙ্গিত মৌনে। অকস্মাৎ উঠি
দাঁড়াল সে মাথা তুলি—শত্রুদল মাঝে
দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া যথা দাঁড়ায় সৈনিক
সগর্ব্বে উন্নত শিরে, বক্ষে নিতে গুলি!
'লও প্রাণ, না না, লও প্রাণাধিক প্রেম,

বলি দিনু সে দেবীর মঙ্গলমন্দিরে।'
কহে সিভিরয়—'তবে কর অঙ্গীকার,
ফিরাবে তাহারও মন করিয়া যতন?'
কহিল রঞ্জিত—'করিলাম অঙ্গীকার।'
প্রেমের অব্যবসায়ী আশ্বস্ত হইয়া
নিঃশব্দে বিদায় হ'ল। এদিকে রঞ্জিত
বাহিরিল সে সন্ধ্যায় ক্ষিপ্তের মতন
অকস্মাৎ গৃহ হ'তে। একাকী আঁধারে
বেড়াতে লাগিল পথে। ক্রমে ক্রমে নিশি
হতেছে গভীরতর, হেমন্ত নিশির
নিদারুণ হিম ক্রমে হতেছে প্রখর,
ফিরিল না গৃহে যুবা। চাঁদ উঠে এল,
সেও সেই সঙ্গে গিয়া উঠিল পাহাড়ে।
শিখরে শিখরে আজ জ্যোৎস্নার উৎসব,
তুষার তরঙ্গে মিশি জ্যোৎস্নার লহর,
কই তুলে দিল প্রাণে সুধার উচ্ছ্বাস?
কই প্রাণ গীতি হ'য়ে বাহিরিল আজ
মেঘলোকে আপনারে করিবারে দান?
কেন বারবার আসে চিরফুল্ল প্রাণে
অশ্রুজল সনে এক রুগ্ন চিন্তা আজ?
মধু রাতে এ মরণ সুখ না রে দুখ?
কি করিলে এই রাতে পাহাড়ের কোলে

দেখিতে দেখিতে শুভ্র বরফের শোভা
শূন্য জীবনের যাত্রা হয় সমাপন!
প্রেমের স্বপন-ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা প্রাণ
ওই তুহিনের কোলে বিছালে শয়ন
জুড়াত কি জ্বালা তার? সর্ব্বাঙ্গ তাহার
কাঁপিতে লাগিল হিমে,—জ্বালা ত গেল না!
জ্যোৎস্নাদীপ্ত তুষার, না অনলের স্তূপ?
শান্তি কি রয়েছে ধ্যানে গাঢ় নিশীথের
গভীর গহ্বরে?—ফিরিয়া আসিল যুবা
আপনার শূন্য গৃহে। বহু যতনের
জুলিয়ার উপহৃত শুষ্ক ডেলিয়াটা
হৃদয়ে ধরিল চাপি। মনে হ'ল যেন
ফুল নয়, জুলিয়ার কুসুম হৃদয়
তার দগ্ধ দীর্ণ হিয়া দিতেছে জুড়ায়ে!
কহিল সে, 'আর কেন আশার দুরাশা!
তাই ভাল, প্রেম যাক্, শুভ হোক্ তার!'
সঙ্গে ল'য়ে প্রভাতের মেঘাচ্ছন্ন রবি
রঞ্জিত দাঁড়াল আসি জুলিয়ার পাশে।
এ কি সে রঞ্জিত? আহা, সুধু এক রাতে
দুঃখ তারে করিয়াছে এত দীন হীন!
'পীড়া কি হয়েছে তব?' জুলিয়ার স্বর
কাতর, কম্পিত, আর্দ্র,—পাষাণের চোখে

অশ্রু টেনে নিয়ে এল। কিছুতেই আর
রঙ্গিতের আঁখি নাহি মানিল শাসন।
'রঙ্গিত! আমার রঙ্গিত! কাঁদিতেছ তুমি?'
অশ্রুভরা ম্লান হাসি হাসিল রঙ্গিত।
জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে বসি
এমনি মরণাচ্ছন্ন হাসে শেষ হাসি!
কহিল যুবক—'জুলি! আমার জুলিয়া!
রঙ্গিত বলিয়া কেহ ছিল—যাও ভুলে'!
এসেছে প্রেতাত্মা তার বলিতে তোমায়,—
সম্পদে দারিদ্র্যে কভু হয় না মিলন!
বিশ্ব যদি ভোলে কভু ধনের গরিমা,
দারিদ্র্যের পদে রাখে গর্ব্বের মুকুট,
সেই দিন এ ধরায় ফিরিবে সে প্রেম!
রঙ্গিত জুলিয়া হবে চিরউদ্বাহিত!'
রঙ্গিতের স্বর যেন পাষাণের বুক
ব্যথিয়া তুলিতেছিল।—'পিতা গুরুজন,
তার বাক্যে অবহেলা ক'রো না জুলিয়া।'
—'তুমি! তুমি রঙ্গিত! কথা, না এ আর্ত্তনাদ!
তুমি আজ আসিয়াছ আপনার হাতে
সাজাইতে চিতা মোর! তাই হবে প্রিয়।
ফুরায়েছে দিন মোর। যাও, ভেসে যাও
কর্ম্মস্রোতে তুমি প্রিয়, আমি থাকি পড়ে'

বিধবা স্মৃতিরে ল'য়ে প্রেমের শ্মশানে।
যেও না যেও না তুমি! না পাই তোমারে,
—নিত্যকার দেখা হ'তে কর' না বঞ্চিত।'
কিছুক্ষণ ভেবে শেষে কহিল রঙ্গিত,
'তাহ হবে জুলি! যে দিন পাবে না দেখা,
জানিও, রঙ্গিত নাই! মরণেও তোমা
পাব না কি একদিন অনন্ত মিলনে!'
রঙ্গিত চলিয়া গেল পশ্চাতে ফেলিয়া
একটি জীবন্-মৃত প্রেমের প্রতিমা!

প্রতিদিন দেখা দেয় রঙ্গিত তাহারে,
প্রতিদিন বুঝায় সে জুলিয়ারে আসি,
পালিতে পিতার আজ্ঞা—ভুলিতে তাহারে।
জুলিয়া শুনিয়া যায় নীরবে সকল!
এই দুঃখ আরও তার,—এ কঠিন কথা
রঙ্গিত কেমন করে' বলে অকাতরে?
রঙ্গিতের প্রেম-বিশ্বে জুলিয়া কি মৃত?
এচিন্তাও অপরাধ! জুলিয়ার প্রেমে
রঙ্গিতের মৌন প্রেম নিত্য উঠে ভাসি
স্বচ্ছ মুকুরের মাঝে প্রাতচ্ছায়া সম!
জুলিয়া বুঝিয়া সব কভু ফেলে শ্বাস,
কখনও নীরবে কাঁদে, কভু রঙ্গিতেরে

নিরস্ত করিতে চায় অভিমান ছলে !
কহে, 'প্রিয়তম, মোরে চাহ না কি আর ?
দূরে সরিবার তরে তাই এ ছলনা ?'
হাসিয়া নীরব রয় রঙ্গিত তা শুনি।
সে হাসিতে কত প্রেম কত যে বেদনা
জুলিয়া বুঝিত যদি—অভিমান তার
ফেটে 'গলে' অশ্রু হ'ত। বুঝিত, সংসারে
ব্যথা দিয়ে ব্যথা পায় কর্ত্তব্যের প্রাণ।
একদিন, সারাদিন আশে প্রতীক্ষিয়া
পশ্চিমে হেলিছে বেলা, আসে না রঙ্গিত !
তার পরে বরফের শ্বেত স্বচ্ছ স্তূপে
ঢালিয়া, তরল সোণা রবি ডুবে গেল,
এল না রঙ্গিত। পীড়া কি হয়েছে তার ?
এ চিন্তায় জুলিয়ারে করিল পাগল।
সেই দিন ভাই-ফোঁটা,—নেপালীরা আজ
মত্ত মহামহোৎসবে। আজ পথে পথে
চন্দনের ফোঁটা ভালে, গলে ফুলমালা,
নেপালীরা দলে দলে হইছে বাহির,
যার ভাই নাই, সেও পরের ভায়েরে
ফোঁটা দিয়া বাঁধিতেছে পবিত্র বন্ধনে।
সেই আনন্দের দিনে রহিল জুলিয়া
অনাহারে, অনিদ্রায় কাটা'ল রজনী।

সেই দিনই প্রাতে ঘটিয়াছে যে ঘটনা
হয়েছে সমস্ত পল্লী তাতে উদ্বেলিত,
ভূমিকম্প হ'য়ে যদি পড়িত ধ্বসিয়া
পাহাড়ের তুঙ্গ শৃঙ্গ, তা'তেও বা হেন
উঠিত না কোলাহল! যেথা রঙ্গিতের
ছিল ক্ষুদ্র কুঁড়ে খানি, আজ তাহা ঢাকি
পড়েছে তাঁবুর শ্রেণী,—সে রঙ্গিতও আজ
—পল্লীর অখ্যাত সেই দরিদ্র যুবক—
অকস্মাৎ যেন কোন কুহকের মন্ত্রে
নেপালের রাজবংশী রণজিৎ সাজি
বিপুল বৈভবে আর অতুল গৌরবে
ফিরে যাইতেছে তার সৌভাগ্যে আবার
রাজধানী মাঝে আজ! পিতা মাতা তাঁর
পড়ি রাজরোষে, শেষে কবে রাজাদেশে
হয়েছিলা বিতাড়িত পরিবার সহ।
দারিদ্রে নৈরাশ্যে দুঃখে হ'ল তাঁহাদের
কোন ক্ষুদ্র পল্লী মাঝে জীবনের শেষ।
এক মাত্র সন্তান সে শিশু রণজিতে
সঁপে দিয়াছিলা এক বিশ্বস্ত ভৃত্যেরে,
ভৃত্য তাঁর সে বিশ্বাস করে নাই ম্লান।
এই ক্ষুদ্র পল্লী মাঝে স্বদেশে আনিয়া
পুত্রস্নেহে শিশুটিরে করিলা পালন।

রণজিৎ নাম শেষে নামিল রঙ্গিতে
আদরের আতিশয্যে। কেহ পায় নাই
সে শিশুর পরিচয়, সকলে জানিত
সুন্দর বালক সেই গরিবেরই ছেলে।
খুঁজে খুঁজে আজ পুনঃ রাজ-অনুগ্রহ
পূর্ব্বপুরুষের ঋণ শুধিবার তরে
প্রাসাদ ত্যজিয়া এল দীনের কুটীরে!
সিভিরয় শুনে সব শিরে হাত দিয়ে
ভাবিতে লাগিল বসি'। জীবনে তাহার
বহু দিন বহু ক্ষতি হয়েছে সহিতে,
কিন্তু এত বড় ক্ষতি কোন কালে এত
দমা'য়ে দেয় নি তারে। ভাবিল সে, আহা
কি না হ'ত এ জীবনে? ভাগ্য এসে দ্বারে
করেছিল করাঘাত—সেদিন তাহায়
দিয়েছিনু তাড়াইয়া দ্বারপ্রান্ত হ'তে।
যদি করিতাম দান রঙ্গিতে জুলিয়া
প্রতিদানে মিলিত যা—জীবন ভরিয়া
ব্যাপার করিয়া ঘরে আসিবে কি তাহা?
নেপালের রাজবংশী! আহা কি মহিমা
ঠেলিয়াছি পায় মোহে, জীবনে কি পড়ে
দুবার ভাগ্যের দান? জুলিয়া! জুলিয়া!
অভাগিনী! রাজবংশে হতি যদি বধূ

তোর বংশ মোর বংশ করিতে উজ্জ্বল।
জুলিয়া আসিয়া কাছে দেখিল চাহিয়া
পিতা হানিতেছে কর সঘনে ললাটে,
জুলিয়ারে দেখি প্রৌঢ় কহিল—'জুলিয়া,
গেছে যাহা, ফেরে আর?' 'কি বলিছ পিতা!'
'সে রঙ্গিত নাই মোর সে যে রণজিৎ—
নেপালের রাজবংশী!' সকল খুলিয়া
জানাল সে জুলিয়ারে।—কহিল, 'সে আর
চাহিবে কি জুলিয়ারে?' 'মিথা—মিথ্যা কথা!'—
কন্যার কথায় পিতা চমকি সুধাল,
'আছে আশা?' উত্তরিল জুলিয়া!—'নিশ্চয়।
রঙ্গিত জুলিয়া চির অপরিবর্ত্তিত!
সৌভাগ্যের দুর্ভাগ্যের সুদিনে দুর্দ্দিনে।
যাও বাবা, রঙ্গিতেরে আন গিয়ে সাধি,
বড়ই সে অভিমানী! তোমার আদরে
সরল প্রাণটী তার যাবে পুন গলে'!'
সিভিরয় অন্যমনে মাথা নাড়ি মৌনে
চলে' গেল রঙ্গিতের গৃহ অভিমুখে।
পথে যেতে মনে হল,—রঙ্গিতের কথা
শুনেছে যা সব যেন স্বপ্নের কাহিনী!
উঠিল সে আগেকার সিভিরয় হ'য়ে।
ক্ষুদ্র রঙ্গিতের কাছে সেই মস্ত লোক

কেমনে কহিবে কথা, কি চাল চালিবে,
তাই সে ভাবিতেছিল পথে যেতে যেতে।
দেখিছে শিবির শ্রেণী,—কোথা সে কুটীর ?
প্রাণপণে ভিড় ঠেলে দ্বারপ্রান্তে যেতে
অকস্মাৎ সিভিরয় ভূমে গেল পড়ি,
উঠিল হাস্যের রোল। একটি প্রহরী
ভঙ্গী করি' দেখাইল রসিকতা-ছলে
পতনের অভিনয়! প্রৌঢ় লাজে রোষে
অভিমানে গেল যেন মরমে মরিয়া!
দ্বারে গিয়ে প্রহরীরে জানাল কাতরে,
'মোর নাম সিভিরয়, কাষ্ঠের ব্যাপারী,'
আবার সে হাস্যরোল!—কহিল প্রহরী,
'জঙ্গলেই কাঠ মিলে—খোঁজ গে তথায়,'
'আমি জুলিয়ায় পিতা!' কহে সিভিরয়।
'তবে ত প্রকাণ্ড লোক!' পুনঃ উচ্চ হাসি।
কহে প্রৌঢ়, 'রঙ্গিতের দেখাও পাব না?'
কহিল প্রহরী—'বুড়ো, কে তোর রঙ্গিত?
লোকটা পাগল না কি?'—হাসিল সকলে!
রাগে জ্বলিতেছে প্রৌঢ়, উপায় কি আছে?
প্রহরীরে পাঠাইল সাধি প্রভু পাশে!
রঙ্গ দেখিবার ছলে—কিছু দূর গিয়ে
ফিরে এসে কহে দ্বারী অত্যন্ত গম্ভীরে,

'কহিলেন প্রভু বন্দী করিবারে তোমা !'
রঙ্গিত ভাবিতেছিল হেথা অন্য কথা,—
কতই ভাবিছ জুলি না দেখে আমায় !
নামায়ে কর্ত্তব্য-ভার যাব একবার
শেষ দেখা দেখিবারে, শেষ দেখা দিতে।—
শৃঙ্খলের কথা শুনি' সিভিরস বেগে
ছুটিলেন গৃহপানে। বন্দী ভাগে দেখে'
ছুটিল কৌতুক হাস্য তার পাছে পাছে।
সেদিন প্রৌঢ়ের মুখে অন্ন উঠিল না।
জুলিয়া নীরব হ'য়ে শুনিল সকলই !
মা আসিয়া ডাকিলেন আহারের তরে
গেলা না জুলিয়া, র'ল বাড়া ভাত পড়ে',
নিঃশব্দে সে গৃহ হ'তে নামিল অঙ্গনে ;
মা তাহারে ধরিলেন।—এমনই আবেগে
এই মত মাতৃস্নেহে—দীপ-আবরণ
মুগ্ধ পতঙ্গের পথে দাঁড়ায় বা রুধি !
'দুঃস্বপ্ন দেখেছি রাতে'—কহিলেন মাতা,—
'পূর্ণিমার চাঁদ যেন পড়িল গড়ায়ে
ওই গিরিচূড়া হ'তে !'—সহসা নীরবে
জুলিয়া বিদায়-ছলে মায়ের কপোলে
এমন মধুরে দিল একটী চুম্বন
সে সোহাগে ভেসে গেল মাতার নিষেধ।

রঞ্জিতের শিবিরের দ্বারপ্রান্তে এসে
প্রহরীরে সবিনয়ে জানাল জুলিয়া,
'তোমার প্রভুরে বল—জুলিয়া দুয়ারে
তাঁহার দর্শনপ্রার্থী ! এবার প্রহরী
ভাবিল নিশ্চয় এটা পাগলের দেশ !
ঠিক আগেকার মত কিছু দূর হ'তে
ফিরে এসে কহিল সে মুখ ভার করে',
'কহিলেন প্রভু মোর জানাতে তোমায়
এই প্রহরীর দলে যারে অভিরুচি
বিবাহ করিতে পার—তা হ'লে প্রভুর
দর্শন পাইবে নিত্য।'—মধ্যাহ্ন সেদিন
মেঘমুক্ত পরিষ্কার, পার্ব্বত্য তপন
করিতেছে অগ্নিবৃষ্টি। ক্ষোভে অপমানে
অনাহারে অনিদ্রায় লাজে নিরাশায়
জুলিয়ার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যেতেছে ছাড়িয়া
চেতনার সীমা ক্রমে।—মনে হ'ল তার,
প্রহরীরে দিয়ে শেষে এত অপমান !
প্রাণপণ প্রণয়ের এই প্রতিদান !
উত্তপ্ত মস্তিষ্কে তার লাগিল জ্বলিতে
তপ্ত রৌদ্রে এই কটি কথা জ্বালাময়—
'প্রাণপণ প্রাণের এই প্রতিদান !'
ফিরিল না গৃহে ক্ষুব্ধা। নিকটে পাহাড়,

উঠিতে লাগিল তা'তে।—উচ্চ শৃঙ্গে উঠি
একবার চাহিল সে কাতর নয়নে
রঙ্গিত যেথায় বসি রয়েছে ডুবিয়া
জুলিয়ার প্রেম-স্বপ্নে।—জুলিয়া দেখিল
বহুক্ষণ একদৃষ্টে, একটী তাঁবুতে
উড়িছে খুর্কী আঁকা লোহিত পতাকা !
তার দিকে চেয়ে যেন কহিল কাহারে,
'এতদিনে বুঝিলাম, কেন প্রিয়তম,
ভাঙ্গাতে আসিতে মোর প্রেমের স্বপন !
পাহাড়, শুনিছ সব—কে বলে তোমায়
কঠিন জড়ের স্তূপ !—তুমি মোর পিতা,
হে পাষাণ, আজ তুমি গল' মোর তরে।
মুক্তি দাও পিতৃক্রোড়—মাতৃভূমি হ'তে !
পদান্তে শীতল পাটী বিছাল মরণ !
স্বর্গ যাবে যাক্, যে স্ব'র্গর দ্বার হ'তে
প্রেম ফিরে আসে, সে স্বর্গ মাথায় থাক্ !
এস হে নরক, বন্ধু কি দেখাও ভয় ?
জন্ম যার হিমানীর কুয়াশা আঁধারে,
কি দেখাও তারে বিভীষিকা ! নেভ' আলো,
এস তুমি অন্ধকার আঁধার জীবনে !'—
বলিতে বলিতে নারী উন্মত্তার মত
উত্তুঙ্গ শিখর হ'তে ঝাঁপ দিল নীচে।

ঠিক সেইক্ষণে রঙ্গিতের কাছে এক
অপরাধী প্রহরীর হ'তেছে বিচার।
প্রহরী জুলিয়া আর পিতারে তাহার
করেছিল অপমান, সে সকল কথা
তখনই রটিয়াছিল সমস্ত শিবিরে।
প্রহরীরে দণ্ড দিয়ে, ক্ষিপ্তের মতন
বাহির হইল পথে রঙ্গিন তখনই,
দেখে, এক শৈলপ্রান্তে ঘুমায়ে রয়েছে
জুলিয়া,—না সে রূপের ধ্বংস-অবশেষ!
'জুলিয়া আমিও আসি'—বলিয়া রঙ্গিত
বসাল আপন বক্ষে শাণিত ভোজালী!
টলিয়া পড়িল লুটি জুলিয়ার পাশে।

পাশাপাশি সাজাইয়া আলিঙ্গন-বাঁধা
দাহন করিল দোঁহে চন্দন চিতায়;
গড়াইয়া মনোহর স্মৃতি-হর্ম্ম্য তা'তে
লিখিল চারিটি শ্লোক সোণার অক্ষরে—
'স্বর্গ কোথা!—স্বর্গ এই মাটির পৃথিবী,
প্রেম যেথা মরণেরে করে চিরজীবী!
প্রেম কোথা!—প্রেম আছে এইখানে শুয়ে
মাটির স্বরগে তার শ্রান্ত দেহ থুয়ে।'

চিত্র ও চরিত্র।

দেশের মোড়ল ও দশের মাথা

সমাজের থাম, দাঁড়িয়ে থাক
উঁচু মাথায় দেশের বুকে,
লম্ব-কোঁচা, আমরা ওঁছা
পায়ের চাপে মরি সুখে।

তোমরা লড়্ছো মোদের গড়্ছো
বুকে ব্যামো মুখে ওঝা,
আমরা মজুর তোমরা হুজুর
বুঝিয়ে দিচ্ছ কাজে সোজা।

তোমরা সাধু—হয় ত যাদু
উঠ্ছে হঠাৎ চৌমহলা,
আমরা হাভাত ঠক তাই নেহাৎ
হোক না কুঁড়ে পচা গলা।

আমরা কুলী শূন্যে ঝুলি
কেন না, ক্ষুদ হ'লেই কুলোয়,
কালিয়ার সাথ তোমার ঘি-ভাত
নৈলে সৃষ্টি যাবে চুলোয়।

আঃ কি দরদ! পর্‌ছো গরদ
ময়লা পাছে আমরা করি,
খাচ্ছ লুটে,—আমরা মুটে
পাছে চাঁদির চাপায় মরি।

শাল দোশালা গায়ের ঘামে
গন্ধ ছাড়্‌বে, তাই ত আহা,
মোদের পন্থা ছিন্ন কন্থা
কি ব্যবস্থা বাহা বাহা!

আমরা খাটি; ক্ষীরের বাটী
তোমাদেরই মানায় পাতে,
গদাই-ভুঁড়ি, চাপ্‌বে জুড়ী
গুঁড় কর্‌ছি পাঁজর তাতে!

আঁচড়টী গায় লাগ্‌বে না গো
দশের মোড়ল, দেশের মাথা,
দীর্ঘ প্রস্থ দুখীর দোস্ত
পেশো ঘুরিয়ে ননীর জাঁতা!

মিছিল করে' মশাল ধরে'
তোমাদের রথ হচ্ছে টান,

গাধা ঘোড়াও নই যে মোরা
আমরা ছুঁলে টুটবে মান !

বেঁচে থাকতেই দেখে যাবি
পাষাণ, তোদের পাথর-মূর্ত্তি,
জোঁকের মত ফাঁপ্ না রে ভাই,
দুখীর রক্তে ও যে ফূর্ত্তি ।

পোলাও পুলি ও পুলিপোলাও

খাও ধনী, খাও, খুব খাও,
পোলাও পুলি পরম-অন্ন,
আমি চল্লেম পুলিপোলাও,
তোমার কি দায় আমার জন্য !

মান রাখ্‌তে চাকরী গেল,
পড়্‌ল 'সাবাস্‌ সাবাস্‌' ডাক,
মাসিক পত্রে ছবি ছাপায়,
দৈনিক পিটায় জয়ঢাক !

আমার বাড়ী অন্নসত্র,
জোটে না আজ আমার ভাত,
ধন্য দিয়ে ভুলায় দেশ
অন্নের বেলায় গুটায় হাত !

অচিকিৎসায় ম'ল মেয়ে,
স্ত্রীকে কল্লাম অন্তর্জলী,
খোকা ধুকৃছে জ্বরে পড়ে',
ঝি পালাল দেউলে বলি'।

বন্ধুরা সব মুখ ফিরা'ল
চাইতে গেলাম যখন কড়ি,
মহাজনের সিংহদরজায়
হত্যা দিলাম ধূলায় পড়ি'!

মাথা-খোঁড়া কান্নার চোটে
বাবু এলেন হাতে কোড়া,
মদের নেশায় ধনের উষ্মায়
ভাব্‌লেন আমায় গাধা ঘোড়া!

সপাং সপাং চল্‌ল চাবুক,
পিঠের চামড়া উঠে আসে,
মোসাহেবদের ভারি ফূর্ত্তি
দেখিয়ে দেখিয়ে আমায় হাসে!

ঘেয়ো বাঘের মত তেড়ে
গর্জ্জে উঠ্‌লাম হঠাৎ কখন,
বাবুর নাকে মারলাম মুষ্টি,
হলেন ঠাণ্ডা জন্মের মতন!

খাও ধনী, খাও কালিয়া কাবাব
উড়াও ফূর্ত্তি 'ফ্যানের' তলায়,
চল্‌ল একটা হতভাগা
ফাঁসির রশ্মি পরতে গলায়!

অনাথ-পরিবার

যদি সিংহবাহিনী মা,
এলি একটি বছর পরে,
অভাগী আজ ভাঙ্গা কুলোয়
সাজিয়ে ডালা বরণ করে !

কুপুষ্যি তিন মেয়ে রেখে
নিরুদ্দেশ হঠাৎ স্বামী,
পোড়ামুখী বলে লোকে,
বিধবা-সধবা আমি !

মেয়ে তিনটি দেখে' লোকে
ভাবে, একি বানর ছানা !
দশ হাতে তুই খাচ্ছিস্ লুটে,
দুখীর খাপাস্ নি তুই দানা !

এখানে মন লাগ্‌বে কি তোর,
দেখ্‌ছিস্ না এ ভাঙ্গা কুঁড়ে,
ঘটার পূজা খাও গিয়ে মা
লক্ষপতির যক্ষপুরে ।

কি দেখ্‌তে আর আস্‌বে হেথা,
শুন্‌বে শুধু ক্ষুধার রোদন,
উৎসবের সাজ হবে মলিন,
বৃথা যাবে ধনীর বোধন।

ঢাকের বাজনায় নৃত্য করে'
বাছারা যায় দেখ্‌তে পূজা,
ফেরে গলাধাক্কা খেয়ে,
মহিমা তোর, দশভুজা!

আচ্ছা বিচার! আমার গৃহ
শ্মশান সম আঁধার নীরব,
পাশের বাড়ী হাসির তুফান,
মহাঘটায় দুর্গোৎসব।

সন্তান-খাগী সাজিস্ যদি,
বিশ্বমাতা সর্ব্বনাশী,
তবেই তোরে ক্ষমা করি,
তবেই তোরে ভালবাসি।

তিন্ তিন্‌টে নরবলি—
মন ওঠে না, এলোকেশী!
একচোখো মা, ক্রোরপতির
ছাগের মূল্য এত বেশী!

সাতপুরুষে মুনিব।

ও ধনী, আজ সমাজ তোমায়
দেয় যে ডেকে বড় পীঁড়ি,
আমাদেরই বুকের পাঁজর
গড়ে নি তার ওঠার সীঁড়ি ?

দেনার কড়ি ভূতে যোগায়,
সে মানে না সুকাল অকাল,
উশুলের ঘর শাদা, হুজুর,
সে যে বড়মানষী কপাল !

আমাদের কি, বারো মুনিব—
পাইক, কার্কুন, মোসাহেব,
তাদের জেব্ না ভরে যদি
বেরোয় মোদের যত আয়েব্ !

তুমি কর সহরে বাস,
আসে টাকা, ফুর্ত্তি কেনো,
রোগে তাপে পল্লী উজাড়,
সেটা ভাড়ার বাসা যেন !

মার’, ধর’, জুলুম কর,
সাতপুরুষে মুনিব তবু,
চাঁদা মাথট্ যখন যা চাও
দিতে হয় নি কসুর, প্রভু !

বার ভূতের যোগান দিই নি,
তাদের চক্রে পড়্‌লাম গিয়ে,
বিদ্রোহী নাম রট্‌ল আমার,
হুলস্থূল আমায় নিয়ে !

কালে ভদ্রে তোমার দেখা,
ভুলে যাচ্ছ চেনা লোক,
মরা-কান্না কাঁদ্‌লাম পড়ে’
মাছের মা’র কি পুত্রশোক ?

দাওয়ান্‌জি কি বল্‌লেন কাণে,
পা ছাড়িয়ে হাঁক্‌লে—‘তফাৎ !
হাভাতে !—তার বদিয়াতী,
দেশে পাত্‌তে হবে না পাত !

ভিটেয় ঘুঘু চড়াব তোর,
আমি জমিদারের বাচ্ছা।”

মোসাহেব পোঁ ধর্‌লেন সুরে—
'মজাটী চাঁদ দেখ্‌বে আচ্ছা !'

জেলে দিলে, জোত-জমি সব
কিনে নিলে করে' নীলাম,
খালি বাড়ী,—ইজ্জত নিল
তোমার লেঠেল নিধিরাম।

সসত্ত্বা মোর ঘরের নারী,
বা'র কর্‌লে তার পেটের ছেলে,
লাথি খেয়ে মরে সতী,
তখন আমি পচ্‌ছি জেলে।

বেঁচে থাক, সুখে থাক,
সাতপুর্‌ষে মুনিব আমার,
যাচ্ছি আমি খাস্‌ দরবারে,
সেথায় যদি থাকে বিচার !

দায়ী কে ?

আমি একটি দাগী জোচ্চোর,
একের নম্বর ফেরেব্‌বাজ,
এ জন্য কে দায়ী জান ?—
তোমার সমাজ মহারাজ !

পরের দুঃখে ঝর্‌লে আঁখি,
লোকে বল্‌ত—কাব্যি-রোগ,
পরের বেগার খেটে সুখী,
ঠাট্টা চল্‌ত—কর্ম্ম-ভোগ।

অচিকিৎসায় পড়শী মরে,
বাবুদের গোঁফ তেমনই চোখা,
তাসের আড্ডায় আমার শ্রাদ্ধ,
হতভাগা, হদ্দ বোকা !

ার বিপদ, কার অভাব, ক্লেশ,
খুঁজে খুঁজে আমি সারা,
বল্‌ত সবাই—এ সব রেখে
পয়সা আন্‌ না লক্ষ্মীছাড়া !

মধুর খোঁজ যে পায়, সে কি
গণে মধুকরের হুল,
তখন ত জানি না আমার
মূলেই হয়েছিল ভুল!

বিনা সুদে খতে দাদন;
ছি ছি হব কুসীদজীবী?
ভাব্‌তাম, সমাজ কর্‌ছি উঁচু,
জানি না, এ উইয়ের ঢিবি!

ফুরিয়ে গেল পুঁজিপাটা,
বন্‌লাম সত্যি হতভাগা,
ভালমান্‌ষীতে পেট ভরে না,
চায় দুনিয়া চাঁদির চাকা!

খসে' পড়্‌ছে চালের ছোন্‌,
পাওনা চাইলে গালি খাই,
যাদের জামিন হ'য়ে ঋণী,
বলে—পাগলা গারদ নাই?

ভাব্‌লাম, গলায় ফাঁসী দিয়ে
সংসারের চোখ ভরাই জলে,

নরক, নরক, আস্ত নরক !
সমাজ নামে ঠকিয়ে চলে।

বুঝ্‌লাম—যারা নিরেট পাষাণ,
জীবন-যুদ্ধে তারাই টেঁকে,
ননীর পুতুল পড়েন গলে'
শিখ্‌লেম্ সেটা ঠকে' ঠেকে!

শিশুর মত ধব্‌ধবে মন,
কোথাও একটু ছিল না দাগ,
লোকের কাছে দাগা পেয়ে
ছুনিয়ার ওপর হ'ল রাগ!

দাগার শোধ দাগাবাজী,
এ যুগের এই নীতি খাঁটি,
পাওনাদারের ফাঁকি দিয়ে
দিলাম চম্পট পরিপাটী!

মুচ্‌ছ আঁখি!—দ্বিপদ তুমি,
আস নি বন পাহাড় থেকে,
তফাৎ, তফাৎ, ঠকি না আর,
ঠকামোতে গেছি পেকে!

রুটী সমস্যা।

ধনী, কোথায় দাঁড়ায় গরীব,
ক্ষুদেও যদি ভাগ বসাবে,
দুধের হাটে আমরা তফাৎ,
পথের কাঙ্গাল কোথায় যাবে ?

দেউলেরই খাইয়ে বাড়ে,
মা-ষষ্ঠী দেন একটী পাল,
এত মুখের গ্রাস যোগা'তে,
মাটীর বুক আজ রক্তে লাল !

আগের খরচায় চলে না আর,
আয়ের পথে হাজার বাধা,
একই জমি তিনবার চষে'
ফসল কিন্তু ফল্‌ছে আধা।

নূতন জমি গজায় না ত,
আস্ত ভেঙ্গে টুক্‌রো করা,
তবে ম্যালেরিয়ার কৃপায়
উদর সবার আছে ভরা !

খয়রাতী সব ডাক্তারখানায়
ডাক্তারবাবু দয়াল ভারী,
তেল-কুচকুচে দেহটি যার
সত্যি অসুখ কেবল তাঁরই!

'ফিরি-ইস্কুল', মাষ্টার বাবু,
ঘুমের চোখে দেবেন খোঁটা,
বিনি পয়সায় কি চাও হে আর?
বিদ্যে অমনি গাছের গোটা!

ডসনের বুট—ছেলের আঁখুট,
চৌবে বলেন, 'লেড়কা আচ্ছা,
আটগুণ সুদে টাকা সাধেন,
কথায় কাজে বেজায় সাঁচ্চা!

গোচারণ মাঠ—আজ তাও আবাদ,
গরুর খোরাক মানুষে মারে,
অতিথ্ দেখ্‌লে করি তাড়া,
সমাজ গেছে ছারেখারে!

লিখ্‌লে পড়্‌লে তোমরা চটো—
জাত ব্যবসা ছাড়্‌ছে ব্যাটা!—

যুক্তি শুন্‌লে চটে' লাল—
হাভাতেরা হচ্ছে জ্যাঠা!

'ধন্যি চাষা' কাজের বেলা,
মনে ঘৃণা 'ইতর' বলে',
সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে
আর কত কাল ভবী ভোলে!

বিচার।

দুই দুইবার জেলের ফের্‌তা
কাজলগাঁর কাদের জোলা
তিনটি উপোস দিয়ে শেষটা
মার্‌ল মদন মুদীর গোলা।

পুলিশ দুজন নিচ্ছে ধরে',
হেসে সে বেশ নাড়্‌ছে দাড়ী,
যাচ্ছেন যেন নূতন জামাই
জুড়ী চেপে শ্বশুরবাড়ী।

হাজতে আধমরা কাদের
আদালতে এল যবে,
'জেলের হুকুম হোক্‌ না হুজুর'
জেদ্‌ কচ্ছে সে,—অবাক্‌ সবে

লোকটা দাগী অপরাধী
দায়রার জজ জানেন বেশ,
কিন্তু তাহার চোখে মুখে
নাই কলুষের চিহ্ন লেশ!

দেখ্‌ছেন হাকিম অপরাধীর
ডাগর চোখ, উজ্জ্বল ভাল,
নাই সেথা ছাপ 'অপরাধী'
বল্‌লেন, রায়টা দেবো কাল।

হাকিম পরদিন ডেকে তারে
বল্‌লেন কণ্ঠে স্নেহ ভরে',
'এ প্রবৃত্তি কেন তোমার,
বল্‌বে কাদের সত্য করে?'

কাদের বল্লে—ব্যবসা আমার
মাটী হ'ল পড়ে' বিলেত,
মহাজন শেষ কর্‌লে নীলাম
ছাগল গরু জমি জিরেত।

মনে আছে সে সব কথা—
প্রথম যখন কুকাজ করি,
ঘরে মড়া, ঘুর্‌লাম ঘর ঘর,
জুট্‌ল না মা'র গোরের কড়ি!

মর্‌লাম কেঁদে, এক ফোঁটা জল
কেঁউ ফেল্‌ল না আমার তরে

কেউ বলে 'যা, চরগে মাঠে',
কেউ বলে 'সিঁদ দে না ঘরে!'

সিঁদ? ছি ছি! সাম্‌না সাম্‌নি
লোকের মাথায় দেবো বাড়ি!
সমাজ আমায় দিল দাগা,
তার সাথে আজ জন্মের আড়ি।

এ গাঁয় সে গাঁয় দিন দুপুরে
কর্‌তে লাগলাম রাহাজানি,
ধরা প'লাম, জেলে গেলাম,
পেকে উঠ্‌লাম ঘুরিয়ে ঘানি।

কয়েদ থেকে ছুটি পেয়ে
গেলাম মায়ের গোরের কাছে,
বল্লাম 'ছেলের মাটি পাও নি—
এর শোধ মা বাকি আছে।'

বাস্তু উজাড়, গেরস্তি সাফ্‌,
পাই না দেশে কোথাও সুখ,
জেলই আমার আরাম-খানা,
ঘানিই আমার স্বর্গ সুখ।

হাকিম শুনে অনেকক্ষণ
হাত বুলাতে লাগ্‌লেন টাকে,
বল্‌লেন 'কাদের, বল তোমার
চাকরির ইচ্ছা যদি থাকে।'

কেঁদে ফেল্লে কাদের, বল্লে—
'দাগীর চাকরী কোথায় জুটে!'
হাকিম বল্‌লেন 'আমার ঘরে।'
কাদের পড়্‌ল পায়ে লুটে'।

ঘরে আগুন !

হো হো হো হো, চল প্রিয়ে,
ঘরে আগুন দিয়ে পালাই,
সে আগুনে পুড়্‌বে দেশ
স্ফূর্ত্তি করে' দেখ্‌বো তাই ।

বাস্তুভিটে বাঁধা দিয়ে
কসাইর ছেলে কল্লে জামাই,
খালাস্‌ খালাস্‌ এবার খালাস্‌,
মেয়ে হ'য়ে গেছে জবাই !

ওগো শোন, শাঁখ বাজাও ত,
জল্‌ছে চিতা ধূ ধূ ওই,
প্রাণ ভরে' আজ উলু দাও না,
কাঁদ্‌ছ কেন স্নেহময়ী ?

কোথায় স্নেহ গেছে উড়ে
ওই শ্মশানের ধোঁয়া হ'য়ে,
জানোয়ারের দলে চল
পালাই কাচ্চা বাচ্চা ল'য়ে !

সমাজ-নাড়ীর রসটা পিয়ে
ফুল্‌ছেন গোম্‌ড়া চোম্‌ড়া ও'রা,
বল্‌ছেন, 'আমরাই দেশের' মাথা,
চুলোয় যা না দুঃখী তোরা!'

ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্য গেছে,
মাথা বিক্রী ঋণের দায়ে,
একটি 'তত্ত্ব' হয়.নি বলে'
মাথা খুঁড়্‌লাম বেয়াইর পায়ে!

পণে গেছে যথাসর্ব্ব,
'তত্ত্বে' রক্ত উঠ্‌ল মুখে,
তবু মেয়ে চিতায় পোড়ে,
বাজ পড়ে না দেশের বুকে?

হো' হো হো হো, চল প্রিয়ে,
ঘরে আগুন দিয়ে পালাই,
সে আগুনে পুড়্‌বে দেশ,
স্ফূর্ত্তি করে' দেখ্‌ব তাই!

হার-জিৎ

ইদের দিনে গরু জবাই,
হিন্দু বল্‌ছে 'খবরদার !'
মুসলমান বল্‌ছে, 'হিন্দু,
কোরবাণী এ,—হুঁসিয়ার !'

এমন সময় মোল্লা একটি
তপ্‌সী হাতে এলেন তথা,
বল্‌ছেন, 'যারা মুসলমান,
শুন্‌বে তারা আমার কথা !

কোরাণ যাদের অস্থিমজ্জা
ইমান্ যাদের ধর্ম্মের জান্,
ইস্‌লামের ভাব বুঝ্‌বে তারা,
বুঝ্‌বে ভা'য়ের দরদ টান !

হোক্ হিন্দুদের আচার যুদা,
দু'দলের এক জন্ম-মাটি,
একটি ক্ষেতের ফসল কেটে
সমাজ বাঁধ্‌ল দুইটি আঁটি।'

কোরবাণীর দল সর্‌ছে দেখে'
উঠ্‌লো হিন্দুর জয়গান,
অন্তরীক্ষে লিখ্‌লেন একজন—
'লড়াই জিত্‌লো মুসলমান!

দামোদরের বন্যা।

জীবনে ভাই ভুল্‌ব না সেই দামোদরের বন্যা,
ভর্‌লাম কেটে পাঁজর, জল-যক্ষিনীর উদর,
তিন্‌ তিন্‌টে তাজা ছেলে, পরীর বাড়া কন্যা!

স্ত্রী'টি তখন টাটকা শোকে পড়ে' মৃততুল্য,
আমার আসে পালাজ্বর, ভেসে গেছে কুঁড়ে ঘর,
সেই দিন প্রথম বুঝ্‌লেম রে ভাই গাছের তলার মূল্য।

শেয়াল কুকুর আসে ছুটে মড়ার পচা গন্ধে,
তারাও পলায় আমায় দেখে, বানও পথে গেছে ঠেকে,
কাণে তালা ঢুক্‌ছে মড়ার গন্ধ নাসারন্ধ্রে।

একটি হপ্তা পেটে যায় নি একটি দানা অন্ন,
শীতে লাগ্‌ছে দন্তে দন্ত, আমরা এমনি ভাগ্যবন্ত
সূর্য্যদেবের দিনের মশাল বন্ধ মোদের জন্য।

গোঁ গোঁ করে' ধুক্‌ছে জ্বরে পাশেই গৃহলক্ষ্মী,
বল্‌লাম,—মর্‌ না সর্ব্বনাশী, শূন্যে ও কি বিকট হাসি!
মনের বিকার? না, ভেঙ্গাল নিশাচর সব পক্ষী!

হঠাৎ একদল এল, যেন মুক্তিফৌজের সৈন্য !
কোথাকার এই চাঁদের দল, কাঁপ্‌ছে ঠোঁট চোখ ছল্‌ ছল্‌ ।
বল্‌লাম—'কলির দেবতা, ধন্য, তোমরা ধন্য !'

বল্‌লে তারা, 'একটু মুখে দিন্‌, এনেছি খাদ্য।'
বল্‌লাম—'খেয়ে তিনটি মাণিক, বেঁচে এই ত অধিক ;
স্ত্রী-হত্যা হয়, বাঁচাও ওকে, থাকে যদি আছি সাধ্য !'

মা বলে' সব উঠ্‌ল ডেকে হ'য়ে শশব্যস্ত,
শবের গায়ে দিল কাঁটা, বল্‌লাম—ওঁয়ার সেবা খাটা
ভগবান আজ জলের হাতে কর্‌লেন বুদ্ধি ন্যস্ত !

মরণ ত হ'ল না থু'য়ে পুত্র, স্ত্রী ও কন্যা,
অনেক দিন গেছে কেটে, হা হা ওঠে বুকটা ফেটে,
জীবনে ভাই ভুল্‌ব না সেই দামোদরের বন্যা !

বিদুরের ক্ষুদ

কলুটোলার রাস্তা দিয়ে একদা এক অপরাহ্ণে
আস্‌তেছিলাম যবে একা বাড়ী,
একটী জায়গায় রাস্তাজোড়া গাড়ী ঘোড়ার ভিড়ে
আট্‌কে রইল খানিক আমার গাড়ী।

ছিন্ন ক্লিন্ন বস্ত্র-পরা ভিখারী এক অন্ধ এসে
'জয় হোক্ গো!' দাঁড়াল এই বলি',
আমি বল্লেম, 'হাত পাত ত, দিব তোমায় কিছু,'
—পকেট হ'তে বাহির কল্লেম থলি।

গর্ব্বভরে বল্লে অন্ধ, 'পণ করেছি, আজকে আমি
কারও কাছে ভিক্ষা নাহি নিব,
আমার ক্ষুদ্র পুঁজিটুকু এনেছি এই সাথে করে',
তাহাই ধরে' কুষ্ঠাশ্রমে দিব।

যেতে হবে কোন্ পথে মোর, সেইটী মাত্র বলে' দাও,
দীনের আজকে ধার শুধিবার পালা,'
বল্লেম, 'পথের কাঙ্গাল, ওই কষ্টের পুঁজি দিয়া
ঘুচ্‌বে না ত এক রোগীরও জ্বালা!'

সে কহিল, 'হীন বাছে কি দয়ার ঠাকুর আমার,
  বেশী স্নেহ অক্ষমটারই 'পরে,
  তাই ত ধনীর রাজ-ভোজ রুচে না শ্রীমুখে
  ছুটে আসেন বিদুরের ক্ষুদ তরে।'

শুনে' অশ্রু এল চোখে, বল্লেম, 'ধন্য দীনবন্ধু,
  দেখালে কি লীলা আমায় ডাকি,
ফুটালে আজ, জুড়ালে আজ, ভুলালে কোন্ রূপে
  এক সঙ্গে দুই জন্মান্ধের আঁখি!'

বল্লেম তারে গাঢ়কণ্ঠে, 'ভাই, তোমারে পথ দেখাব,
  এস সাথে, গাড়ীতে মোর চড়,
জানলেম আজ, মানলেম আজ,—কোটি ভক্তের চেয়ে
  ভক্তশ্রেষ্ঠ, তোমার পূজাই বড়।'

মেয়েতে মা-রূপ

খোলা-ছাদে ধূলা মেখে
  তিন ভাই-বোন খেলে,
খোরে সাথে হরিণশিশু,—
  খুকির পোষা-ছেলে ।

টবের গাছে ফুটে আছে
  ফুলের হাসিটুক্,
তারিই পাশে ফুটে থাকে
  তিনটী হাসিমুখ ।

মুগ্ধ চোখে স্তব্ধ হ'য়ে
  দেখি চারটী বেলা,
মন-উড়ানো প্রাণ-জুড়ানো
  চারটী প্রাণের খেলা ।

হেলান দিয়ে আরাম-চৌকি,
  আমি মুগ্ধ কবি
সোণার দৃশ্য দেখে দেখে
  আঁকি সোণার ছবি !

একদিন মোরা ঘুর্‌ছি ছাদে
খুকীর সাথে ভোরে,
চাকর খুকুর বেড়াল ছানা
আন্‌ছে টুটী ধরে' !

পাছে পাছে কেঁদে কেঁদে
মিনি আস্‌ছে ছুটে,
দেখে' খুকুর চোখ দুটিতে
যুগল মুক্তা ফুটে।

বলে, 'মা'র বুক খালি করে'
কেন কাড়্‌লি ছা'কে,'
বলে'ই খুকী ছা'কে নিয়ে
বুঝিয়ে দিলে মাকে!

ওগো স্নেহ-দেবি, তোমায়
মা বলেই ত জানি,
দেখা দিলে মেয়ের রূপে
আজকে অভিমানী।

মুখ ফুটে আজ বল্‌লে,—'মানুষ
পশু পাখীর ভাই,
একটি যৌথ-পরিবার,
মায়ের বাছা সবাই!'

মা-পাগ্‌লা ছেলে

তারা নামে গান বেঁধেছি,
তিন বছরের ছেলে
সারাদিন তাই গেয়ে বেড়ায়
সারাটী প্রাণ ঢেলে।

মুখের এম্‌নি ভঙ্গি করে,
এম্‌নি ছাঁদেই গায়,
মনে হয়, ওই গানের মাঝে
ও যেন কি পায়!

যেন সে কোন্‌ মায়ের ছবি
মায়ার স্বপন প্রায়.
ঐ একরত্তি প্রাণে খুসির
ঢেউ খেলিয়ে যায়!

সে খেয়ালীর ঝোঁকের মধ্যে
এইটী এবে প্রবল,
আমার খেলায়-মাতাল ছেলে
মায়ের-নামে পাগল!

পুত্রের মা, পিতার মা,
কে তুই রে এক সঙ্গে
বাপ-ছেলেকে হাসাস্, কাঁদাস্,
ভাষাস্ কি তরঙ্গে !

দুধের বাছা আমার ক্ষুদে !
হা জননী মোর,
তারও কাছে রাখ আশা,
এতই তৃষা তোর ?

অবুঝের এ মাতৃপূজা,
তাহাই যদি চাস্,
শ্যামা মায়ের রাঙ্গা পায়ের
হোক্ সে ছোট্ট দাস !

গুরুজী কা ফতে !

কহিছে বান্দা মুক্ত কৃপাণ করে—
পিপীলিকা সম মোগলবাহিনী নড়ে,
প্রাণ ল'য়ে তাই পালাবে কি সবে ডরে !
সহসা সহস্র অশনি গড়া'ল মথি যেন দশদিক,
'গুরুজী কা ফতে, গুরুজী কা ফতে' ডাকিয়া উঠিল শিখ !

গরজে বান্দা,—দুই মুষ্টিমেয় মোরা,
ফিরিব না কেউ ফিরিতে পাবে না ওরা,
সারা পাঞ্জাবে আয় শেষে নিশি ঘোরা !
সহসা সহস্র অশনি গড়া'ল মথি যেন দশদিক,
'গুরুজী কা ফতে, গুরুজী কা ফতে' ডাকিয়া উঠিল শিখ ।

কহিছে বান্দা,—এক ঈশ্বর জানি,
দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর বাণী—
স্তাবকের চাটু দাও তার মর্ম্ম হানি !
সহসা সহস্র অশনি গড়া'ল মথি যেন দশদিক,
'গুরুজী কা ফতে, গুরুজী কা ফতে' ডাকিয়া উঠিল শিখ

গরজে বান্দা,—খাল্‌সা না তোরা সব ?
ধন জন বলে দেবতার পরাভব ?

তোরা কি পাষাণ ? তোরা কি শ্মশান শব ?
সহসা সহস্র অশনি গড়া'ল মথি যেন দশদিক,
'গুরুজী কা ফতে, গুরুজী কা ফতে' ডাকিয়া উঠিল শিখ

আপন বচনে আপনি বান্দা মাতে,
লাফায়ে পড়িল অরি মাঝে অসি হাতে,
ক্ষুদ্র সেনাদল ঝাঁপায়ে পড়িল সাথে,
অগণ্য অরি ঘিরিয়া ফেলিল তাহাদের চারিদিক,
'গুরুজী কা ফতে, গুরুজী কা ফতে' ডাকিছে যুঝিছে শিখ।

সাগরের বুকে অধীর তরঙ্গ প্রায়
খালসার দল মিলাইয়া গেল হায়,
কোথা মিলাইল কোন্ মহিমার গায় !
একবার শুধু,—শেষবার গেল কাঁপাইয়া দশদিক,
'গুরুজী কা ফতে, গুরুজী কা ফতে' মরিয়া বাঁচিল শিখ

মায়ের মা'র প্রণামী

চাক্‌রী করে' ছেলে এল,
হাজার টাকা সাথে,
মায়ের পায়ের ধূলা ল'য়ে
নোটটী দিল হাতে।

মা বল্লেন, 'বাছা, তুমি
চিরজীবী হও,
কিন্তু তোমার মা'র প্রণামী
এবার ফিরে লও।

আমার চেয়েও আছেন বড়,
তাঁহারে লও চিনি,—
তোমার মাতা, আমার মাতা,
দশের মাতা তিনি!

তাঁহার গোলা দেশ-বিদেশে,
তাঁর মিলে না ভাত,
সে ধনধান্যে সবাই ধন্য,
তাঁরই শূন্য হাত!

অতি বন্যায় দেশ যে গেছে
বাঁচাও তারে গিয়া,
মায়ের মা'র সেই প্রণামী দাও
হাজার টাকা দিয়া।'

সাবাস্ স্ত্রী !

দীন-দুঃখী কেরাণী এক
চাকরীটুকু ছাড়ি
মলিনমুখে দোষীর মত
এল ফিরে বাড়ী।
অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে,
বৃহৎ পরিবার,
এবার সবার ভাগ্যে শুধু
নিরেট অনাহার !
প্রিয়া শুনে' বল্লে তারে,
'এমন কি আঘাতে
চাকরী ছেড়ে খালাস হ'লে
গোষ্ঠী মেরে ভাতে ?'
কেরাণী কয়, 'হৌসের মালিক
বেয়ারার কাণ ধরি'
বল্লেন, ছোট লোককে শিক্ষা
দিতে হয় এই করি' !'
বল্লে তখন কেরাণীর স্ত্রী,
'আজকে ধন্য হলেম,
বহু পুণ্যে তোমার মত
স্বামী পেয়েছিলেম !'

চাষার কলিজা

মোদের গাঁয়ের একটা নিরেট চাষা,
দেখা হ'ল সেদিন তাহার সাথে,
বল্লে আমায়, 'ও বুঝি মলিদা,
শীতকাপড় যা দেখ্‌ছি মশাইর হাতে ?'

আমি বল্লেম, 'ঠিক ঠাউরেছ বটে,
কিন্‌তে হ'ল কিন্তু বেশী দিয়া,
শীত ত হাজির, তোমার গায়ে এবার,
কাপড় কেন দেখ্‌ছি না হে, মিঞা ?'

চাষা বল্‌লে, 'ভিখারী এক এসে
আর্দ্র চোখে দেখ্‌ছিল শীত-কাপড়,
যেমনই তার গায়ে তুলে দিলেম,
মনটা জুড়ে এল খুসির ঝড়।

তিনটি সেলাম রেখে ভূমির 'পরে
বল্‌লাম, 'সোণা মাটি, দোয়া কর্‌,
নাই বা জুট্‌ল শীতুরী এই শীতে
তোর রাজ্যে ত রয়েছে কাঠ খড় !'

ছোট মুখে বড় কথা।

বাগান যাত্রী একটি সৌখিন বাবু
বল্লেন, 'ভাড়া যাবি, গাড়োয়ান?'
সে কহিল, 'যাব, কিন্তু আগে
মদের বোতল করুন খান্ খান্!'

ছোট মুখে বড় কথা! বল্লেন বাবু রেগে,
'ভাড়া যা চাস্, চল্, পাবি তা-ই।'
সে কহিল, 'হাজার টাকা দিলেও
তোমার জায়গা এ গাড়ীতে নাই!'

চলন্ত সে গাড়ীর পানে পথিক
চেয়ে রইলেন ক্ষণেক অচপল,
কখন খসে' পড়্‌লো হাতের বোতল,
উথ্‌লে উঠ্‌লো কখন চোখে জল!

যুদ্ধ-যাত্রা

জাপের আরও সৈন্য চাই,
জঙ্গী রুষের সঙ্গে যুদ্ধ !—
প্রচার হ'তেই, মানের লাগি
মরতে ক্ষেপ্‌লো দেশটি শুদ্ধ।

শয্যাগত জাপানী এক
ঘৃণা-লজ্জায় রইল মরে'—
রণের শিঙ্গা ডাক্‌ল সবকে
আমায় গেল হেলা করে' !

একদিন উঠে দাঁড়া'ল সে
ঠেলে ফেলে রোগের তাড়া,
একটু আগে চলে'ই, প'লো,
আর দিল না কিন্তু সাড়া।

শেষ-নিঃশ্বাসের সাথে ফুট্‌লো
শেষ-কথাটি অকারণে,
"এবার চল্লেম রণে আমি,
এবার চল্লেম রণে !"

প্রতাপের বিদায়।

যশোর! সোণার যশোর!
তোমার চরণ স্মরণ করে
অধম পুত্র তোর।
আশা ছিল, তোমায়, রাণী, সিংহাসন দিব আনি,
পূর্‌লো না সাধ, হে কল্যাণী,
ভাঙ্গলো স্বপন-ঘোর!
সোণার স্বদেশ, বিদায় এখন,
ছাড়্‌বো তোমার ক্রোড়!
যশোর! আমার যশোর!

মোগল! চতুর মোগল!
বঙ্গের বাঘ বন্দী করেছ,
হে খল, পাতিয়া কল!
এবে মনে মনে করেছ ফন্দি, হবে পোষমানা নূতন বন্দী,
বাঁধন পরায়ে করিবে সন্ধি,
এতই জয়ের বল?
এই ত ঢের, যে নারিলাম দিতে
সমুচিত প্রতিফল!
মোগল! চতুর মোগল!

ঈশানী ! হায়, মা ঈশানী !
খুঁজিলাম বৃথা পূজিলাম তোরে,
আর ত তোরে না মানি !
অপরাধ, শ্যামা, যদিই মোর, কেন এ শিরে প'ল না তোর
ন্যায়ের করাল দণ্ড ঘোর ?
নিতাম তা স্নেহ জানি' !
ডুবাইলি দেশ, মজাইলি জাতি,
কোন্ দোষে, হা পাষাণী ?
ঈশানী ! করালী ঈশানী !

মূষিক ! ঘরের মূষিক !
পরেরে সঁপিয়া আপনার দেশ
কলঙ্কে ভরিলি দিক্ !
দেশরাজার ভক্ত ভৃত্য, রাজদ্রোহী জানিয়া নিত্য
একদা তোদের প্রায়শ্চিত্ত
করিবে জানিস্ ঠিক !
সব অবমানে সকলের আগে
দিবে তারা কুলে ধিক্ !
মূষিক ! ঘরের মূষিক

বিদায় ! স্বদেশ বিদায় !
দিল্লীর পথে, আশীর্ব্বাদ কর,—

যেন এ জীবন যায় !
বন্দী প্রতাপ মরণে ফুল্ল, ভেটিবে শত্রু বিজয়ীতুল্য,
বিকাইবে তাই আয়ু অমূল্য
পথের ধূলির প্রায় !
কোটি প্রাণে ফিরে আসি যেন !—এবে
বেঁচে কে মরিতে চায় ?
বিদায় ! স্বদেশ বিদায় !

শ্যামাসাধন

'পূজা আন্‌লেম, পূজা আন্‌লেম,
হে পূজারী, দুয়ার খোল',
—বল্লেন একটী ভক্ত এসে,—
'মায়ের পূজার সময় হ'ল !'

দেউলে তখন কচি কিরণ
এমন ভাবেই পড়েছে,
যেন উঁচু চূড়াটী তার
কাঁচা সোণায় গড়েছে !

নিকটে নীল তমালবনে
ভোর গাহিছে ভোরের পাখী,
উঠান-ভরা যূথির রাশি
মেল্‌ছে অলস অবশ আঁখি।

দুয়ার খুলে' বাহির হলেন
দেবীমঠের সাধু সেবক,
গৈরিক আর রুদ্রাক্ষ পরা,
সৌম্যমূর্ত্তি নবযুবক।

স্নিগ্ধ গৌর পুষ্ট দেহ
   প্রাতঃস্নানের দীপ্তিমাখা,
প্রতিভালোক খেলে চোখে,
   মুখে প্রসন্নতা আঁকা!

গভীর মধুর স্বরে তিনি
   কহিলেন সেই অভ্যাগতে,
'পুরাণপন্থী, যাত্রা এবার
   নূতন পথে, নূতন মতে।

ফিরে নে যাও পূজা, ভক্ত,
   শ্যামাসাধন, শক্ত বুঝা,
মৃণ্ময়ীরে পূজা দিলে,
   চিন্ময়ী পান তবে পূজা!'

বাঙ্গালীর অন্তঃপুর

গরিব-ঘরের একটি বধূ
বল্লে স্বামী দেশে এলে,
'পাঠালে যে দুশো টাকা
দিয়েছি তা জলে ফেলে।'

স্বামী বল্লেন 'ক্ষেপ্‌লে নাকি ?
দুটো টাকা জমান কষ্ট,
দুশো টাকা একটি দমে
ক'রে' ফেল্লে অম্‌নি নষ্ট !'

স্ত্রী কহিল, 'চারুর ভিটে
নিলেম ক'চ্ছে পাওনাদার,
দুশো টাকা দিয়ে রাখ্‌লাম
দেশে একটি পরিবার।'

স্বামী বল্লেন, 'টি'ঁকে আছি
আছ বলে' পুণ্যময়ী,
তোমরা কচ্ছ ভাঁড়ার ভর্ত্তি
আমরা গাধার বোঝা বই !'

বাহবা মা !

জাপানী যুবক ভগ্ন হৃদয়ে
মাতার নিকট জানা'ল দুখে,
'সরকার মোরে করিলা নিরাশ
রণ-ক্ষেত্রের মরণ-সুখে !'
মাতা কহিলেন, 'কোন অপরাধে
কঠোর আদেশ তোমার প্রতি ?'
'একা ফেলে মাকে যাইতে নিষেধ।'
পুত্র কহিল বিষাদে অতি।
শুনিয়া জননী কহিলেন হাসি,
'করিতে হবে না ভাবনা, ও রে,
যেরূপেই পারি, পাঠাব ত্বরায়
যশের সভায়, পুত্র তোরে।'
পুত্র কহিল, 'মিছে সাধা-কাঁদা,
হবে না উপায়, হবে না আর।'
মাতা কহিলেন, 'বিবেক যা চায়
ফিরায় সে দান সাধ্য কার ?'
পরদিন ছেলে মা'র মৃতদেহ
দেখিল, বিরাজে দেবতাবৎ !—
দিলেন মা করে' অক্ষম পুত্রে
কর্ত্তব্য-ঋণ শোধের পথ !

দুই ভাই !

মণি হেরে' গেল বিলেত-আপীল,
ডিক্রি পাইল ফণী,
এক ভাই হবে পথের কাঙ্গাল,
এক ভাই হবে ধনী ।

দু'বছর গেছে, দুই ভা'য়ে আর
মুখ-দেখাদেখি নাই,
পরের অধিক হয়েছে এখন
মায়ের পেটের ভাই !

সেদিন সহসা কি ভাবিয়া ফণী
আসিল মণির কাছে,
তখন ভোরের ফুলের গন্ধ
ফুটিতেছে গাছে গাছে ।

ফণী কহে, 'ভাই, দেখিনু শিয়রে
মৃন্ময়ী শ্যামা বসি
চিন্ময়ীর মত ভীমা—ধক্ ধক্,
চোখে জ্বালা, করে অসি !

কহিলা,—দু'ভায়ে মিলে না যখন,
দশের মিলন ফাঁকি,
আপনারে ল'য়ে এমন মাতিলে,
সুধায় কে পরে ডাকি ?

গেলেন মিলায়ে জননী, শিহরি
দেখিনু নয়ন মেলি—
ভোরের কিরণ ডাকিছে তখন
দুয়ার নীরবে ঠেলি' !

এসেছি, ভাই রে, জানাইতে এবে,—
অর্দ্ধ-বিষয় তোরে
দিব ফিরাইয়া, গ্রহণ করিস্
যদি তুই দয়া করে' !'

—বহুক্ষণ ধরে' বুকে বুকে দোঁহে
রহিলা বন্দী হ'য়ে,
মায়ের করুণা দুইটী হৃদয়ে
নীরবে চলিল ব'য়ে !

অতুলন সাত শত !

ভয়হারা সাত শত !
রক্ত পতাকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া
দাঁড়া'ল জাপের মত,
অতুলন সাত শত !

ছোট পোত ঘন দোলে !
ঘিরিয়া তাহারে ক্ষিপ্ত সাগর
গরজে অট্ট রোলে !
ছোট পোত তাহে দোলে !

অরাতি ফেলেছে ঘিরে !
রুষীয় বাহিনী বহু বল ল'য়ে
এ আসীয় বাহিনীরে,
সহসা ফেলেছে ঘিরে !

'হে অধীর বীরগণ !'
কহিলা শত্রু-সেনানী, 'করো
আত্ম-সমর্পণ,
হে সাহসী বীরগণ !'

এল উত্তর তার !—
রটিল সাত শ বন্দুকে সেই
অগ্নির সমাচার,
দ্রুত উত্তর তার !

'বেন্‌জাই' ! 'বেনজাই' !
সাতশ পরাণে একটী ছন্দ,
মরণে শঙ্কা নাই।
'বেন্‌জাই' ! 'বেন্‌জাই' !

সাত শত মহাবীরে !
আহত তরণী লইল অতলে
ভয়াল করাল নীরে,
সাত শ আসীর বীরে !

সাত শ দেবতা তরে !
মরণ রচিল অমর সমাধি
নীলের নিবিড় স্তরে,
সাত শ দেবতা তরে !

রহিল রক্তে লেখা !
একটী অতুল আত্ম-নিবেদন
যায় নি যা কোথা দেখা,
সলিলে রহিল লেখা !

কলঙ্কিনী-রাণী ও রাজা-চোর

'আমার চিতোর! আমার চিতোর!
আকবর্ সা কাড়্‌তে এল, হবে এ তার গোর!'
—উদয়সিংহের সেবাদাসী
সেনা চালায় রণে আসি!
বল্‌লে, 'পূজা ফিরাবি মা, পতিত মেয়ের তোর?
মরণে কার নাই অধিকার? চিতোর! আমার চিতোর!'

'আমার চিতোর! আমার চিতোর!
পুণ্য স্তন্যঋণ শোধিবার পালা এবার মোর।'
—বীরনারীর পরাক্রমে
হট্‌লো মোগল ক্রমে ক্রমে,
ভারতরাজের সাধের বাজি হয় বা কেঁদে ভোর!
চিতোর চির বীরধাত্রী, দাসী ত নয় চিতোর!'

'আমার চিতোর! আমার চিতোর!—
জয়ধ্বনি কণ্ঠে কণ্ঠে লাগ্‌লো হ'তে জোর।
বাদশা ধরা পড়ার ভয়ে
দিলেন ভঙ্গ সেনা ল'য়ে,
দিতে গিয়ে নিতে হয় বা গলায় ফাঁসীর ডোর!
শুন্‌লেন, ক্রমে ক্ষীণ, ক্ষীণতর,—'চিতোর! আমার চিতোর

'আমার চিতোর ! আমার চিতোর !'—
বাহবা নারী ! সাবাস্ বড়াই ! আচ্ছা লড়াই ঘোর !
চারণ-কবি তুলে মাথা
গাইলে সেদিন বীরগাথা,
শুন্‌লে তাহা, শিখ্‌লে তাহা বীরের ভূমি চিতোর ;—
উচ্চ কলঙ্কিনী রাণী ! তুচ্ছ রাজা চোর !

সাচ্চা পান্না

পান্না ত নয় শুধু ধাত্রী,
পান্না নারীজাতির রাণী,
মেবারের মুখ উজ্জ্বল করে'
গিয়েছে সে রাজপুতানী !

রাজা যখন হলেন গত,
রাজার পুত্র নেহাৎ বালক,
রাজ্য চালায় বনবীর,
রক্ষক শেষ হ'ল ভক্ষক !

রাজার মরণ-সমাচার
শুন্‌লে পান্না যখন দুখে,
ভাব্‌লে,—এবার খুনীর ছুরী
পড়্‌বে রাজার ছেলের বুকে !

বল্লে চেয়ে ঊর্দ্ধ পানে,
'মেবার, তোমার ভাবী-রাজার
আমার হাতে মানুষ হ'তে
তুমিই দিয়েছিলে ভার !

তোমার কাছে বিশ্বাস তার
প্রাণপণে আজ রাখ্‌বে দাসী,
রাজার রাজ্য দস্যু পাবে,
প্রভুপুত্রের জীবন নাশি ?

বিশ্বস্ত এক লোকের হাতে
সরা'ল সে রাজকুমারে,
খুনীর ছুরী প্রতীক্ষিয়া
রইল জেগে নিজ আগারে।

এল ছুটে ক্ষ্যাপার মত
রাজপুতাধম বনবীর,
বল্লে, 'ধাত্রী, চায় এ অসি
শুধু একটী শিশুর শির !'

পান্নার মনে এল হঠাৎ,—
সিংহশিশুর অন্তর্দ্ধান
জান্‌লে, বিশ্ব খুঁজে ব্যাধ
কর্ব্বে তাহার রক্ত পান !

—দেখিয়ে সুপ্ত আপন পুত্রে,
দেখ্‌লো অবিকৃত মুখে—
শিশুর শোণিতলোভী ছুরী
বিঁধলো তারই শিশুর বুকে !

পান্নার মুখ নির্ব্বিকার,
ফাট্‌ছে বুক বজ্রাঘাতে !
কে, তাঁর শ্যামল মাতৃপাণি
রাখ্‌লেন স্নেহে ধাত্রী-মাথে !

পতিত মেয়ের পূজা।

বিকিয়ে মোহন বেশ আর কালো কেশের রাশি,
কলঙ্কিনী ভাব্‌লে,—হ'ব প্লেগ ওয়ার্ডের দাসী !
সব সম্বল ল'য়ে হাতে
বাহির হ'ল সবার সাথে,
কেউ ফিরা'ল মুখ, কেউ বা হাস্‌লে তারে চিনি,
কা'লের আদরিণী, আজ পথের ভিখারিণী !

দেবতা তারে নিলেন ডেকে, অনাদৃতার শিরে
বরাভয়ের মাতৃ-পাণি রাখ্‌লেন ধীরে ধীরে !
বল্লেন স্নেহে কাণে কাণে,
'তুষ্ট হলেম তোমার দানে,
সতী মেয়ের পাশে তুলে' পতিত মেয়ে তোরে,
রাখ্‌লেম আমার চিরদিনের ভক্ত দাসী করে' !

পণের বদলে শুভ পণ !

পণ নিব দশ হাজার,
এ যে কর কুল-রাজার !
কর্‌বো যেরূপ ঘটা কিছু না এ টাকা ক'টা !
ক্রেতা যেরূপ কড়া, তাতে বেজায় চড়া বাজার !
তাই ত এবার নেব ঠুকে' ঠিক দশটী হাজার !

শুনে' এম-এ পাশ পাত্র
কইল না কথা মাত্র,
মনে মনে আঁট্‌লে পণ, দিবে না নিতে পিতায় পণ,
কৌশলে কিসে মানাবে তাই ভাব্‌লে সে সারা রাত্র,
গরীবের সেই মন-ভুলানো দামী নামী ভাবী-পাত্র !

একদা সহর ছাড়ি
পিতারে সে ল'য়ে বাড়ী
এল বেড়াবার ছলে, কত দিন গেছে চলে!
পল্লীর শোভা বুড়ার হৃদয় একেবারে নিল কাড়ি,
পুত্রেরে ল'য়ে পল্লীর পথে বাহিরিলা গৃহ ছাড়ি।

বিশ বর্ষ আগেকার
সে পল্লী কি আছে আর !
কহিল বুড়ারে আসি বাল্যসাথী এক চাষী,
'হা অন্ন ! হা অন্ন ! ঘরে ঘরে আজ পড়ে'গেছে হাহাকার
রোগে শোকে দহি সোণার পল্লী হ'য়ে গেছে ছারখার।'

তখন তিমির স্তূপে
রবি লুকাইছে চুপে !
বুড়া দেখিলেন মাঠে ভিখারিণী এক হাঁটে,
উঞ্ছবৃত্তি রাজ্ঞীর !—দেখিলা বিষাদে চুপে
উঠিলা কাঁদিয়া, 'হা'য় মা সুফলা, দেখা দিলি এ কি রূপে ?'

কহিলেন বৃদ্ধ ত্বরা,
'নির্ব্বাসিত—দিল ধরা !
একি তার খেলা-ঘর, নাই আজ চালে খড়,
গৃহে ধান নাই, দেহে প্রাণ নাই, বেঁচে আছে ক'টি মরা !
ধিক্ এ ঘটা ! ধিক এ পণ ! ফকীরে ভিখারী করা !'

সোণার ছাই !

ভূষ্ণার সীতারাম্ !
ভুবন ভরিয়া রটিলা একদা
অধম বাঙ্গালী-নাম,
ভূষ্ণার সীতারাম !

—শুনিয়া অরাতিদল
সোণার রাজ্য করিতে ভস্ম
জ্বালিল সমরানল,
নির্ম্মম অরিদল !

ভূষণা দিল রে ঝাঁপ !
দেশ বিদেশের দেখিল সবাই
বিস্ময়ে সে বীরদাপ,
আগুনে দিল রে ঝাঁপ !

নিবিল অগ্নি যবে,
সোণা হ'য়ে গেল আদি ইতিহাস
জয়-দীপ্ত পরাভবে,
ভূষণার সে গৌরবে !

সোণা-ছাই ল'য়ে ঘরে
বাঙ্গালী রাখিল, সে দেবপ্রসাদ
দশের পূজার তরে।
সোণা-ছাই আছে ঘরে !

রাজার রাজ সহায়।

কলেরায় ও গাঁটী উজাড়,
মা ছেলেকে বলে
'যাস্‌নে ও গাঁয়ে কথা রাখ্‌না,
মন যে নাহি চলে!

ঘরে ঘরে তুয়ার বন্ধ
যে যার আপন বাঁচায়—
হঠাৎ এসে ধ'র্‌বে ঠেসে
কে জানে সে কোথায়!'

ছেলে কহে, 'বিবেকের মান
বজায় রাখ্‌তে হ'লে,
আত্মপর না বিচার করে'
টান্‌তে হবে কোলে।

যারা খালি আপন বাঁচায়
তারাই রোগী আতুর,
পরের বোঝা যে নেয় কাঁধে
সেই ত বাহাতুর!

কি ভয় আজ যে তাপীর রাজা
আছেন খাড়া পাছে,
জোর হুকুম তাঁর, সবার 'পরে
আগেই জারী আছে !'

মা কহিলেন, 'বাছা, তোরে
আর করি না বারণ,
দুখীর রাজা দাঁড়িয়ে পাছে
করবেন বিপদ বারণ।'

প্রাণের বাড়া মান।

জরোয়ারে কহে ওয়াজির খাঁ,
‘বালক, নোঁয়াও শির!’
রহে নির্ভীক সে শিখকুমার
তেমনি সোজা, স্থির!

কহিল, ‘আপন ধর্ম্ম আর
সেই ধর্ম্মরাজে জানি,
শুধু মোর মাথা হয় সেথা নত,
আর কারেও নাহি মানি!’

ওয়াজির ডাকে, ‘জল্লাদ, লও
এ বে-আদবের শির’,
হাসিয়া কিশোর কহিল, ‘দম্ভী;
মরণে কি ডরে বীর?

এই প্রাণ গেলে কিছু নাহি হবে,
মান গেলে দেশ যাবে,
আমার জীবনে সারা পাঞ্জাব
নবীন জীবন পাবে!’’

বিড়িওয়ালা

বিড়িওয়ালা দু'শ টাকা নিয়ে
ফেমিন্-ফণ্ডের দ্বারে এসে হাজির,
সবাই বল্লে, 'বাহবা তোর দান,
আদত দেশহিত তুই-ই কল্লি জাহির!'

সে কহিল, 'ধন্য নই গো কভু,
ঘৃণায় মরি আগের কথা স্মরে',
ছিলাম ঝুটা পথের পকেট-কাটা,
খেটে খাই আজ খাঁটি ব্যব্সা করে'!

মায়ের ভাঁড়ার লুটে ছাড়্লে যেদিন,
হাজার দুয়ার খুল্লে হাজার দিকে,
দশের সাথে মায়ের মায়াঘরের
প্রবেশমন্ত্র আমিও নিলেম শিখে।

যাহার অন্নে আজকে ধন্য দাস,
তাঁর তা দিয়ে তাঁরেই দিব প্রবোধ,
এ ত নয় গো দক্ষিণা কি দান,
এ যে গুরু ঋণের ক্ষুদ্র শোধ!'

মরণ না বাঁচন।

তরু সিং প'ল ধরা!
মোগলেরা তারে বাঁধিয়া চলিল
লাহোরের পথে ত্বরা!
তরু সিং প'ল ধরা!

হাজার হাজার শিখ
ধাইল ভক্তে করিতে মুক্ত,
মোগলেরে দিয়ে ধিক্,
হাজার হাজার শিখ!

তরু সিং ডাকি কয়,
'ভাই সব, ফিরে যাও নিজ ঘরে,
মোর লাগি নাহি ভয়।
এ জয় ত নয় জয়।

কি হবে এ প্রাণ গেলে?
একটী পরাণ কে চায় রাখিতে
দশের জীবন ঢেলে!
কি হবে এ প্রাণ গেলে?'

ধন্ত ধ্বনিছে সবে !—
‘হে ত্যাগী, মৃত্যু অমর করিতে
ডাকে তোমা গৌরবে !’
জয় দিয়ে গেল সবে।

বাদ্‌শার কাছে আসি
কহে তরু সিং, ‘মানের বদলে
সন্ধি ভাল না বাসি
প্রাণ চাও, দিব হাসি।’

সরসোক্তি

বুট জোড়াটা বুরুস্ কর্ত্তে
বাবু ডাক্‌লেন চামার,
—সে কহিল, 'সেলাম বাবু,
এ কাজ নয় আমার!'

বাবু ক'ন, 'বেটা মুচি না ত,
শায়েস্তা খাঁ নবাব!'
মুচি কয়, 'কই চাম্‌ড়া ছেড়ে
খাচ্ছি মাংসের কবাব!

ছোট জাতকে চেপে নিংড়ে
রসটা কর্‌তে বাহির
হিন্দুয়ানীর ধুয়া বাবু
সভায় কল্লে জাহির!

ঠুন্‌কো জাত ছুঁলেই ভাঙ্‌বে,
দূর থেকেই বিদায়!
আমরা যে সব খরচ লেখা
কলি যুগের খাতায়!'

সব্ লাল হো যা গা

'সব হ'য়ে যাবে লাল !'
কহে পঞ্জাবকেশরী,—'দেখি,
জটিল ভারত-ভাল,
সব হ'য়ে যাবে লাল !

আমার খাল্‌সা সেনা !
আলসে-বিলাসে এতই মজিবে,
যাবে না তাদের চেনা,
অজেয় খাল্‌সা সেনা !

এমন মহান্ জাতি !
দেখা দিবে তাহে স্বদেশদ্রোহী,
প্রভুবিশ্বাসঘাতী !
লুটাবে এ মহা জাতি।

হে মোর সাধনভূমি !
সাগর-পারের স্নেহের নিষেকে
আবার বাঁচিবে তুমি !
আমার সাধনভূমি !

একদা তামসী রাতে !
পড়িবে ন্যায়ের অমোঘ দণ্ড
পতিত জাতির মাথে,
ভীষণ তামসী রাতে !

শুভ পরিণাম তরে !
আপনি বিধাতা অযোগ্যে ল'য়ে
দিবেন যোগ্য করে,
মহামঙ্গল তরে ।

এই ভেবে সুখে আছি !—
আমি তোর মান রেখেছি, রাখিব,
যতদিন প্রাণে বাঁচি ।
তাই আজ সুখে আছি !'

হলদিঘাটার ইন্ধন

'দীন দীন' ডুবিয়ে উঠ্‌ল 'হর হর' রব,
বাবর বাদ্‌শা অবাক্‌ দেখে' এমন পরাভব,
সংগ্রামসিং মহারাণা, বল্‌ছেন 'আজ রাজপুতনা
হবে রক্ত নদী যে তক না হই সবাই শব,
পিছু হটে মরা, করা জাতির অগৌরব।'

বাবর বলে, 'মন্ত্রী, ক'টি ভুট্টার তরে আজ,
মরুর দেশে এলাম কেন হারা'তে মোর রাজ ?'
হঠাৎ শুনে বিবেক বাণী, নতজানু, মাথাখানি
নুঁইয়ে বলেন, 'যে যেখানে, ব'স ধূলি মাঝ,
প্রাণ ভরে' আজ কর সবাই সর্ব্ব শেষের নেমাজ।'

উঠ্‌ল যখন নেমাজ সেরে কি এক তেজে বলী,
রাজপুতের বিরাট ব্যূহ গেল তাতে টলি' !
রক্তে রাঙ্গা ভাঙ্গাদল পুড়িয়ে দিয়ে গেল মোগল
সেই কালানল পুষে' রাখ্‌ল বুকে আরাবলি,
একদিন তাই উঠ্‌ল হঠাৎ হলদিঘাটে জ্বলি।

হল্‌দিঘাটার ঋণ !

মেবার, আমার মেবার !
হলদিঘাটায় জ্বালিয়ে এলাম শ্মশান-বাতি তোমার !
ভেদি আরাবলীর জঙ্ঘা, বেরিয়ে এলি রক্ত গঙ্গা,
কই তর্‌লো পতিত, কই চিতোরের উদ্ধার,
সারা বিশ্বের সোণার কাঠি জনম মাটী আমার !

যুগের আশা পুড়িয়ে কালের চিতায় আবার,
বসাতে মা তোমায় তক্তে, হোরি খেল্‌লাম বুকের রক্তে
ভিজ্‌লো না ক মরুর বালী ধূলা মাথাই সার ।
সারা বিশ্বের সোণার কাঠি জনম মাটী আমার

বাদশার পক্ষ লক্ষ লক্ষ, আমার তরবার !
মুকুটধারী এ ভিখারী তোমার লাগিই বনচারী
ভাঙ্গা বুকের রাঙ্গা শোণিত ছাড়্‌ছে হুহুঙ্কার !
সারা বিশ্বের সোণার কাঠি জনম মাটী আমার !

মেবার, আমার মেবার !
তোর অমিয়—পোড়া রুটি মাথায় নিলেম আবার
ভগবানের নামের আগে, তোমার নাম মা প্রাণে জাগে,
সে নামে শব উঠ্‌বে বেঁচে ধর্‌বে হাতিয়ার !

মেবার, আমার মেবার !
একের রক্তে জীবন পাবে হাজার ভক্ত তোমার !
উঠ্‌বে সেই শ্মশান থেকে, বত প্রতাপ জয় মা ডেকে,
চুকিয়ে দিয়ে যাবে আজের হল্‌দিঘাটার ধার ।

হলদিঘাটার প্রায়শ্চিত্ত।

'শাদা ঘোড়ার সওয়ার,
হো শাদা ঘোড়ার সওয়ার!'
হেরে হল্‌দিঘাটার রণে, যাচ্ছেন প্রতাপ ভগ্ন মনে
পেছন থেকে কে ডাকে ওই
'শাদা ঘোড়ার সওয়ার?'

দেখ্‌লেন প্রতাপ পিছে আসে, শক্ত রক্ত আঁখি,
অসি-হাতে ছুটিয়ে ঘোড়া 'ফেরো' বল্‌লে ডাকি'।
ফিরিয়ে ঘোড়া বল্লেন প্রতাপ 'এস এস ও ভাই,
ঘুরিয়ে রক্তমাখা কৃপাণ শক্ত বলে 'চাই তব প্রা।
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা তোমার রক্ত চাই।'

বল্লেন প্রতাপ, 'শক্ত করে' ধর শক্ত অসি,
যুদ্ধ নয় মোসাহেবী মোগল-সভায় বসি!'
শক্ত বলে' তুমি সামাল, দিলে যে তাপ আছে মনে,
রাজার ছেলে তোমার তরে পরের দ্বারে ভিক্ষা করে
প্রতাপ বলে 'এই ত সুযোগ, কথা কেন অকারণে?'

শক্ত বলে, 'চল তবে, প্রান্তর দিয়ে পাড়ি
নিজের রাস্তা কর্‌ব, নয় ত পথ দেবো ছাড়ি।'
কিছু দূরে যেতে শক্ত বলে, 'এই দিক দেখ দাদা,'
দেখ্‌ছেন প্রতাপ হ'য়ে নত পথে দুটি মোগল হত
তাজা রক্তে রাঙা উষ্ণীষ শিরে সত্য বাঁধা।

প্রতাপ বল্লেন, 'এর মানে ত হচ্ছে না মোর বোধ,'
শক্ত বলে—'দাদা, এই ত আমার প্রতিশোধ।'

উৎসাহী ও বুদ্ধির ঢেঁকী

বল্লেন একটী বুদ্ধির ঢেঁকী
উৎসাহীরে, 'কেমন চাঁদ,
বাঙ্গলার ধাতে ব্যবসা জমে ?
ভাঙ্গন মানে বালির বাঁধ ?

কল কারখানায় ফোঁস ফোঁসানী
দন্তভাঙ্গা সাপের বড়াই,
ধোঁয়ার আওয়াজ গেছে উড়ে
তাল সাম্‌লাতে কেউ নাই !

পাণ্ডারা সব ঠাণ্ডায় শোন
আমি একটি বহুদর্শক,
এই ত গুণের ওঝা তোমরা
শবকে দিচ্ছ সুরার আরক !'

উৎসাহী কয়, 'দোষ কি তোমার,
মোদের জাতি আত্মঘাতী,
ঘরের সুধায় ন্যাকার আসে,
মিষ্টি পরের ঝাঁটা লাথি !'

সাধন-অঙ্কুর শুকিয়ে এল,—
　　ওটা তোমার মস্ত ভুল !
বা'র ছেড়ে তা ভেতর দিকে
　　মেল্‌ছে ক্রমে গভীর মূল।

হাঁক-ডাক সব জমাট লাগি,
　　জম্‌লে, আর তা যায় কি শোনা ?
যতই আগুন লাগ্‌ছে গায়ে,
　　ততই খাঁটি হচ্ছে সোণা।

অন্ধ, বিপথ ছাড়, চল,
　　দেখ্‌বে মায়ের কর্ম্মশালা,
বাজ্‌ছে ঘন জয় ঘণ্টা,
　　এবার, যাত্রী, তোমার পালা।'

কাটা-হাতের জ্বলুনি

জাহাজে জাহাজে বাধায়ে যুদ্ধ
পাগল তরল নীলের রাশি—
আসীয়ে-রুষীয়ে মাতায়ে চেতায়ে
হাসিতে লাগিল প্রলয়-হাসি !

পড়ি শত্রুর আগ্নেয় গোলা
জাপানী জাহাজে, হইল চূর্ণ,
দ্বিখণ্ড করি ফেলিল একটী
নাবিক-সেনার হস্ত, তূর্ণ।

ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আহত বীর
যুঝিতে লাগিল ক্ষ্যাপার প্রায়,
কহিল পাশের সঙ্গীটি, 'ভাই
ডা'ন হাত তব কোথায় হায় !'

ছিন্ন হাতটী কুড়ায়ে আহত
কহিল, 'এ ক্ষতি গণিত কে বা ?—
কাটা-হাত জ্বলে এই খেদে,—এবে
এক হাতে হবে দশের সেবা !'

এত বলি, সেই ছিন্ন হস্ত
ছুঁড়িয়া ফেলিল অতল-তলে,
‘বেন্‌জাই !’ বলে’ দ্বিগুণ বিক্রমে
ঝাঁপ দিল ঘোর সমরানলে !

খোঁড়া পায়ের দৌড় !

খঞ্জ একটা সাত দিনের পথ হেঁটে
এসেছে চলে' তাহার খোঁড়া-পায়,
পুঁজি ল'য়ে অনাথাশ্রম খুঁজি
দাঁড়ায়ে মোর সদর দরজায় !—

আমি ছিলাম অন্তঃপুরে তখন,
চাকর খবর দিয়ে গেল এসে,
বাইরে যেতেই, সে তার ক্ষুদ্র থলি
বাহির কল্লে,—দেখে' বল্লেম হেসে,

'অনাথ নয়, এটা সনাথ বাড়ী,
কিন্তু আতুর, হবে বল্‌তে মোরে,—
কার কথাতে কষ্টের পুঁজি দিতে
এসেছ আজ এই কষ্টটা করে' !'

সে কহিল একটু মিষ্টি হেসে,
'তীর্থের টান যার প্রাণেই আছে,
পথের কষ্ট গা'য় মাখে তখন,
দেবদর্শনে মনটা যখন নাচে ?'

আমি বল্লেম, 'আমায় কোলে দিয়ে
ধন্য কর্ত্তে হবেই হবে ভাই,
লিখে-পড়ে' পদের বড়াই করি,
খোঁড়া-পায়ের বলও ছু'পায় নাই !'

আগুনে হাত ।

স্বাধীনতার লীলাভূমি
সভ্যতার সেই আদি আবাস,
রোম যখন আপন দেশে
কর্‌তেছিল পরবাস,

রোমীয় এক যুবা-নেতা
পড়্‌ল হঠাৎ শত্রু-করে,
আন্‌লো ঘিরে দরবারে তা'য়
বিচার ছলে সাজার তরে ।

শত্রুদলের মাঝে বন্দী
দাঁড়ায় সোজা উঁচু-মাথায়,
দেখে' তার সেই অটলমূর্ত্তি,
পলক নাই সব আঁখিপাতায় ।

লোভে যখন টল্‌লো না সে,
বিচারক কন রুক্ষ স্বরে,
'জিহ্বা তোমার পোড়াব আজ
মন্ত্রণা না ভাঙ্গলে পরে !'

হ’ল উত্তর, ‘হা রে মূর্খ,
বিবেক নিয়ে পরিহাস,
আগুন মোদের খেলার জিনিস,
দুঃখ মোদের পায়ের দাস!’

—ডা’ন হাত নিয়ে অনায়াসে
ধরলো দীপ্ত মশাল মাঝে,
জয়গর্ব্বের হাসি মুখে।—
শত্রু অধোবদন লাজে!

মা ও মেয়ে।

'দাদা কোথায় গেল, মাগো, দাদা কোথায় গেল ?
আঁধার পক্ষ গিয়ে এবার চাঁদের পক্ষ এল।
গল্প বলে রতন পাঁড়ে,
সারস জলে পালক ঝাড়ে,
—চোখটা খালি ভরে' উঠে, বুকটা কেমন করে.
ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখি,—দাদা আস্‌ছে ঘরে

বিন্নির খৈ, নূতন গুড়,—মুড়্‌কি করে কে ?
খেতে বসে' কেঁদে পালাই পাতে ভাত রেখে !
নাই সে আকাশ বাদ্‌লা-ছাওয়া,
বয় শরতের মাত্‌লা হাওয়া,
বাঁশের ঝাড়ে আগুন দিয়ে চাঁদ উঠে ঐ এল,
দাদা কোথায় গেল, মাগো, দাদা কোথায় গেল ?'

মা বলেন, 'মা, ছাখ্‌, ঐ যে মাঠের পরে মাঠ,
জানিস্‌ কার সে সরিৎ-ঘেরা হরিৎ রাজ্যপাট ?
তাঁরই গোলার সোণা-ধানে,
তাঁরই নদীর সুধাপানে
মানুষ তোরা, বলি হ'তে সেই দেবতার পায়ে
দাদা তোর এই গাঁয়ের পূজা দিতে গেছে মায়ে !

বসন্তে দেশ শেষ, পথে পচাগন্ধ মড়ার
শিশু রোগী ফেলে ভাইটী পালিয়ে হ'ল পার !
শিশুরে রাত জেগে খালি
সেবা কর্‌ল পরাণ ঢালি,
তার বসন্ত নিয়ে মিশ্‌লো যে বসন্তের গা'য়,
তার খবর এই বুকটা চিরে পাষাণ কল্লে মায় !'

বন্দির সন্ধি ।

শত্রুকৃত বন্দীর দলে
      এলেন এক রোমীয় নব্য
সুদূর বিদেশ, তিনি দেশের
      মন্ত্রীসভার বিশেষ সভ্য ।

শত্রু তাঁরে দেখা'ল লোভ,
      'ছাড়্‌তে পারি, তোমায় বন্দী,
যদি ঘটাও দেশে গিয়ে
      মোদের মনের মত সন্ধি !'

রোমীয় কন, 'শৃঙ্খলের ভার
      এত কি ভার, যাহার তরে
বিবেকটীরে বিকিয়ে যাব
      তোদের করে অকাতরে !'

তবু শত্রু কোন্ দুরাশায়
      বল্লে, 'তবে কর স্বীকার,—
সন্ধি যদি না হয়, বন্দী,
      কারাগারে ফির্‌বে আবার ?'

যুবক মেনে, এলেন দেশে।
—ফির্‌লেন অঙ্গীকারের তরে,
বল্লেন, 'সন্ধির অন্তরায়
ছিলাম আমিই সর্ব্বোপরে।'

. . . . .

চল্লো পীড়ন।—তিনি বল্‌তেন,
'লোক ইহারা পরিপাটী,
এদের কৃপায় জন্মের শোধ
দেখ্‌লাম আবার জন্মমাটি!'

শোকে সান্ত্বনা

'ওরে আমার সোণার চাঁদ,
ওরে আমার মাণিক,
বিশ্ব আঁধার হ'ত তোরে
হারালে যে খানিক!

ওরে আমার হৃদ্‌পিঞ্জরের
পোষা প্রাণের পাখী,
মায়ের বুকটী খালি করে'
দিলি এমন ফাঁকি?'—

নারীর কণ্ঠে উঠ্‌তে লাগ্‌লো
যখন আর্ত্ত রব,
প্রতিবেশী বৃদ্ধ শুনে
ক্ষণেক শোকে নীরব!

বল্লেন শেষে এসে, 'মা, তোর
মরে নি ত ছেলে।
উঠেছে সে দেশের মাথায়
মরণেরে ঠেলে!

দস্যুর হাতে যা ছিল মা
পাড়ার প্রাণ মান.
সে মরে কি, যে দেয় বলি
পরের লাগি প্রাণ ?

আমার ঘরে তারই জোড়া
আছে এক রতন,
তারে কোলে করে' তুই আজ
ভুলা মা তোর মন !

কিন্তু যদি আসে সুযোগ
খাট্‌বে সেও পালা,
বিশ্ব মোদের দেবায়ন,
নয় ত রঙ্গশালা !'

তিনশই তিন লাখ

লাখে লাখে পারসীক !
তাহাদের গতি রোধিয়া দাঁড়া'ল
শুধু তিন শত গ্রীক !—
লাখে লাখে পারসীক !

এ কি বিধাতার কল !
তিন শত বীর দিল যে হটায়ে
অগণ্য অরিদল,
ক্ষুদ্রের এ কি বল !

গ্রীসের বিজয়ী সেনা !
বাজায়ে তুরি পশিল পুরী, যেন
নাহি যায় ভাল চেনা,
জীবিত কয়টী সেনা !

আগে কার—কয় সবে—
পূজা দিবে দেশ ?—
সেনানী কহিল—'তবে,
পূজারীর পূজা হবে !'

সারা দেশের হৃদ্‌পিণ্ড।

সারা দেশের মহামিলন সভা
রাজধানীর খোলা মাঠে বৈঠক,
টিকিট করে' বিক্রি হচ্ছে প্রেম
সহর ভেঙ্গে এল দিতে যোগ।

সাহিত্যিকে রাজনৈতিকে আজ
মিটে যাবে সব দলাদলি,
মাদার টিংচার বিলিষ্টারে কষে'
ধর্‌বে মনে প্রাণে গলাগলি!

চাপকান আর গাউনের জাতিভেদ
ছাঁটা হবে ফেলে একটা ছাঁচে,
মোটর অশ্বযানকে জাতে তুলে
টান্‌বে একেবারে বুকের কাছে!

সব ধর্ম্মের হবে সমন্বয়,
সব মতের হবে সমাহার,
সভাপতি হাত পা মুখ নেড়ে
করতালী নিচ্ছেন বার বার!

এমন সময় ডিঙ্গিয়ে বাঁশের বেড়া
এল আদুল গায়ে রুক্ষ চুলে
সভ্যদলের ভিড়ে এ অসভ্য
বকটী যেন হংস মধ্যে ভুলে !

জমাট্ সভার রসভঙ্গ করি
সভাপতির কাছে পৌঁছ্‌ল গিয়ে,
হোম্‌ড়া চোম্‌ড়া প্রতিনিধির দল
বসে সেথায় কেদারায় ঠেঁস্ দিয়ে !

নানাগলায় 'পাগল পাগল' রবে
সভার মাঝে উঠ্‌লো বড় গোল,
গলাধাক্কায় হল্লার পরিণতি
রুখে দাঁড়িয়ে বল্লে—শেয়ান পাগল

'সারা দেশের হৃদ্‌পিণ্ডটী পড়ে'
বেড়ার বাইরে করুক্ ধুক্ ধুক্,
তোমরা গাও সাম্যনীতির জয়
গায়ের জোরে চড়ে যতটুক্।'

উক্ত কবিবরের নিম্নলিখিত কাব্যগ্রন্থগুলি

পৃথক্‌ভাবে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে—

১। গৌরাঙ্গ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক ইণ্টারমিডিয়েট পরিক্ষার্থিনা

ছাত্রীদিগের জন্য পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

২। গীতিকা

ইহাতে গীতি ও গীতিকা উভয় কাব্যের

কবিতা একসঙ্গে আছে। মূল্য ১৲ একটাকা।

৩। আখ্যায়িকা এবং চিত্র ও চরিত্র

এন্টিক কাগজে একসঙ্গে ছাপা এবং উৎকৃষ্ট সিল্কের

কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১৲ একটাকা।

৪। পাথেয় ও পাষাণ

এন্টিক কাগজে একসঙ্গে ছাপা এবং সুদৃশ্য সিল্কের

কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১৲ এক টাকা।

৫। গৈরিক, ও ৬। পাথার

এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা এবং সিল্কের কাপড়ে সুদৃশ্য বাঁধাই,

মূল্য প্রত্যেকের ১৲ এক টাকা মাত্র।